শ্রীশ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃতকণা

(পয়ারানুবাদ)

শ্রীকানাইদাস-বিরচিত

Vrindavan Das
Govind Kund
Vrindavan, Mathura

শ্রীহরিদাসদাস

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-গৌরব-গ্রন্থগুচ্ছঃ—৫১

শ্রীশ্রীগৌরগদাধরৌ বিজয়েতাম্

শ্রীশ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতকণা

শ্রীকানাইদাস-রচিত পদ্যানুবাদ

শ্রীহরিদাসদাস-কর্ত্তৃক-
প্রকাশিত
শ্রীধামনবদ্বীপ—হরিবোল-কুটীর

কৃষ্ণনগর, নদীয়া শ্রীভাগবত প্রেস হইতে
শ্রীশৈলেন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত

শ্রীশ্রীগৌরগদাধরৌ বিজয়েতাম্

অনুক্রমণিকা

শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামি-প্রভুপাদ-বিরচিত শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত নামক গ্রন্থরত্নের পরিচয়-প্রদান গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে অনাবশ্যক। এই গ্রন্থরত্নে একাধারে লীলা, রস, ভাব এবং সিদ্ধান্ত প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ভজন-সংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সুস্পষ্ট ভাষায় সম্পুটিত হইয়াছে। শ্রীপাদ শ্রীরূপপ্রভু-কর্ত্তৃক উল্লিখিত [ভ° র° সি° ১।৪।২০] **'নিগূঢ়-ভক্তিসিদ্ধান্ত-মাধুরী'** জানিতে কাহারও সাগ্রহ লিপ্সা থাকিলে এই গ্রন্থই সর্বদা পুনঃ পুনঃ পাঠ, আলোচনা, অনুশীলন ও আস্বাদন করিতে হয়— ইহা বলাই বাহুল্য।

অনুবাদে গ্রন্থের স্বারস্য থাকে না, ইহা অবিসংবাদি সত্য; তথাপি যাঁহারা দেবভাষায় অনভিজ্ঞ বা অব্যুৎপন্ন, তাঁহাদের প্রতি করুণা করিয়া মহাজনগণ গ্রন্থবিশেষের অনুবাদ করিয়া মূল গ্রন্থের আস্বাদন-আলোচনার যথেষ্ট প্রসার করিয়া থাকেন। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের পয়ারে অনুবাদ করিয়াছিলেন —১৭৬৪ শাকে বর্দ্ধমান জেলার বেনাপুরগ্রামবাসী শ্রীজয়গোবিন্দ বসু চৌধুরী মহাশয়, ইহা ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু এই

গ্রন্থের সর্বপ্রথম অনুবাদ করিয়াছেন—শ্রীল কানাই দাস নামে জনৈক শ্রীবৃন্দাবনবাসী উদাসীন বৈষ্ণব। রচনার তারিখ জানা না গেলেও আদর্শ পুস্তকের প্রতিলিপির তারিখ দেওয়া আছে—১২৪০ বঙ্গাব্দায় ২০ শে চৈত্র (১৭৫০ শক), সুতরাং শ্রীকানাই দাসকে এই গ্রন্থের সর্বপ্রথম অনুবাদক বলিতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। গ্রন্থশেষে (৩০৬ পৃষ্ঠায়) তিনি স্বমুখে যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায় যে তিনি শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শাখাস্থ শ্রীশ্যামাদাসাচার্য্যের বংশ্য শ্রীহরিপ্রসাদ গোস্বামিজির শিষ্য। এতদ্‌ব্যতীত অন্য কোনও বিবরণ জানা যায় না। ইনি 'শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসলেশ' নামে শ্রীশ্রীগোপালভট্ট গোস্বামি-বিলিখিত স্বনাম-প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতি-গ্রন্থেরও পয়ারানুবাদ করিয়াছেন— তাহা তিনি এই গ্রন্থের শেষে ৩০৩ পৃষ্ঠায় ব্যক্ত করিয়াছেন—

"হরিভক্তিবিলাস আর ভাগবতামৃত।
মূল দেখি' লিখিলাম যেমন সামর্থ্য ॥"

শ্রীকানাইদাসের রচনা সরল গদ্যের মত, ইহাতে পাণ্ডিত্য-প্রকাশের চেষ্টা আদৌ নাই। তিনি মূল বৃহদ্‌ভাগবতামৃতের অধ্যায়গুলিকে যথামতি বিষয়বিভাগক্রমে ২।৩ টি কলায় উপ-বিভক্ত করিয়াছেন। জটিল ও দার্শনিক বিষয়ে তিনি সংক্ষেপে লেখনী চালাইয়াছেন। সংস্কৃতভাষা-নিবদ্ধ মূল বা টীকার মর্ম বুঝিতে অক্ষম গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পক্ষে এই অনুবাদের অপেক্ষা ও উপযোগিতা হইবে বিবেচনায় ইহা মুদ্রিত হইল।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসলেশের * উপক্রমে তিনি দৈন্যোক্তিসহকারে যে বৈষ্ণবাজ্ঞার প্রভাব বর্ণনা করিয়াছেন—তাহাও কৌতূহলী পাঠকের জন্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"সর্ব্ব-ভক্তপদ্বন্দ্ব করিয়া ধারণ। হরিভক্তিবিলাস-ভাষা করিয়ে স্পর্শন ॥
অতিমূর্খ হৈয়া, অতিলোভ কৈনু চিত্তে।
লোভের কারণ মুই লিখি নির্লজ্জতে ॥
পণ্ডিত-গোসাঞির পরিবার,—'গুরুচরণ দাস'।
বৃন্দাবনে ব্রহ্মকুণ্ড-তীরে তাঁর বাস ॥
তেঁহো কৃপা করি' দিলা দশমবিলাস। বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য শুনি' হইল উল্লাস ॥
ভাষা করি' বুঝিবারে মনে হৈল ক্ষোভ।
একাদশে নাম-মাহাত্ম্যে বাঢ়িলেহ লোভ ॥
কেমনে বুঝিব মূল-টীকার লিখন। পণ্ডিতেহ কষ্টে বুঝিল, মুঞি মূর্খাধম ॥
অনেক প্রকার করি' মনে বুঝাইলু। না মানে উন্মত্ত চিত্ত গোবর্দ্ধনে গেলু ॥
শ্রীসনাতন গোসাঞির ভজন-কুঠিতে। গড়াগড়ি পাড়িয়া রহিলু আঙ্গিনাতে ॥
কথোক্ষণে আইলা তাহা,—'শ্রীগোপালদাস'।
কি কহব তাঁর গুণ বৈষ্ণবে বিশ্বাস ॥
লক্ষ লক্ষ নাম সংখ্যা সাঙ্গ করি' রাত্রে।
মাধুকরি-ভোজন, সেহো জীবন রাখিতে ॥
অকস্মাৎ আসি মোরে কহেন কোন্ চিন্তা! এই চিন্তামণি-ভূমি, কল্পবৃক্ষ-লতা ॥
মনোরথ পূর্ণ হবে, ইথে কি সন্দেহ? অনুমান করিলু গোসাঞি আজ্ঞা এহ ॥
মোর মনোরথ এহোঁ কেমনে জানিল। তাঁর বাণী শুনি চিত্তে আনন্দ হইল ॥
আসি' রাধাকুণ্ড-বাসি-দাসগোসাঞির পদে।
নিবেদিলু সমাজেতে নিজ অভিমতে ॥

*ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি নং—১২৩১

রাধাকুণ্ড উত্তরে শ্রীজাহ্নবার কুঞ্জ। বৈশাখ শুক্লা নবমীতে মহোৎসব-পুঞ্জ ॥
বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন, নন্দগ্রাম হৈতে। কাম্যবন আদি ব্রজের বৈষ্ণব একত্রে ॥
উৎসবান্তে পূর্ণদিনে যে আনন্দ হয়। যেই দেখে, সেই সাক্ষী, অন্যে কে জানয় ॥
কুণ্ডবাসি-বৈষ্ণব সহ একত্র পাইয়া। আজ্ঞা মাগিলাম পুন নির্লজ্জ হইয়া ॥
কৃপাপূর্ব্বক সবে আজ্ঞা দিলেন আমারে।
ভরসা হইল চিত্তে ভাষা লিখিবারে ॥
শ্রীগোপালভট্ট গোসাঞির ভজন-কুঠীতে।
বহু নিবেদন কৈলু যে অভীষ্ট চিত্তে ॥
তব গ্রন্থ-বচনলেশ ভাষা করণ-সাধ। ক্ষেমা কর গুণমণি অজ্ঞ-অপরাধ ॥
বড় গোসাঞি সহিত অভিন্ন আত্মা তুমি।
মূলগ্রন্থভাগে ব্যক্ত করিলা আপনি ॥
ছয় গোসাঞির এক আত্মা, দেহমাত্র ভেদ।
যেন পঞ্চ পাণ্ডবের নাহিক বিভেদ" ॥

পরিশেষে সবিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে শ্রীবৃন্দাবনে পুরাণা সহরের শ্রীমন্ নিত্যানন্দ ভট্টজি মহোদয় কৃপা করিয়া স্বগৃহে সংরক্ষিত এই পয়ারানুবাদ পুঁথিখানি মুদ্রন করিতে দিয়াছেন। আদর্শ পুঁথিখানি হুগলি জেলায় আকবরপুরে ১২৪০ বঙ্গাব্দে যে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল, তাহাও গ্রন্থশেষে উক্ত হইয়াছে।

এক্ষণে কৃপাময় পাঠকগণের চরণে সকাতর নিবেদন এই যে প্রকাশকের যাবতীয় ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করিয়া মূলগ্রন্থের তাৎপর্য্য আস্বাদন-ক্রমে আপনারা ধন্যধন্য হউন।

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-গৌরব-গ্রন্থগুচ্ছ ঃ—

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত-কণা

[শ্রীকানাইদাস-রচিত পদ্যানুবাদ]

পূর্ব খণ্ড

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ

নমস্তে গুরুদেবায় সর্বসিদ্ধি-প্রদায়িনে।
সর্বমঙ্গলরূপায় সর্বানন্দ-বিধায়িনে॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। জয় শ্রীমুখারবিন্দে 'কৃষ্ণ' দুই বর্ণ॥
কান্তিতে অকৃষ্ণ-অঙ্গ, যেন কাঁচা সোণা।
হ্লাদিনীর দ্যুতি সেই—কি তা'র উপমা?
জয় পদ্মাবতীপুত্র শ্রীনিত্যানন্দ। জয় জয় সীতানাথ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র॥
জয় শ্রীপণ্ডিত গোসাঞি গদাধর। জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর-পরিকর॥
জয় রূপ সনাতন বৃন্দাবনবাসী। জয় ভট্টযুগল জীব সর্বগুণরাশি॥
জয় রাধাকুণ্ডবাসী দাস-রঘুনাথ। সভাকার চরণে করিয়ে প্রণিপাত॥
ইহা মধ্যে কেহো কেহো মহাপ্রভুর অঙ্গ।
কেহো ত পরমপ্রিয় অতি অন্তরঙ্গ॥

কেহো উপাঙ্গ, অস্ত্র, পারিষদ পরিবার। হেন কৃষ্ণচৈতন্য-পাদপদ্মে নমস্কার ॥
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁ'রে ভজে যেই জন। সেই ত পরম-সুন্দর-বুদ্ধিতে গণন ॥

ভজন-মধ্যে নামসঙ্কীর্ত্তন সর্বশ্রেষ্ঠ।
'হরে কৃষ্ণ' ইত্যাদি নাম বিরাজে উৎকৃষ্ট ॥
তাহার কারণ—গৌরাঙ্গের মুখপদ্মোদিত।
লঘুভাগবতামৃতে করিলা নিশ্চিত ॥

তথাহি—**শ্রীচৈতন্য-মুখোদ্‌গীর্ণা হরেকৃষ্ণেতি-বর্ণকাঃ।**
মজ্জয়ন্তো জগৎ প্রেম্ণি বিজয়ন্তাং তদাহ্বয়াঃ ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র-মুখকমলে উদ্গীর্ণ। 'হরে কৃষ্ণ'-ইত্যাদি যে বত্রিশ বর্ণ ॥
এই নাম জগতেরে প্রেমেতে ডুবায়। সর্ব হৈতে উৎকর্ষ বিরাজমান যায় ॥

নামের মাহাত্ম্যবিশেষ ভাগবতামৃতে।
গোসাঞি সনাতন গ্রন্থে করিলা বিদিতে ॥

তাহার সারার্থ—লঘুভাগবতামৃত। কি আর মহিমা, রূপগোস্বামীর কৃত ॥
আদ্য গ্রন্থ নাম বৃহদ্‌ভাগবতামৃত। একারণে বৃহৎসংজ্ঞ হইলা বিদিত ॥

এই গ্রন্থের দৃষ্টান্ত শুনিয়া স্থানে স্থানে।
হরিভক্তিবিলাসেতে নাম-মাহাত্ম্য জন্মে ॥

তাহাতে হইল লোভ শুনিতে এগ্রন্থ। ভাগ্যে বৃহদ্‌ভাগবতামৃত হৈল প্রাপ্ত ॥
শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হৈল আস্বাদিতে। আস্বাদন-সুখ হয় সদা বিচারিতে ॥

পণ্ডিত হৈলেও সদা না কৈলে বিচার।
তথাপি না রহে চিত্তে ধারণা তাহার ॥

তা'থে আমি মূর্খবুদ্ধি হৈল বড় আশা। সংস্কৃত দূরে রহু, নাহি বুঝি ভাষা ॥

ইথে ভাগবতামৃত-পান করিবারে।
আশা হৈল ভাষায় লিখি, গোসাঞি যা' করে ॥

তাঁহার চরণে মোর রহু পরণাম। ক্ষেমা কর অপরাধ—করুণা-নিধান॥
কিঞ্চিৎ বুঝিতে শক্তি নাহিক আমার।
হেন ছারে লোভাইলে, কৌতুক তোমার॥
বৈষ্ণব-দ্বারায় আজ্ঞা করিলে আপনে।
কি আর লিখিব, যাহা হৈল অনুমানে॥
সর্ববৈষ্ণবের পদে করি নতি-স্তুতি। ক্ষেমা কর অপরাধ, মুঞি মন্দমতি॥
ভাগবতামৃত গ্রন্থ হয় দুই খণ্ড। অক্ষয় অব্যয় দুই অমৃতের ভাণ্ড॥
প্রথমেতে সপ্ত অধ্যায় 'ভক্তামৃত' নাম।
উত্তরখণ্ডে সাত অধ্যায় 'কৃষ্ণামৃতাখ্যান'॥
পূর্বখণ্ডে ভক্ত-নির্দ্ধার করিল নারদ।
পরমরসিক ভক্তের এই এক সার॥
প্রথম অধ্যায়ে প্রয়াগে ঋষির সমাজে।
বিপ্র-বৈষ্ণব হয় এক খণ্ডেশ্বর রাজে॥
তাহা নির্দ্ধারিয়া গেলা দক্ষিণ দেশেতে।
চক্রবর্ত্তি-মহারাজায় কৈলা নির্দ্ধারেতে॥
পৃথিবীতে প্রথমেতে কৈলা নির্দ্ধারণ। অধ্যায়ের নাম 'ভৌম' হইলা প্রথম॥
দ্বিতীয় অধ্যায়-শেষে ইন্দ্রে পরখিয়া।
ব্রহ্মা হেন পিতা তাঁ'র ভক্তি নির্দ্ধারিয়া॥
উপর লোকের নাম দিব্য করি' গায়।
ইথে 'দিব্য' নাম হৈলা দ্বিতীয় অধ্যায়॥
তৃতীয়ে শ্রীশিব-সঙ্গে নারদের উক্তি। অনেক হইল কথা—সব কৃষ্ণভক্তি॥
প্রপঞ্চ-অতীত সেই শিবলোক হয়। ইথে 'প্রপঞ্চাতীত' নাম তৃতীয় অধ্যায়॥
চতুর্থে প্রহ্লাদ-সহ নারদের কথন। তারপর হনুমানে কৈলা সম্ভাষণ॥
শুদ্ধভক্ত-সনে কথা ইথে 'ভক্ত' নাম। চতুর্থ অধ্যায় এই হৈলা আখ্যান॥

পঞ্চম অধ্যায় 'প্রিয়' নাম যৈছে হৈলা।
পাণ্ডব-উদ্ধব-গুণ ইথে প্রকাশিলা ॥
ষষ্ঠ অধ্যায়ের নাম 'প্রিয়তম' হৈলা।
সর্ব হৈতে ব্রজ প্রিয়—কৃষ্ণ জানাইলা ॥
আস্বাদিতে দ্বারকাতে হৈলা মূরছনে।
সপ্তম অধ্যায় 'পূর্ণ'-নাম নববৃন্দাবনে ॥
উত্তরখণ্ডে গোলোক-মাহাত্ম্য কহিবার তরে।
গোপ-কুমার ভ্রমণ করিলা সর্বত্তরে ॥
প্রথম অধ্যায়ের নাম 'বৈরাগ্য' রাখিলা।
গোপ-কুমারের যাতে বৈরাগ্য হৈলা ॥
গঙ্গাতীরে রাজত্ব কৈলা আর নীলাচলে।
পুন আইলা বৃন্দাবন হইয়া ব্যাকুলে ॥
দ্বিতীয় অধ্যায় 'জ্ঞান'-নামা শুনহ কারণ।
স্বর্গ-মহর্লোকে গেলা গোপের নন্দন ॥
জনলোক-তপোলোকে জ্ঞানাদি কেবল।
ব্রহ্মলোকে ঐমত জ্ঞানাদি প্রবল ॥
তৃতীয়ে 'ভজন'-নামা হৈল অধ্যায়।
নাম-ভজন, নাম-মাহাত্ম্য সর্বসার তায় ॥
চতুর্থ অধ্যায় 'বৈকুণ্ঠ' নাম যে লিখিল।
গোপকুমার বৈকুণ্ঠেতে যাহা প্রচারিল ॥
পঞ্চম অধ্যায় 'প্রেম' নাম শুনহ কারণ।
দ্বারকায় গোপকুমার-কৃষ্ণেতে মিলন ॥
বৈকুণ্ঠ-উপর দ্বারকা জানিবে পশ্চাতে।
অনেক বাহুল্যকথা, নাহি হয় সূত্রে ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়ের নাম 'অভীষ্টলাভ' হয়।
গোলোক প্রাপ্ত হইলেন গোপের তনয়॥
বৃন্দাবন-লীলা যেন তৈছন তথায়। দিগ্‌ দর্শন লীলা আছয়ে অধ্যায়॥
সপ্তম অধ্যায় নাম 'জগদানন্দ' হৈলা।
গোপকুমার-সদৃশ রূপ ব্রাহ্মণ পাইলা॥
অধ্যায়ের নামমাত্র হইল সূচন। অনেক বাহুল্য-কথা—না হয় গণন॥
যথাসাধ্য তাহা আমি করিব বিস্তার। বামন হই' চাহি যেন চান্দ ধরিবার॥
পঙ্গু হঞা চাহে গিরি-লঙ্ঘন করিতে। রাঙ্গা-টুনি হঞা চাহে সমুদ্র শুষিতে॥
সেইমত হই আমি অতিতুচ্ছবুদ্ধি। লোভের সাহসে লিখি, নাই কোন শুদ্ধি॥
এইমত গ্রন্থসূত্র হইল লিখন। কে লিখিতে পারে গ্রন্থের যথামাহাত্ম্য॥
যাহার শ্রবণে নাশে সব অন্ধকার। ভক্তিপথ সুলভ, উপাসনা তত্ত্ব-সার॥
প্রেমভক্তি, সিদ্ধান্ত-যুক্তিরসের কল্লোল।
কিংবা মধুর হৈতে মধুর রসময় ফল॥
পদে পদে স্বাদু স্বাদু অমৃতের কণ। **'ভাগবতামৃতকণা'** এনাম সূচন॥
কিংবা মূল-গ্রন্থামৃত সমুদ্র-সমান।
তা'র কণা স্পর্শি ভাষায়, ইথে 'কণা' নাম॥
এইত লিখিল কিছু গ্রন্থ-বিবরণ। এখন শুনহ মূল মঙ্গলাচরণ॥

তথাহি— **জয়তি নিজপদাব্জ-** ....
শ্রীরাধিকাপ্রভৃতয়ো ...
স্বদয়িতনিজভাবং ....

অস্যার্থঃ— (যথারাগ)

নিজ চরণারবিন্দ, লোভাইতে মকরন্দ, প্রেমদানজন্য অবতার।
শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণ, সর্ব-অবতার-শ্রেষ্ঠ, বিরাজমান উপরে সভার॥

যদি ভূভার-হরণ, অবতার এ-কারণ, এই সে প্রসিদ্ধ আছে খ্যাতি।
কিন্তু এহো গৌণার্থ, মুখ্য প্রেমদান অর্থ, পরমাণ কুন্তীদেবী-স্তুতি॥
তুমি মাধুর্য্যার্ণব, অনির্বচনীয় সব, কৈশোরেতে নিত্যস্থিতি ধাম।
গোপিকার প্রেমে ব্যাপ্ত, পরমদশায় প্রাপ্ত, একারণ গোপীবল্লভ নাম॥
গোপীর বল্লভ তেঁহো, অথবা অর্থ হয় এহো, গোপী যাঁ'র বল্লভ সদাই।
যেই প্রেমে শ্রীচৈতন্য, অবতার ধন্য ধন্য, সেই প্রেমের বলিহারি যাই॥
সর্বগোপীগণ হৈতে, সর্বোপরি বিরাজিতে, শ্রীরাধিকা পরমপ্রেয়সী।
যাঁহার প্রেমার লব, কহিতে না পারে সব, কৃষ্ণ চাঁদবদনে প্রকাশি'॥
গোপীপ্রতি কৃষ্ণ-ভাব, তাহা হৈতে অতিপ্রভাব, কৃষ্ণপ্রতি ভাব গোপিকার।
সে অতিমধুর জানি, লোভে ভক্তরূপ আপনি, যাহাতে হৈলা অবতার॥
সেই যে কনকধামা, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামা, হরি ইহ যতিবেশধারী।
শ্রীশচীনন্দন এই, সর্বোপরি বিরাজই, জয়তি শ্রীচরণ-মাধুরী॥
শ্রীনবদ্বীপ জয়তি, ভক্তি নবদ্বীপখ্যাতি, অভেদ মথুরা-বৃন্দাবনে।
ইথে মূল গ্রন্থকারে, শ্রীমহাপ্রভুর পরে, শ্রীমথুরায় করিলা বন্দনে॥

তথাহি— **জয়তি মথুরা দেবী** ···

জয়তি মথুরা-পুরী, শ্রেষ্ঠা সর্ব-উপরি, সপ্তপুরী হৈতে চমৎকার।
কাশী আর শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী, অবন্তী, অযোধ্যা, দ্বারকা, হরিদ্বার॥
এই সাত পুরী শ্রেষ্ঠ, স্বয়ং অবতার কৃষ্ণ, জনমিলা শ্রীমথুরাতে।
মথুরা নামে পাপনাশে, কৃষ্ণভক্তি পরকাশে, ইথে পূজ্যা সকল জগতে॥
কৃষ্ণলীলাস্থান এহ, সে মাহাত্ম্য দূরে রহু, মথুরা-মাহাত্ম্য কেবা কয়?
বরাহ, পদ্মপুরাণ, শত শত পরমাণ, মথুরাগুণ-সংখ্যা নাহি হয়॥
অতএব নমস্কার করি আমি বারবার, মথুরা-স্মরণে চিত্ত রহু।
সে পুরীতে লীলা যত, গান করি অবিরত, আর মন না চলুক কাহু॥

জয় জয় বৃন্দাবন, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম, বেণুবাদ্য গোপালনে প্রিয়।
ভকতগণের মন, বাস করেন সর্বক্ষণ, বৈকুণ্ঠ হৈতে রমণীয় ॥
জয়তি তরণিপুত্রী, গঙ্গা-অধিক মাহাত্ম্যি, যম-ভগ্নী যমুনা পাটরাণী।
শ্রীমুরারি-দয়িতা, মথুরা-সনে সখ্যে স্থিতা, যা'র জল পরমপাবনী ॥
কৃষ্ণচরণ-অরবিন্দ, তাহার যে মকরন্দ. নীরছলে বহেন যমুনা।
যা'র তীরে কৃষ্ণলীলা, করে জলে জলখেলা তার ভাগ্য কে করে গণনা ॥
পর্বত-কুলাধিরাজ. জয় হরিদাসবর্য্য, শ্রীগোবর্দ্ধন নাম খ্যাতি।
ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ করি', যা'র পূজা কৈল হরি, তা'র হস্তে সাত দিন স্থিতি ॥
জয় জয় রাধাকুণ্ড, প্রেমবন্যা পরচণ্ড, ব্রজের মুকুট-শিরোমণি।
একবার যা'র জলে, স্নান কৈলে অবহেলে, প্রেমপাত্র হয় সে তখনি ॥
জয়তি শ্রীপ্রেমভক্তি, বেদতত্ত্বের গূঢ় অতি, জানি' মুক্তি শরণ-অভিলাষী ॥
শুনহ তাহার যুক্তি, বৈষ্ণবের ত্যাজ্য মুক্তি. ভক্তিপদ সেবে হই দাসী ॥
ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমস্ত অখিল বর্গ, সভার জননী ভক্তিদেবী।
ব্রহ্মসাক্ষাৎ হৈতে, আনন্দদায়িনী চিত্তে, বিষয়-সুখদুঃখ-নিবৃত্তি আপি ॥
রাধারমণ-পাদপদ্ম, যাহার আধার-সদ্ম, ব্রজলোকের প্রেম-অনুসার।
হেন প্রেম যেই দাতা, সেই ভক্তি জগন্মাতা, তাহার চরণে নমস্কার ॥
সে ভক্তি যা' হৈতে হয়, জয়তি জয়তি জয়, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনামানন্দ-রূপ।
নিবৃত্তি করেন তেঁহো, বর্ণাশ্রম-ধর্ম যেহো, ধ্যানপূজা-যজ্ঞাদির লোপ ॥
তাহার কারণ কয়, নাম হৈতে সব হয়, অনায়াসে নাশে দুঃখ-ভ্রম।
বর্ণাশ্রমধর্ম, ধ্যান. পূজাদির যে কল্যাণ, সর্বত্রই আছে পরিশ্রম ॥
মনের নিগ্রহ বিনে, ধ্যান নহে একক্ষণে, পূজায় দ্রব্য-চেষ্টা পবিত্রতা।
নামে কোনো অপেক্ষা নাই, নামাভাসে মুক্তি দেই, একরূপ অমৃত নিত্যতা ॥
নাম মম ভূষণ, নাম মম জীবন, নাম মম জীবনের জীবন।
নাম মম সরবস, নাম ধাম সর্বরস, সদা উক্ত যুক্ত রসনে ॥

হেন নাম হয় যা'র, তা'রে মোর নমস্কার, নিরুপাধি-কৃপাময় কৃষ্ণ।
সেই কৃষ্ণ এ-কলিতে, নিজপ্রেম বিস্তারিতে, অবতারী হৈলা সর্বশ্রেষ্ঠ॥
চৈতন্যদেব প্রিয়রূপ, তাথে করি অনুভব, ভাগবত-শাস্ত্র-সারার্থগ্রন্থ।
'রূপ'-শব্দে চৈতন্যরূপ, কাঁচাসোণা কান্তিভূপ, অথবা রূপগোসাঞি প্রিয়পাত্র॥
হে বৈষ্ণবগণ যত, শুন ভাগবতামৃত, গ্রন্থ এই পরমমধুর।
শ্রবণেই সর্বলভ্য, প্রেমভক্তিসিদ্ধান্ত সর্ব, অন্যান্যস্পৃহা হবে দূর॥
যদি এ সুগোপ্য হয়, প্রেমাবেশে প্রকাশয়, জৈমিনি কহিলা জন্মেজয়ে।
ভারত শুনিলা যবে, জৈমিনিকে কয় তবে, অবশেষ শুনিতে ইচ্ছা হয়ে॥
অবশেষ সারাংশ যেই, শুনিতে উৎকণ্ঠা হই, জিজ্ঞাসা করেন যোড়হাতে॥
কৃতার্থ করহ মোরে, কৃপা কর মুনিবরে, কহ ভারতের শেষামৃতে॥

শ্রীজনমেজয় উবাচ—

রাজা জনমেজয় কয় জৈমিনির পদে। বৈশম্পায়ন-মুখে যেই শুনিল ভারতে॥
তাঁহা যে না পাইলুঁ রস তাহা তোমা হৈতে।
শ্রবণ করিলাম ইবে তোমার চরিতে॥
কয় জৈমিনি ভারতশেষ সুধাময়। 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'—এই সভে কয়॥
জৈমিনি কহেন, রাজা কর অবধান। তব পিতা পরীক্ষিতের প্রসঙ্গ-প্রমাণ॥
শ্রীশুকদেবমুখ-উপদেশামৃতে। সংসার-সর্প-দংশন-ভয় দূর কৈলা তাথে॥
সর্বসার পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন। নিকট নিজাভীষ্ট স্থান, তাহে চিত্ত লগ্ন॥
এমতে আছেন পরীক্ষিত স্থিরচিত্তে। সেকালে **উত্তরা** মাতা হৈলা উপস্থিতে॥
বিরাট্ পুত্রী উত্তরা শ্রীকৃষ্ণে তৎপরা। একান্তে করেন প্রশ্ন সর্বসারাৎসারা॥
যদি কহ পুত্রের বিয়োগ না ভাবিয়া। কেমনে করেন প্রশ্ন হর্ষযুক্ত হৈঞা॥
পূর্বে পরীক্ষিত মাতায় দিয়াছে প্রবোধ।
নিত্যবস্তু জীব—এই মাতার সুবোধ॥
শুকদেব-গমনান্তে বৈকুণ্ঠ-গমন-পূর্বে। প্রাক্ অল্পতরকালে প্রশ্ন কৈলা তবে॥

উত্তরা কহেন—বৎস ! শুকদেব-স্থানে। যে যে উপদেশ তুমি শুনিলে শ্রবণে ॥
তার সার সার ভাগ কর প্রকাশিত। ক্ষীরসমুদ্রের যেন অমৃত উত্থিত ॥
শুনিয়া মাতার প্রশ্ন মাতৃবৎসলে। সাবকাশ নাই—তথাপিহ কিছু বলে ॥
গোবিন্দ-কথনরসে উৎকণ্ঠিত হৈয়া। পরীক্ষিত কহে মাতা শুন মন দিয়া ॥
এই কালে মৌনব্রতী হইতে উচিতে। বাচাল হইনু তব প্রশ্ন-মাধুরীতে ॥
ভক্তিসম্পদ্‌যুক্ত গুরু শ্রীবাদরায়ণ। তাঁর পাদ-পরসাদে কহিব কথন ॥
তব মম প্রাণদাতা-পাদপদ্মে নত। সে কৃষ্ণ-প্রভাবে কহি ভাগবতামৃত ॥
ইথে লেখ্য মহামুনিগণ-সম্মত। নারদ, ব্যাস, পরাশর মুনি আদি যত ॥
অতএব মহাগুহ্য শুন সাবধানে। পরানন্দে পরীক্ষিত করে প্রকাশনে ॥

শ্রীপরীক্ষিত উবাচ—

এক সময় তীর্থরাজ প্রয়াগের মাঝে। মাঘপ্রাতঃস্নানান্তর বহু মুনিরাজে ॥
শ্রীমাধব-সমীপে বসিয়া আনন্দেতে। কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গেতে পরানন্দ তাথে ॥
সেইকালে সে দেশের **বিপ্র** অধিকারী।
অমাত্যযুক্ত আইলা দশাশ্বমেধোপরি ॥
তীর্থে আসি আবশ্যক কর্ম সমাপিয়া।
বহু স্থান লেপি' মধ্যে বেদি নিরমিয়া ॥
স্বহস্তে লেপন করি' চাঁদোয়া উপরে।
সিংহাসনে কৃষ্ণরূপী শালগ্রাম ধরে ॥
ভোগ বস্ত্র সমর্পিয়া নৃত্য-বাদ্য-গীত। কৃষ্ণকীর্ত্তন-লম্পট বৈষ্ণবে বহুপ্রীত ॥
বিপ্র, ব্রহ্মচারী, যতী, গৃহী আদি করি। সর্বে প্রণমিয়া পাদোদক শিরে ধরি' ॥
ভগবৎপ্রসাদ সবে করাই' ভোজন। দীন-দুঃখী কাঙ্গালীর উদর-ভরণ ॥
পক্ষী, পশু, শৃগাল, কুকুর আদি যত।
সভারে ভোজন দিয়া কৈল সন্তোষিত ॥

সর্ব-আজ্ঞা লৈয়া নিজ পরিবার-সঙ্গে।
শেষ-ভোজন করিলেন পরম আনন্দে ॥

শালগ্রাম-সমুখে সব ফল সমর্পিয়া। ঠাকুর-শয়নানন্তর নিজগণ লৈয়া ॥
স্বগৃহ-গমনে যবে উদ্যত হইলা। সেইকালে নারদ মুনি তথায় আইলা ॥
বীণাযন্ত্র বাজাইয়া কৃষ্ণনাম গানে। আসিয়া কহেন সেই বিপ্র সন্নিধানে ॥
কৃষ্ণ-কৃপাপাত্র ইহ করিতে বিখ্যাত। ইহা মনে করি' তথা আইলা সাক্ষাত ॥
কৃষ্ণভক্তি-লম্পট শ্রীনারদ মহাশয়। জিজ্ঞাসা করেন তবে হইয়া সদয় ॥

হে ব্রাহ্মণ! তুমি কৃষ্ণের অনুগ্রহপাত্র।
ধন দ্রব্য ভাগবত ধর্ম, অর্পণেই মাত্র ॥
সাক্ষাতে দেখিল যেই তব ব্যবহার।
মহোৎসবে সর্বজীবের করিলা সৎকার ॥
একথা শুনিয়া তবে কহেন ব্রাহ্মণ।
হে স্বামিন্! আমি বরাক অকৃপাভাজন ॥
কোন্ দাতা, কি সামর্থ্য, কি বৈভব হয়?
ভজনহীন দীনহীন আমি দুরাশয় ॥
কৃষ্ণকৃপাপাত্র দক্ষিণ দেশে **মহারাজ**।
যাঁ'র দেশে স্থানে স্থানে বৈষ্ণব-সমাজ ॥

যাঁ'র দেশে বিষ্ণু-মন্দির হয়েন সর্বত্রে। তথায় ভিক্ষুক তীর্থবাসী অভ্যাগতে ॥

বিষ্ণুপ্রসাদ ভুঞ্জিয়া সুখেতে গ্রামে গ্রামে।
ভ্রমণ করেন যাঁহা বিনা পরিশ্রমে ॥

রাজধানী-নিকটে মন্দিরে ভগবান্। সাক্ষাতের ন্যায় কৃপা করি বিরাজমান ॥
তাঁহা নিত্য নব নব পরম উৎসব। নব নব দ্রব্য প্রতি ক্ষণে ক্ষণে সব ॥
বিষ্ণুনৈবেদ্য দিয়া বৈষ্ণব সাদরে। স্বদেশী বিদেশীরে ভুঞ্জায় নরবরে ॥
শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন আর প্রসাদ-ভোজন। সাধুসঙ্গ-লোভে সেই দেশে সমাগম ॥

দেবতা ব্রাহ্মণে রাজা দিয়াছে বিভব।
শোক, ভয় কিছু নাই, সুখময় সব ॥
সুবৃষ্টি সুলভ অন্ন ফলমূল বাঞ্ছিত।
পুত্রসম প্রজাপালে শ্রীকৃষ্ণেতে প্রীত ॥
অভিমানহীন নীচযোগ্য সেবা করে। প্রভু-অগ্রে নৃত্যগীত সহ-পরিবারে ॥
পুত্র, দার, অমাত্য, স্বজন, মন্ত্রিগণ। নৃত্যগানে প্রভুরে করয়ে পরসন্ন ॥
কৃষ্ণভক্তি-সমূহ সে রাজা-শিরোমণি।
কহিতে না হয় সাধ্য, দেখিলে সে জানি ॥
এতেক শুনিলা যবে শ্রীনারদ মুনি।
রাজাকে দেখিতে ত্বরায় চলিলা তখনি ॥
সে দেশে যাইয়া দেখেন প্রতি গ্রামে গ্রামে।
ভগবৎপূজাতে তৎপর সর্ব-জনে ॥
দেখিতে দেখিতে রাজধানী প্রবেশিয়া।
রাজাপ্রতি কহেন বড় আনন্দিত হৈয়া ॥
নারদ কহে—রাজা তুমি কৃষ্ণ-কৃপাপাত্র।
তব রাজ্য বৈভব ধন—ভক্তিসুখমাত্র ॥
এইমত রাজ-গুণ বর্ণিয়া বর্ণিয়া। বীণাতে করেন গান প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥
প্রেমাবেশে আলিঙ্গন করে বারবারে। ধন্য ধন্য রাজা তুমি, কৃষ্ণকৃপা যা'রে ॥
নিজ শ্লাঘা শুনি' সার্বভৌম নৃপবর। লজ্জিত হইয়া রাজা যুড়ি দুই কর ॥
বিনয়যুক্ত হৈয়া কয়—হে দেব হে ঋষি! ঐশ্বর্য্য আয়ু অল্প, মায়ামোহরাশি ॥
অল্পদাতা মনুষ্য, ভয়াক্রান্ত, পরবশ।
তাপত্রয়ে যুক্ত, লোভী, সদা অসন্তোষ ॥
হেন যে অযোগ্য আমি হই দুরাচারে। কৃষ্ণ-করুণার পাত্র কহ অবিচারে ॥
বিষ্ণুর কৃপার পাত্র হয়েন **দেবতা**। মনুষ্যের পূজ্যমান হয়েন সর্বদা ॥

নিষ্পাপ, সাত্ত্বিকমন, দেহ তেজোময়।
দুঃখহীন, সুখী সদা, স্বচ্ছন্দগতি হয় ॥
সেবন করিলে যেই ইচ্ছাবর দেই।
যার ভোগ্য অমৃত—মৃত্যু-জরা-দুঃখ নাই ॥
ক্ষুধাতৃষ্ণা বাধা, অভাব, স্বেচ্ছা-ভোজন।
মহাভাগ্যবলে স্বর্গে বৈসে দেবগণ ॥
তন্মধ্যে উৎকৃষ্ট **ইন্দ্র** দেবতার রাজা।
অনুগ্রহ-নিগ্রহ-বৃষ্টিদ্বারে পালে প্রজা ॥

একাত্তর চতুর্যুগ ত্রিলোকে ঐশ্বর্য্য। শত অশ্বমেধ করি ইন্দ্রত্ব সর্ববর্য্য ॥
সার্বভৌমের দুর্লভ হয় উচ্চৈঃশ্রবা। ঐরাবত হস্তী, কামধেনু যার সেবা ॥
নন্দনকানন পারিজাতবৃক্ষ আদি। কল্পতরুলতা কামনা পূরে নিরবধি ॥

এক ফুলে যাহা চাহে তাহা সিদ্ধ হয়।
গীত-বাদ্য-নৃত্য-ভোজন আদি যে যা' চায় ॥
অহো ! আর সৌভাগ্যের না হয় বর্ণন।
কনিষ্ঠ ভ্রাতা হই' যাঁর সহায়—বামন ॥

যে শ্রীবামনদেব ইন্দ্রের বিপদে। রক্ষা করি' হর্ষ দেন সমস্ত সম্পদে ॥

আপনি জানেন সব, কি কহিব আমি।
তথাপিহ নিজ দুঃখে নিবেদিনু বাণী ॥

এই কথা শুনিয়া নারদ মুনিবর। স্বর্গেতে গমন কৈলা যথা পুরন্দর ॥
নারদের মনে উদয় হইল উল্লাস। শ্রীকৃষ্ণের কৃপা কোথা কৈছন প্রকাশ ॥

তাহার নির্দ্ধার মুনি জানিবার তরে।
ভক্ত-গুণ প্রকাশিয়া জীব নিস্তার করে ॥
ভাগবতামৃতে এই ভক্তামৃত নাম।
পান কৈলে কর্ণ-পাত্রে পূরে মনস্কাম ॥

মুগ্ধবুদ্ধি শুদ্ধাশুদ্ধি ত মোর দুর্লভ। দূরে রহু ভক্ত-ভক্তি-যুক্তি অনুভব ॥
শ্রীরূপ-সনাতন-চরণ-চিন্তন। যা'তে স্ফূর্ত্তি চিত্তবৃত্ত্যে ভক্তকীর্ত্তিগুণ ॥
সর্ববৈষ্ণবের পদে প্রণতি আমার। অজ্ঞ-অপরাধ ক্ষমা কর বারবার ॥
শ্রীহরি-পরসাদ পাই এই আশ। ভাগবতামৃতকণা কয় কানাই দাস ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে ভগবৎকৃপাসারনির্ধার-খণ্ডে
ভৌম-নাম প্রথম অধ্যায় প্রথম কলা সম্পূর্ণ ॥

—০—

দ্বিতীয় অধ্যায়

তস্মৈ চৈতন্যদেবায় নমো ভগবতে মুহুঃ।
জড়ং নৃত্যয়তে যোঽয়ং হাসয়ন্ বহুধা বুধান্ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃপাসিন্ধু। জয় জয় নিত্যানন্দ দীনজন-বন্ধু ॥
জয় শান্তিপুরনাথ—অনাথের নাথ। জয় গৌর-ভক্তগোষ্ঠী, কর আত্মসাৎ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়ের এবে আরম্ভ করিয়ে।
ইন্দ্র আর ব্রহ্মার ভক্তি-বিস্তার লিখিয়ে ॥
শ্রীপরীক্ষিত কহে—হে মাতঃ! শুনহ।
নারদ আইলা স্বর্গে করিয়া আগ্রহ ॥

দেখিলেন ইন্দ্র-সভা দেবগণাবৃত। শ্রীবামনদেব পূজাদ্রব্যাদি প্রস্তুত ॥
নানা কল্পদ্রুমফুল মালা চন্দনাদি। লেপন, ভূষণামৃত উপচার-বিধি ॥
গরুড়-উপরি বিরাজমান শ্রীবামন। বৃহস্পতি আদি ঋষির স্তুতি অনুক্ষণ ॥
অদিতির লাল্যমান শ্রীচন্দ্রবদনে। প্রিয়বাক্যে হর্ষ দেন দেব-ঋষিগণে ॥
সিদ্ধ বিদ্যাধর গন্ধর্ব অপ্‌সরাদি। স্তুতি গীত নৃত্য বাদ্যে পরিতোষে তথি ॥

উচ্চ উক্ত্যে অভয়দান দেন সবাকারে।
দৈত্য হৈতে কোনো ডর না কর অন্তরে ॥

কীর্ত্তি-শক্তি-দত্ত তাম্বুল চর্বণ করেন। এমতে নারদ মুনি বামনে দেখেন ॥
তারপরে দেখে মুনি দেব পুরন্দরে। বামন-মাহাত্ম্য ইন্দ্র কহে বারংবারে ॥
কীর্ত্তন করেন কৃত উপকার যত। সহস্রনেত্রে অশ্রুধার বর্ষে বর্ষাবৎ ॥

বামন-পাশে আসনে বসি ঐশ্বর্য্যযুক্ত।
সে শোভা লিখিব কত, কিছুমাত্র ব্যক্ত ॥

শ্রীবামনদেব নিজ স্থানেতে গমনে। অনুব্রজি' গমনান্তর সহস্রলোচনে ॥
সভাতে বসিতে তখন নারদ আসিয়া। কহেন ইন্দ্রের প্রতি প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥
হে ইন্দ্র ! অচ্যুতের কৃপাপাত্র তুমি। যাতে যম-আদি সর্বলোকপাল-স্বামী ॥
চন্দ্রসূর্য্যদেবগণ সবে আজ্ঞাকারী। শ্রুতিসব 'জগদীশ' বলি' স্তুতিকারী ॥
যাতে তুমি হও ধর্মাধর্ম-ফল দাতা। অহো ভাগ্য ! সহোদর নারায়ণ ভ্রাতা !!

তব কনিষ্ঠ সদাকালে তুয়া আদর করে।
এ সব সৌভাগ্য ইন্দ্রের কহে বারেবারে ॥
বীণা বাজাইয়া নৃত্য কীর্ত্তন করেন।
'বামন ভাই, বামন ভাই'—ইহাই কহেন ॥

লজ্জায় নমিত মুখে ইন্দ্র কিছু ভাষে। হে গান্ধর্বকলাভিজ্ঞ ! কর উপহাসে ॥
স্বর্গ-রাজ্য-বৃত্তান্ত কিনা জানহ আপনে। বাংবার দৈত্যভয়ে করি পলায়নে ॥

ইন্দ্র হইয়া চন্দ্রসূর্য্য আদি অধিকারে।
নিয়োজিয়া অসুরে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করে ॥
মোর পিতা মাতা দৃঢ় তপস্যা করিতে।
ভগবান্ পরিতোষ হইলা তাহাতে ॥
অংশমাত্রে ভ্রাতৃত্ব মোর প্রকট হইলা।
না মারিয়া বলি ছলি' রাজ্য মোরে দিলা ॥

ইঁথে আর আমার হইল লজ্জাতম। তথাপিহ স্বর্গরাজ্যে সদা মন ভ্রম ॥
স্পর্দ্ধা, অসূয়া, ব্রহ্মহত্যা পাপ আদি। নিত্য-পাত-ভয় ক্ষয়কারী নিরবধি ॥

স্বর্গরাজ্যে সুখ সব দুঃখের কারণ। আরো শুন উপেন্দ্রের অকৃপা যেমন॥

কৃপা না করেন, কেবল করেন উপেক্ষা।
একে একে কহি যত আমারে উপেক্ষা॥
স্বর্গ-পারিজাত লৈয়া পৃথিবীতে গেলা।
চিরদিন পূজা ব্রজের মোর লোপ কৈলা॥

আমার খাণ্ডব বন অতিপ্রিয় হয়। তাহা দগ্ধ করিলেন অর্জুন দ্বারায়॥

ত্রিলোক গ্রাস করে বৃত্রাসুর নিজ বলে।
প্রার্থনা করিলাম কত ক্ষীরোদের কূলে॥
না বধিয়া আপনে আমাকে আজ্ঞা দিলা।
ব্রহ্মহত্যা সব মোর হৃদয়ে রোপিলা॥
আরো শুন অমরাবতী পুরী যে আমার।
তার উপর নব্য মন্দির রচে আপনার॥
এই কথা হরিবংশে প্রসিদ্ধ আছয়ে।
তুমি সব জানহ,, তথাপি নিবেদিয়ে॥
পিতা মাতা আর বৃহস্পতির আগ্রহে।
পূজা গ্রহণ করি' শীঘ্র যান নিজ গৃহে॥
পুনর্বার আসিতে শীঘ্র করি এ-প্রার্থনা।
তাহাতেও আজ্ঞা করেন করিয়া বঞ্চনা॥
তোমার এখানে আমি না আসি যাবৎ।
মো-অভিন্ন ব্রহ্মা শিব পূজিবে তাবৎ॥
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর হয় এক মূর্ত্তি।
শাস্ত্রের বচন ইহা, হইয়াছ বিস্মৃতি॥
এক স্থানে নিবাস নাই, অগম্য, দুর্লভ।
ক্ষীর-নীরে, বৈকুণ্ঠে, কখন লোক ধ্রুব॥

সংপ্রতি দ্বারকায় হবে অবস্থিতি। তাহার নিয়ম নাই সদা অবগতি ॥
কখন পাণ্ডব-গৃহে কখনো মথুরা। কখনো গোকুলবনে গোপসনে ক্রীড়া ॥
ইহাতে দর্শন দুর্লভ, কৃপা কহ কা'রে ? হে ব্রহ্মনন্দন নারদ কহিনু তোমারে ॥

আপন পিতারে জানো কৃষ্ণ-কৃপাপাত্র।
সবে জানে **ব্রহ্মা** হয়েন লক্ষ্মীকান্ত-পুত্র ॥
যাঁ'র একদিনে মো-সম চৌদ্দ ইন্দ্রপাত।
চৌদ্দ মনু ব্যতীত হয় জগতে বিখ্যাত ॥

সহস্র চতুর্যুগে এক দিবস ব্রহ্মার। ঐছন রজনী হয় বুঝিবে বিচার ॥
এমন যে রাত্রিদিন তিন শত ষাটি। এক বৎসর হয় ব্রহ্মার আর কহি কোষ্ঠী ॥

এমত যে শত বৎসর ব্রহ্মার পরমায়ুঃ।
লোকপালাদিক-স্রষ্টা দ্বিতীয় আর নাই ॥

অধিকার দেন আর কর্মফলদাতা। নিজ রাত্রি হৈলে সংহারেন সৃষ্টিকর্ত্তা ॥
তিন লোক লয় হয় যে ব্রহ্মার রাত্র্যে। কি আর কহিব যত ব্রহ্মার মহত্ত্বে ॥
যে ব্রহ্মলোকে সহস্রশীর্ষা পুরুষে। যজ্ঞভাগ-ভোজনে ভবনে রহে হর্ষে ॥
এই এই সহস্র সহস্র যুক্তিমতে। শ্রীকৃষ্ণের কৃপাস্পদ ব্রহ্মা কৃপাপাত্রে ॥
কি কহিব ব্রহ্মার আর তল্লোকমহত্ত্ব। যেখানে আপনে বিষ্ণু রহেন সাক্ষাৎ ॥
শ্রুতি স্মৃতি ব্যক্ত সব জানহ আপনি। তথাপিহ কিছুমাত্র কহিলাম আমি ॥
এতেক ইন্দ্রের বাক্য নারদ শুনিলা। সাধু সাধু কহি শীঘ্র ব্রহ্মলোকে গেলা ॥
ঋষিসব যজ্ঞবিস্তার করে বেদধ্বনি। দূরে হৈতে শুনি হৃষ্ট হৈলা নারদ মুনি ॥
নিকটে যাইয়া দেখে ব্রহ্মঋষি-মাঝে। সহস্রশীরিষা পুরুষ প্রকট বিরাজে ॥
ভূষণে ভূষিত যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবান্। লক্ষ্মীসহ প্রকট যজ্ঞভাগের গ্রহণ ॥
যজমান সব আর ব্রহ্মার হর্ষজন্য। ভোজন করেন দ্রব্য না হয় গণন ॥
অসংখ্য হস্তে অসংখ্য মুখেতে ভোজন। যজমানে ইষ্টবর দেই হৃষ্টমন ॥
শয়ন-গৃহে শয়নে লক্ষ্মী-পাদসম্বাহন। নিদ্রা-আবির্ভাবে প্রভু মুদ্রিত লোচন ॥

ব্রহ্মলোকে প্রভুর প্রধান দুই লীলা। যজ্ঞভাগ-স্বীকার, শয়ন-নিদ্রা গেলা॥
তবে ব্রহ্মা যজ্ঞে ঋষি নিযুক্ত করিয়া। সৃষ্টিকার্যে গৃহে আইলা হরষিত হৈয়া॥
প্রভুনাম কীর্ত্তন করেন চারিমুখে। অষ্ট কর্ণে গুণ শুনি' ধারা অষ্ট আঁখে॥
পারমেষ্ঠী আসনে বসিলা মহাসুখে। আশ্চর্য ঐশ্বর্য-পূর্ণ-সেবন অধিকে॥
হেনকালে নারদ প্রণমে পিতা-পদে। কহে—কৃষ্ণকৃপাপাত্র প্রজাপতিপদে॥
সর্বলোক-পিতামহ এ চৌদ্দ ভুবনে। ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বর তুমি সংহার-পালনে॥
তুমি ত স্বয়ম্ভূ তোমার এ চারিমুখে। উৎপন্ন বেদ মূর্ত্তিমান্ পরতেকে॥
স্বধর্মনিষ্ঠ মদ-আদি-রহিত যে জন। হেন হই' শত জন্মে তুয়া প্রাপ্ত হন॥

ব্রহ্মাণ্ডে লোক আর যা'র উপরে নাই।
যা'র উপর শ্রীবৈকুণ্ঠলোক বিরাজই॥
তব লোকে মহাপুরুষ বিগ্রহ সাক্ষাৎ।
যজ্ঞভাগ স্বীকারে পদ্মনাভ যে বিখ্যাত॥

বাস করেন, ফল দেন পুরুষ আপনি। যার নাভি-কমলেতে জন্মিয়াছ তুমি॥
পূর্বকালে পদ্মনালে মূলের উদ্দেশে। বহুকাল পরিশ্রমে না পাইলে শেষে॥
তপস্যাতে হৃদয়েতে দেখিলা ক্ষণমাত্র। অতএব সত্য তুমি কৃষ্ণকৃপাপাত্র॥
যেই পরমেশ্বর নানালীলাবপু-ধারণ। তুমি সেই পরমেশ্বর—এই ত কারণ॥
এই মত নারদ কহে ব্রহ্মার মহত্ত্ব। উচ্চস্বরে গান, বারংবার দণ্ডবৎ॥

শুনি নারদ-বাক্য ব্রহ্মা সক্রোধ অন্তরে।
'দাসোঽস্মি' 'দাসোঽস্মি'—চতুর্মুখে এই বলে॥
'দাস হই' 'দাস হই' কহে বারে বারে।
ব্যগ্র হই' অষ্টকর্ণ ঢাকে নিজ-করে॥

অযোগ্য-বচনে কোপ যত্নে সম্বরিলা। স্বপুত্র নারদ-প্রতি আক্ষেপে কহিলা॥

"হে নারদ! আমি ঈশ্বর না হই, না হই!
শাস্ত্রযুক্ত্যে তোমাকে বুঝাইয়াছি ইহাই॥

মহাপ্রভুর শক্তি যেই মহামায়া দাসী।
প্রভুর দৃষ্টিপথে স্থিত হইতে লজ্জা বাসি ॥
নিজগুণ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—তিন দ্বারে।
সৃষ্টি স্থিতি পালন সংহার তিনে করে ॥
রজোগুণে সৃষ্টিস্থিতি, সত্ত্বেতে পালন।
তমোগুণে সংহার এই কহিল কারণ ॥
সে মায়া-মোহিত অধীন হই আমি সব।
ইথে কৃষ্ণ-কৃপালেশ না হয় সম্ভব ॥
সেই মায়া-বুদ্ধ্যে সদা নিজে অভিমানী।
আমি জগদ্‌গুরু পিতামহ করি জানি ॥
নাভিপদ্ম-উদ্ভব নিজে মানিয়ে তপস্বী। মদে অতিহতচিত্ত ভাসি দিবানিশি ॥
ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপার অপার আবশ্যক। সেই পরামর্শে বিষয়-বিহ্বল বিবেক ॥
আমার ব্রহ্মলোক নাশ হইল গতপ্রায়ে।
সদা চিন্তি সর্বগ্রাসি-মহাকাল-ভয়ে ॥
সেই কালভয়-মুক্ত হই কোন্ মতে। ভগবৎপূজা করি করাই সে নিমিত্তে ॥
ভগবান্ কোথা নাই? আছেন সর্বত্রে। স্বয়ং রচিত যজ্ঞ, বেদের প্রবৃত্তে ॥
বেদ-অনুগ্রহে যজ্ঞভাগের গ্রহণ।
হে বিচার-আচার্য্য নারদ! আরো কিছু শুন ॥
সে যে কৃষ্ণ হয় এক ভক্তির বল্লভ। ভক্তি বিনা কৃপা তাঁ'র না হয় সুলভ ॥
সে ভক্তি-করণ আমার রহুক দূরেতে। অপরাধ না হইলে মানিয়ে কৃতার্থে ॥
রুদ্র অপরাধ কৈলে ক্ষেমা করে প্রভু।
মোর অপরাধ-ক্ষেমা নাহি করে কভু ॥
হিরণ্যকশিপু বর লৈয়া মোর স্থানে।
সর্বদুঃখ বৈষ্ণব-দ্রোহে তৎপর যখনে ॥

তখনে নৃসিংহরূপ আপনে হইয়া। সংহার করিলা নখে বুক বিদারিয়া ॥
দেবগণ সহ আমি দূরেতে থাকিয়া। পটুতাপূর্বক স্তব কৈলু বিস্তারিয়া ॥
তথাপি কটাক্ষে নাহি করিলা আদরে।
প্রহ্লাদ-অভিষেক-কালে গেনু ধীরে ধীরে ॥
প্রসন্ন সময় বুঝি' নিকটে যাইলে।
'হে পদ্ম-সম্ভব !' বলি' আজ্ঞা কৈলা ক্রোধে ॥
পদ্ম-সম্ভবের অর্থ—পদ্ম হয় জড়।
তুমি জড়, তেঞি দৈত্যে দিলা হেন বর ॥
পুত্রভাবে কিছু না কহিলা সেইবার। হেন বর অসুরে না দিবে পুনর্বার ॥
তথাপি পুনশ্চ বর দিলাম রাবণে। তাহার দুষ্টতা যত না হয় বর্ণনে ॥
মোর দত্ত অধিকারে ইন্দ্র মহামদে। বিচার-রহিত তাথে কৈল অপরাধে ॥
গোবর্দ্ধন-যজ্ঞে বহু জলবৃষ্টি কৈল। পারিজাত-হরণে যুদ্ধ প্রভুসনে হৈল ॥
বরুণাপরাধ দ্বাদশীতে নন্দ-হরণে। যম-অপরাধ—কৃষ্ণ-গুরুপুত্র আনে ॥
কুবেরের অপরাধ অনুচর-দ্বারে। শঙ্খচূড় দুষ্টবুদ্ধি গোপিকারে হরে ॥
দৈত্যগণ পাতালে বৈষ্ণবদ্রোহকারী।
কালি-নাগ ক্রোধাবেশে শ্রীঅঙ্গেতে বেড়ি ॥
এ-সভের অপরাধে মোর অপরাধ। এখনো করিলু আমি বড় পরমাদ ॥
ব্রজভূমে শ্রীগোপাল সখাগণসঙ্গে। ভোজন করেন নানা রসকৌতুকরঙ্গে ॥
গোধন আনিতে কৃষ্ণ করিলা গমন।
কুবুদ্ধি মোর, বৎস বালক করিনু হরণ ॥
হেন দুষ্ট আমি কেবল অহঙ্কারে মত্ত।
গোপাল-লীলায় কেবল হইলু বঞ্চিত ॥
যদি কহ তবে কৈছে আছহ আনন্দে।
তাহার কারণ শুন—হে পুত্র নারদে ॥

কৃষ্ণের বদন-কমল সহজে সহাস্য। তাহার দরশনে ধন্য হইনু অবশ্য॥
ব্রজভূমে গমনেতে মানিয়ে কৃতার্থ। বহুকাল না রহিলু অপরাধ-ভয়ার্ত্ত॥

ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে কৃষ্ণ-কৃপাপাত্র না দেখিয়ে।
আপনার অসৌভাগ্য আর কি কহিয়ে॥

যদ্যপি প্রহ্লাদ আদি ব্রহ্মাণ্ড-ভিতর। তথাপি প্রপঞ্চাতীত ঐছে ভক্তবর॥
সে ভক্ত-বাসস্থান প্রপঞ্চাতীতে গণন। এই অভিপ্রায় ব্রহ্মা কহিলা কথন॥

ব্রহ্মাণ্ডভিতরে নহে কৃষ্ণ-কৃপাপাত্র।
আরো কিছু কহি শুন হে নারদ পুত্র !!
শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় **মহাদেব** এক।
সর্বত্র বিদিত হয়, কি কব অনেক ?
বিষ্ণুর সঙ্গেতে সখ্য—খ্যাত আছে এই।
ভক্তিরসে উন্মত্ত সর্বত্যাগে যেই॥
ঐশ্বর্য্য সর্বার্থভোগ অবিদ্যা-অস্পৃশ্য।
মো সব বিষয়ী ভোগাসক্তে করে হাস্য॥

ধুতূরা-আকন্দ-অস্থিমালাদি-গ্রহণ। নগ্ন আর ব্যাঘ্রচর্ম ভস্ম-বিলেপন॥
খসিয়াছে জটাভার উন্মত্তের প্রায়। ঘূর্ণায়মাণ ঢুলুঢুলু তিন নেত্র তায়॥

তাহার কারণ আপনি গোপনে অশক্ত।
শিরে গঙ্গাজল কৃষ্ণপাদপদ্মধৌত॥
সে আনন্দে নৃত্যভরে কম্পয়ে জগত।
যাহার প্রসাদে মোরা অধিকারী ভক্ত॥
অভীষ্ট মুক্তি দিতে যেই ধরয়ে সামর্থ্যে।
শিবের কি কথা, তাঁ'র পত্নী পারে দিতে॥
শিবলোকবাসী মুক্ত হয় সর্বজনে।
তা'র মধ্যে কথো জনে দিলা ভক্তিদানে॥

কৃষ্ণসহ শিবে যেই দেখে পৃথক্ বুদ্ধি।
মহাদোষ কৈল সেই বড়ই কুবুদ্ধি ॥
কৃষ্ণ কহে—মোর অপরাধ ক্ষমা করি।
শিবে অপরাধ হৈলে দণ্ড দিয়ে ভারি ॥

শিবের বরে ত্রিপুরেশ্বর ময় দৈত্য। বৃকাসুর আদিতে সঙ্কট হৈলে প্রাপ্ত ॥
শঙ্করে সঙ্কট হৈতে উদ্ধারিয়া হরি। পুন তাঁ'রে বাক্যামৃতে অভিনন্দন করি ॥
মহাদেব-মাহাত্ম্য বাঢ়াইতে বিভু। পঞ্চাননের পূজন আপনে করে প্রভু ॥
সেই ভগবান্ দেখ সমুদ্র-মন্থনে। নিজে বর্ত্তমান, তথাপি আজ্ঞয়ে দেবগণে ॥

গৌরী-প্রাণবল্লভে করাঞা আরাধনা।
ঘোর বিষ পান করাই নীলকণ্ঠ-নামা ॥

অঙ্গবিভূষণ কৈলা মহিমা প্রকাশ। শিব প্রতি দয়ালুতা কৃষ্ণের স্বরস ॥
হে নারদ মুনি সর্বজ্ঞাতা হও তুমি। তথাপি স্মরণ জন্য কহিলাম আমি ॥
পরীক্ষিত কহে—'মাতা কর অবধান। গুরু ব্রহ্মায় নমস্করি মুনির পয়ান ॥'
কৈলাস যাইতে মুনি উৎকণ্ঠ হইলা। তাহা জানি ব্রহ্মা পুন নারদে কহিলা ॥
কুবের-ভক্তিতে রুদ্র হই' বশীভূত। ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে গিরি কৈলাসেতে স্থিত ॥

ইথে দিক্পাল ঈশানকোণে তাঁ'র বাস।
তদ্যোগ্য অল্প পরিবার পরকাশ ॥
যেন ভগবান্ আমাদের ভক্তিবশে।
স্বর্গে ও ব্রহ্মলোকে সমুচিত প্রকাশে ॥
তেন মত উমাপতি বৈভব-উচিত।
ব্রহ্মাণ্ডে কৈলাসমধ্যে উমার সহিত ॥

বায়ুপুরাণের মত শুনহ এখন। ব্রহ্মাণ্ডভিতর হয় চৌদ্দ ভুবন ॥

অতল, বিতল, সুতল, আর তলাতল।
মহাতল, রসাতল আর যে পাতাল ॥

এই সপ্ত পাতাল আর শুন স্বর্গ সপ্ত।
ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্গলোক খ্যাত॥
মহর্লোক, তপোলোক, জনলোক আর।
সত্যলোক যেই—ব্রহ্মলোক খ্যাতি তার॥

ভূর্লোক কহি যাতে মনুষ্যাদি-স্থিতি। ভুবর্লোকে নক্ষত্রলোক যার খ্যাতি॥
স্বর্লোক যেই তারে স্বর্গলোক গায়। ইন্দ্র-আদি দেবগণ বৈসেন তথায়॥
মহর্লোক যাঁহা তাঁহা ভৃগু আদি ঋষি। তপোলোকে সনকাদিগণের নিবাসী॥
জনলোকে সর্বজন প্রলয় হইলে। বাস করেন নির্ভয়েতে হই কুতূহলে॥
ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার হয় বাসস্থান। উত্তর খণ্ডে এ সকল হইবে বাখান॥
এই ত ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে করিল গণন। তার পরে পরে সপ্ত আবরণ শুন॥

প্রথম আবরণ পৃথিবী, দ্বিতীয়েতে জল।
তৃতীয়েতে অগ্নি আর চতুর্থে পবন॥

পঞ্চমেতে আকাশ, ষষ্ঠে অহঙ্কার। সপ্তমেতে মহত্তত্ত্ব আবরণ-সার॥
সপ্ত-আবরণ বাহির মহাদেবলোক। নিত্যসুখময় তথা নাহি ভয় শোক॥
শিবভক্তশ্রেষ্ঠ যেই প্রাপ্তিযোগ্য হয়। নিজপরিবার সম শোভনীয় হয়॥
মহাবিভূতিমান্ সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচ্ছদ। তাথে বিভূষিত শিবলোক সুখাস্পদ॥
শ্রীমৎসঙ্কর্ষণ নিজ ইষ্টদেবতায়। পূজন করিয়া নানা আশ্চর্য্য দেখায়॥
তথা যাইতে মহাদেবে শুদ্ধ ভক্তি করি। যাইতে উচিত হয় কহিল বিবরি॥
কৃষ্ণ-কৃপাপাত্র সেই শ্রীমহাদেবে। আপন সাক্ষাতে তুমি দেখিতে পাইবে॥
পরীক্ষিত কহে—মাতা কর অবধান। ব্রহ্মার শিক্ষায় নারদ করিল পয়ান॥

'শিবকৃষ্ণ-শিবকৃষ্ণ'-কীর্ত্তন-কৌতুকে।
শ্রীনারদ মুনি শীঘ্র আইলা শিবলোকে।

ভাগবতামৃত এই অমৃতসাগর। ভক্তিরসসিদ্ধান্তরত্ন ইহার ভিতর॥
দিব্যচক্ষুগণ তাহা করেন গ্রহণ। মোর চক্ষুস্থিতে অন্ধ, মূর্খতা-কারণ॥

তথাপি অত্যন্ত লোভে পরশিতে মন। শ্রীরূপসনাতন-চরণচিন্তন ॥
সর্ববৈষ্ণবের প্রতিপদে পরিহার। অক্ষন্তব্য—অপরাধ ক্ষেমহ আমার ॥
শ্রীহরি-পরসাদ পাই এই আশ। ভাগবতামৃত-কণা কয় কানাইদাস ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে ভগবৎকৃপাভরনির্দ্ধারখণ্ডে
দিব্য নাম দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

—০—

তৃতীয় অধ্যায়

চৈতন্যদেবং তং বন্দে যস্য হি নাম-সংশ্রয়াৎ।
প্রাপ্নুয়াদধিকারিত্বং সর্বত্রানধিকার্যপি ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিশ্বম্ভর। জয় জয় নিত্যানন্দ অবধূতবর ॥
জয় শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র সবে শুভ দৃষ্টি। জয় জয় কৃপাময় গৌরভক্তগোষ্ঠী ॥
তৃতীয় অধ্যায় ইবে করিয়ে লিখন। প্রপঞ্চাতীত শিবলোক শিবমাহাত্ম্য ॥
পরীক্ষিত কহে—মাতা করহ শ্রবণ। নারদ-মহাদেবে যৈছে ভকতি-কথন ॥
নারদ যাইয়া গৌরীবল্লভে দেখেন। হরিভাবাবিষ্ট—নৃত্যকীর্ত্তন করেন ॥
অনুগত সেবক নন্দীশ্বর আদি করি। জয়শব্দযুক্ত গীতবাদ্যাদি বিস্তারি ॥
তাঁহাদিগে সৎকার করেন শূলপাণি। সাধু সাধু পুনঃ পুনঃ কহেন আপনি ॥

মহাদেবের নৃত্য দেখি প্রশংসে পার্বতী।
করতালি দেন দেবী আনন্দিত-মতি ॥
এই প্রকার দূরে হইতে নারদ দেখিলা।
হৃষ্ট হৈয়া বীণা বাজাই' নমস্কার কৈলা ॥

কৃষ্ণের পরম অনুগ্রহ মুনিবরে। বার বার বীণা বাজায় গায়েন সুস্বরে ॥
পিতার বর্ণন তাহা স্মরিয়া নারদ। গিরিশ-গরিমা-গুণ গান গদগদ ॥

রুদ্রপদধূলি ইচ্ছা করি মুনিবর। শিবের সমীপে সুখে চলিলা সত্বর ॥

নারদের অভিপ্রায় শিব অনুভব করি।
আকর্ষিয়া আলিঙ্গিলা ভক্তপ্রিয়কারী ॥
কৃষ্ণপ্রীতি-প্রেমরসে মত্ত দিগম্বরে।
জিজ্ঞাসিলেন শ্রীনারদে পরম সাদরে ॥
হে ব্রহ্মপুত্র! তুমি কহিছ কি কথা।
কৃষ্ণগুণ-গান বিনা কেন অন্য গাথা?
বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ-সম্ভাষণ—এই মনঃসুখে।
বিশ্রাম করিলা শিবভৃত্যাদি কৌতুকে ॥

অল্প নিজগণাবৃত বসি বীরাসনে। নারদ আসিয়া পুনঃ প্রণমে চরণে ॥
শ্রীরুদ্র-ষড়ঙ্গ পাঠ করিয়া করিয়া। স্তবে 'জগদীশ শিব' কহে প্রকাশিয়া ॥
আরো কহে যে শুনিল ব্রহ্মার বয়ানে। কৃষ্ণকৃপা অতিশয়—ইত্যাদি বচনে ॥
কর্ণে হস্ত দিয়া ক্রোধ কৈলা পঞ্চমুখ। বৈষ্ণব-মুকুটমণি ভক্তি-প্রবর্ত্তক ॥
রুদ্র কহে—কদাচ আমি জগদীশ নই। কৃষ্ণ-কৃপাপাত্র নহি, শুনহ যে হই ॥
কেবল কৃষ্ণদাস-অনুদাস তাঁর দাস। সেই অনুগ্রহ সদা পাই মোর আশ ॥

শুনিয়া সংভ্রান্ত হৈলা শ্রীনারদ মুনি।
কৃষ্ণসহ ঐক্যতা স্তুতি করিয়া আপনি ॥
তাহাতেই সাপরাধ আপনা মানিয়া।
ধীরে ধীরে কহে মুনি ধৈর্য্য ধরিয়া ॥
পঞ্চমুখে যে কহিলে সেই সব সত্য।
বড়ই দুর্গম বিষ্ণু-বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য ॥
তাহা তুমি জানো আর জানাও যাহারে।
সেই ত জানিতে পারে অন্যে নাহি পারে ॥

ইহাতে বৈষ্ণবসব তব অনুগ্রহ। সতত করেন বাঞ্ছা, হইয়া আগ্রহ ॥

তুয়া প্রীতে তব মহিমা প্রকাশ করিতে।
বিস্তার করেন কৃষ্ণ নানান মূর্ত্তিতে ॥

তব আরাধনা করি মাগিলেন বর। বিখ্যাত আছয়ে এই জগত-ভিতর ॥
শুনিয়া নারদ-বাক্য মহেশ লজ্জিত। দুই হাতে নারদ-মুখ ঝাঁপিলা তুরিত ॥

হে নারদ! ও সকল আমার ধার্ষ্ট্যতা।
মুখে না আনিবা আর ঐছন বারতা ॥
প্রভুর লীলা অতিশয় দুর্বিতর্ক্য জানো।
বিস্ময় সহিত কহে—আরো কিছু শুনো ॥
আমার ঈশ্বর আর সকলের পূজ্য।
গম্ভীর মহিমার্ণব, আশ্চর্য্যের আশ্চর্য্য ॥
নানাপ্রকার অপরাধ হয় আমাদ্বারে।
তথাপিহ অনুগ্রহে' উপেক্ষা না করে ॥

শিবের বচনে মুনির পরম আনন্দ। ধরিলা শিবের দুই চরণারবিন্দ ॥
বসাইয়া বিশ্বনাথে বহু স্তুতি করে। আপনি পরম প্রিয় কৃষ্ণের অন্তরে ॥
অপরাধ হইবার নাই অবকাশ। লোকাচারে মানো তাহা বুঝিনু আভাস ॥
তোমার সেবক বাণ অসুরের যুদ্ধে। যদ্যপি মানহ আপনার অপরাধে ॥
সেই অপরাধ কৃষ্ণ না কৈলা গ্রহণ। বাণাসুরের দর্প-খর্বকরণ-কারণ ॥
সাধু-উপদ্রবচ্ছলে বান্ধে অনিরুদ্ধে। প্রাণ সংশয় হৈল কৃষ্ণসহ যুদ্ধে ॥
পুত্রতুল্য-নিজভক্ত-প্রাণরক্ষা জন্য। কৃষ্ণে স্তুতি কৈলে তুমি হৈয়া অনন্য ॥
কোপ করিলেন ত্যাগ তৎক্ষণে কৃষ্ণ। নিজস্বরূপতা প্রভু দিলা হৈয়া তুষ্ট ॥
দেবতার দুর্লভ তোমার পার্ষদত্ব। অনুগ্রহ করিয়া বাণাসুরে হৈল প্রাপ্ত ॥
আপনিও কৃষ্ণভক্তদ্বেষী ত্যাগ কর। তার সাক্ষী জয়দ্রথ-সুদক্ষিণের বর ॥

দুস্তর তপস্যায় তোমার করি আরাধনে।
তথাপি নিশ্ছিদ্র বর না দিলে আপনে ॥

সঙ্কর্ষণ-সেবক অল্পবুদ্ধি চিত্রকেতু।
কৈল নিন্দা কোপ না করিলে ভক্তহেতু ॥
এতাদৃশ ধৈর্য্য যে ধারণ তুয়া হয়।
পদ্মপুরাণেতে গুণ তোমার আছয় ॥
তপস্যা করিয়া কৃষ্ণে চাহিলে এ বর।
তোমা হৈতে অধিক পূজা হোক্ সে মোর ॥
'তথাস্তু' করিয়া হরি সেই বর দিলা।
তব চতুরাই ইহা কেহো না জানিলা ॥
মৎপূজা-অধিক ভক্তপূজা—এই বাণী।
ভক্তবর-প্রকারেতে চাহিলা আপনি ॥
আর যেই ব্রহ্মাদির প্রার্থনীয় মুক্তি।
তাহা দিবার অধিকার দিলেন শ্রীপতি ॥
তোমাকে, তোমার পত্নী দুর্গাকেও দিলা।
মুক্তি-অধিকার-ভার দোঁহারে অর্পিলা ॥
অহো! কি আশ্চর্য্য তোমার এ কোন্ মহিমা।
ব্রহ্মাদির দুর্লভ তব ঐশ্বর্য্যের সীমা ॥

বিদ্যমানে সব সুখ অনাদর করি। অবধূতন্যায় সদা ভস্ম অঙ্গে ধরি ॥
কৃষ্ণভাবে আবিষ্ট হইয়া দিগম্বর। মোহোন্মাদ-গৃহীত ন্যায় দুর্জ্ঞেয় আচার ॥

গণ-পত্নীসহ কেবা কোথা নৃত্য করে।
তোমা ব্যতিরেক এক জগত ভিতরে ॥

অদ্য সাক্ষাতে তাহা দেখিলাম আমি। ভগবদ্ভক্তিলম্পট-শিরোমণি তুমি ॥
আপনে কৃষ্ণের নিত্য পরম বল্লভ। শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপ্রেম তোমাতেই সব ॥
তুয়া পরসাদে হয় কৃষ্ণকৃপাস্পদ। কাত্যায়নীর করুণায় পায় কৃষ্ণপদ ॥
জনশর্মা ত্রিলোচনীর তপস্যা করিয়া। বর চাহে, শ্রেষ্ঠ বর দেহ বিচারিয়া ॥

শ্রেষ্ঠ বর বিচারিয়া দিলা কাত্যায়নী।
কৃষ্ণভক্তি হউ' তোমার কহিলা তৎক্ষণি ॥
কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্ততত্ত্ব সম্যক্ প্রকারে।
ভালে জানে ভবানী ভকতি-ভাবভরে ॥
ভগবতী ভার্য্যা—কৃষ্ণভগ্নী স্নেহপাত্রী।
ইথে তুমি আত্মারাম হৈয়া কর আর্ত্তি ॥

দুর্গাসহ কৃষ্ণ নাম কথোপকথনে। পরম প্রিয়া সদা দেবী রমাহ আপনে ॥
কৃষ্ণজন-সঙ্গসুখ তোমার উল্লাস। কে কহিতে পারে তব মহিমা-প্রকাশ ?
এতেক শুনিলা শিব নারদ-বচন। হইলেন লজ্জায় নম্রিত পঞ্চানন ॥
মহাদেব কহে—মুনি তুমি প্রেমাস্পদ। ত্যক্তসর্ব-অভিমান হে শ্রীনারদ ॥

এই খেদ, কোথা আমি সর্ব-অভিমানী।
অভিমান-মূল—জাতি, কুল, বিদ্যা, ধনি ॥
কাঁহা তোমা হেন নিরভিমানের ঈশ্বর !
কাঁহা আমি হই সর্বমানেতে তৎপর ॥
মনে করি জ্ঞানী আমি জ্ঞানদ মুক্তিদাতা।
কখন বা মনে করি ভক্ত-ভক্তিপ্রদা ॥

অহঙ্কারাবৃত আমি সর্বগ্রাসকর্ত্তা। ঘোর মহাকাল যাতে তাতে হই প্রাপ্তা ॥
অশেষ সংহার আর তামস প্রয়োজনে। মহালজ্জা পাই আপ্তকার্য্য-স্মরণে ॥

হে নারদ ! কৃপালেশ নাহিক আমাতে।
পারিজাত-হরণে যুদ্ধ কৈনু কৃষ্ণসাথে ॥
আমি দাস, আমাকে তেঁহো করে আরাধনা।
দাস প্রতি প্রভুর এ সব বিড়ম্বনা ॥
আজ্ঞারূপ বিড়ম্বনা আমারে করিলা।
স্বকল্পিত আগম করিতে আজ্ঞা দিলা ॥

আমাতে বিমুখ কর আগমভিতরে। এই মত আজ্ঞা কৃষ্ণ করিলা আমারে॥
কৃপা হৈলে হেন আজ্ঞা না করিতা তেঁহো।
কৃষ্ণেতে বিমুখ করে দুর্জন হয় যেঁহো॥
কৃষ্ণ-ন্যায় মুক্তিদাতা স্তুতিতে কহিলে। সে মুক্তি দারুণ অতি, সর্বত্রই বলে॥
কৃষ্ণভক্তে মুক্তিনাম-শ্রবণেই দুঃখ। হেন মুক্তিদাতা হৈলে কিবা তায় সুখ॥
হে কৃষ্ণপার্ষদশ্রেষ্ঠ! কহিয়ে তোমারে।
কৃষ্ণকৃপাস্পদ কভু না জানিবা মোরে॥
কৃষ্ণকৃপাসার **শ্রীবৈকুণ্ঠবাসী** হয়ে।
যার গুণ শুনিতে পরম সুখোদয়ে॥

যথারাগ—

সমস্ত তৃণবৎ ত্যাগ, কৈল কৃষ্ণে অনুরাগ, আরাধনা করিল প্রভুরে।
সর্ব অর্থ সিদ্ধি প্রাপ্ত, কটাক্ষে না দৃষ্টিপাত, আদরকরণ রহু দূরে॥
ত্যক্ত-সর্ব-অভিমান সর্বভয়-বরজন, সদাই পরম সুখময়।
সচ্চিদানন্দদেহ, বৈকুণ্ঠপ্রাপ্ত হৈল যেঁহো, স্বেচ্ছাপূর্বক বিহার করয়॥
বৈকুণ্ঠের বৃক্ষপক্ষ, স্থাবরাদি লক্ষ লক্ষ, সে সকল শ্রেষ্ঠ মুক্ত হইতে।
মুক্তে উপহাস ন্যায়, হেন বুঝি অভিপ্রায়, বৃক্ষাদি হই দেয় প্রভুপ্রীতে॥
পার্ষদের কিবা কথা, সর্বসেবা সর্বথা, নানাপ্রকার আনন্দ-বর্দ্ধন।
কমলা কমল করে, চরণ-কমলবরে, লাল্যমান পরম প্রার্থন॥
হেন পাদপদ্ম-স্পর্শে, পার্ষদ পরম হর্ষে, সঙ্গে সদা বিহার-করণে।
আশ্চর্য্য কৃষ্ণ-কারুণ্য, মহিমা গরিমাপূর্ণ, বিরাজে বৈকুণ্ঠবাসিগণে॥
মহানন্দ নিরন্তর, সঙ্কীর্ত্তন গরগর, বিচিত্র প্রেমবাহিনী-তরঙ্গ।
ভক্তি বিনা কিছু নাই, পরম আনন্দদায়ী, ক্ষণার্দ্ধ নাহিক প্রেমভঙ্গ॥
সে আনন্দকলা-অর্দ্ধ, তুল্য নয় সহস্র ব্রহ্মানন্দ, হেন প্রেম স্থির দিবানিশি।
কৃষ্ণপদ-কমলে, প্রেমানুকম্পিত বলে, কৃপায়ে শ্রীবৈকুণ্ঠবাসী॥

মোর অধিক যে পর্য্যন্ত, না হয় তাহার অন্ত, কেবা তাহা করিবে বর্ণন।
সেই বৈকুণ্ঠবাসি-সম, মর্ত্ত্যলোক ভক্তগণ, পাঞ্চভৌতিক দেহে সেই জন॥
হেন ভগবদ্‌ভক্ত, রসিকাদি গুণযুক্ত, সতত নমস্য মোর সেহ।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যার, অর্পিত আত্মা পরিবার, ত্যক্তধন-জন-জীবন-দেহ॥
ইহ-পরলোক-ধর্ম, অশেষ সাধ্যসাধন, ত্যজিলেন জাতিবর্ণাশ্রম।
দেব-ঋষি-পিতৃ-ঋণে, হয় নাই মুক্ত তিনে, বেদমার্গ-অতীত সে জন॥
তথাপি হরিভক্তিবলে, অকুতোভয় সর্বস্থলে, কৃষ্ণভক্তিরস-লম্পট মাত্র।
কিছু বাঞ্ছা নাহি করে, স্বর্গ মুক্তি নরক-দ্বারে, সমান সে দেখেন সর্বত্র॥
ঐছে ভক্তগণ যেহো, ভগবান্ সম প্রিয়, সেই সঙ্গ প্রার্থনা আমার।
হে নারদ! আমি জানি, সে ভক্ত যথা অনুক্ষণি, সেইস্থান বৈকুণ্ঠ-নির্ধার॥
কৃষ্ণভক্তি-সুধাপানে, সর্ব কৈল বিস্মরণে, দারা পুত্র দেহাদি-সম্বন্ধ।
পাঞ্চভৌতিক দেহ, চিদানন্দ হয় সেহ, পরিত্যাগ কৈল সব ধন্ধ॥
সাক্ষাৎক্রীড়া কৃষ্ণসনে, ইহ অনুভব জন্যে, বৈকুণ্ঠেতে করেন গমন।
ইহাতে বৈকুণ্ঠবাসী, সর্বাধিক পরশংসি, কৃষ্ণের পরম প্রিয়জন॥
শুনি দুর্গা পুনঃপুনঃ, আবিষ্ট হৈয়া তখন, লক্ষ্মীগুণ কিছু না শুনিলা।
লক্ষ্মীর প্রিয়সখী, পার্বতী হৈলা দুঃখী, রোষাবেশে কহিতে লাগিলা॥
বৈকুণ্ঠে বিশেষ এই, পার্ষদাদি বাসী যেই, সর্বজনের লক্ষ্মী অধীশ্বরী।
যাঁহার কটাক্ষপাতে, লোকপাল-বিভূতি, জ্ঞান-বিরক্তি-ভক্তিসিদ্ধিকারী॥
তব আদরিণী লক্ষ্মী, ভগবান্ আরাধ্য দেখি, নিত্য রমণীয় বক্ষে বৈসে।
পতিব্রতা-শিরোমণি, কৃষ্ণ অবতার জানি, সঙ্গে অবতীর্ণ পরকাশে॥
পরীক্ষিৎ কহে মাতা, শুন তার পর কথা, শ্রীনারদ পরম আনন্দ।
ক্ষোভিতচিত্ত হই মুনি, উচ্চস্বরে আলাপনি, হে হরে জয় কমলাকান্ত॥
হে শ্রীবৈকুণ্ঠপতে, বৈকুণ্ঠবাসি! জয়যুক্তে, জয় লক্ষ্মী সর্ব-অধীশ্বরী।
বৈকুণ্ঠ যাইতে মুনি, উঠিলেন বীণাপাণি, লক্ষ্মী-অভিনন্দন ইচ্ছা ভারি॥

তাহা জানি ত্রিপুরারি, বৈল নারদ-হাতে ধরি, হে ভক্তি-লম্পট-শিরোমণি !
শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় জনে, দর্শন-উৎকণ্ঠা মনে, বিস্মৃত কি হ'য়াছ আপনি ?
অতেব স্মরণ কর, দ্বারকায় প্রভু তোর, রুক্মিণী-সহিতে করে বাস।
মহালক্ষ্মী সে রুক্মিণী, স্বয়ং কৃষ্ণ চক্রপাণি, দুঁহু হৈতে সর্ব-পরকাশ॥
বামনাদি অবতার, কৈলা লক্ষ্মী যত আর, মহালক্ষ্মীর অংশ ও সকল।
পরিপূর্ণা কৃষ্ণপাশে, সদা রহে সেবা-আশে, সম্বাহন চরণ-কমল॥
হে নারদ! হের আইস, আমার নিকটে বৈস, এ বড়ই পরম রহস্য।
ধীরে ধীরে তব কর্ণে, কহিব এ গূঢ় মর্মে, পরম শ্রদ্ধায় শুন প্রভু-ভাষ্য॥
তব পিতা ব্রহ্মা বিধি, আমি আর লক্ষ্মী আদি, সর্ব হৈতে **প্রহ্লাদ** কৃপাপাত্র।
জগতে বিখ্যাত ইহ, কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়, কৃষ্ণবাক্য শুনিয়াছ অত্র॥
পুরাণ-শ্লোক স্মরণ কর, প্রভু আজ্ঞা নিরন্তর, শ্রীমূর্তি হৈতে ভক্তপ্রিয় মোর।
যেই শ্রীমূর্তি হৈতে, ব্রহ্মা আমি উৎপত্তে, দেবতাদি জগৎ চরাচর॥
নিজভক্তি বিনোদকর্ত্রী, এমন যে শ্রীমূর্তি, তাহা উপেক্ষা করে ভক্ত দেখি।
সে ভক্ত অনন্যগতি, কৃষ্ণের রতিমতি অতি, (রাজ্য) সম্পত্তি সেই উপেক্ষি॥
সেই ভক্তে নিরবধি, কেবা নাহি করে স্তুতি, হেন ভক্তমধ্যেতে প্রহ্লাদ।
অতর্ক্য তাহার ভাগ্য, সবে যারে করে শ্লাঘ্য, সৌভাগ্য-পূর্ণ ভকতি-সম্পদ॥
হিরণ্যকশিপু-বক্ষে, বিদারিলা হরি-নখে, সে সময়ে লক্ষ্মী আমি সর্বে।
সাক্ষাৎ শুনি প্রভু-কথা, প্রহ্লাদে হৈলা বরদাতা, মুক্তি আদি খর্ব ভক্তিগর্বে॥
নৃসিংহাজ্ঞা না মানিলা, কিছু বর না লইলা, কেবল ভকতিমাত্র চায়।
সে প্রহ্লাদে নমস্কার, যা' সম্বন্ধে কৃপাসার, বলি দ্বারপাল হরি তায়॥
যদি কহ বলি রাজা, সত্যসার মহাতেজাঃ, পৃথ্বীদানে দ্বারপালে প্রভু।
একথা কেমনে বল, পৃথ্বীদান তুচ্ছফল, তাহে দ্বারপাল নহে কভু॥
এই ত বিচার অত্র, প্রহ্লাদ-সম্বন্ধমাত্র, তাহাতে বলিরে কৃপা জানো।
বাণাসুরে কৃপা করে, দিলা চারি হস্তবরে, সেহ প্রহ্লাদ-সম্বন্ধেই মানো॥

আর কি কহিব মুনি, কহিতে সঙ্কোচ মানি, লক্ষ্মী-প্রিয়সখী দুর্গা এথা।
অতেব সুতলে যাহ, মোর আশীর্বাদ কহ, প্রহ্লাদের আহ্লাদিত কথা॥
আলিঙ্গন আমার, জানাইবে বারবার, পরিতোষ তাহারে করিবে।
যদি বল দণ্ডবত, না কহিলে কি নিমিত্ত, তাহার কারণ কহি তবে॥
আমাদের প্রণাম স্তুতি, নাহি সহে মহামতি, তাতে প্রহ্লাদ শ্রেষ্ঠ মহাত্মন্।
যদি তার সুখ চাহ, তবে সাবধান হও, দণ্ডবৎ না কর বিধান॥
শুনি মহাদেব-বাণী, চলিলা নারদ মুনি, সুতলে প্রহ্লাদ দেখিবারে।
বীণাযন্ত্রে মিলাইয়া, পরম আনন্দ হৈয়া, কৃষ্ণগুণ গান উচ্চস্বরে॥
শ্রীভাগবতামৃত, ভক্তগণের ভোগ্যামৃত, পান কর গাঢ় কর্ণদ্বারে।
শ্রীকৃষ্ণভকতি লভে, সুখদ সিদ্ধান্ত পাবে, সন্তরণে রসের সাগরে॥
শ্রীরূপ সনাতন—, চরণ চিন্তিয়া মন, লিখি ভাষা, আশা বলবান্।
আমি জড় মূর্খবুদ্ধি, কারে বলে শুদ্ধাশুদ্ধি, নাহি জানি শাস্ত্রের বাখান॥
ইথে ভয় বাসি চিত্তে, অপরাধ ক্ষেম ইথে, ঠাকুর বৈষ্ণব সব মোর।
তোমা সভার পদধূলি, ভরিব এ আশা ঝুলি, এই ভিক্ষা দেহ নিরন্তর॥
শ্রীহরি-পরসাদ, পাই এই বড় সাধ, কবে পুরাইবে মোর আশ।
ভাগবতামৃতকণা, কহে দীন হীন জনা, কুমনা কুবুদ্ধি কানাইদাস॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে ভগবৎকৃপাভরনির্দ্ধারখণ্ডে
প্রপঞ্চাতীত-নাম তৃতীয় অধ্যায়।
প্রথম কলা পূর্ণ॥

—০—

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে যৎপাদাশ্রয়বীর্যতঃ।
সংগৃহ্ণাত্যাকরব্রাতাদজ্ঞঃ সিদ্ধান্ত-সন্মণীন্‌॥

জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপচন্দ্র। জয় জয় নিত্যানন্দ গৌড়দেশ-ইন্দ্র॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত শান্তিপুর নাথ। জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ কর আত্মসাথ॥
চতুর্থ অধ্যায়ের ইবে করি যে আরম্ভ। নারদ-প্রহ্লাদ কথা ভক্তি যার মর্ম॥
তারপর হনুমান-নারদের কথন। ইহাতেই অধ্যায়ের হৈবে সমাপন॥

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

পরীক্ষিৎ কহে—মাতা কর অবধান। চলিলা নারদ মুনি করি বীণা-গান॥
মন হৈতে শীঘ্র গতি আইলা সুতলে। অসুরের পুরী প্রবেশিয়া কুতূহলে॥
যেখানে একান্ত স্থানে প্রহ্লাদ বসিয়া। ভগবৎপদারবিন্দ-ধ্যানাবৃত হৈয়া॥
স্মরণেতে সতত শোভায়মান-চিত্ত। অশ্রু-কম্প-পুলক-প্রেমেতে পূর্ণ গাত্র॥
জানিলেন নারদের হৈল আগমন। দূরে হৈতে উঠিলেন ছাড়িয়া আসন॥
মুনির নিকটে গিয়া করিয়া প্রণামে। বসাইলা আসনেতে পরম যতনে॥
বিধিপূর্বক পূজা তবে কৈলা মুনিবরে। সম্ভ্রান্ত হর্ষচিত্তে মুনি উঠিলা সত্বরে॥

প্রহ্লাদেরে করিলেন দৃঢ় আলিঙ্গন।
নারদ কহেন—সফল হৈল মোর শ্রম॥
কৃষ্ণ-কৃপাপাত্র অত্র দেখিনু তোমারে।
বাল্য হৈতে শুদ্ধভক্তি উৎপত্তি অন্তরে॥
বাল্যকালে যে ভক্তি সে ভক্তি কোথাও নাই।
পিতৃকৃত্য উপদ্রব বিঘ্নে কৈলে জয়॥
সে সব জানি যে কেবল ভক্তির প্রতাপ।
তোমার প্রভাব আর কি কহিব বাপ॥

সকল অস্থরগণে কৈলে ভাগবত। কে কহিতে পারে যত তোমার মহত্ত্ব ॥
কৃষ্ণাবিষ্ট হ'য়া তুমি ভুলিয়া আপনা। মত্ত হই নৃত্য-গান-কম্পাদি-রোদনা ॥

সংসারের সর্বলোকে উদ্ধারের হেতু।
সমুদ্রের মাঝে বিস্তারিলে ভক্তি-সেতু ॥

শ্রীকৃষ্ণদেব নিজে প্রকট হইলা। মাতা-ন্যায় অঙ্গে তোমায় লালন করিলা ॥

ব্রহ্মা শিব আদি স্তুতি করিলা বিস্তর।
অন্য কাঁহা লক্ষ্মীদেবীর কৈল অনাদর ॥
তোমার সম্মান কেবল করিলেন হরি।
ভয়ে ব্রহ্মা তোমাকে প্রার্থনা পুন করি ॥

শ্রীমৎপাদমূলে তুমি দণ্ডবৎ হৈলে। উঠাইয়া অচ্যুত তোমারে কৈল কোলে ॥
তোমার মস্তকে হস্তকমল ধরিয়া। সমস্ত অঙ্গ চাখিলেন স্নেহযুক্ত হৈয়া ॥

তব গুণ কি কহিব, অকথ্য কথন।
সংসার-লোক-উদ্ধারের করিলে প্রার্থন ॥

প্রভুর পীরিতে পিতৃরাজ্যে-অধিকার। তথাপি সতত ভগবৎ-ধ্যানপর ॥

তোমার উৎকণ্ঠায় পুন সমুদ্রের তীরে।
শ্রীনৃসিংহদেব সাক্ষাৎ হইলা তোমারে ॥

এক সময় যুদ্ধে তুষ্ট কৈলে নারায়ণে। এ কথা বিস্তার আছে বামনপুরাণে ॥
দেখিতে চলিলা পীতবাস নারায়ণে। নৈমিষারণ্যেতে দেখা দিলেন আপনে ॥

দেখেন তপস্বী-বেশ হই' অস্ত্রধারী।
প্রহ্লাদ কহে কি অন্যায় হ'য়া ব্রহ্মচারী ॥

তপস্বী হইয়া অস্ত্র করহ ধারণ। এক্ষণে করহ যোগ শুনহ বচন ॥
তপস্বী কহে যুদ্ধে যদি হারাইতে পার। তবেত ত্যাগিব অস্ত্র না ধরিব আর ॥

প্রহ্লাদ প্রতিজ্ঞা কৈলা অবশ্য জিনিব।
তোমার হাথের অস্ত্র অবশ্য ত্যাগিব ॥

এই মতে সংগ্রাম হইল বহুদিন। জিনিতে না পারে প্রহ্লাদ, বল হৈল হীন ॥
একদিন ইষ্টদেবে পূজে ভক্তিমতে। মানসে অর্পিলা মালা প্রভুর কণ্ঠেতে ॥
দেখিলেন সেই মালা তপস্বীর গলে। নিজ ইষ্টদেব জানি' পড়ে পদতলে ॥
ভগবান্ হস্তকমল প্রহ্লাদ-অঙ্গেতে। যুদ্ধ-পরিশ্রম দূর শ্রীহস্ত-স্পর্শেতে ॥
প্রহ্লাদ কহেন—যাউ প্রতিজ্ঞা আমার। সাক্ষাতে দেখিনু শ্রীচরণ তোমার ॥

প্রভু কহে প্রহ্লাদ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ তোর।
ভক্তস্থানে সর্বকাল পরাজয় মোর ॥
যুদ্ধে হারি মানিলাম, তুষ্ট হইনু আমি।
অতএব কোন দুঃখ না ভাবিহ তুমি ॥

এতেক কহিয়া নারদ প্রহ্লাদের প্রতি। পরিহাস করে হরিসেবক-সংহতি ॥
ইহা ভাবি ভক্তিরসসমুদ্রে নারদ। নৃত্যছলে সাঁতারেন দেখে প্রভুপদ ॥

'জিতং জিতং' এই কহে বারে বারে।
হে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ ! জিনিলে প্রভুরে ॥

বশ করিয়াছ তুমি প্রভু ভগবানে। তোমার কা কথা তব প্রসাদ যে জনে ॥
তোমার সম্বন্ধে বলির দ্বারপাল হরি। মোর ইচ্ছা এইখানে সদা বাস করি ॥
যদ্যপিহ দক্ষ-শাপ আছয়ে আমারে। প্রভুর দর্শনে শাপ রহিবেক দূরে ॥

নারদ-বচন প্রহ্লাদ শুনিলা এতেকে।
নিজ শ্লাঘা হৈতে তখন হৈলা অধোমুখে ॥

নারদ-চরণে প্রহ্লাদ দণ্ডবৎ হৈয়া। ধীরে ধীরে কহে কিছু বিনয় করিয়া ॥
হে শ্রীভগবন্ গুরো ! করহ বিচার। বাল্যকালে কৃষ্ণভক্তি না হয় আমার ॥
মহৎ-উপদেশবলে ভক্তিজ্ঞান হৈলে। হরিভক্তি-প্রবৃত্তি মহিমা-উদয় করে ॥
আপনে কহিলে বিঘ্ন কৈলে পরাজয়। অসুর-বালকে উপদেশ তব হয় ॥

দীনে দয়া আর মুক্তি না কৈলে গ্রহণ।
ইত্যাদিক যে কহিলে সাধু-আচরণ ॥

এ সকল কৃষ্ণ-অনুগ্রহ অধিক নহে।
নিজ সেবা দেন প্রভু এ বড় অনুগ্রহে ॥
ভক্তিমন্ত সাধু এই করে অনুমান। তাহার মধ্যেতে যেন সাক্ষী হনুমান ॥
আমি সে প্রকার সেবা কিছু করি নাই।
কেবল বিঘ্নব্যাকুলে স্মরণ কৈনু তেঞি ॥
ভগবানের লালনাদি প্রশংসা করিলে।
বৈদান্তিক জন ইহা মায়িক করি বলে ॥
কেচিৎ ভক্তি-পথিক জন লীলা-চরিত্র মানে।
মায়িক না হয় লীলা কহে ভক্তগণে ॥
হয়েন সচ্চিদানন্দঘন পরমেশ্বর। সচ্চিদানন্দ শক্তি লীলার আকর ॥
সচ্চিদানন্দলীলা সম্ভব সে হয়। পরমভক্ত মানে—প্রভু এ স্বভাবময় ॥
প্রভুর লালনাদি আমি স্বপ্নতুল্য মানি।
হনুমান আদিকে দিলা এই সত্যবাণী ॥
লালন-সেবা-দানরূপ প্রভুর প্রসাদ।
সদ্ভক্ত মানেন এই পরম আহ্লাদ ॥
কহিলেন নৃসিংহ তব জন্য অবতার।
নৃসিংহরূপ হৈলা হরি রক্ষার্থে তোমার ॥
মোর জন্য নহে, তাহা নিবেদি চরণে।
স্বভক্ত-দেবতার রক্ষা এই সে কারণে ॥
জয় বিজয় পার্ষদ করিতে মোচন। সনকাদি-নারদবাক্য-সত্যতা কারণ ॥
নিজভক্তি-মহত্ত্ব সবে দেখাইতে। প্রকট হইলা হরি নৃসিংহ-রূপেতে ॥
হে পরম অকিঞ্চন শ্রেষ্ঠ মুনিবর! যবে দিলা রাজ্যভার মোর শিরোপর ॥
তখনে জানিনু কৃষ্ণকৃপা মোরে নাই।
কৃষ্ণ—অকিঞ্চনপ্রিয়, শাস্ত্রে লিখা এই ॥

প্রভু-আজ্ঞা আছে—যারে অনুগ্রহ করি ।
সম্পদ্ হৈতে ভ্রষ্ট করি' সর্বস্ব হরি' ॥
ইত্যাদি অনেক বাক্য মহাজনে কহে । রাজ্য দিয়া বিপরীত হৈল অনুগ্রহে ॥
রাজ্য-ঐশ্বর্য্য-বন্ধু-আদি সব সঙ্গে । ভগবান্-ভজন সমস্ত হৈল ভঙ্গে ॥
আমারে ধিক্কার, যাতে না করি রোদন ।
আরো কিছু শ্রীচরণে করি নিবেদন ॥
অরণ্যের মধ্যে যুদ্ধ কৈনু প্রভুসনে ।
সে কেবল অসুর-জাতি-স্বভাব-কারণে ॥
আর যে কহিলে দিনু দৈত্যে উপদেশ ।
অসুর-স্বভাব তার নাহি হয় শেষ ॥
জীবতত্ত্ব ব্রহ্মভাব চাতুর্য-দুষ্টতা । সেই শুদ্ধজ্ঞানপর বড় অধমতা ॥
বিনা ভক্তি জ্ঞান মাত্র হইলে কৃতার্থ । হেন নিরূপণ করে, তার সব ব্যর্থ ॥
তাহাকেই দুষ্ট পাণ্ডিত্য-চাতুর্য যে কহি ।
তাহা ত্যাগি' শুদ্ধভক্তিসঙ্গ মোর নাহি ॥
সেই শুদ্ধভক্তি যদি আমার থাকিত ।
তবে মোর বংশে কেনে বাণাসুর হৈত ॥
বাণাসুরের দুর্জনতা স্মরণ করিতে ।
ভক্তি-অভাব-চিহ্ন মোর নিশ্চয় এ চিত্তে ॥
অন্যথা কি অনিরুদ্ধে বন্ধনাদি করে ?
মোর ভক্তি হৈলে বংশে জন্মে এ অসুরে ?
আপনি কহিলে এই তোমার সম্বন্ধে ।
বলির দ্বারপাল প্রভু গদা ল'য়া হাথে ॥
তাহার তাৎপর্য্য আছে প্রভুর অন্তরে ।
বলিকে রোধন করি' নিজে প্রভু দ্বারে ॥

এখন প্রভু কোথা, এথা না দেখি তাহারে।
কদাচিৎ কার্য্যক্রমে দেখা দেন দ্বারে॥
এক সময় রাবণ বলির দ্বারেতে আসিয়া।
কহে যুদ্ধ বলি সনে—আইনু এ লাগিয়া॥
ভগবান্ পদাঙ্গুষ্ঠে ঠেলিয়া ফেলিলা।
রাবণ যাইয়া অতি দূরেতে পড়িলা॥
এক সময় কুশনামা দৈত্য-উপদ্রবে।
নারদে জিজ্ঞাসা কৈলা দুর্বাসা মুনি সবে॥

ভগবান্ কোন্ স্থানে কহ সমাচার। তথা যাই কহিব দৈত্যের দুরাচার॥
নারদ-উপদেশে মুনি আইলা বলিদ্বার। আসিয়া দেখেন তথা প্রভু গদাধর॥

ভক্তের উৎকণ্ঠা যাঁহা দেখিতে ভগবান্।
তাহাই দেখিতে পায় প্রভু দয়াবান্॥
বাসের আশয়ে কেবল প্রভু নাহি মিলে।
যাহা বিশ্বাস তাহা দেখা দেন অবহেলে॥
যদি ভগবান্ সদা বলিদ্বারে বৈসে।
তবে কেনে দূরে যাই দেখিতে পীতবাসে॥
এত কহি' প্রহ্লাদ হইয়া ধৈর্য্যমতি।
গুরুবাক্যে আক্ষেপ—অযোগ্য এই অতি॥
ইহা মানি নারদ-উক্তি অঙ্গীকার করি'।
সেই প্রকার পরিহার করে কর জুড়ি॥

আপনে কহিলে হরি-প্রসাদ তোমারে। তব প্রসাদাৎ হরি-প্রসাদ আমারে॥
কিন্তু হনুমানাদিকে কৃপা অতিশয়। সে বিচারে আমা প্রতি অল্পতর হয়॥
সমুদ্রের নিকটে যেমন সরোবর। তারা কভু সম নহে যৈছে শশধর॥
হে নিরুপাধি-কৃপাচিত্ত মুনিরাজ! পরদুঃখে দুঃখী হও অন্তরের মাঝ॥

দুর্ভাগ্য অনেক যদি করি নিবেদন। আপনার হবে দুঃখ, স্নেহের কারণ॥
কৃষ্ণ-কৃপাপাত্র পরমভক্ত **হনুমান**। কিংপুরুষ খণ্ডে যাই' দেখ বিদ্যমান॥

মোর পিতার বধজন্য শ্রীনৃসিংহদেব।
অলক্ষিত প্রকট হ'য়া কার্য্য কৈলা সব॥

তৎকালেই শ্রীনৃসিংহ হৈলা অন্তর্ধান। ইচ্ছা ভরি সম্যক্ না হৈল দরশন॥
সমুদ্রতটে পুন বারেক দেখিনু তাঁহারে। সেহ স্বপনের ন্যায় আর্ত্তি নাহি পূরে॥
তাথে হনুমান দেখি মহাভাগ্যবন্ত। নিজ প্রভুসেবাসুখ করিলা যাবন্ত॥

সদা সেবাসুখ তিহোঁ অনুভব কৈলা।
সহস্রবর্ষ সেবাসুখ নির্বিঘ্নে আস্বাদিলা॥

সেই হনুমান-বল প্রমাণ না হয়। বাল্যকালে সূর্য দেখি' চিত্তে বিচারয়॥
তেলাকুচ ফল মানি' হৈলা ঊর্ধ্বগতি। ইন্দ্র-বজ্রপাতে মূর্চ্ছা হৈলা কপিপতি॥
দেখি পুত্রের সংশয় পবন দুঃখী হৈয়া। না করে গমনাগমন রহে চুপ হৈয়া॥
পবন বিনে সকলের সংশয় জীবন। তখন আসিয়া বর দিলা দেবগণ॥

দেববৃন্দ-প্রসাদে সুন্দর-দেহ হৈলা।
জরামরণ-বর্জিত বাল্যকালে বর পাইলা॥

কোন অস্ত্র প্রবেশ না হবে অঙ্গে যুক্ত। রামায়ণে হনুমান-গুণগণ ব্যক্ত॥
অশেষ ব্রতধারণ করিলা হনুমানে। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী পরম বিবেচনে॥
মহাবীর অসাধারণ গুণের আকর। হেলায় লংঘিলা শত যোজন সাগর॥
রামকিঙ্কর শ্রেষ্ঠ বাহন, পুচ্ছ শ্বেতচ্ছত্র। সুখদ আসন পৃষ্ঠ লোমাবলীযুক্ত॥
সেতুবন্ধ করিবারে অগ্রগণ্য যেহো। বিভীষণে সর্বভাবে সুখ দেন তেঁহো॥
রাক্ষসে বিনাশে, আনে বিশল্যকরণী। সর্বসেনা-প্রাণদাতা প্রভু কুতূহলী॥
অনুজসহ প্রভুর পরমানন্দদাতা। রঘুনাথ-জয়-সম্পাদক এক কর্তা॥
মহাবুদ্ধি মহাপরাক্রম মহাশয়। রাবণহন্তা প্রভুর সৎকীর্তি-সেবাচয়॥
তাহার কারণ হনুমান যে প্রধান। সীতার আনন্দদাতা কৃপার ভাজন॥

প্রভুর বিরহ তিহোঁ সহনে অসমর্থ। তথা চ প্রভুর আজ্ঞা কৈলা বলবন্ত ॥
প্রভুর কীর্তি নিতি রামচরিত্র শুনিয়া। ধারণ করেন প্রাণ প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥
অদ্যাপিহ কিংপুরুষখণ্ডে হনুমান্। শ্রীমূর্তিপার্শ্বে রহে অতি শোভায়মান ॥
'দাস্যে হনুমান'—এই প্রসিদ্ধ জগতে। দাস্যেই প্রভুর কৃপা হইল তাহাতে ॥
অনুষঙ্গে মুক্তি আদি হৈলে উপস্থিত। বিনা দাস্য আর বাঞ্ছা নহে কদাচিৎ ॥
হেন হনুমান-পদে প্রণতি বার বার। নারায়ণব্যূহস্তবে মহিমা কয় তাঁ'র ॥

কিংপুরুষ খণ্ডে গিয়া পাইবে পরানন্দে।
অন্তর্যামী আপনি, কি কব পদদ্বন্দ্বে ॥

শ্রীপ্রহ্লাদ কহিলা শ্রীহনুমানের গুণ। শ্রীনারদ মুনি শুনি' প্রফুল্লিত মন ॥

'অহো ভদ্র, অহো ভদ্র' কহিয়া নারদ।
আসন হৈতে লম্ফ দিয়া চলে ঊর্ধ্ব পথ ॥

ভাগবতামৃত এই ভক্তামৃত-নাম। ভক্তগুণগণ সর্ব অমিয়ার ধাম ॥
যেই একবার কর্ণদ্বারে আস্বাদয়। পুনঃ পুন বাঢ়ে তৃষ্ণা তৃপ্তি নাহি হয় ॥
শ্রীরূপ-সনাতন-চরণ-চিন্তন। মো হেন মূর্খেরে যেই লোভাইল মন ॥

সর্ব বৈষ্ণবের পদে আমার প্রণতি।
যৈছে তৈছে লিখি, দোষ ক্ষমা কর ইথি ॥

শ্রীহরি-পরসাদ পাই এই আশ। ভাগবতামৃত-কণা কয় কানাইদাস ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে ভগবৎকৃপাভর-নির্ধার-খণ্ডে
ভক্ত-নাম চতুর্থ অধ্যায়।
প্রথম কলা।

—০—

পঞ্চম অধ্যায়

সমুদ্রং দুস্তরং যস্য দয়য়া সুখমুত্তরেৎ।
ভারাক্রান্তো খরোঽপ্যেষ তং শ্রীচৈতন্যমাশ্রয়ে॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ॥

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

রাজা কহে হে মাতঃ পাণ্ডব-যশস্বিনি! শুন ভক্ত-গুণগাথা প্রেম-প্রদায়িনী॥
চলিলা নারদ, বীণা গান উচ্চস্বরে। কিংপুরুষ খণ্ডে তবে আইলা সত্বরে॥
অলক্ষিতে রহিয়া দেখেন কিছু দূরে। হনুমান সেবে রাম-চরণকমলে॥
বনের সামগ্রী ফুল-ফলাদি লইয়া।
সাক্ষাৎ ন্যায় পূজে সেবে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥
গন্ধর্ব করে গান রামায়ণ রসায়ন। শ্রবণেই অশ্রুপুলক-ব্যাপ্ত হনুমান॥
নানাপ্রকার সঙ্গীত বাদ্য পদ্য শত শত। বেদ পুরাণাদি সহ স্তুতি অবিরত॥
এই মত হনুমান আছেন প্রেমানন্দে। হেনকালে নারদ ধ্বনি করে উচ্চশব্দে॥
জয় রঘুনাথ জয় জানকী-জীবন। জয় লক্ষ্মণ-অগ্রজ শ্রীকৌশল্যানন্দন॥
নিজ ইষ্টদেব-নামকীর্তন শুনিয়া। অতিশয় আনন্দে উঠিলা ঊর্ধ্ব হৈয়া॥
দূর হৈতে লম্ফ দিয়া নারদকণ্ঠে ধরে। আকাশে দণ্ডায়মান হৈয়া নৃত্য করে॥
হনুমানের অশ্রু মোছি প্রেম গদগদ। অপূর্ব দশায় প্রাপ্ত দেখিয়া নারদ॥
উচ্চস্বরে কহেন—হে শ্রীহনুমান! প্রভুপ্রিয় ভক্ত তুমি এই সত্য জানো॥
তোমার দর্শনে আমি প্রীত হইলাম। অদ্য আপনাকে আমি ধন্য মানিলাম॥
ক্ষণেক পিছে হনুমান সুস্থির হইয়া। প্রণাম করেন মুনির চরণে ধরিয়া॥
আলিঙ্গন করিলা নারদ মুনিবরে। প্রভুর প্রণাম জন্য আনিলা মন্দিরে॥
দণ্ডবৎ পরে বহু যুগতি করিয়া। বসাইলেন নারদেরে তৃণাসন দিয়া॥
চিত্রবিচিত্র প্রেমসম্পদ্ প্রাপ্ত হৈয়া। কহেন নারদমুনি মহাহৃষ্ট হৈয়া॥
সত্য তুমি হও ভগবৎকৃপাপাত্র। নিরুপম নানাপ্রকার ভজন-সমুদ্র॥

দাস-সখা-বাহন-আসন-ধ্বজা-ছত্রী। বিতান-চামর-পাখা কভু বৈদ্য-মন্ত্রী ॥
যুদ্ধে সেনাপতি কীর্তিবর্ধন-কারণ। রামজয়-যশ বিনা নাহি অন্য মন ॥
রাম প্রাণতুল্য পরম প্রসাদরূপ। সৎকীর্তি রামকথা-জীবন-স্বরূপ ॥
সর্বভাবে তুমি বৈষ্ণবের প্রীতিকারী। গরুড় হইতে তব মাহাত্ম্য যে ভারি ॥

অহো বিশুদ্ধ ভক্তিযুক্ত কেবল আপনি।
সেবা-অধিক অন্য সুখ না মানহ তুমি ॥

উদার-শেখর রঘুবর-শ্রীচরণে। আপনার মুখে তুমি করিলে প্রার্থনে ॥
যাহা শুনি সর্ববৈষ্ণবের পরানন্দ। না চাহিলে মুক্তি যা'তে যায় ভববন্ধ ॥

'তুমি প্রভু আমি দাস'—ইহা যাঁহা লুপ্ত।
এই ত প্রার্থনা তোমার পুরাণেতে ব্যক্ত ॥

তথাহি— ভববন্ধচ্ছিদে তস্মৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে।
ভবান্ প্রভুরহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে ॥

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

তদনন্তর হনুমান কহেন বচন। হে মুনিবর নারদ ! শুন নিবেদন ॥
প্রভুপাদপদ্ম-কৃপা বিশেষ ইন্ধন। তাহে মোর বিরহ-অগ্নি-তপত জীবন ॥
ইহা কহি' রোদন করয়ে হনুমান। মুনির আশ্বাসে কিছু হৈলা সাবধান ॥
পুন কহে রঘুনাথ-চরণারবিন্দ। সেবনে বঞ্চিত মোরে কৈলা নিরানন্দ ॥
ত্যাগরূপী নিষ্ঠুরতা করা'য়া স্মরণ। কেনে মুনিবর মোরে করাহ রোদন ॥
প্রভুর সেবক যদি হইতাম আমি। তবে হঠ করি' কেনে ত্যজিলা আপনি ॥
প্রিয়তম সুগ্রীবাদি সঙ্গে লইলেন। সমস্ত অযোধ্যাবাসী লইয়া গেলেন ॥

আমাকে না সঙ্গে লইলেন কদাচিৎ।
কেনে রাখেন, না বুঝিয়ে গম্ভীর চরিত ॥

ইথে বুঝি মোরে নাই কৃপার সম্বন্ধ। বার বার কহ কৃপা, তুয়া স্বভাবস্নিগ্ধ ॥
সেই প্রভু এখন শ্রীমথুরাপুরীতে। অবতীর্ণ হইয়াছেন ঐশ্বর্যযুক্তে।

ঐশ্বর্যের পরাকাষ্ঠা প্রকট করিয়া। ভক্তেরে করেন কৃপা দয়া প্রকাশিয়া॥
পাণ্ডবে যে অনুগ্রহ করিলেন প্রভু। তার অংশাংশ-তুল্য না হইব কভু॥
সে কৃপা সুমেরুতুল্য, মোহে রেণুসম। সুমেরু পার্শ্বেতে রেণু কে করে গণন॥

পাণ্ডবে আপদ্‌গণে রক্ষা কৈলা হরি।
বাল্যকালে বিষভোজন জৌগৃহাদি করি'॥

যশ-জ্ঞান-ভক্তি-প্রেম কৃষ্ণকৃপাবলে। আপনি সারথি যা'র রথের উপরে॥
কভু পার্ষদ, কভু মন্ত্রী, কখন বা দূত। সেবা করে অনুগমন আর দণ্ডবৎ॥

রজনীতে পাণ্ডব কভু থাকেন শুতিয়া।
চৌকি দেয় কৃষ্ণ নিজে চৌকিদার হৈয়া॥

পাণ্ডবপ্রতি স্নেহকাতর হইয়া আপনে। অতএব করে প্রভু সর্ব আচরণে॥
সেবা-সখ্য-স্নেহ-প্রেম পরস্পর করি। কৃষ্ণপ্রতি পাণ্ডব, পাণ্ডবপ্রতি হরি॥
হস্তিনানগর হইল ঋষির আবাস। অচ্যুতের অবলোকন অন্তরেতে আশ॥
নগর হইয়া হৈল মহাতপোবন। সর্ব তপের ফল কৃষ্ণ-চরণ-দর্শন॥
ভক্ত পাণ্ডবের গুণ শুনিতে শুনিতে। নারদ উঠিয়া নাচে হুঙ্কার সহিতে॥
পাণ্ডবের কথারসে নিমগ্নহৃদয়। অনুমানি হনুমান পুনর্বার কয়॥
পাণ্ডব-আপদ্ যত না হয় আপদ্। সুপদ হইতে সেই পরম সুপদ॥
যে আপদে প্রভু নিজে ব্যগ্র যে হয়েন। অবিলম্বে পাদপদ্ম দর্শন পায়েন॥
অতএব সে আপদ্ সত্তম-সেবিত। প্রেমপ্রতি খেদ উক্তি হনু-মুখোদিত॥

আরে প্রেমপরাধীন বিচারবর্জিত।
প্রভুকে কর আজ্ঞাকারী এ কোন উচিত॥
আমার প্রভুকে পাণ্ডব করিলা সারথি।
দূতপনায় নিযুক্ত করিলা প্রভুপ্রতি॥

রে পাণ্ডব মহৌষধি বশীকরণ জান। মহামোহন প্রভু, তাঁরে করিলে মোহন॥
পরীক্ষিৎ কহে—শুন অমৃতকাহিনী। হে মাতা তুমি পাণ্ডবের যশস্বিনী॥

যথা রাগ—

এত কহি হনুমান, লম্ফে লম্ফে নৃত্য গান, নারদ সহিত কুতূহলে।
প্রেমে কহে বারে বারে, অহো মহাপ্রভুবরে, তব কৃপা না জানে সকলে॥
ভক্তবৎসল অতিশয়, পরম করুণাময়, ভক্ত-কার্য কর সেই স্নেহে।
ভক্তচিত্ত-আকর্ষণ, সেই চেষ্টা তব করণ, পাণ্ডবের প্রীত হয় যাহে॥
হেন পাণ্ডবের প্রীত, পাই অতি হর্ষচিত, তাথে আপন ভাগ্য অধিক মানি।
তাহার কারণ শুন, পাণ্ডবের মধ্যম, যা'র অধিক গুণগণ গণি॥
কৃষ্ণের বয়স্য ভাই, তাথে সখ্য অধিকাই, ভগ্নীদান-আদি কৃপা যা'রে।
সম্যক্ অনুকম্পিত, কৃষ্ণ যা'রে করে প্রীত, হেন অর্জুন মোরে দয়া করে'॥
আপনার রথধ্বজে, মোর রূপ তথা সাজে, কপিধ্বজ বিখ্যাত জগতে।
প্রভুর প্রিয়তমার্জুন, নাহিক যাঁহার সম, তাঁ'র কৃপা প্রার্থনা এ চিতে॥
কৃষ্ণ-প্রিয়তম-প্রসাদ, বিনে নহে পূর্ণ সাধ, কৃষ্ণপ্রিয়-সেবা নাহি হয়ে।
কোনমতে হয় যদি, তথাপি না হয় সিদ্ধি, ফলিত কদাচ নহে তায়ে॥
হে ভাগবতশ্রেষ্ঠ, পাণ্ডব দেখি' হই তুষ্ট, আমাদের উচিত গমন।
ত্রেতাযুগে অযোধ্যায়, যে প্রকট না কৈল তায়, যে বৈকুণ্ঠে না কৈল প্রকটন॥
হেন পরম ঐশ্বর্য, বিচিত্র মাধুর্যধুর্য, মথুরা-একদেশ দ্বারকায়।
দেখাইলেন ব্রহ্মাদির, তর্ক-অগোচর বিধির, ভক্ত-ভক্তি বৃদ্ধি করেন যায়॥
নারদ কহেন পুন, কি কহিব হনুমান, অযোধ্যা বৈকুণ্ঠে যাহা নাই।
সে ঐশ্বর্য কৃষ্ণলীলায়, চল সখে! যাই তথায়, তুমি আমি প্রভুর নিকটে যাই॥
শুনি নারদের বাণী, ধৈর্য-সাগর অগাধ খনি, হনুমান অনুমান কৈলা।
ক্ষণেকে নিঃশ্বাস ছাড়ি, শ্রীনারদে নমস্করি, বিচারিয়া কহিতে লাগিলা॥
হে শ্রীমন্নারদ মুনে, প্রভুর পরম প্রিয়গণে, দেখিতে সেবিতে যাইতে হয়।
কিন্তু প্রভু এ সময়, কারুণ্য-মাধুর্যময়, পূর্ব হৈতে গম্ভীর প্রকাশয়॥
পরম মোহিনী লীলা, নানা ভঙ্গী সবখেলা, পরম বিজ্ঞ মুনির হয় ভ্রম।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেন তদ্রূপস্য বিনির্ণয়ম্।
বালোঽপি কুরুতে শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা ব্রজবিলাসিনঃ॥

যথা রাগ—

জয় জয় গৌরচন্দ্র, জয় প্রভু নিত্যানন্দ, জয় প্রভু শান্তিপুরনাথ।
জয় পণ্ডিত গদাধর, শ্রীবাসাদি পরিকর, সভে কর শুভ দৃষ্টিপাত॥
পরীক্ষিৎ কহে মাতা, শুনহ অপূর্ব কথা, নারদ চলিলা কৃষ্ণালয়ে।
মহামুনি বীণাধারী, মহাপ্রেমরসে ভরি, আবেশেতে বস্থিত হইয়ে॥
সমস্ত বিস্মৃত হৈয়া, তথাপি চলেন ধায়্যা, দ্বারাবতীনিবাস-অভ্যাসে।
অন্তঃপুরের পথ, তাহাতেই মনোরথ, কৃষ্ণালয়ে করিলা প্রবেশে॥
আশ্চর্য প্রেমেতে যুক্ত, কৌতুক-আবিষ্টানুরক্ত, মোহোন্মাদ-গৃহীতের ন্যায়।
মন্দির-নিকট গমনে, পদস্খলিত ক্ষণে ক্ষণে, পড়ে উঠে আকৃষ্ট প্রেমায়॥
কভু কম্প গড়াগড়ি, কভু দ্রুত তড়াবড়ি, চলে কভু কান্দে উচ্চস্বরে।
কভু করে ফুৎকার, খেণে লম্ফ বার বার, কভু গান কভু নৃত্য করে॥
সমস্ত প্রেমবিকার, মুনিদেহে সুবিস্তার, নিরূপণ না হয় সকল।
পুলকে পূর্ণিত দেহ, কদম্ব-আকার সেহ, কৃষ্ণভক্ত গুণেতে বিহ্বল॥
পরীক্ষিৎ কহে কথা, হে ধৈর্যবতী মাতা, হবে সাবধান অতঃপর।
করিবে মোরে সাবধান, এ রহস্য-আখ্যান, কহি কিছু তোমার গোচরে॥
সেই দিন কোন দুঃখে, কৃষ্ণ বড়ই অসুখে, মন্দির ভিতর শয়নেতে।
দৈবকী শ্রীরোহিণী, সত্যভামা রুক্মিণী, আর আর প্রধান দাসীগণ॥
কংসমাতা পদ্মাবতী, অন্তরের বার্তা আদি, উগ্রসেনে কহে সে কথন।
বিস্ময়ে আছেন সভে, উদ্বিগ্ন অন্তর-ভাবে, হেন কালে নারদ উপস্থিত॥
মুনির অপূর্ব চেষ্টা, সভার হইল দৃষ্টা, সম্ভ্রমেতে উঠিলা ত্বরিত॥
হস্তেতে ধরিয়া আনি, সুস্থ করায় দিয়া পানি, প্রেমার্দ্রিত মুখ প্রক্ষালিয়ে।

অল্লে অল্লে কহে কেন, হে মুনিবর হেন, তব দশা কভু না দেখিয়ে ॥
কোন চেষ্টা অকস্মাৎ, ধীরে ধীরে কহ বাত, কিংবা চুপে চাপে রহ এথা।
নারদ অশ্রুধারাযুক্ত, আছিল মুদিতনেত্র, যতনে খুলিয়া কয় কথা ॥
অশ্রু-পুলকযুক্ত, গদ্‌গদস্বরে উক্ত, শ্রীনারদ কহে প্রেমাবেশে।
মনোহর সৌভাগ্য অতি, কৃষ্ণ-কৃপায় মহামতি, উদ্ধবে মিলাও মোর পাশে ॥
মিলন দুর্লভ হয়, তবে শুন মো-আশয়, উদ্ধব-পদধূলি পাই যদি।
তবে সে কৃতার্থ হই, মনোরথ আছে এই, উদ্ধব-দর্শনে নিরবধি ॥
প্রভুর সেবকগণ, আধুনিক পুরাতন, এত অনুগ্রহ না পায় কেহ।
ভাগবত-মহোত্তম, কৃষ্ণের মহাবিভূতি হন, ইহাতে প্রভুর অতিস্নেহ ॥
কৃষ্ণপুত্র পূর্ব যত, ব্রহ্মা আদি গুণযুত, এখন পুত্র প্রদ্যুম্ন আদি করি।
বড় ভাই বলদেব, সুহৃদ্ আদি-মহাদেব, ভার্যা লক্ষ্মী আদি যে সুন্দরী ॥
নিরুপম শ্রীমূর্তি, তাথে নাই যত আর্তি, তত আর্তি উদ্ধবে প্রিয়তম।
উদ্ধবের সৌভাগ্য, মহিমা-সমূহ যোগ্য, পুরাণশাস্ত্রে কৃষ্ণের বচন ॥
সর্বত্র প্রসিদ্ধ হয়, উদ্ধবে কৃষ্ণ কৃপাময়, অদ্ভুত প্রসাদের সীমা।
কে তাহা কহিতে পারে, যত কৃপা উদ্ধবেরে, কেবা জানে তাহার মহিমা ॥
এখন যাদব-মুখে, উদ্ধবগুণ লাখে লাখে, কর্ণদ্বারে হৃদিঘরে পৈশে।
হঠাৎ মোর ধৈর্যধন, লুঠ করে অনুক্ষণ, হেন উদ্ধব-দর্শন-লালসে ॥
নারদ-বচন-অন্তে, শুনি উদ্ধব সম্ভ্রান্তে, শীঘ্রগতি তথায় আইলা।
নারদের দু'চরণ, ধরি' করে আলিঙ্গন, মুনিচিত্ত অনুমান কৈলা ॥
জানিলা উদ্ধব হৃদয়, কৃষ্ণকৃপা-অতিশয়, পাত্র নির্ধারিতে মুনির মন।
উদ্ধব করিতে মনে, উদয় হৈল তখনে, কৃষ্ণপ্রসাদ পাত্র **গোপীগণ** ॥
তার মধ্যে **শ্রীরাধিকা**, সর্বভাবে সুঅধিকা, তাঁ'র গণের যে প্রেম-সম্পত্তি।
তাহাতে যন্ত্রিত হই, বিবশ হইয়া রই, উদ্ধব রোদন করে তথি ॥
বহুযত্নে ধৈর্য ধরি', মন সাবধান করি', পরম-আনন্দ প্রাপ্ত হৈয়া।

উদ্ধব কহেন বাণী, হে সর্বজ্ঞ-শিরোমণি, হে সত্যবাক্য শ্রেষ্ঠ তুয়া ॥
হে মহামুনিবর প্রভু, ভগবদ্ভক্তি-আদিগুরো, কিছু মোর শুন নিবেদন।
তুমি যে কহিলে সব, আমাতে নাই এক লব, তথাপিহ তোমার বচন ॥
সর্ব সত্য আমার বটে, জগতেও এই রটে, কিন্তু পূর্বে আছিল ঘোষণা।
আমিও জানিতাম এই, এখন ব্রজেতে যাই, অনুভব করিনু আপনা ॥
আমি—মহাসৌভাগ্যবান্‌, গর্ব্ব হৈল খান খান, জানিলাম কৃষ্ণপ্রসাদ-প্রেম।
আশ্চর্য মাধুরী যত, ব্রজবাসীর সুবেকত, দেখিয়া পরম মাহাত্ম্য ॥
সেই হৈতে আপনাকে, ধন্য মানি লাখে লাখে, প্রভু-অনুকম্পা হয় মোরে।
ইথে প্রসাদপাত্র আমি, পাঠাইলেন ব্রজভূমি, গান কৈনু আনন্দের ভরে ॥
গোপী-পদরজ-আশ, গুল্ম-আদি জন্ম-অভিলাষ, বার বার বন্দোঁ সেই ধূলি।
এ সব আমার প্রার্থনা, সুবিদিত সর্বজনা, আপনিও জানহ সকলি ॥
ইহার অগ্রেতে আর, কি সামর্থ্য আমার, গোপীগুণ কহনে না যায়।
হে মুনিবর এই, তুয়া পদ ধরি' কই, গোপী-কথায় বিরমহ তায় ॥
কৃষ্ণ-কর্ণ হৈলে গত, হইবেক অনর্থ, অতএব নিষেধি বারে বারে।
শুনিয়া শ্রীরোহিণী, ব্রজভাব মনে আনি, বরিখয়ে অশ্রুজলধারে ॥
চিরদিন গোকুলবাসে, সম্মিলিত সেই রসে, কহেন কিছু গদগদ প্রেমে।
হে উদ্ধব হরিদাস, সে সব ব্রজে রসোল্লাস, তাথে বঞ্চিত এ দুঃখ মরমে ॥
সে সকল ব্রজবাসী, দুঃখের সাগরে ভাসি, দুর্দৈবেতে হৈলা নিমগন।
সে বাড়বানল-জ্বালা,-তাপিত আকুল হৈলা, কৃষ্ণ-বিরহেতে ব্রজজন ॥
সে সব না করাও স্মৃতি, যত কৈল যশোমতী, তার গুণ কি কহিতে পারি।
গোকুল হৈতে মোরে যবে. আনিলেন বসুদেবে, সেকালে মূৰ্ছিত ব্রজেশ্বরী ॥
রোদনে পাষাণ গলে, বজ্র ফাটে যা শুনিলে, জীবন্মৃত যত গোপীগণ।
সে বার্তা কে মুখে আনে, মূর্চ্ছা হয় যেবা শুনে, দূরে রহু দেখিল যে জন ॥
তার পর তব প্রভু, গুরুগৃহ হৈতে কভু, আসিতেই কহিলাম সংক্ষেপে।

কহিতে ইচ্ছা নাহি ছিলা, তথাপিহ কহিলা, ব্রজদুঃখে চিত্তের উত্তাপে ॥
তথাপি ঐ তব প্রভু, কোমলচিত্ত নহে তভু, তাথে কৈলা সন্দেশ-চাতুরী।
প্রগল্‌ভ জানিয়া তোরে, পাঠাইল ব্রজপুরে, প্রবোধিতে গোকুলনগরী ॥
তব প্রভুর অনুগ্রহ, ব্রজবাসী প্রতি এহ, বড়াজ্ঞি করিয়া উদ্ধব কহ।
আমার প্রত্যক্ষ সর্ব, ব্রজে কৃষ্ণগমন পূব, বরং ব্রজের সুখ ছিল সেহ ॥
কৃষ্ণের প্রকাশ হৈলা, পূতনাবধ আরম্ভিলা, অন্তে কেশীদৈত্যবধ-আদি।
কত শত উপদ্রব, ব্রজেতে হইল সব, ইন্দ্র-যজ্ঞভঙ্গ-পূজাবিধি ॥
বহুকালের স্থিত শকট, অর্জুনভঙ্গ-আদি দুর্ঘট, কোন্ উৎপাত ব্রজে না হইল।
তথাপিহ ব্রজবাসী, না মানিল দুঃখরাশি, সদা কৃষ্ণের বাঞ্ছয়ে মঙ্গল ॥
আপন বাঞ্ছা কিছু মাত্র, নাহি ব্রজবাসিচিত্ত, মঙ্গলামঙ্গল কিছুই না চাহে।
যে কিছু সর্বস্বধন, এই নন্দের নন্দন, স্বাভাবিক সুহৃদ্‌ভাব তাহে ॥
কৃষ্ণের সুখের জন্যে, সঙ্কল্প সর্বকার্য মনে, নন্দনন্দন সর্বস্ব করি' জানে।
না জানে বসুদেব-পুত্র, নাহি জানে ঈশ্বরত্ব, পরম প্রেম উদয় ব্রজগণে ॥
যেই তব প্রভুবরে, তৈছে ব্যবহার করে, নিজ-স্বার্থ-সাধিত হইয়া।
এখন করেন যাহা, সাক্ষাতে দেখিছ তাহা, কহিতে না পারি দুঃখী হিয়া ॥
ব্রজবাসীর গুণকথা, শুনি' তখন কংসমাতা, পদ্মাবতী জরতী বুদ্ধিহত।
মাথা কাঁপাইয়া কয়, এই বড় খেদ হয়, বাল্যকালাবধি গো পালিত ॥
কণ্টকাদি ঘোরবনে, কৃষ্ণে করায় গোচারণে, পাদুকাও পদে দেয় নাই।
ক্ষুধায় কৃষ্ণ গোরস খায়, গোপস্ত্রী বান্ধে তায়, শুনিয়াছি সর্বলোক ঠাঁই ॥
কৃষ্ণের অন্যায় যত, ননীচুরি-আদি কত, ফুকার করিলা গোপনারী।
কালগতিকেতে কৃষ্ণ, সমস্ত কৈল সহিষ্ণুতে, এই প্রেম ব্রজবাসীর ভারী ॥
শুনিয়া তাহার বাণী, গম্ভীরা শ্রীরোহিণী, ব্রজ—এক বল্লভ যাহার।
কংসমাতা যত বৈল, শুনিয়াও না শুনিল, নিজ বাক্য করেন পূর্ণ তার ॥
যদুরাজধানী এই, মথুরাপুরী প্রাপ্ত হই', সর্ব শত্রু নাশ করি কৃষ্ণ।

বিশ্রাম করেন এবে, রাজরাজেশ্বর রূপে, দ্বারকার সুখভোগে সতৃষ্ণ ॥
দেবের বন্দিত হ'য়া, পরম ঐশ্বর্য পা'য়া, ব্রজবাসীর স্মরণ না হয় ॥
এই মোর খেদ বড়, কৃষ্ণচিত্ত হৈল দঢ়, কঠিন কেন ব্রজবাসী প্রতি।
রোহিণীর কথা শুনি, ভীষ্মক-রাজনন্দিনী, শ্রীকৃষ্ণবল্লভা প্রিয়া অতি ॥
কৃষ্ণের হৃদয়ে রহে, ও বাক্য না কর্ণে সহে, ধীরে ধীরে কহেন রুক্মিণী।
হে মাতঃ! বচন শুন, তিঁহো পূর্ণ সকরুণ, নবনী হইতে মৃদুল চিত্তখানি ॥
কখন স্বপনপ্রায়ে, মাতা ননী দেহ মোহে, আমি অতি ক্ষুধার্ত হইয়ে।
নিদ্রায় পসারি কর, দেহ মাখন ক্ষীর সর, এইমত বাক্য প্রকাশয়ে ॥
আপনি কি নাহি জান, কি লাগিয়া কহ হেন, বিশেষ বার্ত্তা কহি তব আগে।
কভু পুন স্বপ্নপ্রায়, মধুর স্বরে ফুকারয়, হি ধবলি, হি যমুনে, গঙ্গে ॥
হি শ্যামলি, মণিকস্তনি, ইত্যাদিক করি' ধ্বনি, হে সুবল শ্রীদাম সুদাম।
কভু তিরিভঙ্গে থাকে, অভিনয় বংশী মুখে, ঘন ডাকে রাধা রাধা নাম ॥
কভু কহে হে রাধিকা, হে ললিতা বিশাখিকা. ইহা কহি সম্বোধে যেন মোরে।
হে চন্দ্রাবলী বলি, মোর বস্ত্রাকর্ষণ করি, পরিহাস-বচন উচ্চারে ॥
কভু স্বপ্ন হৈতে ব্যগ্র, ধাবমান হয় শীঘ্র, উচ্চস্বরে করেন রোদন।
ইহাতে কহ আপনে, না স্মরেন ব্রজজনে, নিশিদিশি ঐছন চিন্তন ॥
তাহাতে আমরা সভে, নিমগন দুঃখার্ণবে, ভয়েতে প্রকাশ নাহি করি।
অন্য দিনের কথা রহু, অদ্যই রাত্রিতে পহুঁ, স্বপন-আরম্ভে শয্যোপরি ॥
নিত্যকৃত্য আচরণ, সর্ব হৈলা বিস্মরণ, আর কি ইহার পর আছে?
সপত্নীগণের সহে, এবে সত্যভামা কহে, নামমাত্র আমাদের কাছে ॥
হে রুক্মিণি তুঁহু, স্বপ্নেতেই কেন কহ, জাগ্রতেই থাকেন ধেয়ানে।
তাথে লজ্জায় দুঃখে রহি, কি করিব সব সহি, নামে মোরা ভার্যায় গণনে ॥
হেন মোরা অতেজ্জিয়, এ সব হৈতে অতিপ্রিয়, গোপযুবতীর দাসী যেই।
কি আর কহিব মোরা, মহাপুণ্যবতী তারা, পরম সৌভাগ্যবতী সেই ॥

সত্যভামা, রুক্মিণী, ইহাদের বাক্য শুনি, সহিতে না পারি বলদেব।
শ্রীরোহিণীনন্দনের, যার বান্ধব পরাণের; তা অধিক ব্রজবাসী সব॥
কহেন হে বধূসব, যে করিলে অনুভব, কৃষ্ণের রোদন-আদি যত।
আমা সভায় বঞ্চন, করাইতে অনুক্ষণ, ভেয়্যার কপট-পাটব শত॥
সে সকল সত্য নহে, কেবল আমাদিগে মোহে, ব্রজ-তৎপর আমি সব হই।
গোকুলজনের প্রতি, যে করে যে দৈন্য উক্তি, তার মূল্যক্রীত হ'য়া রই॥
ব্রজভূমে আমি যা'য়া, তথা দুই মাস র'য়া, গোকুলজনের স্বাস্থ্য-কারণে।
যতন করিনু বহু, স্বাস্থ্য না হইল কেহো, মোর বচন আর আচরণে॥
শ্রীকৃষ্ণ-ব্যতিরিক্ত, ব্রজজনের নহে স্বাস্থ্য, আমি আপন অসাধ্য দেখিয়া।
নানা শপথ শত শত, আশ্বাস করিয়া কত, ঈষৎমাত্র ধৈর্য করিয়া॥
অতিশীঘ্র আসি হেথা, কাতরে কহিনু কথা, হে কৃষ্ণ, কোন সঙ্গতিতে।
একবার চল ব্রজে, দেখা দাও ব্রজরাজে, জীবন রাখহ সভার প্রীতে॥
শুনি কৃষ্ণ মোর কথা, জানাইলেন হিয়া-ব্যথা, মুখে কহিলেন যাইব শীঘ্র।
কিন্তু হৃদয়েতে নয়, হৃদে হৈলে যাইতে হয়, তখনি চলিতেন ব্রজে ব্যগ্র॥
মনের সাক্ষী জানা যায়, ব্যবহার দ্বারায়, দেখি ব্রজ গমন-অভাবে।
আন আন পরকার, হৃদয়ে বুঝিয়ে তার, চিত্তে কপট সিদ্ধ হৈল ইবে॥
বলরাম বাক্যছন্দ, শুনিলেন কৃষ্ণচন্দ্র, শয্যা হৈতে উঠি শীঘ্রগতি।
প্রেম-পরাধীন ভরে, রোদন করি' উচ্চস্বরে, বাহির আইলা খেদমতি॥
নয়নকমল ফুলা, অশ্রু-বরষাধারা, কহে কিছু গদ্গদস্বরে।
সত্য আমার হৃদয়, বজর-ঘটিত হয়, বিদীর্ণ না হইল দুঃখভরে॥
নহিল হিয়া দুইখান, হেন কঠিন পরাণ, ব্রজবাসীর বিরহ-স্মরণে।
মোর বাল্যকালাবধি, শ্রীব্রজরাজ-আদি, অসাধারণ করিলা পালনে॥
সে প্রেম বলবন্ত, ভুলিলাম সমস্ত, কিছু না কৈনু প্রত্যুপকার।
উপকার রহু দূর, কোমল স্বভাবপূর, ব্রজবাসিমাত্রেক সভার॥

যে দুঃখ দিয়াছি আমি, তাহাও না মনে আনি, ইহাতে কঠোর চিত্ত মোর।
ব্রজ-দুঃখ বার বার, কহে এই পরকার, শোকাবেগ-উদয়-অন্তর॥
কর্তব্য কি না জানিয়ে, উদ্ধবেরে জিজ্ঞাসয়ে, হে ভ্রাত হে শ্রীউদ্ধব!
হে সর্বজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, হে পরমপ্রাণপ্রেষ্ঠ, শীঘ্র কহ আমি কি করিব॥
শোক-সমুদ্র হইতে, উদ্ধার করহ মোতে, যা'তে সুখী হয় ব্রজজন।
কহে রোহিণী অশ্রুমুখী, যশোদার প্রিয়সখী, পুত্রবৎসল তা'র মন॥
যেই ইচ্ছা করেন কৃষ্ণ, তাহা দেহ সর্বশ্রেষ্ঠ, উদ্ধব তুঁহু কহ বিচারিয়া।
ইহা শুনি পদ্মাবতী, উগ্রসেন-মহিষী সতী, কৃষ্ণ-মাতামহী জরতিয়া॥
রাজ্যদান ভয়ে ভীত, কহয়ে ব্যাকুলচিত, কহে কিছু প্রগল্‌ভার ন্যায়।
পূর্বে শ্রীরোহিণী, অবজ্ঞা কৈল তা'র বাণী, তভু কয় পতিরাজ্য-রক্ষায়॥
চাতুরী করিয়া কহে, পরিহাস মিলিত তাহে, হে কৃষ্ণ তাপ করিতেছ কেন?
যে একাদশ বৎসরে, আছিলে নন্দমন্দিরে, দুই ভাই যে কৈলে ভোজন॥
গোরক্ষা বেতন যেই, নন্দ ঘোষ দেয় না দেয়, সব গর্গ-হাথে গণাইয়ে।
যে হ'বে তা'র দুই গুণি, ভর্তাকে কহিয়া আমি, দেয়াইব শপথি করিয়ে॥
জরতী যবে এ কহিলা, শুনি' কৃষ্ণ না শুনিলা, অজ্ঞানের ন্যায় শোকাবেগে।
উদ্ধবে জিজ্ঞাসে কৃষ্ণ, হে সর্বমন্ত্রি-শ্রেষ্ঠ, গোকুল-অভিপ্রায় কহ আগে॥
ব্রজবাসীর অভিপ্রায়, তুমি জ্ঞাতা আছ তায়, এ কারণ তোমারে জিজ্ঞাসি।
ভগবানের বাক্য শুনি, উদ্ধব বিজ্ঞশিরোমণি, কৃষ্ণ-দুঃখে দুঃখ পরকাশি॥
কহে উদ্ধব বিজ্ঞবর, হে রাজরাজেশ্বর, ব্রজবাসী না চাহে ঐশ্বর্যাদি।
না চাহে দিব্য বস্তুবর্গ, না চাহে পরলোক স্বর্গ, তোমাকে চাহে এই নিরবধি॥
মোর বাক্যে অবধান, প্রসন্ন হও ভগবান, যে উচিত বিচারিয়া কর।
তুমি প্রভু গুণনিধি, আমি কি কহিব বিধি, অবিলম্ব করহ সত্বর॥
পূর্বেই শ্রীনন্দসনে, পাঠাইলে বস্ত্র-ভূষণে, তাহা দেখি' ব্রজবাসিগণ।
শোকার্ণবে মগ্ন হই', কহে বড় দুঃখ পাই', আমরা চাহি বস্ত্র-আভরণ॥

নানা দিব্য বহুভোগ্য, এসব প্রসাদের যোগ্য, জানিয়াছেন কৃষ্ণ এই মনে।
ইহাতেই আমাদের, জীবনকেই ধিক্কার, এখন প্রাণ কণ্ঠে রহে কেনে॥
নন্দকে ধিক্কার আর, গোপগণে ধিক্কার, কৃষ্ণ রাখি' আনে বস্ত্রভূষা।
তব আশা করি ত্যাগ, কি কহিব অনুরাগ, সভে করে মরণের আশা॥
তুয়া মাতা যশোদাসনে, উপাস করে দিনে দিনে, উপবাসেই ছাড়িব পরাণ।
নন্দ অপরাধি-ন্যায়, তিন দিন না কহে কায়, অতি শোকার্ত কে কারে বুঝান॥
ব্রজ-প্রাণ গতপ্রায়, রক্ষার্থের অভিপ্রায়, তোমার গমন প্রতীত করায়।
শপথ-সমূহ করি', কহে নন্দ করজোড়ি, যুক্তিবাণী আশ্বাসে সভায়॥
মোর পুত্র সত্যবাক্য, তাথে চিত্ত কর ঐক্য, প্রীত-চিহ্ন আগে পাঠায় দিব্য।
পশ্চাতে আসিবে কৃষ্ণ, সভারে কহিলা পষ্ট, কৃষ্ণ-বাক্য সভাকার সেব্য॥
কিন্তু তথাকার কাজ, আছে প্রস্তুত নহে ব্যাজ, তাহা সামালিয়া আসিবেন।
আসিবে কৃষ্ণ অবশ্য, ইথে প্রাণে নহ ঔদাস্য, পুনঃ পুন ইহাই কহেন॥
সে নন্দের বাক্য শুনি', বিশ্বাস করিয়া মানি', ব্রজবাসীর স্বভাব সরলে।
তোমার প্রীত করিবারে, সে বস্ত্রভূষণ পরে, কৃষ্ণ আসি' দেখিবে গোকুলে॥
আজ্ঞাপালক জানি', প্রীত পাবে গুণমণি, ইথে পরে বস্ত্র-অলঙ্কার।
তাথে তুমি না যাইয়া, মোরে দিলা পাঠাইয়া, ব্রজে গেলাম সন্দেশ তোমার॥
আমাকে দেখিয়া তবে, মরণ-তুল্য হৈল সভে, কৃষ্ণ না আসিবে আর ব্রজে।
দেখি প্রাণ অবশেষে, কৈনু বহু আশ্বাসে, কৃষ্ণ আনি দিব ব্রজরাজে॥
এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, আসিয়াছি জিয়াইয়া, তাথে তুমি নিজে না যাইয়া।
রহিলে দ্বারকাপুরে, দৈত্যগণ বধিবারে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতায় দিলে পাঠাইয়া॥
পাঠাইলে বলদেবে, সে অবস্থা কেবা কবে, জিজ্ঞাসহ নিজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতে।
এ কথা শুনিয়া কৃষ্ণ, ব্রজে যাইতে সতৃষ্ণ, দেখি মহাদুঃখ আশঙ্কাতে॥
দৈবকী ও রুক্মিণী, আদি যত পদ্মিনী, সভাকার শুখাইল মুখে।
অতএব নর্মমুখী, অশ্রুযুক্তা কৃষ্ণ দেখি, কাগজ কলম দোয়াতি দেখে॥

ইঙ্গিত জানিয়া ব্যগ্র, সেবকে যোগায় শীঘ্র, লিখেন কৃষ্ণ কোমল চরিত।
কিবা সে অক্ষর পাঁতি, মুকুতা জিনিয়া ভাতি, লিখিলেন অত্যন্ত ত্বরিত॥
প্রস্তুত কার্য সমাধিয়া, এ বান্ধব আশ্বাসিয়া, আসিতেছি আগতের প্রায়।
এই প্রকার আশ্বাস, প্রেমপত্র সুবিশ্বাস, লিখি' কৃষ্ণ বরজ পাঠায়॥
নিজ হাথে লিখে পত্র, গাঢ় প্রতীতি নিমিত্ত, এই মত কৃষ্ণ চেষ্টা দেখি'।
উদ্ধব দুঃখেতে প্রাপ্ত, শপথ সহ শত শত, কহে গদগদ সজল আঁখি॥
ব্রজবাসীর মর্ম জানে, ইথে করে নিবারণে, হে সুন্দর হে প্রভু আমার।
নির্ধারিত বাক্য যাহা, প্রতীত করহ তাহা, বিনা গমন চরণে তোমার॥
ব্রজবাসী কদাচিতে, না বাঁচিবে কোনমতে, অন্য বাঞ্ছা নাহি ব্রজগণে।
ইহা শুনি' কুমতি, কংসমাতা পদ্মাবতী, শিরঃকম্পে কহয়ে বচনে॥
হে দেবকী নির্বুদ্ধি তুঁহু, আমি জানিলাম হুঁ হুঁ, বহুকাল উদ্ধব ব্রজে ছিল।
খাওয়াইয়া গোরস, উদ্ধবে করিল বশ, ইহাকেই সহায় করিল॥
তো'র পুত্রে ল'য়া ব্রজে, গরু চরাইবার কাজে, নিযুক্ত করিবেক পুনর্বার।
গোপগণ ধূর্ত হয়ে, দুর্গম সঙ্কট ভয়ে, বনে বনে ফিরাইবে আবার॥
সে কুৎসিৎ বাক্য শুনি, রাম-মাতা শ্রীরোহিণী, অসহ্য কুপিত হ'য়া বলে।
যা'তে যশোদার সখী, ব্রজভাব চিতে রাখি, কোনরূপে কখনও না চলে॥
এ কংসমাতা শিষ্ট, এ কথা বড়ই কষ্ট, এ কৃষ্ণে কি রাখে গোচারণে।
কৃষ্ণ-দরশন বিনে, নাহি জীয়ে একক্ষণে, তুমি সতি জানিবে কেমনে?
'শিষ্ট' 'সতী' সম্বোধন, শুন ইহার কারণ, দ্রুমিল দৈত্য উগ্রসেন-রূপে।
নষ্ট কৈল সতীধর্ম, তাহাতে কংসের জন্ম, গুপ্ত কথা কভু নাহি ছাপে॥

রোহিণ্যুবাচ—

যবে কৃষ্ণ গোঠে চলে, বৃক্ষলতা আড় হৈলে, সহচরগণ না দেখিয়া।
হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ বলি, ডাকে উচ্চস্বর করি, রোদনসহ ভঙ্গী করিয়া॥

ব্রজবাসী ঘরে যারা, দিনে রাত্র মানে তারা, এক লব যুগবৎ হয়।
বারে বারে দেখে ভানু, আগমন জানি কানু, পথপানে এক দৃষ্টে রয়॥
নিরীক্ষণ করিতে, বেণু শুনি আচম্বিতে, মহাপ্রেম সম্পত্তি করিয়া।
যেন উন্মত্তা সই, পরম অবস্থা হই', পুলকে ভরল সর্বহিয়া॥
যদি বল যশোদা নন্দ, পাঠায় কেন কৃষ্ণচন্দ্র, ঘোর বনে গোচারণ-জন্য।
তাহার কারণ শুন, এই যে কৃষ্ণের গুণ, হঠ করি চলে পুনঃ পুন॥
বনকৌতুকবিহার, সদা ইচ্ছা ইহার, বয়স্য-বলদেব-সহিত।
গোধনসমূহ সঙ্গে, সে বনবিহাররঙ্গে, গমন আপনে করে নিত॥
বনে উত্তম সরোবর,- জলে করে কোলাহল, সারস-চক্রবাকাদিসমূহ।
কমলাদি উৎপলে, ভ্রমরের শ্রেণী বুলে, সৌরভে পূরিত বনমাহ॥
মহাশ্চর্য বনে বনে, বিচিত্রতা স্থানে স্থানে, ব্রজভূম-সঙ্গিনী যমুনা।
মানসগঙ্গা আদি, বিন্ধ্যগিরি-সম্ভব নদী, সভাকার পূরয়ে কামনা॥
সেই ত যমুনা তট, কোমল বালু-সন্নিকট, নব নব রমণীয় সদা।
হরিদ্বর্ণ নব নব, তৃণাদি নবপল্লব, স্বভাব—দেশের প্রীত সাধা॥
অহি নকুল ব্যাঘ্র মৃগ, হিংসাদি স্বভাব ত্যাগ, পরস্পর খেলে সভে মেলি।
নানাপ্রকার পশুপক্ষ, ব্যাপ্ত বনে লক্ষ লক্ষ, নির্ভয়েতে ফিরয়ে সকলি॥
ফুল-ফলে বৃক্ষশ্রেণী, নম্রমাণ এ ধরণী, লতা গুল্ম তাহাতে ভূষিত।
কোকিল বসন্তে মত্ত, ময়ূর-নাদিত-নৃত্য, ব্রজভূমি ব্রহ্ম-স্তুতিপাত্র॥
বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধনে, অপেক্ষা নাই গোরক্ষণে, তথা হিংসা চুরি আদি নাই।
গো-মহিষ্যাদি একসনে, প্রাতঃকালে যায় বনে, তৃণ-জল ভোজনে পূর্ণ হই'॥
আপনি আইসে ঘরে, রাখাল-অপেক্ষা নাই করে, ইথে কেনে কহ দুর্বচন।
বৃদ্ধা কহে আরে বালে, হে অতি সুবাচালে, ব্রজবাসে তৈছে হৈল মন॥
যদি রক্ষকাপেক্ষা নাই, তবে কেনে নষ্ট হই, গোমহিষ-ক্ষয় দিনে দিনে।
রক্ষক-অভাব যেই, তুমি যে কহিলে এই, মিথ্যা হৈল এ তোর বচনে॥

শুনিয়া গোপালদেবে, সম্ভ্রমে বিস্মিত তবে, শঙ্কায় আকুল হৈল চিত্ত।
অশ্রুসহ অবলোকনে, চাহে বলরাম-পানে, পূর্বাপর জানেন সমস্ত ॥
গোপালের হিয়া তাপে, ক্ষণে শ্যাম-অঙ্গ ব্যাপে, মুখ-অরবিন্দ শুখাইল।
রোহিণীনন্দন কয়, বুঝি ভেয়্যার অভিপ্রায়, ব্রজদশা স্মরণ হইল ॥
ধৈর্য-অসমর্থ হৈয়া, রোদন সনে মিলাইয়া, যথার্থ কহিলেন বলরাম।
হে কৃষ্ণ পাইবে ব্যথা, গোধনের কিবা কথা, মৃগপক্ষ তব প্রিয়তম ॥
ভাণ্ডীর কদম্ব আদি, বৃক্ষলতা কুঞ্জাবধি, হরিৎ তৃণাদি করি যত।
এ সব তোমার জন্য, জীবন করিছে অর্পণ, যমুনা আদি নদী শুখায়ত ॥
গিরিরাজ গোবর্ধন, দিনে দিনে হৈল ক্ষীণ, মীন যেন জলের বিহনে।
হে ভ্রাত কথোক জনে, তোমার সত্যবচনে, আশা করি আছয়ে জীবনে ॥
ইহার পরেতে যাহা, শুনিতে ইচ্ছা ত্যজ তাহা, নিধার্য কহিয়ে কিছু শেষ।
অনুকম্পা না কর ইবে, সেই সব জন সবে, যম ঘুচাইবেন সব ক্লেশ ॥
যেই তুমি কালিদহে, নির্বিষ করিলা তাহে, এই বড় শোকের কারণ।
কালিদহে থাকিত বিষে, মরিতাম অনায়াসে, শুষ্কপ্রায় যমুনানিদান ॥
যেই গিরি গোবর্ধন, তব হস্তপদ্মে ধারণ, স্বর্গপ্রাপ্ত উচ্চ হ'য়াছিল।
সেহ ত তোমার শোকে, অতিনীচ হৈলা দুঃখে, ব্রজবাসীর প্রাণ শেষ হৈল ॥
তোমার নামামৃত পানে, না যায় প্রাণ অনশনে, আর এক অনুভব করি।
শুষ্কবনের দাবাগ্নিতে, শুষ্ক তনু পোড়ে তাতে, প্রাণশক্তিহীন ব্রজপুরী ॥
এত শুনি অগ্রজ-মুখে, কাতর হইলা দুঃখে, সহজেই পরদুঃখে দুঃখী।
এ হেন স্বভাব কৃষ্ণ, তাহে শুনি ব্রজকষ্ট, যমুনা বহয়ে দুই আঁখি ॥
অঙ্গরাগ ধৌত হৈল, সর্ব ধৈর্য দূরে গেল, কাঁদে বলরাম কণ্ঠে ধরি'।
উচ্চস্বর রোদনে, বলদেব সহিত ভূমে, গড়াগড়ি চিকুর বিথারি ॥
ক্ষণেক পশ্চাৎ দোঁহে, প্রাপ্ত হৈয়া মোহে, নিঃশব্দ হৈলা ততক্ষণে।
হেন রোদন-মোহ প্রাপ্তা, হেন দোঁহার দুরবস্থা, অনুভব নাহিক কথনে ॥

পূরবে না দেখি কভু, হেন দশা দেখি প্রভু, উদ্ধব হৈলা মূরছিত।
রোহিণী দৈবকী মাতা, মাতৃগণ আসি তথা, দেখি' শুনি' রহিত সম্বিৎ॥
রুক্মিণী সত্যভামা, যত সব প্রিয়তমা, আর সব অন্তঃপুরবাসী।
উত্তর উত্তর বিকলতা, সকলে হইয়া প্রাপ্তা, দুঃখের সাগরে সভে ভাসি॥
হেন কভু নাহি শুনি, ঐছে রোদনের ধ্বনি, শ্রবণে যাহার পরবেশে।
সেই তাহা হৈতে ধায়, সভে করে হায় হায়, আইলা যাদব উর্ধ্ব শ্বাসে॥
বসুদেব উগ্রসেন, আইলা সব মান্যজন, রোদনের অতি উচ্চ ধ্বনি।
অন্য পরে কা কথা, বিপ্রবর্গ আইলা তথা, গর্গ সান্দীপনি আদি মুনি॥
অপূর্ব দেখিয়া তবে, রোদন করেন সবে, যে আইসে তার ঐ দশা।
হা হুতাশ সভে করে, কেবা বা ধৈরয ধরে, মূরছ দেখিয়া পীতবাসা॥
ব্রজবাসি-প্রেম যত, যাহে কৃষ্ণ সম্মোহিত, সব লিখা সামর্থ্য না হয়।
কে তাহা লিখিতে পারে, ঐছে ধৈর্য কেবা ধরে, অধ্যায়ের সমাপ্তি করয়॥
শ্রীসনাতন-রূপ, প্রেমভক্তির ভূপ, হেন রত্ন প্রকাশিল যা'রা।
যাঁহার প্রসাদে লোক, পায় প্রেমভক্তি-যোগ, এ রতন যা'র গলে হারা॥
সর্বগৌরগণ-পদে, স্তুতি-নতি-কাকুবাদে, অপরাধ ক্ষমহ আমার।
আমি অতি মূর্খবুদ্ধি, নাহি জানি শুদ্ধ্যশুদ্ধি, তবে লিখি করুণা দোঁহার॥
শ্রীহরি-পরসাদ, পাই এই সদা সাধ, সেই পদসেবা-অভিলাষ।
ভাগবতামৃতকণা, কয় দীন হীন জনা, কান্দিতে কান্দিতে কানাই দাস॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে ভগবৎকৃপানির্ধারখণ্ডে
প্রিয়তম-নাম ষষ্ঠ অধ্যায়।
প্রথম কলা পূর্ণ॥

—০—

সপ্তম অধ্যায়

তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম-তীর্থোত্তমে সকৃৎ।
স্নাত্বাঽশুচিঃ শুচীন্দ্রঃ সন্ স্বধর্মং বক্তুমর্হতি ॥

জয় জয় বিশ্বম্ভর শচীর কুমার। ব্রজভাব আস্বাদিতে যছু অবতার ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ রোহিণীর সুত। ভেয়্যার ভাবের ভরে মহা অবধূত ॥
জয় জয় সীতানাথ শান্তিপুরবাসী। আনি মহাপ্রভু ব্রজভাব প্রকাশি ॥
জয় জয় গৌরভক্ত গোষ্ঠীর সহিত। ব্রজরস-আস্বাদন—এই সভার রীত ॥

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

রাজা কহে হে মাতঃ পাণ্ডব-যশস্বিনি! শুনহ অপূর্ব কথা সুধাতরঙ্গিণী ॥
এইপ্রকার পরিবার সহ ভগবানে। ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া গেল সে আর্তি-রোদনে॥
মহোৎপাত উল্কাপাত শব্দ নির্ঘাত। ইত্যাদিক ঘন ঘন সমূহ উৎপাত ॥
বোধ করাইতে অভাব হইল তথায়। বেদপুরাণসহ ব্রহ্মা আইল ত্বরায় ॥
দেবগণ সহিতে আসিয়া সভে দেখে। চমৎকার দরশন করে অনিমিখে ॥
মহানারায়ণ নিজ পিতা আর গুরু। হেন কৃষ্ণ দেখে ব্রহ্মা অশ্রু নেত্রে ভরু ॥
ধৈর্যরহিত হই' রোদন করিতে লাগিলা। কৃষ্ণের এমন দশা কভু না দেখিলা ॥
পরম প্রিয়-প্রণয়ে কাতর বনমালী। নিগূঢ় মাহাত্ম্য অতিশয় প্রকট করি ॥
ইহা বিচারিয়া নিজে ধৈর্য হইলা। প্রভুর সাম্যের জন্য চিন্তিতে লাগিলা ॥

ভাবিতে ভাবিতে ব্রহ্মার হইল স্ফুরণ।
দেখেন ঐস্থানে গরুড় করেন রোদন ॥

উচ্চস্বরে বহুযত্নে সম্বোধন করি। বহু যুক্ত্যে বোধ করাইলা সৃষ্টিকারী ॥
গরুড়ে কহেন ব্রহ্মা শুন সাবধানে। যথা কহি তথা প্রভুকে রাখ সেইস্থানে ॥

রৈবতগিরি সমুদ্র-মধ্যে দ্বীপের উপরে।
নন্দযশোদা-আদি প্রতিমা থরে থরে ॥

অলঙ্কার যুক্ত সবে গো-সমূহ তথা। বিশ্বকর্মার রচিত বৃন্দাবন হয় তথা॥
সাক্ষাৎ যেমন মথুরায় বৃন্দাবন। তৈছন শোভায়মান হ'য়াছে রচন॥
সেখানে অগ্রজ সহ কৃষ্ণে ধীরে ধীরে। লইয়া রাখহ সেই স্থানের উপরে॥
তথায় যাইবেন এই কেবল রোহিণী।
আর কেহো না যাইবেন দ্বারকাবাসিনী॥
পুন ব্রহ্মা সাবধানে গরুড়ে কহিলা। পরম বিশারদ তিঁহো সাবধান হৈলা॥
মন্দ মন্দ করিয়া পৃষ্ঠে লয়া দুই ভাই।
চলিলেন ধীরে ধীরে ব্রহ্মা-আজ্ঞা পাই'॥
আর আর সকলে ব্রহ্মা বোধ করাইয়া।
নিজ নিজ ঘরে সভায় দিল পাঠাইয়া॥
গরুড়-পৃষ্ঠে বলদেবের সংজ্ঞা প্রাপ্তি হৈল।
শ্রীনন্দনন্দনেরে পালঙ্কে শোয়াইল॥
যেখানে সাক্ষাতের ন্যায় গোপগোপী আছে।
শুতিয়া রহিলা কৃষ্ণ তাহাদের মাঝে॥
পুত্রবৎসলা দেবী চলিলা তখনি। তাঁ'র পিছে পদ্মাবতী আর যে রুক্মিণী॥
সত্যভামা আদি সভে চলিলেন তবে।
সে অবস্থা দেখি' কৃষ্ণের কৈছে ঘরে র'বে॥
শ্রীকৃষ্ণ ত্যাগিতে সবে অসমর্থ হৈয়া। চলিলেন লুকাইয়া ব্রহ্মারে কহিয়া॥
দৃষ্টি-দূরে থাকিলেন অতি সঙ্গোপনে। দেখেন কৃষ্ণের লীলা অতি সাবধানে॥
নারদ আপনাকে কৃতাপরাধ মানি'। তথাই রহিলা কিছু না কহয়ে বাণী॥
দেবগণ যাদবের সঙ্গে না যাইয়া। আকাশে রহিলা লীলা-দর্শন লাগিয়া॥
গরুড় আকাশোপরি রহে অলক্ষিতে।
প্রভু সেবে রহে পাখা ছায়া বিস্তারিতে॥
তবে ত শ্রীকৃষ্ণ-অগ্রজ শ্রীবলদেবে। সুস্থ ন্যায় হইয়া অনুজ-অঙ্গ সেবে॥

আপন অনুজের করি' শ্রীমুখ-মার্জনে। তুন্দবন্ধ করি' বংশী দিলা মধ্যখানে ॥

শিঙ্গাবেত্র দুই হাতে কণ্ঠে কদম্বমাল।
ময়ূর-পাখের চূড়া মস্তকে বান্ধে ভাল ॥

নবীন গুঞ্জা-অবতংস দিলেন শ্রবণে। মণির মঞ্জীর দুই পরায় চরণে ॥
ব্রহ্মাকৃত রচনা সর্ব জানিলা সুজান। যা'তে বিচক্ষণ-শিরোমণি বলরাম ॥
এই প্রকার বন্যবেশ গুঞ্জামালা আদি। আপনেও সাজিলেন বন্যবেশ-বিধি ॥
বন্যবেশ-সামগ্রী বিশ্বকর্মার কল্পিত। প্রস্তুত আছয়ে তথা সময়-বিহিত ॥
দুই হাথে কৃষ্ণে ধরি' বলেতে উঠায়। অতি উচ্চস্বরে কহে বলদেব তায় ॥
হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ হে ভেয়্যা উঠ উঠ। জাগি' দেখ বেলা অতিক্রম হৈল গোষ্ঠ ॥
গো-মহিষ-আদি বনে করয়ে গমন। শ্রীদামাদি সখা তব অপেক্ষায় আছেন ॥

তোমার স্নেহ-জন্য মাতা কিছু না কহেন।
তুয়া মুখপদ্ম দেখিতে গোপিকা আছেন ॥
কাণাকাণি করি' কিছু কহিয়া কহিয়া।
মৃদু মৃদু হাস্যে আছে পথে দাঁড়াইয়া ॥

এই প্রকার কৃষ্ণনাম করিয়া করিয়া। লালন সহিত তৈছে স্নেহ প্রকাশিয়া ॥
বার বার উত্থায়মান হইয়া অধৈর্য। বহুকালে সংজ্ঞালাভ হৈল অর্ধবাহ্য ॥
শিব শিব কহিয়া কৃষ্ণ বিস্ময়-সহিত। নেত্র-কমল খুলিয়া দেখেন চারিভিত ॥
মন্দহাস্য করি' আগে নন্দকে দেখিয়া। প্রণাম করিল তাঁ'রে লজ্জিত হইয়া ॥

পাশে দেখেন নন্দরাণী আছেন দাঁড়াঞা।
কিছু নিকট গিয়া কিছু কহেন হাসিয়া ॥
রাণী আছেন যেন স্নেহে কৃষ্ণমুখ দেখে।
বাৎসল্য করে মাতা নেত্র অনিমিখে ॥

কৃষ্ণ কহেন হে মাত ! অদ্য পরভাতে। স্বপন দেখিল আমি নানান মতেতে ॥
নিদ্রায় জাগ্রত ন্যায় হেন হয় জ্ঞান। যেন এথান হৈতে কৈনু মথুরা প্রস্থান ॥

তথা যাই' কংস-আদি নিধন করিয়া। জরাসন্ধ জিনিয়া দেবতায় সুখ দিয়া॥
সমুদ্রতীরে দ্বারকা নাম মহাপুরী। নিরমাণ করাইলাম সযতন করি'॥
আর আর অনেক অনেক আছে বার্তা।
এখন শীঘ্র বনগমনে করিলাম যাত্রা॥
সর্ব স্বপ্নকথা কহিবার সময় নয়। মোর মন হরণ করে স্বপ্ন বিঘ্নময়॥
এইজন্য প্রভাতে উঠিতে পারি নাই।
মথুরা যাত্রা মিথ্যা—ব্রজস্থিত মানে এই॥
স্বপ্ন-অনুভব করি' মাতা প্রতি কহিয়া। বলদেব প্রতি কহে হে আর্য ভেয়্যা!
মহাস্বপ্ন মহাশ্চর্য যাহা অসম্ভব। বনে যায়া তব আগে বিস্তার কহিব॥

শ্রীপরীক্ষিতুবাচ— (যথা রাগ)

কৃষ্ণ এই পরকার, মাতায় করি নমস্কার, বনবিহারেতে ইচ্ছাযুক্ত।
পরম বিজ্ঞা শ্রীরোহিণী, কহেন ঐছন বাণী, যৈছন প্রতিমা নহে ব্যক্ত॥
ভো বৎস তোমার মাতা, দুঃখে নাহি কহে কথা, তোমার অধিক নিদ্রা দেখি।
সে চিন্তায় দুরবস্থ, খিন্ন হইয়াছে গাত্র, যাথে তুমি পুত্র সভার আঁখি॥
তাথে আর এইক্ষণে, বহু কথায় প্রয়োজনে কিবা কার্য, চলহ গোষ্ঠেতে।
গো-গোপসখা আগে, চলিয়াছে ধেনু বেগে, তোমা লাগি' অসন্তোষ চিতে॥
শীঘ্র করহ ভোজন, আমি তব বনভোজন, দিব্য সামগ্রী পাঠাইব।
সুস্নিগ্ধ যুক্ত বাণী, কহিলেন শ্রীরোহিণী, বনগমন করিলেন সব॥
প্রণমিয়া দুই মায়, চলিলা যাদবরায়, যশোদাহাথে ননীপিণ্ডস্থিত।
চুরি-ন্যায় ধীরে ধীরে, তাহা লইলেন করে, মাতায় কহেন হইবে সম্বিৎ।
দুঃখ না ভাবিহ মনে, করিবে ভোজন পানে, প্রার্থনা করিয়া চলে বনে।
আগেতে গোপিকা মূর্তি, প্রতিমাকে মানি সত্যি, পরিহাস করে সম্ভাষণে॥
আগে দেখেন সখীসাথে, রাধিকা নিকট পথে, তাঁ'রে হাস্যে নর্ম-পরিহাসে।
বেণুনাদ-সঙ্কেত দ্বারে, গোধন করিয়া স্থিরে, কহে কিছু মধুর আভাসে॥

শ্রীনন্দনন্দনোবাচ—

হে আমার প্রাণেশ্বরী, আমি একান্ত ভক্ত তোরি, প্রাপ্ত হইলাম একান্তেতে।
অত্য কেনে সম্ভাষণ, না করহ এখন, বুঝি মানযুক্ত মরমেতে ॥
অপরাধ করেছি আমি, তাহা জানিয়াছ তুমি, হে সর্বজ্ঞের শিরোমণে।
স্বপনে দেখিনু যাহা, ইঙ্গিতে বুঝিলে তাহা, তোমা ত্যাগি অন্যত্র গমনে ॥
কিছু সংক্ষেপে কই, যেন আমি কোথাও যাই, শুনিলাম আমার লাগিয়া।
রাজপুত্রী অনুরাগে, রুক্মিণী প্রাণ ত্যাজে, ইহাতেই বিবাহ করিয়া ॥
পুত্র পৌত্র কত, জন্মাইলাম শত শত, বার বার বিবাহ নানা মতে।
এই মোর অসাবধান, স্বপ্ন জানি' কৈলে মান, নিশাতে কহিব বিস্তারিতে ॥
এখন শীঘ্র যাই বনে, প্রদোষে বসি' একাসনে, প্রসন্ন করিব তুয়া মন।
পুষ্প ক্ষেপণ করি', চারিদিগে চাহি হরি, দেখে নিকট নাহি কোন জন ॥
চুম্বন রাধিকা মুখে, আলিঙ্গন করি' সুখে, শীঘ্র আগে সখাসঙ্গে মিলে।
মহাসুন্দর ব্রজবেশ, ব্রজভাব সবিশেষ, কেহো না দেখিল কোন কালে ॥
ত্রিভঙ্গ মুরলী হাথে, শিখিপাখাচূড়া মাথে, দেবকী মাতা দেখিলা যখন।
অতিশয় স্নেহভরে, দুই স্তনে দুগ্ধ ঝরে, দৈবকীর বার্ধক্য এখন ॥
রুক্মিণী জাম্ববতী, প্রধানা মহিষী তথি, পরম মোহনিয়া রূপ দেখি'।
হেন প্রেম পূর্বে কখন, উদয় না হৈল এমন, সে না মহাপ্রেমে মহাসুখী ॥
ধৈর্য হইয়া হানি, পতিতা দোঁহে সে ধরণী, মূরছিত শাশুড়ীর আগে।
অতি বৃদ্ধা পদ্মাবতী, সে মত্ত হইয়া অতি, সত্যভামা সহিত কামবেগে ॥
আলিঙ্গন, চুম্বন, ঐছে করি' অনুকরণ, দুই বাহু পসারি' দোঁহে ধায়।
লজ্জা ধৈর্য গেল দূরে, কৃষ্ণে ধরিবার তরে, নিবারিতে না পারে দোঁহায় ॥
তাহা দেখি শ্রীকালিন্দী, শ্রীযমুনা-সম্বন্ধি, পরম সৌভাগ্যবতী অতি।
পূর্ববৎ অনুভব, এখানেও আছে সব, ধৈর্যাবলম্বন করি' মতি ॥
সত্যভামার হস্ত ধরে, উদ্ধব পদ্মাবতী করে, ধরিয়া রাখিল দোঁহে দোঁহা।

হেথা নাগররাজ চলে, 'ভায়্যা দাঁড়াহ' বলে, মোরে ছাড়ি' আগে গেলা কাঁহা॥
আগে সমুদ্র দেখিয়া, এ যমুনা মানিয়া, আনন্দে হইলা পূর্ণ মন।
জলবিহার করিবারে, সখাদিগে ফুকারে, হে শ্রীদাম, সুবল, অর্জ্জন॥
তোমরা বা গেলা কোথা, ত্বরায় আইস এথা, গোধনেরে জল পিয়াইয়া।
করিব জলবিহারে, নির্মল শীতল নীরে, সভে মেলি খেলি প্রবেশিয়া॥
আগে চলে এপ্রকারে, সমুদ্র-নিকট তীরে, মহাকল্লোল ঢেউ কোলাহল।
শুনিয়া সে মহাশব্দ, চৌদিগ চায় হই' স্তব্ধ, দেখে মহাপুরীও সকল॥
একি আমি কোথা আইনু, বিস্ময়যুক্ত হৈলা কানু, চমকিয়া কহে বার বার।
এই ত দেখি সমুদ্রে, কৈছে আইনু ব্রজমধ্যে, ব্রজভূম না হয় জানি আর॥
আমি কেবা আছি কোথা, যদি হয় দ্বারকা এথা, তবে নন্দনন্দন কেন আমি?
ব্রজভূম ব্যতিরিক্ত, না সম্ভবে অন্যত্র, ব্রজেন্দ্রনন্দন-রূপখানি॥
এখানে বা কিবা জন্য, আমি কি হইয়ে অন্য, এই প্রকার বিচার করিতে।
বুঝিয়া ভাবের গতি, বলদেব আইলা তথি, কহে কিছু ভাব ভুলাইতে॥
হে কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠাধীশ, তব অংশ আমি শেষ, সেই তুমি মোর হও স্বামী।
দেবতা-প্রার্থিত হই', ভূভারহরণ এই, অবতীর্ণ হ'য়াছ আপনি॥
সম্প্রতি দুষ্ট-সংহারি, শিষ্টের পালন করি', পিসীর পুত্র যুধিষ্ঠির আদি।
পাণ্ডবের যজ্ঞভূমি, বিস্তার করিতে তুমি, কৈলে প্রতিষ্ঠিত চক্রবর্তী॥
শাল্ব আদি দুষ্টগণে, বড় পরাক্রমী মানে, ভক্তবর্গে সদা ভয় দেই।
অতএব চল সত্বরে, দুষ্ট বধ করিবারে, যত্ন করহ তথা যাই॥
এই প্রকার নিজানুজে, সুস্থ করিবার ব্যাজে, রসান্তর করাইলেন প্রাপ্ত।
কৃষ্ণ ভাবান্তর হ'য়া, কহে ক্রোধাবিষ্ট হয়া, শাল্ব আদি বধিব সমস্ত॥
পুন কহে হে ভ্রাত! মোর বাক্য মান সত্য, এই প্রকার প্রসঙ্গ-সঙ্গেতে।
মুগ্ধভাব ত্যাগ কৈলা, আপনে সুস্থির হৈলা, অবলোকন করে চতুর্ভিতে॥
শ্রীমৎ দ্বারাবতীশ্বর, শ্রীযাদবেন্দ্রবর, পূর্ববৎ অনুসন্ধান হৈলা।

মন্দিরে শুতিয়াছিলাম, করে বংশী কোথা পাইলাম, আপনারে দেখে বন্যবেশে।
অগ্রজের বেশ এই, পুরীর বাহির হই, গোপ-গোচারণ-করণ-আশে ॥
বিস্ময় সংশয় প্রাপ্তি, তবে হৃদয়েতে চিন্তি, চন্দ্রমুখে করিলেন হাস্য।
তবে বলদেব হাসি, অমিয়া সাগরে ভাসি, চিত্ত জানি কহেন রহস্য ॥
সমস্ত ব্রহ্মার কৃত, হেতু আদ্যোপান্ত যত, শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র।
দাদা-মুখ চায়া হাস্য, কিছু না করিলা ভাষ্য, বলদেব হইলা আনন্দ ॥
ধূলিধূসর শ্যাম অঙ্গে, উদ্‌বর্তন করাই রঙ্গে, সমুদ্রেতে করাইলা স্নান।
ভগবদ্ভাবের জ্ঞাতা, অবসরে আইলা তথা, গরুড় উপনীত সেই স্থান ॥
গরুড়-পৃষ্ঠে অলক্ষিতে, আরোহণ করি প্রীতে, আইলেন আপন মন্দিরে।
সর্বজ্ঞ উদ্ধব জানি, দেবকী আদি রুক্মিণী, প্রবোধিয়া আনিলা সত্বরে ॥
সভে কৃষ্ণমুখ দেখি, হইলা পরম সুখী, শ্রীউদ্ধব বিচারিয়া মনে।
আগে যে প্রসঙ্গ হবে, জানি তাহা অনুভবে, পদ্মাকে পাঠাইলা অন্য স্থানে ॥
উপাখ্যানের তাৎপর্য, ব্রজাঙ্গনা সর্ববর্য, জানাইতে উৎকর্ষ-বিশেষ।
ভগবান্ নিজমুখে, বিদ্যমান মহিষীবর্গে, অসঙ্কোচে কহিলা অশেষ ॥
তাহা শুনিতে অযোগ্যে, দেবকী রোহিণীদিগে, ভোজনের কাল জানিয়া।
সেই জন্য পাঠাইলা, তাঁরা পুত্রে আশীষ কৈলা, চলিলেন ত্বরা করিয়া ॥
স্তম্ভাদির অন্তরেতে, দেবীগণ আছেন স্থিতে, দণ্ডায়মানা কৃষ্ণ দরশনে।
সত্যভামা না আইলা, জানি প্রভু জিজ্ঞাসিলা, উদ্ধব করয়ে নিবেদনে ॥
রৈবত পর্বত নিকট, সব বৃন্দাবন প্রকট, তথা প্রভুর বিজয় হইলে।
সে সময় ভাব মধুর, অজ্ঞ ভ্রম হয় প্রচুর, কেবা স্থির হয় সেই বেলে ॥
দেবী সহিত দুর্বুদ্ধি, কংসমাতা পদ্মাবতী, দূরেতে থাকিয়া দেখি কহে।
আরে আরে দেবকী, আরে পুণ্যহীনা অভাগী, আরে দুর্ভাগা রুক্মিণী তাহে ॥
আরে আরে সত্যভামে, জাম্ববতী আদিগণে, দেখ ব্রজগোয়ালীর ভাগ্য।
তোরা অভিমান ত্যাগি, হও ঐ তপে রাগী, যাতে পাও আভীর-দাসীযোগ্য ॥

তার দুর্বাক্যতেই, সুবিজ্ঞা দেবকী মাই, কহেন কিছু রোষভরে কথা।
সমস্ত জগদাধার, শ্রীভগবান সার, তাঁর আধার শ্রীদেবকীমাতা ॥
তিঁহো কহেন হে মূর্খে, কেনে কহ দুর্বাক্যে, কি আশ্চর্য ব্রজজন-শ্রেষ্ঠ।
পূরব জনমে যত, বসুদেব সহিত, তপস্যায় পুত্র হৈল কৃষ্ণ ॥
এই ত কৃষ্ণের জন্য, নন্দযশোদা ধন্য, ব্রহ্মাস্থানে চাহি ভক্তিবর।
ইথে ভক্তি প্রাপ্ত হৈয়া, মহাভাগ্য প্রকাশিয়া, নন্দ যশোদা সভার উপর ॥
পরিবার সহিতে, আমাদের দুই হৈতে, অধিক সে হয় মাহাত্ম্য।
অতএব কৃষ্ণের পালন, স্নেহ অনির্বচন, ইথে কৃষ্ণে উচিত স্নেহতম ॥
তাহাদিগে অধিক স্নেহ, কৃষ্ণ যে করেন সেহ, আমাদিগেরও প্রিয় হয়।
সকলের প্রিয় সেই, ইহা না জানয়ে যেই, তার কথা গ্রহণীয় নয় ॥
অধিক স্নেহ না করয়, কৃষ্ণে অকৃতজ্ঞতা হয়, কৃষ্ণের কৃতজ্ঞতায় হয় সুখ।
তারপর শ্রীরুক্মিণী, সহর্ষে কহেন বাণী, শুনি ভক্তের প্রেমে ফুলে বুক ॥
গোপিকা সব অনুরাগে, স্বামিপুত্র কৈল ত্যাগে, ইহলোক পরলোক ত্যাগে।
রাসাদি বিলাস যাহা, অনির্বচনীয় তাহা, ঔপপত্যভাব হিয়ায় জাগে ॥
স্বৈরিণীর ন্যায় মধুর, ভাববিশেষ প্রচুর, পরিপাটী কুঞ্জাদি বৃন্দাবনে।
সেই মত বেশভূষণ, তৈছে রূপ গান নর্তন, সহস্রমুখে না হয় বর্ণনে ॥
যে গোপীর লাগি কৃষ্ণ, অতি ব্যগ্র সদা তৃষ্ণ, আতুর হই করেন সেবন।
এমন যে গোপিকা, আমাদের সর্বাধিকা, আর কহি তাহার কারণ ॥
আমাদিগের হইতে, উত্তম সাধ্য প্রেম মতে, ভাবযোগে চিন্তা সদা মনে।
প্রেমবিশেষ সমূহ, অবিশ্রান্ত প্রবাহ, উৎকৃষ্ট সাধন আর ধ্যানে ॥
হেন গোপী ভাগ্যবান, কৃষ্ণ করেন যার ধ্যান, ইহা পর আর কিবা হয়।
কে তাহা কহিতে পারে, গোপীগণ যত ধরে, কৃষ্ণ যার অন্ত নাহি পায় ॥
আমরা ধর্ম কর্ম সুতে, পৌত্রাদি আগার-কৃত্যে, সদাই ব্যগ্রচিত্ত মন।
বিবাহিতা মোরা সভে, সেবন করি পতিভাবে, গোপীভাবের নাহি হয় সম ॥

ইহাতে সে গোপীপ্রীতি, কৃষ্ণের ভাব-বিশেষ অতি, আবশ্যক উচিত সে হয়।
ইথে আমাদের মন, নাহি কিছু অস্থল, আর কহি ইহার নিশ্চয়॥
পরম উৎকৃষ্টজন, সহিত নহে কদাচন, সতীনতা অযোগ্য অত্যন্ত।
যেন স্বামিনীর সহিত, দাসী করে মৎসর রীত, তাহাকে যে নিষেধ নিতান্ত॥
স্বভর্তার প্রিয়জনার, অধীনত্ব স্বীকার, করিলেই যশ বিস্তারয়।
ভক্ত-প্রিয়বশতা হৈলে, অনায়াসে ভর্তা মিলে, ইথে আমাদের আশা হয়॥
যদ্যপি রুক্মিণী আদি, ধর্ম কর্ম যত বিধি, তাহাতে আসক্ত কিছু নাই।
যদিও হয়েন আসক্ত, সে ধর্ম কর্ম সমস্ত, কৃষ্ণ-অর্থে দোষ নহে সেই॥
দোষ কি হইবে আর, হয় গুণের সুবিস্তার, তথাপি যে কহিলা রুক্মিণী।
নিজ স্বভাব বিনয়েতে, অথবা গোপী-ভজনেতে, সদৃশ সৌভাগ্যাভাব জানি॥
রুক্মিণীর বচন, সভে কৈলা অনুমোদন, কেবল সত্যভামা ব্যতিরেকে।
সহিতে না পারি তেঁহো, প্রবেশিলা মানগৃহ, শুনি কৃষ্ণ উদ্ধবের মুখে॥
শ্রীমৎ গোপীজন,- প্রাণনাথের অসহন, আজ্ঞা করিলেন ক্রোধাবেশে।
সত্রাজিত মূর্খরাজ, তৎপুত্রীর উচিত কাজ, তারে শীঘ্র আনহ মোর পাশে॥
যদি কেহো হেন কয়, কৃষ্ণের প্রিয়তমা হয়, তবে কেনে দেখি আন মত।
কৃষ্ণের প্রতিকূল বাঞ্ছা, প্রেয়সী না করে তাহা, তবে দেবীর দেখি বিপরীত॥
তাহার কারণ শুন, বিদগ্ধা, শ্রেষ্ঠা, নিপুণ, ইথে মান—সেবা-চাতুরালি।
তাহাতে ভর্তা কৃষ্ণচন্দ্র, তাঁ'রে দিতে পরানন্দ, ইহাতেই মন প্রবৃত্তিকারী॥
শ্রীকৃষ্ণ গোপালনারী,- লম্পট, বশতা তারি, এই অভিপ্রায়ে কৈলা মান।
আমি মান কৈলে পর, মোরে কৈলে অনাদর, হবে গোপীর বৈদগ্ধী-সম্মান॥
তাথে কৃষ্ণ পাবেন সুখ, ইহাতে প্রকটি দুঃখ, শুতিয়া আছেন সত্যভামা।
দাসীমুখে কৃষ্ণ-আজ্ঞা, শুনি' দেবী মহাবিজ্ঞা, উঠি' শীঘ্র করিলা গমন॥
অশ্রু মার্জন পথে পথে, করিতে করিতে হাথে, কৃষ্ণ-নিকট আসি উপস্থিত।
কৃষ্ণ-সমীপ যাই', লজ্জা ভয়ে স্থিত হই', নম্রমুখী রহে এক ভিত॥

সত্যভামা দেখিয়া, প্রভু কহেন রোষ হৈয়া, আরে সাত্রাজিতি খিন্নচিত্তে!
হে অল্পবুদ্ধে তুমি, যেন সহিত রুক্মিণী, মান কর পারিজাত-নিমিত্তে ॥
তৈছে ব্রজজন সনে, মান কর তৈছনে, অতিশয় আমার প্রীত যাতে।
তাহাও জানহ তুমি, ব্রজ-অনুগামী আমি, জানি না জানিলে কোন মতে ॥
ছাড়িলে এসব গণে, ব্রজজন ভাল মানে, তবে ত্যাগি এখনি তোমাদিগে।
তোমার শপথ করি', কহি আমি বেরি বেরি, ঐছে জান ব্রজের সৌভাগ্যে ॥
রসিক-শিরোমণি-বাণী, ইহাতেও অনুমানি, সত্যভামায় প্রেমবিশেষ এথা।
পরম প্রিয়তা যাকে, শপথাচার করে লোকে, এখন শুন শ্রীকৃষ্ণের কথা ॥
ব্রহ্মা স্তুতি করিয়াছে, বৃদ্ধ-বাক্য ফলে পিছে, বৃদ্ধগণবাক্য না হয় মিথ্যা।
তুমি ব্রজবাসীর কভু, প্রত্যুপকার প্রভু, করিতে নারিবা কৈনু সত্য ॥
এই ত ব্রহ্মার বাণী, ইথে ব্রজের মহাঋণী, ইহা আমি জানি হে নিশ্চয়।
যদ্যপিহ প্রীত-জন্য, ব্রজে যাই হই অনন্য, বাস করি হ'য়া সুখময় ॥
তথাপিহ তাহাদের, স্বাস্থ্য না দেখি আর, কহি শুন তা'র বিবরণ।
আমার দর্শন করি', গাঢ়ভাব পরচারি, প্রথমে বিকল অনুক্ষণ ॥
স্বেদ-কম্প-পুলকাদি, বিভোল হইয়া মতি, সমাধি-ন্যায় মোহ প্রাপ্ত হই'।
দেহ-সম্বন্ধি আর দেহ, কিছু না জানিবে সেহ, নিজ আত্মা বিস্মরণময়ী ॥
অতএব দৃষ্টিগোচরে, শান্তি না হ'বে ব্রজপুরে, ভাববিচ্ছেদ-চিন্তায় আকুলে।
মোর দৃষ্টি অগোচরে, প্রজ্বলিত অগ্নিঘোরে, তাথে দগ্ধ মৃতক সকলে ॥
কখনো উন্মাদ-ভর, হেন বিচিত্র ভাব মধুর, তাহার কে পাইবেক ওর।
মোর বর্ণসদৃশী, তমাল তমঃপুঞ্জরাশি, কাল বর্ণ দেখিলেই ভোর ॥
আমার বুদ্ধ্যে সেই ক্ষণে, করে চুম্বন আলিঙ্গনে, মহাসুখ পায় গোপীগণে।
মোর লীলা-অনুকরণ, ভঙ্গী-আদি যৈছন, সে সব বর্ণিতে নারে আনে ॥
রহি যাও ব্রজপুরে, সামর্থ্য না হয় মোরে, অধিক সুখ ব্রজজনে দিতে।
আমার বিরহভরে, সাক্ষাৎকার দেখে মোরে, মানে-আমি দেখিলুঁ স্বপ্নেতে ॥

এই হেতু নানাপ্রকার, ব্রজবাসী-প্রত্যুপকার, করিবার না হয় সামর্থ্য ।
এই সব অভিপ্রায়, মহাঋণী আছি তায়, শোধিবার নাহি কোন অর্থ ॥
যদি বল আমাদিগে, কেন বিবাহ নারীবর্গে, করিলে তুমি কি হেতু লাগিয়া ।
তাহার কারণ সভে, শুনহ কহিয়ে ইবে, ব্রজ হৈতে মথুরা আসিয়া ॥
গোপীর বিচ্ছেদ অতি, না ছিল বিবাহে মতি, তারপর দ্বারকা আসিতে ।
রুক্মিণী পাঠায় দ্বিজে, জানিনু তাহার ইচ্ছে, প্রাণ ত্যাগে আমার নিমিত্তে ॥
বিজ্ঞপ্তি-পত্র পাইয়া, দুষ্টদর্প সংহারিয়া, করিলাম রুক্মিণী-হরণ ।
রুক্মিণীর দরশনে, হয় গোপীর স্মরণে, অধিক শোকার্ত হৈল মন ॥
সেভাবে পরমাকুল, হইলাম সুচঞ্চল, গোপীসদৃশ পাইনু এক স্থানে ।
ষোল সহস্র শতাধিকে, গোপকন্যা আমাকে, কাত্যায়নীব্রত-পরায়ণে ॥
সেই সাক্ষাতের প্রায়, বোধ হইল আমায়, অতএব করিলাম বিবাহ ।
হে মানিনি সত্যভামে, যেবা সুখ ব্রজভূমে, সে সকল রহিল তথাই ॥
আশ্চর্য হৈতে আশ্চর্য, সুন্দর বিহারবর্য, আনন্দের সমদ্র-তরঙ্গে ।
ব্রজস্থান, ব্রজজন, সেই সব মহামোহন, নিশিদিশি না জানি সে সঙ্গে ॥
হেন কথা কহ যদি, বধ কৈনু অসুরাদি, পরিশ্রম-দুঃখ সম্ভব হয় ।
তাহা শুন, নহে দুঃখ, আরো তাহে বাঢ়ে সুখ, সেহ এক খেলা পুতুলি-ন্যায় ॥
বালক্রীড়া পরানন্দে, সে কৌতুক নানাছন্দে, পূতনাদি বধ মহাদৈত্য ।
ছয় ক্রোশ বেয়াপিনী, কঠিনা বালঘাতিনী, আর শ্রেষ্ঠ অসুর কৈনু বধ ॥
কালীয় দমন করি', কেশী, অরিষ্ট আদি বৈরী, খেলারসে নাশ হৈল সেই ।
উচ্চতর গোবর্ধন, বামহস্তে কৈনু ধারণ, ইত্যাদিক লীলা যে তথাই ॥
সে সকল ব্রজমধ্যে, আনন্দের সমুদ্রে, মগন হইয়া করিলাম ।
ব্রহ্মাদির বন্দনাস্তুতি, শুনিতে না হয় মতি, দেখিতে কহিতে নারিলাম ॥
তাহাতেও দুঃখ মানি, দেবকৃত্য ভুলি' আমি, আছিলাম বরজনগরে ।
অপূর্ব রূপ প্রশংস, বরগুঞ্জা-অবতংস, সৌন্দর্যাদি বেশ নটবরে ॥

বংশীশব্দ-অমৃতে, বিশ্ব করে সম্মোহিতে, ব্রজবাসীর কথা রহু দূরে।
সবে প্রেম-অতিশয়ে, সেই বাঁশী মূরছায়ে, আকাশচারী ব্রহ্মা, মহেশ্বরে॥
সূর্য, চন্দ্র, দেবগণ, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, চারণ, বিদ্যাধর-আদি মুনিগণ।
গাভী, বৃষ, বৎস-আদি, মৃগপশু পক্ষাবধি, বৃক্ষ-গুল্ম-লতা-আদি তৃণ॥
নদী, মেঘ, পর্বত, স্থাবর জঙ্গম যত, প্রপঞ্চাপ্রপঞ্চ বিশ্ব ভরি'।
সবে প্রেম-প্রবাহেতে, বিকারাবৃত চিত্তে, নিজ স্বভাব বিপরীত করি'॥
সচেতন অচেতন, অচেতন সচেতন, অসাধারণ বংশী ব্রজে ধ্বনি।
সত্য মিথ্যা কালিন্দীকে, জিজ্ঞাসহ প্রত্যক্ষে, কালিন্দী ব্রজবিহার-সাক্ষিণী॥
নিজ জ্ঞাতি যাদব, এখন যে দেখ সব, এসঙ্গেতে ক্রীড়া-কুতূহলে।
ব্রজভাব প্রেমবিশেষ, তাহার সামর্থ্যলেশ, আমা হৈতে না হয় সুবলে॥
দ্বারকায় তোমা সভার, মানভঞ্জন বার বার, দুষ্কর হৈয়াছে আমার।
কি কব মুরলী নাই, কেমনে মান বাড়াই, রাখিতে পারিতে ধৈর্য সার॥
লজ্জাতে মুরলীত্যাগ, করিয়াছি মহাভাগ, রাজবেশে না শোভে মুরলী।
এই রাজরাজেশ্বর, স্বভাবেতে তৎপর, ইহাতে না শোভে সে সকলি॥
গোপক্রীড়া-খেলাচয়, লোকলজ্জা ইবে হয়, তাদৃশী বৈদগ্ধী ইবে নাই।
তাহার সম্বন্ধমাত্র, বেণুবাদ্য না হয় অত্র, করিবারে অসমর্থ হই॥
যদি কহ আপনি, সর্বশক্তিমান্ তুমি, এখানেও করিতে পারহ।
তাহার কারণ শুন, তৈছে ইচ্ছা না হয় এখন, স্থানবিশেষে উৎপন্ন জানিহ॥
তাৎপর্য ব্রজবনে, নাহি হয় অন্যস্থানে, ব্রজলীলা না হয় তাদৃশী।
এ আশ্চর্য হয় মোরে, ব্রজে লীলা যে প্রকারে, বাল্যকৌতুকাদি রাশি রাশি॥
গোপীর মানাদি যত, সুখময় শত শত, তৎকরণ সে অবস্থা এথা দূর।
তাহা রহু অতি দূরে, সর্ব বর্ণন করিবারে, এ সামর্থ্য না হয় প্রচুর॥
যদি কহ ব্রজলীলা, তুমি সম্যক্ না বর্ণিলা, শ্রবণাদির হইবে অভাব।
এই তোমার অবতার, করিতে প্রেম বিস্তার, মুখ্য প্রয়োজন তুয়া ভাব॥

কলিযুগে সমস্ত, কৈছে হইবেক ব্যক্ত, তাহা শুন কহিব বিশেষ।
ব্রজগোপগোপী-আদি, তা'র সদৃশ ভাবাবধি, আমার প্রিয় গুণেতে অশেষ ॥
প্রসিদ্ধ ব্যাসনন্দন, প্রেমে সদৃশ ব্রজজন, অতিশয় সে প্রভাব-হেতু।
বাল্যলীলা-আদি মোর, করিবেন পরচার, শিষ্যশ্রেষ্ঠে শ্রবণ নিমিত্ত ॥
সে পরীক্ষিত মহারাজা, ভক্তি-বলে মহাতেজা, ভক্তিরসে শুকের সমান।
মাতার গর্ভে ব্রহ্ম-অস্ত্রে, আমি রক্ষা কৈনু তাথে, আমি যা'র পরাণের পরাণ॥
এই প্রকার ব্রজভাগ্য, পুনঃ পুনঃ করেন শ্লাঘ্য, ক্রোধাবেশে কীর্ত্তন অবিরাম।
বুঝিয়া কৃষ্ণের মত, পুনর্বার পূর্ববৎ, ভাববিশেষ শঙ্কা করি' মন ॥
মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ উদ্ধব, ইঙ্গিতে জানায় সব, প্রেরণ করিলা মহিষীগণে।
রুক্মিণী, সত্যভামা-আদি, বুঝিয়া কার্যের গতি, কৃষ্ণ-অগ্রে আইলা ততক্ষণে॥
দুই শ্রীচরণ ধরি', রোদন কাকুর্বাদ করি', বহু স্তুতি করিতে করিতে।
সুস্থ করাইলেন পঁহু, মৃদু হাস্যে চাহে লহু, স্থিরচিত হইলা ত্বরিতে ॥
শ্রীরূপ-সনাতন- শ্রীচরণচিন্তন, হেন গ্রন্থ যে কৈল প্রকাশ।
শ্রীহরিপরসাদ, পাই এই বড় সাধ, কহে দীন হীন কানাইদাস ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে ভগবৎকৃপাভর-নির্ধার-খণ্ডে

সপ্তম অধ্যায়।

প্রথম কলা ॥

—০—

বন্দে চৈতন্যরূপং তং ভগবন্তং যদিচ্ছয়া।
প্রসভং নর্ত্ততে চিত্রং লেখরঙ্গে জড়োঽপ্যয়ম্ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

তবে সে উদ্ধব ভক্ত মন্ত্রীর শ্রেষ্ঠ। অন্নপান সহিত মাতায় করায় প্রবিষ্ট ॥

কোনমতে ব্রজ-প্রসঙ্গ ত্যাগ করাইতে। চাতুরালি করেন উদ্ধব মহামতে॥
পরম প্রবীণ বলদেব মান জানি। ভোজন-মন্দিরে প্রবেশ করায় তখনি॥
দ্বারেতে শ্রীনারদ তিষ্ঠিয়া আছেন। তাহাও কৃষ্ণকে বিজ্ঞাপন করিলেন॥
সর্বান্তঃকরণ-দৃষ্টি কহেন হাসিয়া। নারদে রাখিল কেবা বারণ করিয়া॥

তুমি অদ্য পুছিলে কেন? আইসেন সদাই।
উদ্ধব হাসিয়া উত্তর দিলেন তথাই॥
ভয় লজ্জা করিয়া নারদ নাহি আইসে।
আপনে চলিলা কৃষ্ণ নারদের পাশে॥
হাথে ধরি' আনি' মুনি আসনে বসাইয়া।
কহিতে লাগিলা পূজা প্রণাম করিয়া॥
হে নারদ! সুহৃত্তম তুমি সে আমার।
অত্যন্ত হিতকারী মোর—স্বভাব তোমার॥

মোর প্রীত জন্মাইতে সদা তুমি ব্যগ্র। অপরাধ-দুঃখ মনে ত্যাগ কর শীঘ্র॥
তুমি একান্ত আমার চরণারবিন্দে। মধুকর-তুল্য লম্পট আছ মকরন্দে॥
মোর ভক্ত রসিকের এই স্বভাব হয়। আমার সুখের জন্য সর্বচেষ্টাময়॥
যদি কহ মোহ জন্মাইয়া দিনু দুঃখ। সে মোহ আমার নয়, পরাৎপর সুখ॥
তাহার কারণ শুন কহি বিবরিয়া। তুমি সে জানিবে মুনি স্নিগ্ধ হ'বে হিয়া॥

প্রেমপ্রিয়বিচ্ছেদ-দাবানল হিয়ামাঝে।
দুরন্ত শোকাবেগ গাঢ় দুঃখ জন্মিয়াছে॥
সে সকল দুঃখ দুষ্ট কেবল বাহিরে।
সম্ভোগ সুখ হৈতে অধিক জানিবে অন্তরে॥

সে যে অনির্বচনীয় কোন মনোরম। নিশ্চয় স্ফূর্ত্তি হয় হর্ষরাশি পরিণাম॥
সে রসিক ভকত জনের বেদ্য হয়। শোক দুঃখ প্রাপ্তি পিছে চিত্ত প্রসন্নময়॥
সুখের সম্পূর্ণ ন্যায় তিষ্ঠয়ে সদাই। সেই সুখ অভাবে কি নিষ্ঠ হ'য়া রই?

ইথে বুঝাইল দুঃখের মধ্যে আছে সুখ।
জানিবে সে দুঃখে সুখ প্রতীত মাত্র দুঃখ ॥

সুখ তার পরাকাষ্ঠা পরম মহত্ত্ব। যেন অগ্নি-প্রতিকূল গাঢ় হিম যত্র ॥
সেই গাঢ় হিম স্পর্শে জন্মে জাড্যজ্বালা। ধরিল অগ্নির গুণ হ'য়া প্রতিকূলা ॥
তৈছে সম্ভোগের প্রতিকূল যে বিরহ। ধরে মিলনের সুখ বিরহ দুঃসহ ॥
কৃষ্ণ প্রয়োজনে স্ফুরে বিরহ সম্বন্ধ। নতুবা সর্বত্র নয় বিরহ সুখগন্ধ ॥
অতএব বিরহ দুঃখ সর্বদা নির্দোষ। আর কিছু কহি যাতে সভার সন্তোষ ॥

বিরহেতে সুখবোধ যার নাহি ভাসে।
তার মতেও সুখ দেখ বিচারিয়া শেষে ॥

প্রিয়জন স্মরণ হয় এহ লভ্য ভারি। যে স্মরণ করায় সে মহাহিতকারী ॥
সেই প্রিয়জনের স্মরণ করায় যে। যেন জীবনের দান করাইল সে ॥
কদাচিৎ প্রিয়জন বিস্মরণ হয়। মরণ হৈতে সে অধিক নিন্দনীয় ॥

প্রাণ হৈতে অধিক সদা স্মরণ আছে যার।
তাহাকে স্মরণ করান কিবা উপকার ?

সত্য বটে, যে কহিলে শুন তার শেষ। পরম মনোহর কহে প্রকার বিশেষ ॥
যে স্মরণ করায় সে উপকারী হয়। আর কিছু কহেন কৃষ্ণ হইয়া সদয় ॥
যদ্যপিহ আপন পরম প্রিয়জনে। কদাচ সম্ভব নাহি হয় বিস্মরণে ॥
তাহার কারণ যাতে জীবন-তুল্য হয়। তথাপি স্মরণ করায় বিশেষ দ্বারায় ॥
পরম আনন্দের সেই হয় ত নিমিত্ত। তাহার দৃষ্টান্ত শুন হ'য়া একচিত্ত ॥
যেন চিত্র-বিচিত্র মহোৎসব করিয়া। জীবন পরমানন্দ হয় সুখ পায়্যা ॥
মহোৎসবাদি-রহিত যেন কেবল জীবন। সুখ পরমানন্দ জন্য না হয় তৈছন ॥

দারিদ্র্য দুঃখে পরম শোকনিমিত্ত সে হয়।
খেদ করে, মরণ কবে হইবে নিশ্চয় ॥

তৈছে প্রেম বিনে প্রিয়জনের স্মরণ। প্রেম সহিত স্মরণ এই মহোৎসব হন ॥

এই যে উপকার অত্য তুমি যে করিলে। পরম প্রিয়জন-স্মরণ হৈল প্রেমবলে॥
তোমাকে সন্তুষ্ট আমি হইলাম বিস্তর। অতএব চাহ তুমি নিজাভীষ্ট বর॥
শ্রীমুখের অমৃত-কথা শুনি নারদ মুনি। জয় জয় উচ্চস্বরে করে বীণাধ্বনি॥
জয় জয় শ্রীনন্দনন্দন ব্রজবাসী। জয় জয় যশোদা-কুমার গুণরাশি॥
জয় জয় ব্রজবাসীর জীবন কানাই। জয় জয় গোপগণ-প্রাণ অধিকাই॥
জয় জয় শ্রীগোপাল গোবর্ধনধারী। জয় কালিয়দমন পূতনা-মোক্ষকারী॥
ইত্যাদিক ব্রজক্রীড়াযুক্ত যেই নাম। গায়েন নারদ মুনি সর্ব গুণগ্রাম॥
কীর্তন করেন মুনি সহ বীণাযন্ত্র। স্তুতি-নৃত্য-গানে তুষ্ট হইলা কৃষ্ণচন্দ্র॥
এই ত কহিল সর্ব ভক্তের নির্ধার। সকল হইতে শ্রেষ্ঠ ব্রজজন সার॥
প্রয়াগে দশাশ্বমেধ ঘাট তীর্থ হৈতে। আরম্ভ করিলা শেষ দ্বারকা পর্যন্তে॥
ভ্রমণ করিয়া সম্ভাষিয়া বিপ্র-আদি।
দেখি পূর্ণ হৈলা ক্রমে ক্রমে ভজন-বৃদ্ধি॥
চতুর নারদ জানি প্রভু পরসন্নে। চন্দ্রমুখে সাক্ষাতেই কহাইবার জন্যে॥
পহিলেই বর দিতে কহিলা আপনে। আনন্দে সুন্দর বর চাহে কৃষ্ণস্থানে॥
তোমার অনুগ্রহেতে তোমারে হয় ভক্তি।
আনন্দ-ভাজন প্রেমে হয় যেই ব্যক্তি॥
কাহুকে না হউ তৃপ্তি চাহো এই বর। শুনিয়া হাসিয়া কহেন শ্যামল-সুন্দর॥
হে বিদগধ সর্বজনের আচার্য! কহ এ কেমন বর পরম আশ্চর্য॥
মোর অনুগ্রহ ভক্তি-প্রেমের সম্বন্ধে। স্বভাবেই তৃপ্তি নাহি হয় ভক্তবৃন্দে॥
এই কথা সহজেই আছয়ে সুব্যক্ত। কভু নাহি তৃপ্তি যেই প্রেমভক্তিযুক্ত॥
হে মুনে! তুমি প্রয়াগে আরম্ভ করিয়া।
ক্রমে ক্রমে দেখি আইলে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া॥
শেষেতে দ্বারকায় যেই দেখিলে শুনিলে।
বৈকুণ্ঠবাসী-আদি নন্দ-বরজ সকলে॥

সবে যত ভক্ত সর্ব অর্থ-পরিপূর্ণ। সামর্থ্য সভার জগৎ নিস্তারিতে তূর্ণ॥
আমার কৃপাপাত্র এই সর্বত্রই হয়। কেবল কিছু ন্যূনাধিক ভাব-প্রাপ্ত্যোদয়॥
উত্তর উত্তর শ্রেষ্ঠ হয় জানিবে একে একে।
সর্ব হৈতে শ্রেষ্ঠ পরা ভগবতী রাধিকে॥
পর্য্যবসান শ্রীরাধিকায় হইল। ইহার পর আর ভাগবত না হইল॥
যার যেই রস সেই নিজ নিজ রসে।
নিজ জাতীয় রস-সুখ পরম সীমা বৈসে॥
গোলোক-মাহাত্ম্য আগে হ'বেন বিস্তার।
প্রসঙ্গে লিখিনু ইঁহা সংক্ষেপের সার॥
যদ্যপিহ এই প্রকার হয় ভক্তগণে। কেহো কোন মতে তৃপ্তি না হয় সাধনে॥
ইথে তুমি অভীষ্ট বর মাগ পুনর্বার। আনন্দে নারদ নৃত্য করে বার বার॥
ভিক্ষুকের ন্যায় মাগে বস্ত্র পসারিয়া।
দাতাশিরোমণি কৃষ্ণের অগ্রেতে দাঁড়ায়া॥
মুনি কহেন হে স্বয়ং-দানেতে অতৃপ্ত! আমার ভ্রমণাদি শ্রম সফল সমস্ত॥
তুয়া করুণাপাত্র সাক্ষাৎ অনুভব কৈনু।
এই বর উত্তম তোমার অনুগ্রহে পাইনু॥
তথাপিহ হও দাতা-ইন্দ্র-শিরোমণি। বহুকাল অন্তঃকরণে আছয়ে রোপণি॥
তাহাও মাগিহে ব্রজপ্রেমবাপী-হংস! গোকুল-ক্ষীর-সমুদ্রবিহারি পরশংস॥
তাথে জন্ম-শোভাবলী নামামৃত যেই। তাহা যেন পান আমি করিয়ে সদাই॥
সবলোকে তৎকীর্ত্তনরস-সঞ্চারিয়া। মত্ত হ'য়া ভ্রমি যেন লোকে হর্ষ দিয়া॥
এই এক বর, আর মাগিয়ে দ্বিতীয়ে। বরজ-সম্বন্ধি তব যত ক্রীড়া হয়ে॥
শ্রীবৃন্দাবনলীলা-আদি ব্রজভূমে। কায়বাক্য-মনে কিংবা শ্রবণেতে শুনে॥
বচনে কহে বৃন্দাবন মথুরা মথুরা। মনেতে স্মরণ আর কর্ণে শুনে যা'রা॥
চরণে গমন আর অঙ্গে গড়াগড়ি। কিংবা দূরদেশে অঙ্গে দেই ব্রজের ধূলি॥

কোনমতে দূরদেশে থাকিয়া যে জন। শ্রীব্রজভূম যেই করিবেন স্মরণ॥
এ সকলে পাইবেক তোমার চরণ। এ চরণের আর কিছু আছে বিশেষণ॥
গোপী-কুচকলস-কুঙ্কুমলিপ্ত যেই। তাথে শোভা চরণকমলযুগল ঐ॥
প্রেম-ভজন-সহিত পাউক সেই জন। এই বর মাগি দেহ কমল-লোচন॥
নারদ-বর শুনি' কহে বদন-কমলে। হস্ত-কমল পসারিয়া পরম আদরে॥
'এবমস্তু'—এই হউক বর সুকুশলে। আনন্দ-সহিত এই গোপীনাথ বলে॥
বর শুনি' মুনিবর বর পরানন্দে। নিমগ্ন হইলা মুনি সুখের সমুদ্রে॥
নাচিতে লাগিলা মুনি সহ বীণাগানে। পরম আনন্দ কৃষ্ণ হইলা তখনে॥

ভক্তে সুখ দিয়া সুখে বসিলা ভোজনে।
রামকৃষ্ণ দুই ভাই আনন্দিত মনে॥
মুনিরে আগ্রহ কৈলা পাশে বসাইতে।
না বসিলা নারদ রহিলা জোড়-হাথে॥
ভোজন আচমন দোঁহে তাম্বূলচর্বণে।
তবে নারদ শেষ ল'য়া বসিলা ভোজনে॥

রুক্মিণী-পরিবেশিত সপানক পরমান্ন। ভোজন করেন নারদ মহাপ্রেমে মগ্ন॥
জানিয়া উদ্ধব কহে অঙ্গুলি-নির্দেশে। এই তোমার প্রিয়, এই স্বাদুবিশেষে॥
মুনিরাজে সত্যভামা বীজন করয়ে। জাম্ববতী-আদি স্নিগ্ধ জলাদি অর্পয়ে॥
কেহ ধূপ-আদি চেষ্টা করেন মহিষী। ভোজন করেন মুনি দ্রব্যাদি প্রশংসি॥
আচমন-অন্তেই চন্দনে লিপ্ত হৈলা। অলঙ্কারে অর্চিত ভূষিত পুষ্পমালা॥
মনে কৈলা নারদ প্রয়াগে মুনিগণ। আমার অপেক্ষায় আছে উৎকণ্ঠিত মন॥

তথায় যাইয়া সভায় কৃতার্থ করিয়ে।
এই মনে কৃষ্ণ-আজ্ঞা লইলেন মাগিয়ে॥
আপনি যে ভক্ত-মাহাত্ম্য কৈলা অনুভবে।
গাইতে গাইতে পথে চলিলেন তবে॥

প্রয়াগে আসিয়া কহিলেন আদ্যোপান্ত। নারদ-মুখেতে মহা অদ্ভুত সমস্ত ॥
শুনি' মুনিগণ সারগ্রাহিক হইয়া। জ্ঞান-কর্মাদিক সব তৎক্ষণে ত্যজিয়া ॥
নারদ-শিক্ষায় পরম দৈন্যাশ্রয়ানন্দে। শ্রীমন্মদন-গোপাল-চরণারবিন্দে ॥
উপাসনা করিতে লাগিলা মুনিগণ। সে সুখ-সমুদ্রে তাঁ'রা হইল মগন ॥

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

রাজা কহে, হে মাতঃ! শুনহ সাবধানে।
কৃষ্ণ-প্রেমমোহিত ব্রজের গোপীগণে ॥
তাহাতে আবৃত কৃষ্ণ এ নব কৈশোর। তাহাদের প্রেমসেবা কর নিরন্তর ॥
গোপীর দাসত্ব ইচ্ছা করিয়া মানসে। তৈছে প্রেমভক্তি করি পরম হরিষে ॥
কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন-পরানন্দ হৈয়া। নিতুই সেবন কর নিশ্চয় করিয়া ॥
যদি বল গোপীমাহাত্ম্য বিস্তারিয়া কহ।
কহিতে অসামর্থ্য, তার কারণ শুনহ ॥
মক্ষিকার মুখে পর্বত না হয় ধারণ। তেন গোপীমাহাত্ম্য-সমুদ্র-এক-কণ ॥
দূরে রহু মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন পরকার।
অসাধ্য গোপীনামবিশেষ করিতে উচ্চার ॥
তাহার কারণ— গোপিকাপ্রাণ কৃষ্ণচন্দ্র।
তাহার বিচ্ছেদে প্রেমবিবশতা-অন্ধ ॥
ইথে মোর গুরু শ্রীশুকদেব মুনি। সদা কৃষ্ণরসাবেশে নাম-সংকীর্ত্তনী ॥
আর কৃষ্ণপ্রেয়সী রুক্মিণী-আদির নাম।
তাহা কহে, তথাচ না কহে গোপী-নাম ॥
মুখে আনিতে অসমর্থ, শুন সে কারণ। আশ্চর্য-বিস্তার প্রেম-অগ্নি-প্রকটন ॥
তার শিখাচ্ছটা-বিরহে গোপী দগ্ধ হইলা।
তার নাম-কীর্ত্তন করিতে না পারিলা ॥

গোপীদেহ ঐছে রূপ করিতে স্মরণ। গোপী-সম্বন্ধ-অগ্নিশিখা-প্রকটন॥
তার স্পর্শে মহাবিকলতা প্রাপ্ত হৈলা।
শুকদেব গোপীনাম উচ্চারণ না কৈলা॥
রাধা-চন্দ্রাবলী না কহিলা দশমেতে।
কেহো কয়—নাম লেখে নাই গৌরবেতে॥
সম্ভব না হয় তাহা সিদ্ধান্ত-যুগতি। সে বিচার কতেক লিখিব বাঢ়ে পুঁথি॥
যদি কহ, গোপী-মাহাত্ম্যজ্ঞান বিনে।
গোপীর দাসত্ব-কামনা প্রেমের ভজনে॥
কৈছনে হইবে সিদ্ধ—তাহা কহ মোরে।
তাহাও কহিয়ে শুন করিয়া নির্ধারে॥
সেই গোপীগণনাথ যেই কৃষ্ণচন্দ্র। গোপীগণ-সঙ্গে সদা বিহরে আনন্দ॥
সেই প্রেম-উপাসনা শাস্ত্র-অনুসারে। করিতে মানস-সেবা স্ফূর্ত্তি হয় তারে॥
হে মাতা, সত্য কথা জানিহ নিশ্চয়।
গোপীমাহাত্ম্য জানিবার কিছু সামর্থ্য হয়॥
মহাহরি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের যে করুণা। তার সার মন্দির এই নিশ্চয়ার্থ সীমা॥
এমন যেই মহা-আখ্যান হয় এই। ইহা শ্রদ্ধা করিয়া শ্রবণ করে যেই॥
কীর্ত্তন করয়ে কিংবা স্মরণ দ্বারায়। কোনমতে হউ সেবন করে সর্বথায়॥
সে-ই প্রেম প্রাপ্ত হয়, নাহয় অন্যথা।
ভজন করিলে পাইবে কি আশ্চর্য কথা॥
এ সকল দূর দেশের জানিহ নিশ্চয়। ব্রজভূমবাসে পাইবে ইথে কি সংশয়?
সহজে ভাগবতামৃত মহারত্নাকর। তাথে ভক্তামৃত-অধ্যায় লহরী সকল॥
উপাসনা-তত্ত্বরত্ন আছিলা পাথারে।
মথিয়া উদ্ধারি গোসাঞি রাখে আপ্ত-ঘরে॥
শ্রীগৌরাঙ্গগণ-সভার কণ্ঠে রত্নহার। অক্ষয় অব্যয় প্রসবেন তার ভার॥

মুঞি জড় চক্ষুস্থিতে সে রত্ন না চিনি।
চৌরাশীলক্ষ-জন্মমলায় পড়িয়াছে ছানি॥

তথাচ লিখিয়ে ভাষা, আশা বলবান। শ্রীরূপ-সনাতন করুণানিধান॥
সে চরণে রহু মোর বহু নমস্কার। ক্ষমা কর অপরাধ, মূর্খতা আমার॥
সর্ব বৈষ্ণবের পদে করিয়ে প্রণতি। পরম দয়ালু হও অগতির গতি॥
শ্রীহরি-পরসাদ পাই এই আশ। ভাগবতামৃত-কণা কয় কানাইদাস॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে কৃপাভর-নির্ধার-খণ্ডে
পূর্ণ-নাম সপ্তম অধ্যায়।
দ্বিতীয় কলা॥

শ্রীশ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃত-কণা

উত্তর খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

শ্রীমচ্চৈতন্যদেবায় তস্মৈ ভগবতে নমঃ।
যদ্রূপমণিমাশ্রিত্য চিত্রং নৃত্যত্যয়ং জড়ঃ॥

শ্রীমৎচৈতন্যদেব-চরণারবিন্দে। নমস্কার করি যাতে মঙ্গল-প্রবন্ধে॥
যার রূপ অপরূপ সে চুম্বকমণি। সে-আশ্রয়ে করি নৃত্য লৌহজড় আমি॥

শ্রীজনমেজয় উবাচ—

শ্রীজনমেজয় কহেন শ্রীজৈমিনীর প্রতি। কহ কহ মুনিবর! করিয়ে প্রণতি॥
সৎশাস্ত্র শ্রীমদ্ ভাগবত-আদি করি। তাহার যে অর্থসার লইলা আহরি'॥
সে সব দুর্লভ গূঢ় সংগ্রহ করিলা।
আমার পিতা আপনার মাতাকে কহিলা॥
অতি প্রেম-জন্য তাহা কৈলা প্রকাশিত। তাহা তুয়া মুখপদ্মে সুধা-সুবাসিত॥
ভাগবত-পীযূষ-সমুদ্র হয় তাহে। পান করিবারে মোর কর্ণ তৃপ্ত নহে॥
হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সর্বজ্ঞের শিরোমণি! মাতাপুত্রের সংবাদ সেই অমৃত-কাহিনী॥
মাতাপুত্র দুই কৃষ্ণচরণারবিন্দে। সদা নির্বন্ধ পিয়াসিত আশা-মকরন্দে॥
শ্রীজৈমিনী কহেন, শুনহে রাজন্! আপনার শক্ত্যে ইহা না হয় কথন॥
কাহারো সামর্থ্য নাই ত্রিকাল যে জানে।
ভূত, ভবিষ্যৎ আর যেই বর্ত্তমানে॥

ব্রহ্ম-অনুভবী যে সকল জন হয়। তাহারো দুর্জ্ঞেয় এই জানিহ নিশ্চয় ॥
কৃষ্ণভক্তিরসের সমুদ্র বাদরায়ণি। শুকদেব-প্রসাদে স্ফূর্তি পরীক্ষিত-বাণী ॥
উত্তরায় কহে যবে আমি ছিনু তথা। সুখপূর্বক শুনিয়াছি এই গোপ্যকথা ॥

ভাগবতামৃত পরম গোপনীয় অতি।
স্নিগ্ধ শিষ্যে কহিতে যুক্ত—এই কয় শ্রুতি ॥

তাথে তুমি মহারাজ ! হও মহাভাগ। গোলোক-মাহাত্ম্য শুন করি' অনুরাগ ॥
কৃষ্ণ-কৃপা-সারপাত্র-নির্ধার শুনিয়া। তব পিতামহী পরানন্দে পূর্ণ হৈয়া ॥

গোপীনাথ-পাদপদ্মে বিশেষ ভকতি।
যেই করে তার ফল—বিশেষ স্থানে স্থিতি ॥

উত্তম বৈকুণ্ঠ হৈতে অধিক মানিয়া। হৃদে পরামর্শ স্থির করিতে না পারিয়া ॥

উত্তরা করিলা প্রশ্ন পুত্র পরীক্ষিতে।
শুন বাপ ! মোর প্রশ্ন হৈয়া একচিত্তে ॥

গৃহস্থ পুণ্যকর্ত্তা সকাম হয় যেই। তার ভোগস্থান তিন লোকে বৈসে সেই ॥
ভূর্লোক, ভুবর্লোক আর স্বর্গলোকে। পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় জন্ম হয় তাকে ॥
নিষ্কাম গৃহস্থ যেই স্বধর্ম করয়ে। নিষ্ঠা হৈলে নিজধর্মে মহর্লোকাদি পায়ে ॥

চিত্তশুদ্ধ্যাদির দ্বারে মুক্ত কেহো হয়।
অগৃহী ব্রহ্মচারী-আদির কহিয়ে নিশ্চয় ॥
ভূর্লোকাদি তিন লোক-উপরে চারি লোক।
মহর্লোক, জন, তপোলোক, সত্যলোক ॥
ভোগান্তে এ সব পুনরায় জন্ম হয়।
কথোক লোক ব্রহ্মাসনে প্রাপ্ত যুক্ত-লয়।
কেহো ক্রমে মুক্ত হয় ভোগাদি করিয়ে।
কেহো কেহো জ্ঞানপর সদ্যোমুক্তি পায়ে ॥

ভগবানের ভকত সকাম হয় যেই। আপন ইচ্ছাতে সর্ব সুখ ভুঞ্জে সেই ॥

সুখভোগ করিয়া সে হয়েন নিষ্কাম। তারপরে প্রাপ্ত হয়েন শ্রীবৈকুণ্ঠধাম ॥
মুক্তগণের হয় তাহা পরম দুর্লভ। হরিভক্ত নিষ্কামের কেবল সুলভ ॥
বৈকুণ্ঠনাথ-পাদপদ্ম সাক্ষাৎ সেবন। নিষ্কাম ভক্তির আরো শুন মাহাত্ম্য ॥
সেবাসুখ অনুভবে প্রকার প্রকার। যে সুখের আগে মুক্তি অনন্ত ধিক্কার ॥
তার কারণ—সেবাসুখ পরমানন্দ-ঘন। তার মধ্যে পঞ্চপ্রকার হয় নিরূপণ ॥

'জ্ঞানভক্ত'—এক. দ্বিতীয়ে—**'শুদ্ধভক্ত'**।
তৃতীয়েতে—**'প্রেমভক্ত'**, **'প্রেমপর'**—চতুর্থ ॥

'প্রেম-আতুর' সহ হইল পঞ্চম। যার যৈছে লক্ষণ, শুনহ তার ক্রম ॥
'জ্ঞান' কহি, মোক্ষকে যে তুচ্ছতা করয়। ভগবৎ-পাদপদ্ম-মহিমা-জ্ঞান হয় ॥

নবধা প্রকার ভক্তি, তাথে যেই যুক্ত।
ভরত-আদি করি এই জ্ঞানমিশ্র ভক্ত ॥

শুদ্ধভক্ত যেই, সেই কৃষ্ণভক্তি চাহে। জ্ঞান-কর্ম-রহিত সে জানিহ নিশ্চয়ে ॥
অম্বরীষ-আদি হয় দৃষ্টান্ত তাহার। প্রেমভক্তের কথা শুন অতঃপর ॥
নিত্য নিত্য সেবিত প্রিয়তম প্রভুবর। তাঁহার চরণারবিন্দে প্রীতিসেবাপর ॥
হনুমান-আদি ইথে হয় পরমাণ। প্রেমপর ভক্তের কহিব লক্ষণ ॥
ভক্তিতে আসক্ত, প্রেম-তাৎপর্যযুক্ত। নিরুপাধি-ভগবৎকৃপাজনিত ভক্ত ॥
বিশুদ্ধ পরমপ্রেম প্রকটিত তাথে। কৃষ্ণ-দরশন-উৎকণ্ঠচিত্ত প্রীতে ॥
নর্মসৌহৃদাদি-শৃঙ্খলাতে বদ্ধ হরি। অর্জুনাদি পাণ্ডব ইথে হয় অধিকারী ॥
প্রেমাতুর ভক্ত সদা প্রেম-সম্পত্তিতে। বিহ্বল, বিচিত্র প্রেম এই সম্বন্ধেতে ॥
আকৃষ্ট-আশয় শ্রীমৎ উদ্ধবাদি। পঞ্চপ্রকার তারতম্যযুক্ত এ অবধি ॥
অতএব ইহার ফল-তারতম্য কয়। বৈকুণ্ঠে তারতম্য-ঘটন কৈছে হয়?

সারূপ্য, সামীপ্য-আদি তুল্য পর্য্যবসান।
বৈকুণ্ঠ-অধিক নাই আর প্রাপ্তিস্থান ॥

অতএব বৈকুণ্ঠের প্রদেশবিশেষ। নিজ নিজ স্বভাবেই প্রাপ্ত সেই দেশ ॥

সেই সেই রসজাতীয় পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত।
সুখের অধিক এই পরাকাষ্ঠার অর্থ॥

উত্তরা কহেন—পুত্র! এ সকল জানি। সংশয় যাহাতে তাহা কহিয়ে এখনি॥
রাসকর্ত্তা গোপীরমণ-পাদপদ্মদ্বয়ে। যে ভক্তি করয়ে ভজন করিয়া নিশ্চয়ে॥
সর্ব হৈতে অসাধারণ, অনির্বচনীয়। সাহজিক প্রেমবিশেষময় কৃষ্ণপ্রিয়॥
এই সব ভক্তের প্রাপ্য হয় কোন স্থানে? যেই ভক্ত সর্ব নিরপেক্ষ কায়মনে॥
কেবল শ্রীরাধিকার দাস্য ইচ্ছা করি'। হরিনাম-সংকীর্ত্তন করে নিরন্তরি॥
স্বাভাবিক প্রেম এক যা'র প্রয়োজন। তাহার তুলনা অন্য না হয় কথন॥

অন্যের ন্যায় প্রাপ্তি যদি বিচারিয়ে কভু।
তাথে হৃদয় তৃপ্ত নহে সঙরিয়ে প্রভু॥

আর এক আশ্চর্য নাহি মানে চিত্ত। শ্রীনন্দযশোদা-আদি যাদৃশী প্রাপ্ত॥
তাহাতেও মোর চিত্তে না হয় সন্তোষ। কোটি মাহাত্ম্য তাহাতে সরস॥
নন্দ-যশোদার ভাগ্য না হয় কথন। তাহা হৈতে শ্রীরাধিকাভাব সর্বোত্তম॥
রাধাকৃষ্ণ-ভজন করয়ে যেই জনে। তদর্থে বৈকুণ্ঠ পরে চাহি এক স্থানে॥
অবশ্য উচিত এই অপেক্ষিত হয়। তাহা প্রকাশিয়া কহ করিয়া নিশ্চয়॥
সংশয়-সমুদ্র হৈতে করহ উদ্ধার। পুত্র বিনে হেন দুঃখে কেবা করে পার?
শুনিয়া মাতার প্রশ্ন আনন্দিত হৈয়া। পরীক্ষিৎ কহে মায়ে প্রণাম করিয়া॥
প্রেম-অশ্রু-পুলকিত হইয়া রাজন। উত্তর দিতে প্রস্তুত হইলা তৎক্ষণ॥

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

হে কৃষ্ণ-জীবিতে মাতঃ! কৃষ্ণপ্রাণধন। শ্রীকৃষ্ণবিরহে তুমি অত্যন্ত অসহন॥

তোমার যোগ্য প্রশ্ন হয় অতি সুন্দর এই।
এমন মধুর প্রশ্ন কেহো করে নাই॥

যে কৃষ্ণচন্দ্র, ভগ্নী সুভদ্রার পতি-। কৃষ্ণসখা-পৌত্র হৈয়া তু'য়া গর্ভে স্থিতি॥
এ ভরতখণ্ডে মোর জন্ম প্রাপ্ত হৈয়া। গর্ভের মধ্যেতে কৃষ্ণ চক্রাদি ধরিয়া॥

তোমা-সহ আমার রক্ষা কৈলা ব্রহ্ম-অস্ত্রে।
নিজরূপ পরীক্ষা করাইলা বাল্য-প্রাপ্তে॥
যে কৃষ্ণ করায় মহৎ গুণে অনুগামী।
কলি-নিগ্রহ করাই খ্যাতি করিলা আপনি॥
যে কৃষ্ণ অদ্ভুত রাজ-সম্পত্তি মোরে দিলা।
যে কৃষ্ণ ব্রহ্মশাপ-দ্বারে নির্বেদ করাইলা॥
যে কৃষ্ণ ব্রাহ্মণ-শিষ্য হইয়া আপনে।
সে অপ্রিয় শাপ মোরে শুনাইলা কাণে॥

অন্ধকূপ ঘর হৈতে বাহির করিয়া। বসুদেবনন্দন-প্রাপ্তি মতি মোরে দিয়া॥
প্রায়োপবেশন-নিমিত্ত সুরধুনীতটে। যে কৃষ্ণ শুকরূপে মুনীন্দ্রের গোষ্ঠে॥
তত্ত্ব-উপদেশ করি' ভয় কৈলা দূর। প্রিয়ভক্ত-সঙ্গদান-আনন্দ প্রচুর॥
সম্প্রতিহ কথামৃত করাইয়া পান। রক্ষা করিলেন যাতে পরম কল্যাণ॥
সে যে কৃষ্ণ নিরুপাধি কৃপাময়খনি। এখন তাঁহার কৃপায় কহি তাঁ'র বাণী॥
সেই কৃষ্ণপাদপদ্মে করি' নমস্কার। আদরে ব্রাহ্মণ-শাপ করিনু স্বীকার॥
অন্তকালে বাঢ়াইয়া একমন হৈয়া। তব প্রশ্নোত্তর দিব সর্ব বিচারিয়া॥
বৈষ্ণব-শাস্ত্রের সার স্মৃতি-শ্রুতি-বাক্য। ব্যাখ্যান করিব তাৎপর্য যেই মুখ্য॥

বোধ জন্মাইয়া তোমার সন্তোষ করিতে।
যদ্যপি সামর্থ্য কিছু নহে আমা হৈতে॥

তথাপিহ গুরুপ্রসাদ সংশয়ের ছেত্তা। সর্বদুঃখ-নাশ, সন্তোষিতে গুরু কর্তা॥
ইতিহাস-ব্যক্ত অর্থ যাহা কহি আমি। মনোযোগপূর্বক শ্রবণ কর তুমি॥
প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর এক নগর হয়। পূর্বকালে এক ব্রাহ্মণ তথা নিবসয়॥
নিষ্কিঞ্চন, শাস্ত্র-অর্থ কিছুই না জানে। মহামূর্খ, স্বধর্ম-আচার নাহি জানে॥

বহু দিব্য কামনা করি' কামাখ্যাদেবীপদে।
শ্রদ্ধায় সেবয়ে নিতি নিতি অবিরোধে॥

বহুকালে দেবী তারে তুষ্ট হইলেন। স্বপনেতে মহামন্ত্র তাহারে দিলেন ॥
শ্রীমন্মদনগোপাল-মন্ত্র দশাক্ষর। ধ্যানসহ দিলা দেবী দয়ালু-অন্তর ॥
সাক্ষাৎ মহানিধি-ন্যায় পাইল ব্রাহ্মণ। দেবী-আজ্ঞায় ঐ মন্ত্র জপে অনুক্ষণ ॥
একান্তে বসিয়া জপ করিতে করিতে। ধনের আকাঙ্ক্ষা তার হইলা নিবৃত্তে ॥
দিনে দিনে হৃদয়েতে বাড়য়ে আনন্দ। বস্তুতত্ত্ব স্ফূর্ত্তি হৈল জানিলেন মন্ত্র ॥

সাধন-সাধ্য পরলোকের এই ত মানিয়া।
চলিলেন অকস্মাৎ গৃহাদি ত্যাগিয়া ॥
ভিক্ষা করি' দেহের নির্বাহ পথে পথে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তীর্থ চলে এই মতে ॥
গঙ্গাসাগর-সঙ্গম গিয়া উপস্থিত হৈলা।
গঙ্গাতটে গৃহস্থ বহু ব্রাহ্মণ দেখিলা ॥

সর্ববিদ্যাবিশারদ স্বধর্ম আচারে। নিপুণ হয়েন তাঁ'রা, দেখিলা সভারে ॥

নিত্য-নৈমিত্তিক আচার দেখি' আবশ্যক।
কাম্য-কর্ম তা'র ফল, শুনি স্বর্গভোগ ॥

নানা সঙ্কল্পবাক্য গঙ্গাস্নানাদিতে। আচার-নিষ্ঠতা দেখি' ইচ্ছিল মনেতে ॥

যদি কহ—বিপ্র মূর্খ, কৈছে প্রবৃত্তি হৈল ?
গঙ্গাতীরবাসী বিপ্র শিক্ষা বহু দিলা ॥
কিন্তু দেবী-আজ্ঞায় বিপ্র একান্তে বসিয়া।
মন্ত্র জপ করে পণ্ডিতগণে লুকাইয়া ॥

জপের প্রভাবে বিপ্র আপনার মনে। কর্মাদিতে সন্তোষ না পায় একক্ষণে ॥

তথাতে বিরক্ত হৈয়া কাশীতে আসিয়া।
দেখেন সন্ন্যাসিগণ অদ্বৈত-বিবাদিয়া ॥

অনেক দেশবাসী আসি' কাশীবাস করে। প্রণাম করিলা গিয়া শ্রীবিশ্বেশ্বরে ॥
প্রতি মঠে সন্ন্যাসিগণেরে প্রণমিয়া। যতি-পাশে বিশ্রাম করেন সম্ভাষিয়া ॥

তাহাদের বাক্য শুনেন মুক্তির নিমিত্ত। তাহাকেই সারগ্রাহ্য করায়েন চিত্ত॥
তাহার কারণ বিবাদ-বচন রচনে। মুক্তি করস্থের ন্যায়, দেখান তৎক্ষণে॥
'বিবাদী জিতিব' বলি হেন বুদ্ধি যার। নতু পরমার্থ বিষয়, বুদ্ধি নহে তার॥
এই সে যতির মত—সন্ন্যাস আর মুক্তি। সকল উৎকর্ষপর তাহাদের উক্তি॥
সন্ন্যাসীর মুখে এই শুনিতে শুনিতে। মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়া উষাতে॥

বিশ্বেশ্বর-দরশন করেন নিতি নিতি।
বিনা প্রয়াসেতে দিব্য ভোগ হয় প্রাপ্তি॥

মিষ্ট মিষ্ট ভোগ সব করিতে করিতে। সন্ন্যাস করিতে ইচ্ছা হইল মনেতে॥
কিন্তু সে দেবীর ভয় আছয়ে অন্তরে। অন্তরে সুখানুভব হয় জপদ্বারে॥

সুখলাভ, দেবী-ভয়—এই দুই মতে।
মন্ত্রজপ ত্যজিতে না পারে কদাচিতে॥

একদিন স্বপ্নে নিজ মন্ত্রদেবে দেখে। শ্রীমদনগোপাল-রূপ সৌন্দর্য অধিকে॥
মহা রমণীয়রূপে আকৃষ্ট হইয়া। পরমানন্দযুক্ত হই' জপে লুকাইয়া॥
সন্ন্যাসীর সঙ্গে যেই হ'য়াছে প্রবৃত্ত। তাহাতেই সুপ্রসন্ন নাহি হয় চিত্ত॥

নিরন্তর সন্ন্যাসী-সঙ্গে বাক্যের শ্রবণে।
চাঞ্চল্য হয়, নিশ্চয় করিতে নারে মনে॥

নিজ মন্ত্র-জপ, কিবা করিয়ে সন্ন্যাস। এই বিচার করে বিপ্র হইয়া উদাস॥
অতি দীনদুঃখী তিঁহো হইলা দিনে দিনে। একদিন রজনীতে দেখয়ে স্বপনে॥

দেবী-সহিত কাশীনাথ আসিয়া কহিলা।
হে মূর্খ, সন্ন্যাসমতে ভ্রান্তচিত্ত হৈলা॥

শীঘ্র মথুরা যাহ নিশি-পরভাতে। বৃন্দাবনে পূর্ণ হবে তব মনোরথে॥
শুনিয়া উৎকণ্ঠ হৈল মথুরা যাইতে। 'মথুরা' 'মথুরা' নাম কীর্ত্তন করিতে॥

চলি' চলি' ত্বরাতেই প্রয়াগে আইলা।
গঙ্গাযুক্ত যমুনা-তীর্থরাজে স্নান কৈলা॥

হরিভক্তি-প্রকাশ-তীর্থ সব হৈতে শ্রেষ্ঠ।
প্রয়াগে মাঘ-প্রাতঃস্নান তাহাতে উৎকৃষ্ট॥

অনেক বৈষ্ণবগণ আইসেন স্নানে। মাধবের পাদপদ্ম করেন দর্শনে॥

দণ্ডবৎ, স্তবন, গীত, নৃত্যাদি, কীর্ত্তন।
চারিদিগে মাধব নাম প্রেমে উচ্চারণ॥

কৃষ্ণপূজা-মহোৎসব-শোভিত দেখিয়া। ঐ বিপ্র জিজ্ঞাসেন বিস্মিত-হইয়া॥

কহেন বৈষ্ণবজনে,—হে গায়কগণ! প্রণাম করে—তায় কয় দণ্ডবতী জন॥

হে বাদক! হে নর্ত্তক! হে রম্যতিলক!
হে রম্যমালাধর! 'রামকৃষ্ণ'-উচ্চারক!

তোমরা সকলে একক্ষণ সুস্থ হও। কোলাহল করিবারে কর্ত্তব্য ত নয়॥

তোমরা সভে কিবা কর কাহার পূজন? এই মত পুনঃ পুনঃ কহয়ে বচন॥

তাহা শুনি' কহে কেহ নূতন বৈষ্ণব।
অথবা তত্রত্যবাসী কহে শুনিয়া ও সব॥

হাস্য করি ব্রাহ্মণকে উপহাস করে। হে মহামুনি! তুমি মহাবিদ্বান্‌বরে॥

যে কহিলে সত্য, এই কোলাহল হয়। ইত্যাদিক বাক্যে তা'রে হাস্য করয়॥

কেহো বা মধ্যমভক্ত পূজা-অনুরক্ত। অসহন-বাক্য শুনি' কহে ক্রোধযুক্ত॥

হে মূঢ়! চুপ হ'য়া রহ এই স্থানে। পুনর্বার না কহ তুঞি ঐছন বচনে॥

কেহো যে উত্তমভক্ত দীন-বৎসল হয়। অজ্ঞ বিপ্র জানি কহে হইয়া সদয়॥

অয়ে বিপ্র! ব্রাহ্মণবালক তুমি অজ্ঞ। বিষ্ণুভক্ত-মাহাত্ম্যে নাহি হও প্রাজ্ঞ॥

পুনর্বার না করিবে হেন সম্বোধন। বৈষ্ণবে অনাদর-বাক্য না কহ কখন॥

যদি কহ বিষ্ণুভক্ত কেমনে জানিব। তাহা শুন কিছুমাত্র তোমারে কহিব॥

এই সব দেখ পরমেশ্বর-বিষ্ণুভক্ত। গুরুদীক্ষা ল'য়া যথা নিজকাজে যুক্ত॥

মন্ত্র-অনুসার বিধি উপাসনা করি। কেহো নৃসিংহ-রঘুনাথ-গোপাল-শ্রীহরি॥

মৎস্য-কূর্ম-বামনাদি নানা কৃষ্ণরূপে। গীতনৃত্য দণ্ডবতাদি করেন বৈষ্ণবে॥

এতেক শুনিয়া বিপ্র হইয়া লজ্জিত। সবিনয়ে জিজ্ঞাসয়ে আনন্দ-সহিত॥
সেই যে পরমেশ্বর থাকেন কোন্ স্থানে ?
কেমন আকার, কিবা দেন ভক্তজনে ?
বৈষ্ণব কহেন,—সর্বকাল সর্বদেশে। বাহিরে ভিতরে প্রভু সর্বকাল বৈসে॥
তাঁহার সদৃশ আর কেহো কোথাও নাই।
সেই সে পরম-তত্ত্ব বেদশাস্ত্রে গাই॥
সর্বজীবের অন্তর্যামী তিঁহো জগদীশ্বর। ব্রহ্মাদির নিয়ন্তা সেই হয় প্রভুবর॥
সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরম সুন্দর। শ্রীবৈকুণ্ঠধামেতে বৈসেন নিরন্তর॥
চতুর্বর্গ দেন ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ। বৈকুণ্ঠাদিবাস দেন মনোরথযোগ্য॥
অন্য পরে কা কথা, প্রভু আপনাকে দেন।
শ্রুতি, স্মৃতি, স্তুতি নতি যাঁহাকে করেন॥
তাঁহার মহিমা কেবা কহিবারে পারে।
ক্রমেতে জানিবা কিছু বৈষ্ণবের দ্বারে॥
এই স্থানে রহ, কর পুরাণ-শ্রবণ। দণ্ডবৎ কর নিত্য মাধব-দর্শন॥
তবে শীঘ্র সমস্তই পারিবে জানিতে। তাঁ'র বাক্যে করেন দর্শন, দণ্ডবতে॥
নিজ জপের ধ্যানের সদৃশ মাধবে দেখে।
বৈষ্ণব-সঙ্গে পুরাণাদি শুনে বড় সুখে॥
বৈষ্ণব-পূজিত যত দেখেন শ্রীমূর্তি। চক্রাদিধারণ চতুর্ভুজ-আকৃতি॥
কোন মূর্তি আধ-সিংহ আধ-মনুষ্যাকার।
কেহো ত বামনমূর্তি—হ্রস্ব বপু তার॥
মীন, কূর্ম, বরাহ আর ধনুর্ধারী রাম। এসকল দেখি' মনে করে অনুমান॥
এ সকল আমার উপাস্যদেব নহে। মাধব দেখিয়া পুন চিত্তে বিচারয়ে॥
যদ্যপি মাধবে জগদীশ্বরতা সম্ভব। তথাপি আমার উপাস্য নহে অনুভব॥
তাহার কারণ শঙ্খ-গদা-চক্র-পদ্ম। চতুর্ভুজ হয়েন মাধব শোভাসদ্ম॥

কোন বৈষ্ণবের দেখি' বাল-গোপাল। ইহ-সদৃশহ মোর উপাস্য নহে তুল ॥
তাহার কারণ এই প্রয়াগে শুনিল। মাঘ-মাহাত্ম্য যাহা বৈষ্ণবে কহিল ॥
আমার উপাস্য—বন্যভূষণাদি অঙ্গে। বংশীবদন, গোপবালক-সখা-সঙ্গে ॥
গোচারণ করিয়া ফিরেন বনে বনে। গোপাঙ্গনাবিলাস-লম্পট রাত্রিদিনে ॥
সাধুধর্ম-লঙ্ঘন যেন প্রাকৃতজন। এ অভিপ্রায়ে জগদীশ্বর না হয় ঘটন ॥

বৈষ্ণব-মধ্যে যে গোপাল উপাস্য দেখিয়ে।
বংশীবদন কহি' সভে ইহাকেই কহে ॥

ইহাকেই জগদীশ্বর সম্ভব হয় হউ। তথাপিহ মোর মনে নাহি ভায় কেউ ॥

মোর উপাস্য বনমধ্যে গোচারণ করে।
নানা-খেলা-আদি সখা-সঙ্গেতে বিহরে ॥

বরজ-যুবতী-সনে ধর্মাদি অতিক্রম। জগদীশ্বরতা যদি না হয় ঘটন ॥
তবে কৈছে হৃদয়ে মোর আনন্দাদি হয়। বিচার করয়ে বিপ্র সরল-হৃদয় ॥
দেবীর কৃপায় আর মন্ত্রের প্রভাবে। আনন্দের কারণ জানিনু আমি ইবে ॥
যদ্যপি আমার প্রভু ঈশ্বর না হয়। তথাচ ছাড়িব নাই,—এই ত' নিশ্চয় ॥
কভু আমি এই মন্ত্র না করিব ত্যাগে। নির্জনে বসিয়া মন্ত্র জপে অনুরাগে ॥

জপিতে জপিতে আর সাধুসঙ্গ তায়।
শ্রীমন্মদনগোপাল দেখে সাক্ষাৎ-প্রায় ॥

বস্তু-স্বভাবে কভু আনন্দে মূর্ছিত। বাহিরের বস্তু না দেখয়ে তার চিত ॥
ভিতরেতে কৃষ্ণ-স্ফূর্তি মানয়ে স্বপন। জাগিয়া দেখয়ে জপকাল-অতিক্রম ॥

খেদ করে—এই উপদ্রব হৈল মোরে।
কি লাগি' হইল বিঘ্ন জপ করিবারে ?

সমাপ্ত নহিল জপ, রজনী হইল। কেন অদ্য ঘোর নিদ্রা মোরে আকর্ষিল ?

কিংবা ভূত প্রেত কিবা লাগিল আমায়।
'অহো বড় কষ্ট' কহি' করে হায় হায়।

আরো দেখি অতি দুষ্ট স্বভাব মোর যাতে।
শোক-স্থানে আনন্দ হয় একি বিপরীতে!
একদিন আনন্দ-মূর্চ্ছায় পড়িয়া রহিল।
জপের সংখ্যা-সম্পূরণ সেদিনে না হৈল॥

এই শোকে সে দিবস না কৈল ভোজন। নিদ্রাযুক্ত হৈয়া বিপ্র দেখয়ে স্বপন॥

বেণীমাধব আসিয়া করেন আশ্বাসন।
হে ব্রাহ্মণ! কেন শোক কর অকারণ?

কেন উপবাসী হৈয়া ক্লেশাদি করহ? স্থিরচিত্ত হৈয়া মোর বচন পালহ॥
তব মনোরথ অল্পকালে সিদ্ধ হৈল। এ কথা প্রতীত কর, তোমারে কহিল॥
উমাপতি বিশ্বেশ্বর-বাক্য স্মরণ করি'। যমুনা-তীরে-তীরে তুমি চলহ সত্বরি॥
সেই যে শ্রীবৃন্দাবন, তুল্য নাহি আর। চতুর্বর্গ-ফল-অধিক মহিমা অপার॥

সেই বৃন্দাবনে তুমি চলহ তুরিতে।
অসাধারণ আনন্দ পা'বে আমার প্রসাদে॥

পথে কোন পরকারে বিলম্ব না করিহ। অতিশীঘ্র যাহ তথা করিয়া আগ্রহ॥
ইহা কহি' মাধব গেলেন নিজস্থানে। ব্রাহ্মণ জাগিয়া দেখে নিশি-অবসানে॥
মাধবের আজ্ঞা পাই' অতিহৃষ্ট হৈয়া। প্রস্থান করিলা বিপ্র মাধব স্মরিয়া॥

ক্রমে ক্রমে মথুরা বিশ্রান্তি-তীর্থে আসি'।
স্নান করি' বৃন্দাবনে তুরিতে প্রবেশি'॥

নিজ-জপের দেবতার দেখি' পরিকর। গো-গোপ-কদম্ববৃক্ষ-আদি মনোহর॥
দেখি' দেখি' বার বার মহানন্দ পায়। ভ্রমিতে ভ্রমিতে পুন কাহুঁ না দেখয়॥
কেশীতীর্থ পূর্বদিশায় রোদন শুনিয়া। সেই দিগে চলিলেন দ্রুতগতি হৈয়া॥
নাম-সংকীর্ত্তনযুক্ত শুনিয়া রোদন। মনুষ্য না দেখে ঘন অন্ধকার বন॥
ধ্বনি-অনুসারে আইলা যমুনার তীরে। তথাই দেখেন কদম্ব-কুঞ্জের ভিতরে॥
গোপবেশ-পরিচ্ছদ বয়স কৈশোর। সুকুমার অঙ্গ, সংকীর্ত্তন-ধ্যানপর॥

তাঁ'কে দেখি' নিজ ইষ্টদেব ভ্রমে কয়।
হে গোপাল! উচ্চস্বরে সম্বোধন করয় ॥
মহানন্দে প্রণাম-নিমিত্ত পৃথিবীতে। দণ্ড-ন্যায় পড়ে গিয়া হইয়া মূর্ছিতে ॥
সর্বজ্ঞের শিরোমণি সে গোপকুমার। বহির্দৃষ্টি জন্মায়া জানিলা সমাচার ॥
জানিলেন ব্রাহ্মণ কামাখ্যা দেশে রহে। মথুরা-সম্বন্ধী ব্রহ্মকুলে জন্ম হয়ে ॥
শ্রীমন্মদনগোপাল-উপাসক জানি।
কুঞ্জ হৈতে বাহিরে তবে আইলা আপনি ॥
ব্রাহ্মণকে উঠাইয়া প্রণাম করিয়া। আলিঙ্গন পূর্বক ব্রাহ্মণে বসাইয়া ॥
তারপর দেশকালোচিত স্বাগতাদি। আতিথ্য-পূর্বক সন্তোষিলা যথাবিধি ॥
ব্রাহ্মণেরে বিশ্বাস জন্মাইতে চিতে। তাঁর অনুভব কহিলেন পূর্ব হৈতে ॥
বিশ্বাসযুক্ত হই বিপ্র বিনীত হইয়া। কহে গোপনন্দনেরে সর্বজ্ঞ জানিয়া ॥
হে গোপকুমার! তুয়া পদে নিবেদন।
বহুপ্রকার শুনিল সাধ্য, তাহার সাধন ॥
স্বর্গ মোক্ষ-আদি রূপ অনেক প্রকার।
বহুবাদ শ্রবণে নিশ্চয় না হৈল আমার ॥
গঙ্গাতীর কাশী আদি করিয়া ভ্রমণ। কোথাও না হৈল স্থির সাধ্য-সাধন ॥
দেবীর আজ্ঞায় কিঞ্চিৎ অনুষ্ঠান করি।
তার কর্ম কোন ফল না জানি বিবরি ॥
ইহাতে দুঃখিত হই ইচ্ছয়ে মরণ। উমাপতি মাধব-কৃপায় রাখিয়ে জীবন ॥
তুমি ত' সর্বজ্ঞ দয়ালের শিরোমণি।
তোমাকে উপাসিত পাই হৃষ্ট হৈনু আমি ॥
মো-কৃপণ জনের তুমি করহ উদ্ধার। সংসার-সংশয়-সমুদ্রের কর পার ॥
সাধ্য-সাধন বস্তু কিছুই না জানি। কৃপা করি সর্বতত্ত্ব কহিবে আপনি ॥
সুধাসার জিনি এই বিপ্র-প্রশ্ন-কথা। শুনিতেই শ্রবণ-মনের ঘুচে ব্যথা ॥

শ্রীরূপ-সনাতন-চরণ চিন্তিতে। ভাষা লিখি, আশা—সাধ্য-সাধন জানিতে॥
শ্রীহরি-পরসাদ পাই এই আশ। ভাগবতামৃত-কণা কহে কানাইদাস॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গোলোক-মাহাত্ম্যখণ্ডে
বৈরাগ্য-নাম প্রথম অধ্যায়।
প্রথম কলা॥

—০—

বন্দে চৈতন্যদেবং তং কৃষ্ণং নিত্যনবোৎসবম্।
যস্য প্রসাদাৎ সিধ্যন্তি দীনস্যাপি মহোৎসবাঃ॥

জয় জয় মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর। জয় জয় নিত্যানন্দ অবধৌতবর॥
জয় জয়াদ্বৈত প্রভু মহামহেশ্বর। জয় জয় ভক্তবৃন্দ গৌরপরিকর॥
ব্রাহ্মণের প্রশ্ন কথা শুনিয়া শ্রবণে। গোপকুমার চিত্তে তবে সহর্ষিত মনে॥
কৃতকৃত্য এই বিপ্র, পূর্ণ হৈল দীক্ষা। মদনগোপাল-পাদপদ্ম-দর্শনাপেক্ষা॥
তাথে শ্রীগোপালদেবের নামসংকীর্ত্তন। যা'তে হয় বাঞ্ছাতীত সর্বফলগণ॥

কৃষ্ণলীলাস্থল, লীলা প্রতীত করাইতে।
ইহা বহি আর সাধন নাহি সুনিশ্চিতে॥
অতএব কহেন তাঁ'রে নাম-উপদেশ।
তাথে আসক্তিযোগ্য হয় করিতে বিশেষ॥
কেবল জপ-করণে আসক্তি যোগ্য নহে।
ইহাতে নামসংকীর্ত্তনে সর্বসিদ্ধ হয়ে॥

শ্রীমদনগোপালের চরণ-কমল। তাঁর উপাসনা, নামে মিলয়ে সকল॥
সম্যক্ প্রকারে প্রেম উৎপন্ন যা' হৈতে। চতুর্বর্গ বিড়ম্বন হয় সুনিশ্চিতে॥

হেন মদনগোপাল-পাদপদ্ম-উপাসনা।
বশীকরণ আর নাই তাঁ'র নাম বিনা॥

এই বোধ জন্মাইতে, সংশয় নাশিতে।
আপনার কথা কহেন ব্রাহ্মণ-অগ্রেতে ॥
সাধুমত নহে নিজ-মহিমা কহিতে। ব্রাহ্মণের হিত-জন্য করেন বিদিতে ॥
অন্য আখ্যানে ইহার বোধ নাহি হয়। সাবধান করি কহে গোপের তনয় ॥
আত্ম-অনুভব আর পৌরাণিক মত। তাহাই তোমার স্থানে করিয়ে বেকত ॥
মোহ-আনন্দেতে মূর্চ্ছা হ'য়াছি যে কালে।
তাহাও কহিব স্মরণ-জ্ঞানের বলে ॥
গোবর্দ্ধন-নিবাসী বৈশ্য, গোপালন-বৃত্তি।
তার পুত্র হই, এই বয়সেতে স্থিতি ॥
পূর্বকালে গোচারণ করিতে করিতে। গোবর্দ্ধন বৃন্দাবন যমুনা-তীরেতে ॥
বালক সহ গোচারণে দেখি এক দিনে। বনমধ্যে এক ব্রাহ্মণ করেন ভজনে ॥
দিব্যমূর্তি, বৈরাগ্যযুক্ত, নামসংকীর্ত্তন। ইতি উতি বনমধ্যে করে পর্যটন ॥
কভু জপ-ধ্যানে রত, কভু নৃত্য গান।
কভু প্রেম-ফুৎকার, হুঙ্কার, গরজন ॥
কভু মত্তন্যায়, কভু দেন গড়াগড়ি। কভু রোদন, অচেতন রহে ভূমে পড়ি' ॥
শ্লেষ্মা, লালা, অশ্রুজলে পথ করে পঙ্ক। কখন মৃতক-ন্যায়, স্থির সর্বঅঙ্গ ॥
আমরা বালক সভে কৌতুক করিয়া। সদাই দেখিতে যাই নিকটেতে গিয়া ॥
বরজ-গোপবালক সভারে পাইয়া। ভক্তি করি' দণ্ডবৎ করে আলিঙ্গিয়া ॥
সর্বাঙ্গে চুম্বন করে আমাদিগে প্রেমে।
প্রিয়-বন্ধু-ন্যায় ত্যাগ না করে ব্রাহ্মণে ॥
গোরসাদি দান আমি তাহারে করিয়ে। আমাকে প্রসন্ন বড় হইলা হৃদয়ে ॥
এক সময় যমুনা-তীরে আমাকে পাইয়া।
আলিঙ্গন করি' কহে ঈষৎ হাসিয়া ॥
হে বৎস ! সর্বাভীষ্টসিদ্ধি যদি চাহ। তবে এই জগদীশের পাবে অনুগ্রহ ॥

কেশী-তীর্থে স্নান করি' আইস মোর স্থানে।
মন্ত্র দান করিব, তুমি করিবে গ্রহণে॥
অতিশীঘ্র আইলাম তীর্থে করি স্নান। দশাক্ষর মন্ত্র মোরে করিলা প্রদান॥
কেন মন্ত্র দিলেন তাহা করিয়ে বিদিত।
পূর্ণকাম হন তিঁহো অপেক্ষারহিত॥
দয়ালের শিরোমণি—ইহাই জানিবা।
গোরসাদি সেবাফল—ইহা না মানিবা॥
পূজাবিধি শিখাইবার আরম্ভ করিতে।
ধ্যেয়রূপ উচ্চারণ না পারেন করিতে॥
প্রেমেতে আকুল হই' বিরহিণী-ন্যায়। রোদন করিয়া মূর্ছা হয়েন তথায়॥
চেতন হইলে পশ্চাৎ না পারি পুছিতে।
তাঁ'র দুঃখ হয়—অপরাধ-শঙ্কা চিতে॥
মূর্ছার শঙ্কায় জিজ্ঞাসিতে নাহি পারি।
উঠিয়া গেলেন কোথা সেই স্থান ছাড়ি'॥
কি পাইলাম—এই আমি ভাবি মনে মনে।
গীত কিংবা মন্ত্র হয় না জানি বিধানে॥
যদি মন্ত্র হয়, কৈছে করিব সাধন। কোন মতে জানিতে সমর্থ নহে মন॥
ব্রাহ্মণের বাক্য—এই গৌরব করিয়া।
নিত্য জপ করিয়ে কৌতুক-ন্যায় হৈয়া॥
যেন কেহ লখিতে না পারে কোন মতে।
শ্রদ্ধাহীন, তথাপিহ হয় শুদ্ধ চিত্তে॥
কাম-ক্রোধ-আদি মল-নিবৃত্তি হইতে। আস্তিক্য হইল, প্রীতি সেই মহামন্ত্রে॥
মহানুভাব-বাক্য অনুসন্ধান করিয়া। জগদীশ্বর-সাধক মন্ত্র—ইহাই মানিয়া॥
সন্তুষ্ট হইয়া জপি তৎপর হইয়া। কৈছে জগদীশ্বর, পাইব কোথা গিয়া॥

তাদৃশ লালসা হ'য়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে। গৃহ ছাড়ি' বাহির হইনু আচম্বিতে ॥
গঙ্গাতটে আসিয়া শুনিলু শঙ্খধ্বনি। ধ্বনি-অনুসারে তথা চলিনু আপনি ॥
শালগ্রাম দেখিয়া তথা পূজক ব্রাহ্মণে। প্রণমিয়া জিজ্ঞাসিনু বিনয়-বচনে ॥

হে স্বামিন্! তুমি এই যাহে পূজা কর।
কেবা হবেন এই. তাহা কহিবে সত্বর ॥
তিঁহো ত কহেন—এই জগদীশ্বর হয়।
শুনিতেই নির্ধন নিধি যেন করে পায় ॥

অথবা নষ্টবন্ধু যেন মিলে পুনর্বার। তৈছন আনন্দচিত্ত হইল আমার ॥
সম্ভ্রান্ত হইয়া পরম আনন্দ পাইয়া। বার বার দেখি তাহে সশ্রদ্ধ হইয়া ॥

বার বার অষ্টাঙ্গ হই' দণ্ডবৎ করি।
পাদোদক নির্মাল্য বিপ্র দিলা হস্তোপরি ॥

সে ব্রাহ্মণ ঘর যাইতে উদ্যত হইল। কাষ্ঠের কৌটায় শালগ্রামে শোয়াইল ॥
দেখিয়া দুঃখিত হয়া' অশ্রুসহিত। বিলাপ করিয়া মনে হইয়ে চিন্তিত ॥
ইহ কাষ্ঠ কৌটার ভিতর জগদীশ্বর। ভোজন না করিয়া রহিলা বদ্ধ-কর ॥

ক্ষুধায় ব্যাকুল হবেন, থাকিবেন কেমনে!
এই দুঃখ হৃদিমাঝে উঠে ক্ষণে ক্ষণে ॥

যদি বল জগদীশ্বর ভুঞ্জে নানাস্থানে। তবে তুমি তাপ কর কিসের কারণে ?

তাহা শুন—মোর স্বভাব এই জগদীশ্বরে।
অন্য জগদীশ আছে না জানি তাহারে ॥

স্বাভাবিক সন্তাপ, বিলাপ বিবশতা। দেখিল যাবৎ বিপ্র কয় বিনয় কথা ॥

হে নববৈষ্ণব! আমি দরিদ্র হইয়ে।
কি করিতে পারি ? যাহা মিলে, তাহা দিয়ে ॥
যদি প্রভুর পূজা-উৎসব বৈভব দেখিতে।
মনে ইচ্ছা হয়, যাহ রাজার বাটীতে ॥

মহাসাধু রাজা, বিষ্ণুপূজা-অনুরাগী। তাহার পুরীর নিকটেই দেখহ নিরখি॥
তাঁহা যাহ, হৃদয়ের পরিপূর্ণতা কর।
সাক্ষাতে দেখিবে তুমি সেই জগদীশ্বর॥
সর্বমতে মহানন্দ হবে অনুভবে। সাম্প্রতিক বিষ্ণু-নিবেদিত এথা পাবে॥
ব্রাহ্মণবচনে বহু আনন্দিত হৈয়া। ক্ষুধিত, তথাচ তাঁ'র গৃহে না যাইয়া॥
প্রণমিয়ে ব্রাহ্মণে তাঁর উপদিষ্ট পথে।
শুনিলাম অন্তঃপুরে দেবমন্দির তাথে॥
জগদীশপূজার অপূর্ব ধ্বনি শুনি। অবারিত দ্বার, তথা প্রবেশি আপনি॥
দেখি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম চারি হাথে। সর্বাঙ্গসুন্দর নবঘন কান্তি তাথে॥
নবকৌষেয় পীতবস্ত্র শোভে বনমালা।
কিশোর বয়স, স্বর্ণ-মণি-ভূষণে আলা॥
পূর্ণচন্দ্র-মুখ প্রভুর, সুধা-মন্দ হাস।
কমল-সুন্দর নেত্র, ভ্রূ-ভঙ্গীবিলাস॥.
নানাপ্রকার দুর্লভ বস্তুতে পূজিত। সেবাসক্ত পরিচারকবৃন্দেতে সেবিত॥
দূর হৈতে দেখি অগ্রে নৃত্যমহোৎসব। অনিমিষে দরশন করিয়া সে সব॥
শ্রেষ্ঠ সিংহাসন, বিতানাদি পরিচ্ছদ। দেখিয়া আনন্দে পূর্ণ, দূরে গেল খেদ॥
বার বার দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া। মনে মনে চিন্তা করি হরষিত হৈয়া॥
দেখিবার উৎকণ্ঠা যাহা আমার আছিল।
এই জগদীশ হয়, তাঁহাকে দেখিল॥
জনম-সাফল্য হৈল কোথাও না যাই। বৈষ্ণব-কৃপাতে তথা সুখে নিবসই॥
ইষ্ট নৈবেদ্য-মিষ্ট করিয়ে ভোজন। পূজা-মহোৎসব দেখি, শুনি মাহাত্ম্য॥
যত্নে মন্ত্র জপ করি একান্তিক স্থানে। নানা সুখে থাকি তথা বৈষ্ণবের সনে॥
কিন্তু ব্রজের শোভাসুখ, গোপক্রীড়া-আদি।
অন্তর-ভিতরে তাহা জাগে নিরবধি॥

কদাচিৎ হিয়া হৈতে দূর নাহি হয়ে। এইমত কথোক দিন তথা নিবসিয়ে ॥

জগদীশের পূজা দেখি লোভ হৈল মনে।

এই প্রকার পূজা আমি করিব যতনে ॥

কিছুদিন পরে দেখি দৈবের ঘটন। অপুত্রক রাজা স্নেহ করে অনুক্ষণ ॥

বিদেশবাসী দেখি' মোরে করে পুত্রবৎ। অল্পকালে রাজা হইল কালপ্রাপ্ত ॥

আমাকে ত **রাজ্যপ্রাপ্তি** হৈল অনায়াসে।

বিষ্ণুপূজার অধিক করিনু পরকাশে ॥

মহাপ্রসাদ অধিকন্তু বৈষ্ণব-ভোজন। কায়মনোবাক্যে করি বৈষ্ণব-সেবন ॥

কিন্তু কোন দ্রব্যে রাজ্যে আসক্ত না হই।

পূর্বে অকিঞ্চন যেন, তেনমতে রই ॥

মন্ত্রজপনির্বাহ, পরে প্রসাদ-ভোজন। শরীরধারণ-জন্য প্রসাদ গ্রহণ ॥

যদি বল, রাজা-আজ্ঞা বিনে কৈছে হয় ?

তাহাও ত্যাগিলাম ক্রমে রাজ-কার্যচয় ॥

রাজার যে পরিবার, জ্ঞাতি, বন্ধুগণ। বিভাগ করিয়া রাজ্য দিলাম তখন ॥

তথাপি রাজ-সম্বন্ধে দুঃখ হয় বহুতর। কখন তুষ্ট রাজা হৈতে সভয় প্রচুর ॥

কভু চক্রবর্তী রাজার আজ্ঞার পালনে। অস্বতন্ত্রতা হয় কভু প্রভুর সেবনে ॥

জগদীশ-নৈবেদ্য-প্রসাদ অন্য পরশিলে।

অথবা ঐ মহাপ্রসাদ বাহিরে আনিলে ॥

সন্দেহ করিয়া সজ্জন না করে ভোজন। এই এক দুঃখ হয় পরম ছেদন ॥

এহ এক মহানির্বেদ আমার হইল। হঠাৎ ত্যাগিতে মোর সামর্থ্য নহিল ॥

যে প্রভু দেখিতে কত চেষ্টা ছিল মনে।

সে প্রভু সাক্ষাৎ পাই' ছাড়িব কেমনে ॥

রাজ্য ত্যাগ করিলে দর্শন হয় ত্যাগ। ইহাতেই নাম 'রাজা' নাহি অনুরাগ ॥

এই সময় দক্ষিণ দেশ হইতে আইলা। ভক্তশ্রেষ্ঠ, তীর্থাটনে মন ডুবাইলা ॥

তিঁহো কহিলেন—দারুব্রহ্ম জগন্নাথ। বিরাজেন বলরাম সুভদ্রার সাথ॥
লবণসমুদ্র-তীরে নীলাচলে ব্যক্ত। পুরুষোত্তমক্ষেত্র, মহাবিভূতি-সংযুক্ত॥
উৎকলদেশ-রাজ্য করেন পালনে। নিজ-মাহাত্ম্য ব্যক্ত সেবকের গণে॥
লক্ষ্মী যাঁ'র অন্ন-পাকে নিযুক্ত আছেন।
পরম দয়াল, প্রসাদ ভক্তগণে দেন॥
দেবতার দুর্লভ হয় সে মহাপ্রসাদ। স্পর্শাস্পর্শ বিচার নাই, ভুঞ্জি অবিবাদ॥
আশ্চর্য ক্ষেত্র মাহাত্ম্য কি জানি কহিতে।
গাধা চতুর্ভুজ হয় তথা প্রবেশিতে॥
পুনর্জন্ম নাই যেবা করে দরশন। প্রফুল্ল কমলনেত্র শ্রীচন্দ্রবদন॥
হেন প্রভু-দরশনে জন্ম সফল হয়। দর্শন রহু যা'র নামে পুণ্যপুঞ্জোদয়॥
এই প্রকার মাহাত্ম্য কভু না শুনিল। শ্রবণেই আশ্চর্য-জ্ঞান আমার হইল॥
তাঁহার দর্শন-লোভে উৎকণ্ঠ হইয়া। চলিলাম তৎক্ষণে সর্বত্যাগ করিয়া॥
জগন্নাথ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে। উৎকল দেশদিশাশ্রয় অগ্নিকোণ-পথে॥
অল্পকালে আইলাম পুরুষোত্তম ক্ষেত্র। জগন্নাথবাসীকে আগে কৈনু দণ্ডবৎ॥
সাধুর কৃপায় অন্তঃপুর প্রবেশিয়া। প্রভুর সমুখ বরাবর দাণ্ডাইয়া॥
দূর হৈতে পুরুষোত্তমের মুখচন্দ্র দেখি। অতি প্রকাশমান বড় বড় দুই আঁখি॥
নবমেঘ জিনি কান্তি অরুণ অধর। প্রকাশিত মন্দ হাস্য সর্ব শোভাকর॥
কপালেতে মণি, দীপ্ত অঙ্গ ছটা তায়। মন্দির ভিতর উজ্জ্বল পূর্ণ প্রকাশয়॥
তথাই যাইতে মন উৎকণ্ঠ হইল। প্রেম-কম্পবান্ হৈয়া যাইতে নারিল॥
রোমাঞ্চ, অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টি সুন্দর না হৈতে।
কষ্টে স্পৃষ্টে গেলাম গরুড় স্তম্ভভিতে॥
দিব্য বস্ত্র, অলঙ্কার, মালাচন্দন ব্যাপ্ত। হইল দর্শনে হর্ষ, মন লোচন তৃপ্ত॥
পরম সুন্দর মহাভোগগণ ভোজন। প্রণাম, নৃত্য, স্তুতি, বাদ্য, গীত রসায়ন॥
তৎপর যে ভক্তগণ সপ্রেম হইয়া। দেখেন মুখারবিন্দ অনিমিখে রয়্যা॥

জগন্নাথের মহামহিমা বিচিত্র বৈভব। দেখিয়া হইনু মূর্ছা অবশ অঙ্গ সব॥
ভূমেতে পতিত হই' চেতন পাই তবে। তুই নেত্র খুলিয়া দর্শন-মহোৎসবে॥
ডুবিল আমার মন না ভেল সান্তাল। উন্মত্তের প্রায় গতি যেমন মাতাল॥
জগন্নাথে ধরিবারে হাথ পসারিয়া। ধন্য মানি' আপনাকে চলিনু ধাইয়া॥
বহুকাল দেখিবারে মনোহভীষ্ট ছিল। তাঁহাকে দেখিয়া জীবন সফল হইল॥
জগদীশ দেখিলাম বল্যা দৌড়ে যাইতে। দ্বারপাল নিবারণ কৈল বেত্রাঘাতে॥
জন্মিল বিচার তাথে লজ্জিত হইয়া। প্রভুর কৃপা এই মনে অনুমান করিয়া॥
বাহির আসিতে মহাপ্রসাদ পাই। প্রাপ্তি মাত্রেতে ভোজন করিয়া তথাই॥

পুন শ্রীমন্দিরে আসি প্রবিষ্ট হইয়ে।
হে ব্রাহ্মণ! সেই সব আশ্চর্য মানিয়ে॥

সমূহ আনন্দময় দেখিলাম যাহা। হৃদয়েতে স্মরণ সমর্থ নহে তাহা॥

কৈছনে কহিব মুখে সে মহা-আনন্দ।
এ প্রকার মন্দিরে দিনে রহিয়া স্বচ্ছন্দ॥
রাত্র্যে বৃহৎ শৃঙ্গার-মহোৎসব-পুষ্পাঞ্জলি।
তাহার নিবৃত্তি হৈলে বাহিরে আইনু চলি॥

এ প্রকার সাধুসঙ্গে নব নব উৎসবে। কখন কাল ব্যতীত হয় নহে অনুভবে॥
তথাচ শ্রীবৃন্দাবন ব্রজভূম-সম্বন্ধ। শোক দূর হ'য়াছে-ন্যায় হয় সে আনন্দ॥
ইথে বুঝায় ব্রজসুখ নাহি হয় দূর। ধিকি ধিকি জ্বলে নহে উজ্জ্বল প্রচুর॥
জগন্নাথ-সেবক মুদির লোচন আদি। নানা পরকার আজ্ঞা শুনি নিরবধি॥

জগন্নাথ দরশন ব্যতীত আর মোরে।
কিছুই না রোচে আর ক্ষেত্রের ভিতরে॥

আর কি কহিব পুরাণাদিরও শ্রবণ। জগন্নাথ-মাহাত্ম্যাদি নাহি ইচ্ছে মন॥
কেবল দর্শনে থাকি এই ত নিশ্চয়। কুত্রাপি আমার মন চলিতে না হয়॥
কায়িক মানস তুঃখ যদি কদাচিৎ। পুণ্ডরীকাক্ষ-দর্শনেই হয় বিনাশিত॥

জপের ফল পাইলাম ইহাই মানিয়া।
জপিতে আসক্তি আমি তেয়াগ করিয়া॥
বহুদিন পর সসুখে করিয়ে নিবাস। প্রভুর অন্তরঙ্গ-সেবায় হৈল মনে আশ॥
সেই সেবা-অঘটনে মহাতাপ হয়। মনের ভিতর তাহা অন্যে না জানয়॥
যেই চক্রবর্তী রাজা, মুখ্য সেবক সেই।
শ্রীমুখ দেখিবার জন্য আইসেন তথাই॥
যাত্রা-মহোৎসব-আদি সময়ে সময়ে।
পুরুষোত্তম পুরী যখন আইসেন নিশ্চয়ে॥
যদ্যপিহ সজ্জন নাহিক উপদ্রব। উদ্যান-ভঙ্গ-নিবারণ করেন এ সব॥
তথাপিহ আমার সদৃশ অকিঞ্চন। সে প্রভুকে দেখিবারে সমর্থ না হন॥
এই ত উৎপন্ন মনে হইয়াছে দুঃখ। জগন্নাথ দেখিলেই হয় মহাসুখ॥
একদিন দেব-অগ্রে নিজ গুরুদেবে। দেখিয়া সম্ভাষণ-সমর্থ নহি তবে॥
তৈখনে অলখিতে গেলেন কোথায়। শ্রীমুখ-দর্শনে আমি আকৃষ্ট হিয়ায়॥
ইতি-উতি সর্বত্র গুরুদেবে তলাসিতে।
একদিন সমুদ্রতটে দেখিয়া আচম্বিতে॥
নাম-সংকীর্তনানন্দে নৃত্য করেন একা।
তুরিতে যাইয়া আমি করিলাম দেখা॥
দণ্ডবৎ প্রণাম আমি পড়িনু চরণে। আশীর্বাদ-পূর্বক করিলা আলিঙ্গনে॥
সর্বজ্ঞ হয়েন মোর হৃদয় জানিয়া। কহিতে লাগিলা অনুগ্রহ প্রকাশিয়া॥
হে বৎস ! যেই যেই সঙ্কল্প করিয়া। এ মন্ত্র জপিবে তুমি স্থিরচিত্ত হৈয়া॥
বাঞ্ছা আর বাঞ্ছাতীত সমস্ত সিদ্ধ হবে।
জপ, জগন্নাথ-সেবা একই জানিবে॥
ইহাই মানিবে চিত্তে, করিবে বিশ্বাস। কদাচিৎ জপত্যাগে না হবে উদাস॥
জপপ্রভাবে চিরজীবী হও সর্বকাল। এমতি গোপালকরূপে রহ ভালে ভাল॥

মন্ত্রফলে মদনগোপাল হউক দর্শন।
সে ক্রীড়া-কৌতুকাদি যোগ্য হউ তব মন ॥
এখানেতে আর মোর দেখা না পাইবে। শ্রীবৃন্দাবনে মোরে পশ্চাৎ দেখিবে ॥
এই আজ্ঞা করি' চলি' গেলা অলক্ষিতে।
গুরুদেবের বিরহেতে অতিদুঃখি চিত্তে ॥
জগন্নাথ দেখিয়া মনে স্বাস্থ্য হইয়া। যত্নপূর্বক জপ করি আসক্ত হইয়া ॥
ব্রজভূম দেখিতে চিতে উৎকণ্ঠা হইলে। তথা উপবন শ্রেণী দেখি যে সকলে ॥
বৃন্দাবন-সদৃশ স্ফূর্তি হয় মোর মন। সমুদ্রে—যমুনা, নীলাচলে—গোবর্ধন ॥
এই স্বরূপ স্ফূর্তি হৈয়া সুখে বাস করি।
ভগবান্-দর্শন পশ্চাৎ নিত্য জপ সারি ॥
ইষ্টসিদ্ধ-জন্য গুরু-আজ্ঞা বলবান। এক মুখে সে মহিমা না হয় বাখান ॥
তদনন্তর পুরুষোত্তমে মহারাজার প্রাপ্তি।
তাঁর বড় পুত্র তিঁহো পরম বিরক্তি ॥
রাজ্য অঙ্গীকার না করিলা কোন মতে। রুচি কেবল দরশন করে জগন্নাথে ॥
জগন্নাথ-আজ্ঞা মাগিলা অভিষেক-জন্য।
আজ্ঞা দিলা যার দেখ মহারাজ-চিহ্ন ॥
তাহাকে ত রাজ-তিলক দেহ ত্বরা করি।
এই প্রকার জগন্নাথের আজ্ঞা-অনুসারি ॥
মহারাজ-চিহ্ন সম্যক্ দেখিয়া আমার।
অভিষেক করি মোরে দিলা রাজ্যভার ॥
রাজ্য পাই জগন্নাথের পূজা-মহোৎসব। বিশেষেতে বাঢ়াইলাম বহুত বৈভব ॥
দ্বাদশ মাস যাত্রা—দোল, দমনক-আদি।
রামনবমী-আদি নানা যাত্রা বর্ষবিধি ॥
স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, শয়নৈকাদশী। পার্শ্ববর্তী, জন্মাষ্টমী, বামন দ্বাদশী ॥

লঙ্কাযাত্রা, উত্থানৈকাদশী, ওড়নষষ্ঠী। যাহা দেখি জগন্নাথ হয় মহাতুষ্টি॥
পুষ্যা, মকর, বসন্তপঞ্চমী-আদি করি।
সম্যক্ যাত্রা-উৎসব লিখিতে না পারি॥
বিশেষেতে গুণ্ডিচাযাত্রা সবিশেষ হয়। পৃথিবীর বৈষ্ণব তথা একত্র মিলয়॥
নিজ নিজ সম্প্রদায় প্রেমোন্মত্ত-ন্যায়। নৃত্য-গীত দেখি' শুনি' আনন্দ হিয়ায়॥
রাজ্য-উপভোগ-অর্পণ প্রভুপদে করি'।
অকিঞ্চন-মতে আমি ইচ্ছায় বিহরি॥
প্রভুসেবা বিনে মোর নাহি অন্য মন। শ্রবণ করিতে করি প্রভুগুণগান॥
সেই প্রভুর প্রিয়তম নিত্যসেবক যেই।
তার সহিত নর্ম গোষ্ঠী বিস্তার করই॥
কদাচিৎ প্রেমক্রীড়া করে সেবক সনে।
যাহাতে কৌতুকী প্রভু হয়েন আপনে॥
বাল্যলীলা-চাপল্যাদি সে ভাব দেখায়।
নর্মগোষ্ঠী করিতে আমার সাধ যায়॥
কিন্তু নিশ্চলভাব নাহি হয় তাথে। বৃন্দাবন-অনুরক্ত আমি হই যাতে॥
তথাপিহ উৎকলভক্ত-সম্বন্ধির ভাগ্য।
ভাবিতে বাঢ়য়ে আশা, সদা করি শ্লাঘ্য॥
নিশ্চয় করিতেই মনের পীড়া হয়। মথুরাস্মরণ হৃদে করয়ে উদয়॥
গোবর্ধন, বৃন্দাবন-লীলাদি এ নাম। ভগবদগ্রে যবে করিয়ে শ্রবণ॥
মোর চিত্তে দুঃখ হয় ব্রজভূম-শোকে। অভাব গমনশক্তি দেখি' আপনাকে॥
সাধুসঙ্গ-বলে জগন্নাথ-দরশনে। সর্বশোক নাশে, যাইতে ইচ্ছা নহে মনে॥
তথাপিহ সাম্রাজ্য-সম্বন্ধ আছয়ে। পূর্ববৎ দর্শনানন্দ স্ফূর্ত্তি নাহি হয়ে॥
রাজমণ্ডলেতে যদি আবৃত থাকিয়ে।
তথাপি স্বেচ্ছাতে প্রভুর সেবন করিয়ে॥

পথ-সম্মার্জন আর বর্ত্তনাদি করি। বহু সেবা করিয়ে প্রভুর বরাবরি ॥
পূর্ববৎ সুখ-অনুভব নাহি হয়। তবে ত' বিচারি' মনে করিনু নির্ণয় ॥
রাজপুত্র, বন্ধু, মন্ত্রী পূর্ব রাজার যেহ। রাজ্যভার সমর্পণ করিনু রাজ্যসহ ॥
পূর্ববৎ উদাসীন দীন হৈয়া থাকি। একান্তে করিয়ে জপ, মন হৈল সুখী ॥
জগন্নাথ-শ্রীচরণ-কমলযুগলে। স্বেচ্ছাপূর্বক সেবা করি পরম কুশলে ॥
তথাপিহ লোক সম্মান না ছাড়ে আদর। পূর্ববৎ সুখ না হয় হিয়ার ভিতর ॥
ইথে ক্ষেত্র-নিবাসে নির্বিঘ্ন মন হৈল। বৃন্দাবন যাইতে মনে দৃঢ়তা করিল ॥

আজ্ঞা মাগিতে প্রাতে গেলাঙ প্রভুর স্থানে।
শ্রীমুখ দেখিয়া যাইবারে নহে মনে ॥
এই প্রকার এক বৎসর হইল ব্যতীত।
মথুরা হইতে কোন বিদেশী হৈল উপস্থিত ॥

মথুরার বৃত্তান্ত যত শ্রবণ করিয়া। শোক-দুঃখ-শয়নেতে রহিল পড়িয়া ॥

প্রভু আজ্ঞা করিলেন—হে গোপনন্দন !
যেন ক্ষেত্র তৈছে মথুরা মোর প্রিয়তম ॥

বিশেষেতে জন্মভূমি অতি প্রিয় হয়। সে সে লীলাস্থলী মোর সর্বসুখময় ॥
যেমন নিবাস এথা তেমতি তথায়। ইহাতে অন্যথা না জানিবা সর্বথায় ॥

তাথে তুমি চাঞ্চল্যচিত্তে তাপ কেন কর ?
ব্রজভূমে চল তুমি মোর আজ্ঞা ধর ॥
যদি কহ সাক্ষাতে তোমা কেন না দেখিয়ে ?
কাল প্রাপ্ত হৈলে তুমি দেখিবে নিশ্চয়ে ॥
এই আজ্ঞা-পরে নিশি প্রভাত হইতে।
পূজক ব্রাহ্মণ আইলা আমার বাসাতে ॥
আজ্ঞামালা দিলা, তাহা কণ্ঠেতে বাঁধিয়া।
চক্র দেখি' দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া ॥

প্রস্থান করিয়া ক্রমে ক্রমে পথে পথে। মথুরা আসিয়া তবে হৈনু উপস্থিতে॥

দেবামৃত হৈতে ভাগবতামৃত-উক্তি।
অমৃত হৈতে পরামৃতাস্বাদে যেই ব্যক্তি॥

দেবামৃতে আছে দ্বন্দ্ব, ভয়, শোক, দুঃখ। ভাগবতামৃতে হয় সর্বময় সুখ॥
শ্রবণ-পাত্রেতে ইহা যেবা করে পান। কৃষ্ণে প্রেমভক্তি হয় তরতম-জ্ঞান॥

মহামূর্খ হই আমি, কিছু না বুঝিয়ে।
মহাকরুণাবান্ হয়েন তুই মহাশয়ে॥

শ্রীরূপ-সনাতন-চরণ চিন্তিয়া। শীতল করিয়ে দাবানল-দগ্ধ হিয়া॥
সর্ব-বৈষ্ণবের পদে করিয়ে প্রণতি। এ অমৃতপানে সদা রহু যেন মতি॥
শ্রীহরি-পরসাদ পাই এই আশ। ভাগবতামৃত-কণা কয় কানাইদাস॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গোলোক-মাহাত্ম্যখণ্ডে
বৈরাগ্য-নাম প্রথম অধ্যায়।
দ্বিতীয় কলা পূর্ণ॥

—০—

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীচৈতন্য-প্রসাদেন তদ্রূপস্য বিনির্ণয়ম্।
বালোঽপি কুরুতে শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা ব্রজবিলাসিনঃ॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত ভক্তগণ ধন্য॥

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

হে মাথুরোত্তম দ্বিজ! কর অবধান।
মথুরা আসিয়া বিশ্রামঘাটে কৈনু স্নান॥

বৃন্দাবন, গোবর্ধন, ভাণ্ডীর বন-আদি। যথা ইচ্ছা ভ্রমণ করিয়ে নিরবধি॥
গোরস করিয়ে পান ভ্রমি' অলক্ষিতে। দেখা যেন নহে পূর্ববান্ধব-সহিতে॥

নিজমন্ত্র ভক্তিপূর্বক জপ করি নিতি। জগদীশ দেখিতে উৎকণ্ঠা হইল মতি ॥
এই শ্রীবৃন্দাবন শূন্যবৎ দেখি। পুরুষোত্তম দেখি—পুনঃ সাধ করে আঁখি ॥
তথাকার বাস মনে ভালই মানিয়া। উৎকল দেশ চলিলাম দ্রুতগতি হৈয়া ॥
পথমধ্যে গঙ্গাতটে বহু বিপ্রগণ। ধর্ম নিত্য-নৈমিত্তিক নানাপ্রকার করণ ॥
স্মৃতি, শ্রুতি, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস। আশ্চর্য শাস্ত্রজ্ঞ বিপ্র বিচার্য বিশেষ ॥
শুনিলাম ঊর্ধ্ব দেশে অন্তরীক্ষ ধাম। অতি সুখদ স্থান সেই স্বর্গলোক নাম ॥

শোভাযুক্ত স্বর্ণময় বিমান-শ্রেণীতে।
জরা-মরণ-দুঃখ-শোক-রোগাদি বর্জিতে ॥

মহাসুখময় হয় সতত নির্ভয়। তাঁহা যায় ভারতখণ্ডে যা'র পুণ্যচয় ॥

স্বর্গে রাজা **ইন্দ্র**, জগদীশের বড় ভাই।
ইহা হৈতে দুই স্থান নহে অধিকাই ॥
বিল স্বর্গ পাতাল-আদি, শেষ-আদি মূর্তি।
ভূম-স্বর্গ সপ্তদ্বীপখণ্ডাদিতে স্থিতি ॥
স্থানে স্থানে নানা মূর্তি মৎস্যাদিক রূপ।
পূজোৎসবে বিরাজিত কৃষ্ণের স্বরূপ ॥

তথাপি ঊর্ধ্বতর লোক ও দুই হইতে। অদিতি-নন্দন জগদীশ সাক্ষাৎ যাতে ॥
'শ্রীউপেন্দ্র' নাম, বিষ্ণু সে প্রভু। গরুড়ে চড়িয়া দেব কার্য করে তভু ॥
অসুর-আদি দমন, নিধন নানা লীলা। পূজা করে ইন্দ্র-বরুণ-আদি দেবমালা ॥
দেবতাকে রমাইতে স্বর্গেতে থাকেন। সে সব দেবতা ভ্রাতৃভাবেতে পূজেন ॥
এই সব কথা শুনি মো গোপকুমার। মনোরথ হৈল তবে স্বর্গ দেখিবার ॥
সঙ্কল্প করি' জপ করিতে অল্পকালে। স্বর্গ হৈতে বিমান আইল সেই স্থলে ॥
আনন্দে চড়িয়া রথে স্বর্গেতে গেলাম। তথায় যাইয়া প্রভুর দর্শন পাইলাম ॥

পূর্বকালে গঙ্গাতীরে যেবা যা'র ঘরে।
যে প্রতিমা দেখিনু সেবা করিনু মন্দিরে ॥

সেই যে শ্রীবিষ্ণু দেবগণেতে আবৃত। সচ্চিদানন্দঘনরূপ প্রকাশিত॥
গরুড়-উপরে সিংহাসনে বিরাজমান। অগ্রে নারদ করেন মধুর বীণাগান॥
শ্লাঘা করি' তাঁহাকে করেন সৎকার। এইরূপ দর্শন আমি করি বারবার॥

দেখিবার বাঞ্ছিত যাহা দেখিলাম তাহা।
পাইবার যোগ্য যাহা ছিল মনস্পৃহা॥
তাহা পাইনু ; আপনাকে মানিয়ে কৃতার্থ।
দূর হৈতে পুনঃ পুনঃ করি দণ্ডবৎ॥
সে প্রভু অনুগ্রহে মোকে সুস্নিগ্ধ বচনে।
কহিলেন—এ স্থানে রহ, হে গোপনন্দনে!

এখানে আসিয়াছ তুমি করিয়াছ ভাল। দণ্ডপ্রণামে আমি পরিপূর্ণ হৈল॥
অভয় হইয়া মোর আইস নিকটে। সভয়ে না যাই আমি, রহি করপুটে॥

ইন্দ্রকে করিলা আজ্ঞা—এ গোপকুমারে।
আমার নিকটে ইহায় আনহ আদরে॥
মোর নিকট না বৈসে, তবু সযত্ন করিয়া।
বসাইয়া দেব-ভোগ্য দ্রব্যাদিক দিয়া॥

নন্দনবনেতে বাস দেহ ত ইঁহারে। এই বিষ্ণুর আজ্ঞায় মহেন্দ্র শীঘ্র করে॥

দেবতা প্রেরিতে মোরে আনিয়া সাদরে।
যত্নে বসাইলা মোরে দিব্যাসন' পরে॥

দেব-ভোগ্য দ্রব্যে তৃপ্তি আমাকে করিয়া। নন্দনবনেতে দেব গেলেন লইয়া॥

আনন্দেতে থাকি তথা কোন ভয় নাই।
শোক, রোগ, মৃত্যু, গ্লানি, জরাদি না তথাই॥
কোন খেদ নাই, আছে আস্পর্ধাদি দোষ।
থাকুক তাহা, কি গণনা ? চিত্তের সন্তোষ॥

সন্তোষ-কারণ সেই জগদীশ দেখি'। সুখময় সেবন করিয়া সুখে থাকি॥

ঐছে প্রভুকে ইন্দ্র ঈশ্বর ভ্রাতৃত্ব। স্বর্গ বিভূতিতে পূজা করে নিত্য নিত্য ॥
মনে করি—অহো ! ইন্দ্র বড় ভাগ্যবানে। অসুর নিগ্রহ কৈল যা'র জন্যে ॥
বিষ্ণুদত্ত এ ত্রিলোক-ঐশ্বর্য পাইয়া। ভগবানে পূজে দিব্য উপচার দিয়া ॥

এই প্রকার কৃপা কি করিবে প্রভু মোরে ?
এমতি করিয়া পূজি চরণ-কমলে ॥

সঙ্কল্প করিয়া জপ সনে করি বাস। তদন্তর শুন কথা পরম রহস্য ॥
গৌতম মুনির শাপভয়ে দেবরাজ। লুকাইলা মানস-সরোবর-পদ্মমাঝ ॥
দেবতা সব তলাসিয়া ইন্দ্রে না পাইয়া। দেবরাজ-অভাবে উপদ্রব দেখিয়া ॥

বিষ্ণু-আজ্ঞায় বৃহস্পতি হইয়া প্রেরিত।
দেবতা অদিতি মাতায় করিয়া সম্মত ॥
ইন্দ্রপদে অভিষেক করিলা আমারে।
সম্মান করিনু আমি সর্বে জোড়-করে ॥
অদিতি, শচী, বৃহস্পতি যতেক ব্রাহ্মণে।
সভার আজ্ঞায় বসি রাজসিংহাসনে ॥
বৈষ্ণবী ভক্তিতে স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালেতে।
তিন লোকে পরিপূর্ণ লাগিল হইতে ॥
ভক্তির প্রভাবে আমি স্বর্গরাজ্য পাঞা।
নন্দনবনে থাকি অকিঞ্চনমত হঞা ॥
জপের ফল পাইলাম—এমত বলিয়া।
জপ-সংখ্যা ত্যাগ নাহি করি মত্ত হৈয়া ॥

এবং ব্রজভূম কদাচ নহি বিস্মরণ। ব্রজের বিচ্ছেদ-শোকে তাপিত শুষ্কানন ॥
জগদীশ্বর হস্তকমল মোরে পরশিয়া। চিত্র বিচিত্র বাক্যামৃতে সন্তোষিয়া ॥

জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় করেন পালন।
আমার দত্ত ভোগ্য তাহা করেন গ্রহণ ॥

সে কেবল মোর পরম সন্তোষের জন্য।
দুঃখ বিস্মরণ করি পাইয়া কারুণ্য ॥
অপূর্ব পূজার দ্রব্যে আমি স্নেহভাবে।
কনিষ্ঠ ন্যায় লালন করি তিরপিত তবে ॥
এ প্রকার আমাকে প্রভু সুস্থ করিয়া।
আপনার স্থানে উপেন্দ্র বাস করে গিয়া ॥
ধ্রুবলোকের উপরে বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীসহে। সেই খানে শ্রীবামনদেব সদা রহে ॥
সতত দেখিতে না পাই স্বর্গলোকে। উৎকণ্ঠা-উৎপন্ন-হৃদে হয় মহা শোকে ॥
নীলাচলস্থিত প্রভু অচল আশ্রিত। অচল বাৎসল্য স্নেহে বাড়ায়েন প্রীত ॥
তাহাই দেখিতে ইচ্ছা হয় গিয়া দেখি। পুন প্রভু প্রকটিলে স্নিগ্ধ হয় আঁখি ॥
তৈছে কৃপা-অতিশয়ে মনোদুঃখ দূরে।
এই প্রকার রহি আমি ইন্দ্র-অধিকারে ॥
দিব্য এক বৎসর সুখে ব্যতীত করিয়া। বাস করিলাম তথা আনন্দিত হৈয়া ॥
ইতোমধ্যে মহর্লোকবাসী ভৃগুমুনি। অলক্ষিতে আইলেন দেখিয়ে তখনি ॥
আগমনের কারণ কহিয়ে এই খানে।
মহাপাতকীর পরশে গঙ্গা-আদি তীর্থগণে ॥
মলিন হয়েন তবে তীরথ সকলে। শোধন হয় ঐছে ঋষিপদ পরশিলে ॥
এই নিমিত্ত পৃথিবীতে করেন গমন। একারণ স্বর্গপথে পাই দরশন ॥
সম্ভ্রম-সহিত দেবতা ঋষি বৃহস্পতি। বামনদেব-সহ সর্বের পূজিত তথি ॥
আমি যে নবীন দেখি হ'য়া সবিস্ময়। তাথে বিষ্ণু-সেবানন্দে চিত্ত আকর্ষয় ॥
ইহাতে ঋষিকে জানিতে না পারিল আমি।
বৃহস্পতি-প্রেরণায় পূজন কৈনু মুনি ॥
ভৃগু-আদি মুনিগণ অভিনন্দন করিয়া।
আশীর্ব্বাদ করি সভে গেলা ব্যগ্র হৈয়া ॥

সেই সময় উপেন্দ্র করিল অন্তর্ধান।
তবে আমি দেবতাদিগে জিজ্ঞাসি বিধান ॥

মনুষ্যের পূজ্য দেবতা, তোমাদের পূজ্য। ইঁহো কে হয়েন কোন মহাত্মা আর্য?
মহাতেজোময় সব রহেন কোন স্থানে? শুনিয়া দেবতা সব আমার বচনে ॥
মহা অভিমানী দেবতা কিছু না কহেন। মৎসর করিয়া চিত্ত যাহাতে হয়েন ॥
বৃহস্পতি কহেন,—শুনহ দেবরাজ। এই স্বর্গলোক উপর মহর্লোক-সমাজ ॥

স্বর্গ-প্রাপক পুণ্যকর্ম, তাহা হৈতে অধিক।
শুদ্ধ উৎকৃষ্ট কর্ম যাগযোগাদিক ॥

মহর্লোক পাইবার সামর্থ্য সে হয়। তিন লোক প্রলয়েতে নাশ নাহি যায় ॥
যেন চক্রবর্তী-রাজা হৈতে ইন্দ্রপদ। কোটি গুণ হয় এই তোমার সম্পদ ॥
তাহা হৈতে কোটি গুণে ঐ মহর্লোকে। ভৃগু-আদি ঐ মুনি নিবসয়ে সুখে ॥
যজ্ঞেশ্বর প্রভুকে পূজেন ক্ষণে ক্ষণে। সময়ে সময়েতে করেন স্থানে স্থানে ॥
শ্রীগোপকুমার কহেন,—শুনহ ব্রাহ্মণে। ইন্দ্রপদে নির্বেদ হইল ততক্ষণে ॥

মহর্লোক দেখিব যে প্রভু ভগবান্।
পূজ্যের পূজ্য ভৃগু-আদি, তাঁ'র পূজ্যমান ॥
হেন মহাপ্রভু-দর্শন সঙ্কল্প করিয়া।
জপ করি উপরে গেনু বিমানে চড়িয়া ॥

মহর্লোক প্রাপ্ত হইয়া তথা দেখি। সুখেতে নির্দোষ এই হয় মহাসুখী ॥
বৈভব নির্দোষ ভজন তিন লোকে নাই। অনির্বচনীয় তাহা দেখিয়ে হেথাই ॥
ব্রহ্মরাত্রে নাশ নাই স্পর্ধাদি রহিত। দুঃখের কারণহীন স্থান সুখান্বিত ॥

বৈভব নির্দোষ কি?—না, ন্যূন-অধিক নাই।
ভজন নির্দোষ কি?—না, নিষ্কাম ভজন সেই ॥

ভৃগু-আদি ঋষি ভক্তিপর সভে হয়। বিস্তারয়ে মহাযজ্ঞ নিয়ত করয় ॥
যজ্ঞ-অগ্নিমধ্যে হয় প্রভু যজ্ঞেশ্বর। প্রকট হইয়া শোভায়মান শ্রেষ্ঠ কর ॥

যজ্ঞভাগ ভোগ করি' তিঁহো ক্রীড়া করে।
সূর্যকোটিবৎ তেজ জগমন হরে॥

হেন যজ্ঞমূর্তি প্রভু হাথ পসারিয়া। চরু গ্রহণ করেন আনন্দিত হৈয়া॥
যজ্ঞকর্ত্তা যেই, তাঁরে দেন প্রিয় বর। দেখিয়ে করুণাময় দয়ার সাগর॥
তাঁহার দর্শনে প্রকট হইল সম্ভ্রমে। বার বার নমস্কার দণ্ডবৎ ভূমে॥
আপন-উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ করিয়া। স্নিগ্ধ-বাক্যামৃতে মোরে দিলেন হাসিয়া॥
যে আনন্দ কখন না পাইয়াছি আমি। সে আনন্দ পাইলাম, এই অনুমানি॥
অতিকরুণাতে অশেষ বাঞ্ছা সিদ্ধ হৈল। পরম আনন্দ মোর হৃদয়ে বাঢ়িল॥

সে দয়ালু ঋষি-সঙ্গে ভ্রমি' ঘরে ঘরে।
প্রতি ঘরে দেখি জগদীশ-পূজা করে॥

আপনে কৃতার্থ মানি' করিয়ে নিবাস। ঋষি-সব আমাকে কহেন মিষ্টভাষ॥
হে গোপ বৈশ্যপুত্র! শুনহ বচন। যে লোকের স্বাভাবিক হইবার কারণ॥

আমরা যে দিয়ে তাহা শীঘ্র স্বীকার কর।
আমাদের দত্ত ব্রাহ্মণত্ব কায়মনে ধর॥

মহাঋষির মধ্যে তুমি মহাঋষি হৈয়া। জগদীশ ইষ্টদেব পূজহ দেখিয়া॥
এ কথা শুনিয়া আমি চিন্তি মনে মনে। যজ্ঞেশ্বর-ভক্ত এই সকল ব্রাহ্মণে॥

প্রভুর উপাসনায় ইহাদের সুখ যেই।
তাহা হৈতে গোপরূপে অধিক সুখ পাই॥

তদনন্তর ব্রাহ্মণগণে করিয়া সম্মত। অঙ্গীকার না করিল ব্রাহ্মণত্ব দত্ত॥
ঐ লোকের যেই সুখ আপনেই হয়। শোক-শঙ্কা কিছু নাই দোষলেশ নয়॥

যজ্ঞেশ বিষ্ণুর প্রীত-জন্য যজ্ঞাদি উৎসব।
অন্য বিষয় ভোগ নাই কর্মাদিক সব॥

কিন্তু যজ্ঞ-সমাপ্ত্যে প্রভু অন্তর্ধান হৈলে। অদর্শনে মহাদুঃখ বিরহ-অনলে॥
পুন যজ্ঞমধ্যে প্রভু প্রকট হইলে। মহাসুখ হয় সর্ব দুঃখ যায় দূরে॥

আর এক বড় ভয় হয় মোর মনে। সহস্র চতুর্যুগের পরেতে এক দিনে ॥
তিন লোক দাহন হইলে এই জন। **জনলোকেতে** সভে করেন গমন ॥
রাত্রি যখন হয় তাহে যজ্ঞের অভাবে।
যজ্ঞেশ অভাব হয়েন, না দেখিয়ে সভে ॥
অদর্শনে দাহ হইতে অধিক সে দাহ। জুড়াইতে পুরুষোত্তম-অক্ষয়বট ছাহ ॥
তাঁহাই যাইব রোশ্চমান সেই স্থানে। শ্রীজগন্নাথ সদা করিব দর্শনে ॥
এই মনে বিচারিয়া মহর্লোকে থাকি। একান্তে করিতে জপ ব্রজভূম দেখি ॥
বৃন্দাবন-শোক যবে উছলিত হয়। পুন ভগবান্ প্রকটিয়া দয়ামায় ॥
দ্বিজ হইতে পূজ্যমান হইয়া আপনে।
প্রীতে আমাকে ডাকেন প্রভু ভগবানে ॥
আমার দত্ত ভোগ লীলায় করেন ভোজনে।
সর্বদুঃখ দূরে যায় অমৃত বচনে ॥
যেন সূর্য উদয়েতে অন্ধকার নষ্ট। তেন দুঃখ যায়, সুখ উদয় সুস্পষ্ট ॥
রাত্রে আশা করি থাকি দিবস হইলে। প্রভুর দর্শন হইবেক অবহেলে ॥
ভোজন-আদি দরশন পাব বাক্যামৃত।
এই সুখে তথায় যে থাকি দিন কথো ॥
এক সময় মহাতেজঃপুঞ্জ দিগম্বর। পাঁচ ছয় বৎসর বালক শোভাধর ॥
পরলোক হইতে আইলা মহর্লোকে। যজ্ঞ ত্যাগ করিয়া উঠিল ঋষিবর্গে ॥
ধ্যাননিষ্ঠ পুরুষে করিলা পরণাম। যজ্ঞেশ্বর-ন্যায় কৈলা পূজা সমাধান ॥
যথা ইচ্ছা, গমন করিলা দিগম্বর। তবে ত পুছিল আমি ঋষির গোচর ॥
কে হয় ? স্থান কোথা ? কেন বা পূজিলে ?
এত শুনি মহর্ষিগণ হাস্য করি বলে ॥
জানহ না নাম ইঁহার ?—সনৎকুমার।
আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহোত্তম সার ॥

আত্মারাম আপ্ত-কামের প্রথম আচার্য। অতএব সকলের হয়েন যে আর্য ॥
নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হয়েন চারি ভাই।
ইহার উপর **তপোলোকে** থাকেন তথাই ॥
আর আর সমান সব যোগেন্দ্র-সহিত।
তপোলোকে বাস করেন পরম সন্তোষিত ॥
নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী যেই তার লক্ষ্য হয়। সেই পায় তপোলোক মহা ক্ষেমময় ॥
মহর্লোক হৈতে কোটি গুণ সুখ তথা। যৈছে যজ্ঞেশ্বর পূজনীয় হয় এথা ॥
তৈছে পূজনীয় হয়েন সনকাদিগণ। বিশেষে গৃহস্থ-ন্যায় আমরা গণন ॥
কর্মত্যাগ করিয়া তাহাদিগে পূজিতে।
আমাদিগে উচিত এই জানিহ নিশ্চিতে ॥
এ কথা শুনিয়া মনে হইল তখন। তপোলোক-সুখ কৈছে হয়েন উত্তম ॥
সনকাদি-সম আর আছেন কত কত!
তাঁহাদের পূজ্য কৈছে হয়েন অচ্যুত ॥
এই মতে তাহাদিগের দর্শন ইচ্ছাতে। সঙ্কল্প করিয়া জপ করি একচিত্তে ॥
পরম তেজস্বী তপোলোক গমনযোগ্য।
সনৎকুমারাদি-ন্যায় হ'য়া তেজ-প্রাপ্ত ॥
কিঞ্চিৎকাল নেত্র করিতে মুদ্রিত। শীঘ্র তপোলোকে গিয়া হৈনু উপস্থিত ॥
সনক সনন্দ সনৎকুমার সনাতন। এই চারি ভাইকে প্রথম করিল দর্শন ॥
তাহাদের সদৃশ যত তপোলোকবাসী।
পরস্পর গোষ্ঠীবিস্তার করে সুখরাশি ॥
আমাদের মত যেই নবীন বৈষ্ণব। তাহাদের দুর্জ্ঞেয় হয় সেই সব ॥
ইহাতে বুঝিতে সাধ্য আমার না হৈল।
মুক্তি ভক্তি জ্ঞান-আদি কিছু না বুঝিল ॥
যদ্যপি সনকাদি হয় নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। হয়েন শোভায়মান বালবয়সধারী ॥

চতুর্ভুজ ঐশ্বর্যাদি ভগবৎ-লক্ষণে। এ সকল নাহি কিছু সনকাদিগণে॥
তথাপিহ তাহাদিগে দর্শন করিলে। আপনেই হর্ষ হয় তত্ত্ব না জানিলে॥
ভগবদ্দবতার স্বাভাবিক পরমানন্দ। দরশনে দূর হয় হৃদয়ের ধন্ধ॥
নিজ নিজ বাসে হইলেন অন্তর্ধান। ভ্রমণ করিয়ে আমি সর্বস্থানে স্থান॥

যেন স্বর্গে বামন, মহর্লোকে যজ্ঞেশ্বর।
তৈছে এখানেও কেহো থাকিবেন ঈশ্বর॥
তাহা দেখিবার জন্য সর্বত্র ভ্রমিয়ে।
জিজ্ঞাসিতে মনে হয় তাহা না পারিয়ে॥

ধ্যাননিষ্ঠ হয়েন তপোলোকবাসী সেই। ইহাতেই জিজ্ঞাসার অবসর নাই॥

ইতি উতি জগদীশ্বর কাহুঁ না দেখিয়া।
মহামুনি দেখি' তারে বিনয় করিয়া॥

নমস্কার স্তুতি-আদি করিয়ে অনেকে। উত্তর করিবেন কি, চক্ষুতে না দেখে॥
সমাধিতে স্থির সদা হয়েন সর্বজন। কদাচিৎ পরস্পর সগোষ্ঠী করেন॥

সভে নৈষ্ঠিক, ঊর্ধ্বরেতা, স্ব-আত্মারাম।
পূর্ণকাম, অণিমাদিসিদ্ধি সেব্যমান॥

উথে ভগবদ্দর্শন-আশা ফলিত নৈল। আত্মারাম-সঙ্গেতে রহিয়া চিরকাল॥
মোর যেই স্বাভাবিক ভগবদ্দর্শন। উৎকণ্ঠাদি যেই ছিল তাহা হৈল ক্ষীণ॥
তথাপিহ তাহাদের প্রভাব-দর্শনে। তপোলোক বাস আমি করি অনুদিনে॥

গুরু-গৌরবেতে জপ না করিয়ে ত্যাগ।
সেই ত প্রভাবে বাঢ়ে প্রভু-দর্শনানুরাগ॥
নীলাচলে জগন্নাথ দেখিতে মন ধায়।
জানিলা চিত্তের বৃত্তি পিপ্পলায়ন তায়॥
আমারে কহেন তিঁহো উৎকণ্ঠা দেখিয়া।
অন্যত্র যাইতে চাহ উৎকৃষ্ট পদ পা'য়্যা॥

নেত্রদ্বারায় দেখিতে প্রভু ভ্রমণ করহ। চক্ষু-আদির অগোচর হয়ে প্রভু সেহ॥
যদি বল, দরশন নেত্রেই হয়েন। তদর্থে ভ্রমণ মন সতত করেন॥
তাহার উত্তর, শুন, হৃদয়ে ধরহ। আপনার মন তুমি নিবৃত্তি করহ

যেন দর্পণ মার্জনেতে প্রতিবিম্ব দেখে।
তেন মন সমাধানে দেখিয়ে প্রত্যক্ষে॥

অন্তর ভিতর আর বাহির সর্বত্রে। দেখিতে পাইবে ব্রহ্ম আপনার নেত্রে॥
তাহার কারণ শুন, পরমাত্মা যাতে। চিত্ত-অধিষ্ঠাতা বাসুদেব সুনিশ্চিতে॥
নিতান্ত শোধন অন্তঃকরণ হইলে। তবে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ তারে স্ফুরে॥
যদি কহ,—ইহ ধ্যান, দর্শন না হয়। দরশন যাঁহা, তাঁহা নেত্রেতে দেখয়॥

শুনহ তাহার কথা, কহিয়ে তোমায়।
মনোবৃত্তি বিনে কেবল নেত্রে না দেখয়॥

অতএব নেত্রের কর্ম মনে সিদ্ধ হয়। দরশন করে সর্বশোভার আলয়॥

প্রমাণ যে চক্ষু-ইন্দ্রিয় তাহে এক কালে।
ভগবানের সর্বাঙ্গ না দেখে সেই বেলে॥

লাবণ্যাদিবিশেষ না দেখে একবারে। অতএব মনের দর্শন হয় মুখ্যবরে॥
মনের সুখেতে সর্ব ইন্দ্রিয়ের সুখ। মনের দুঃখেতে সর্ব ইন্দ্রিয়ের দুঃখ॥

তরুমূল-সেচনে যেন শাখাপল্লব তৃপ্ত।
মন তৃপ্ত হৈলে তেন সর্ব ইন্দ্রিয় ব্যাপ্ত॥
যদি বল, মনের কর্ম হইল—স্মরণ।
জিহ্বাতে কীর্তন না হৈল নেত্রে দর্শন॥

শ্রবণেতে কৃষ্ণ-কথার সুখ না হৈল। মনের অভাবে সর্ব নিষ্ফল কহিল॥

মনের বৃত্তিতে দর্শনকীর্ত্তনাদি সিদ্ধ হয়।
মনের অভাবে জীবের অনুভব নয়॥

অতএব সর্বমতে মনে পর্যবসান। নেত্রের দর্শনে তোমার কিবা প্রয়োজন?

এইমত বহু বিচার আছে মূল গ্রন্থে।
ভাষায় লিখিয়া তাহা নারি বুঝাইতে॥
তপোলোকে তপস্যায় তাৎপর্যাবসান।
ইহার প্রত্যুত্তর এথা না কৈলা ব্যাখ্যান॥
বৈকুণ্ঠে গোপকুমার যাইবেন যখনে।
প্রেমভক্তিমত ব্যাখ্যা করিবেন তখনে॥

এখন শুনহ পুন পিপ্পলায়ন-বাণী। গোপকুমারের প্রতি কহেন যৈছনি॥
যদি কহ ভগবানের সাক্ষাৎ পরম সুখ। ধ্যানাদি-ভক্তির ফল-দর্শনে উন্মুখ॥
শুনহ তাহার কথা, সাক্ষাৎ দর্শনে। প্রভুর ভক্তগণে হর্ষদায়ক সর্বক্ষণে॥
অভক্তের নহে সুখ, শুদ্ধ নহে মন। দর্শনে পাইল দুঃখ কংস দুর্যোধন॥
ভয়, দ্বেষ, মাৎসর্য, শোক, দুঃখাদি যত। কৃষ্ণ-দরশনে অভক্তের এই মত॥
শ্রীমৎ পরমানন্দঘন-লাবণ্য-মাধুর্য। সুখ দেন সর্বেন্দ্রিয়ে পরম আশ্চর্য॥
অথবা সেই সর্বেন্দ্রিয়-বিষয়ের গণে। নিজাঙ্গ-মাধুর্যে সংযোগ করান আপনে॥
হেন নারায়ণ-রূপ দেখিয়া অসুর। মধুকৈটভ-আদির দুঃখ বাঢ়য়ে প্রচুর॥
জগতের পীড়াদায়ক এই দুষ্টভাব। হরি-দরশনে ত্যাগ না হয় স্বভাব॥

তাহার কারণ—কেবল ভক্তির অভাব।
দুষ্টচিত্তে নাহি স্পর্শে ভক্তির প্রভাব॥

মথুরায় রঙ্গস্থলে শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাতে। শ্রীনন্দনন্দন-মুখচন্দ্রমা উদিতে॥
নন্দ-আদি পরমপ্রেমরসার্ণবে মগ্ন। কংস-অনুজাদি সুখহীন ক্রোধে পূর্ণ॥
ভয়-তাপ আদি দুঃখে ব্যগ্রতা হইল। ঐমত কৌরব-সভায় দুঃখ পাইল॥
কৃষ্ণ-দরশনে ও বচনামৃত পানে। বিদুর ভীষ্মাদির সুখবৃদ্ধি হৈল মনে॥
কৃষ্ণ-সহিত আলাপ-আসন-বিহারে। যুক্ত হ'য়্যা দুর্যোধন-আদির সুখ দূরে॥

সুখ দূরে রহু আরো রোষ হিংসা দুঃখ।
ভয়-অভিমান-আদি-অনল অধিক॥

এইমত দৃষ্টান্ত আছয়ে বহুতর। অভক্তের গণ যত জগৎ-ভিতর॥
যদি কহ,—পরম ব্রহ্মঘন-মূর্তি প্রভু। তাহার দর্শনে দোষ নাহি গেল তভু॥
ইহার কারণ কিছু কহি বিশেষিয়ে। কৃষ্ণ-স্বভাব—জগদানন্দদায়ক হ'য়ে॥

সেই স্বভাব প্রভুর না হয় আচ্ছাদন।
আচ্ছাদন করে শক্তি অঘটয়মান॥

সে যেমন উষ্ণস্বভাব অনলের হয়। আচ্ছাদনে উষ্ণস্বভাব ভিতরেতে রয়॥

এইমত অভক্ত-আগে প্রভু স্বভাব ঢাকে।
এ কারণে আনন্দ-বিন্দু নাহি হয় তাকে॥
কেন আচ্ছাদন করেন, শুন হেতু আর।
ভক্তি-মাহাত্ম্য হয় আনন্দ অপার॥
সেই ত' ভক্তির স্বভাব—অভক্তের আগে।
লুকায়েন, অনুভব নাহি হয় তাকে॥

আর বিপরীত হয়, এ বড় রহস্য। স্বাভাবিক-মহিমা ভক্তি ভক্তে দিতে হর্ষ॥
যা'তে দুর্বিতর্ক্য শক্তিমান্ ভগবান্। সর্ব পরকারে করে ভক্তের কল্যাণ॥

এই পরকারে প্রভুর সাক্ষাৎ দর্শনে।
ভক্তিতেই সিদ্ধ হয়—এই ধার্য আখ্যানে॥

সেই ভক্তি হয় দেখ নয় পরকার। তা'র মধ্যে মুখ্য স্মরণ—এই ত' নির্ধার॥

ইন্দ্রিয়ের শ্রেষ্ঠ মন, তা'র যে স্বভাব।
ভগবানে অভিনিবেশ হইলেই তদ্রূপ॥
ভগবৎ-প্রাপ্তি-সাধন অন্তরঙ্গ এই।
জ্ঞান, বৈরাগ্য, প্রেমভক্তি যা'তে পাই॥

মনের স্থিরতা হৈলে পুরে অভিলাষ। মনেতে ভজন কৈলে পরম উল্লাস॥

বিঘ্নের অসম্ভব হয়, আর প্রেম স্ফুরে।
অশেষ সাধন-সাধ্য সর্ব মিলে তারে॥

সমস্ত অর্থের অধিক হইতে অধিক। শ্রীভগবদুপাসনা মাত্র এক ॥
তাহাতে অধিক প্রেম, জানিহ নিশ্চয়। ভগবদ্‌বশীকরণ এই উপায় হয় ॥
কৃষ্ণপ্রসাদেই লভ্য হয় ভক্তগণে। মহানিধিপ্রায় ভক্ত রাখয়ে যতনে ॥
আশ্চর্য মাধুরী-পরিপূরিত সে হয়। অনির্বচনীয় প্রেমের মাহাত্ম্যচয় ॥
হেন প্রেম-পদার্থ-চিত্তবৃত্তি পরিণামে। তাথে উদয় হয় যে মনের সমাধানে ॥
সর্বত্রই ভগবানের হয়েন দর্শন। ইথে কি অন্যথা যা'র বশ হৈল মন ॥
মনের সমাধান যদি মানহ দুষ্কর। তাহাতে উপায় এক আছয়ে সুকর ॥
এ লোক-স্বভাবে নিজ মন্ত্রের প্রভাবে। তাহাও সম্পন্ন হয় নিশ্চয় জানিবে ॥
কিন্তু মনের সমাধান সিদ্ধি হয় ইথে। নেত্র-সাফল্য স্বতন্ত্র না হয় এমতে ॥
আঁখি-সাফল্য-জন্য দেখিতে ইচ্ছা কর। তবে ত ভারতখণ্ডে যাহ অতঃপর ॥
গন্ধমাদন-পর্বতে রহেন মোর প্রভু। নরসখ নারায়ণ দেখ নাই কভু ॥

তাঁহাকে দেখিয়া আঁখির সাফল্য করহ।
যদি বল,—প্রভু বিনা তোমরা কৈছে রহ ?
সে যে প্রভু ভক্তবৎসল তোমাদিগে ত্যাগি'।
এখানে না রহে, অন্যস্থানে অনুরাগী ॥

তাহার কারণ শুন, তোমারে সে কই। সমাধিপরায়ণ যে আমরা সব হই ॥

সেই প্রভুকে বাহির-ভিতর সর্বত্রই দেখি।
ইহাতে বিচ্ছেদ-দুঃখে নাহি হই দুঃখী ॥
সেই হেতু তথা গেলা ভকতবৎসল।
লোকশিক্ষা-জন্য তপ করিতে লাগিল ॥

ধর্মবিদ্যাদির গুরু ব্রহ্মচারি-বেশ। জটাধারী হ'য়্যা রহে আনন্দ-বিশেষ ॥
পিপ্পলায়ন-মুখে শুনি' এতেক বচনে। গোপকুমার তবে ইচ্ছে নিজ মনে ॥
গন্ধমাদনে আমি যাইব এখন। নয়ান ভরিয়া দেখোঁ নরনারায়ণ ॥
জানিয়া তাহার মন চারি সনকাদি। এখানে প্রভুর রূপ দেখ নিরবধি ॥

এতেক কহিয়া বহুরূপ দেখাইলা। মুখ্য যে সনক নারায়ণ-রূপ হৈলা॥

কেহ বামনরূপ, কেহ যজ্ঞেশ্বর রূপ।
কেহ নৃসিংহ-আদি নানা দেখায় স্বরূপ॥
গোপকুমার কহে,—আমি ভয়ে কম্পমান।
প্রণমিয়া অঞ্জলিপুটে করি নিবেদন।

হে দীনবৎসল, বহু কৈনু অপরাধ। সর্ব ক্ষমা কর, মোরে করহ প্রসাদ॥

তদন্তর সনকাদি আমার মস্তকে।
পরশিতে সমাধি আমি দেখিয়ে প্রত্যক্ষে॥

পূর্বে মর্ত্যলোকে দেখিয়াছি বিষ্ণুরূপ। তাহা সমাধিতে সমস্ত করি অনুভব॥

পশ্চাৎ সমাধি-ভঙ্গে বহির্দৃষ্টি হৈলে।
কখনও সাক্ষাৎন্যায় দেখি ধ্যানবলে॥

সেহ মনের সমাধানে এই ত মানিয়ে। অথবা ভগবদ্রূপ দরশনেই হয়ে॥

কিংবা আমার জপ পরিপাকপ্রাপ্ত হইল।
বিনা যত্নে হৃদে কৈছে সুখ উদয় কৈল॥
এই প্রকার তথা রহি সুখ-অনুরাগে।
কিন্তু বৃন্দাবনভূমি হিয়া-ভিতর জাগে॥

জপ করিতেই স্মরণ আপনি সে হয়। ব্রজ-মাধুরীতে মন ব্যাকুল করয়॥

সে বিচ্ছেদ সে শোক যবে হয় উৎপত্তি।
কখনও সুষুপ্তি-ন্যায় মূরছিত-মতি॥
সমাধিরূপা দশা কোন আমাকে ত হয়।
তাহাতেই করে মোর জপ-অন্তরায়॥

ভগবানের হেন মূর্তি হয় অদর্শন। অহো আমার দুর্ভাগ্য হইল বিড়ম্বন॥
অকস্মাৎ উপদ্রব কেন বা হইল? ইত্যাদি বিলাপ বহু উচ্চস্বরে কৈল॥
নীলাচল-জগন্নাথ দর্শনে যাইতে। এই ইচ্ছা করি মন হইল স্বয়াস্থে॥

তপোলোকবাসী পিপ্পলায়ন-আদি সবে।
মধুর বাক্যে আশ্বাসিয়া জিজ্ঞাসেন তবে॥
সেই দশা শোক-সহিত কথন শুনিয়া। প্রশংসা করেন সভে হর্ষিত হৈয়া॥
অল্পকালে হেন দশা হইল ইহার।
অহো কি সৌভাগ্য বলি' কহে বার বার॥
প্রশংসা করেন তাঁরা কোন পরকারে।
বুঝিতে না পারি, দুঃখ মানিয়ে অন্তরে॥
অভ্যাসের বলে দেখি ভিতর-বাহিরে। প্রত্যক্ষের ন্যায় সেই জগৎ-ঈশ্বরে॥
সনকাদি-বামনাদির রূপ এবে দেখি। তৈখনে মোর চিত্ত হয় বড় সুখী॥
সনকাদি দেখিতে না পাই যেই কালে। আশা হয় পুনর্বার দেখিব সকালে॥
এইমতে বহুদিন সুখী-ন্যায় হৈয়া।
তপোলোকে বাস করি ঋষি সঙ্গে রৈয়া॥
এক সময় পুষ্করদ্বীপে ভক্তকে দেখিতে।
চতুর্মুখ ব্রহ্মা আইলা ঐশ্বর্য-সহিতে॥
বৃদ্ধলক্ষণ, লোম শ্বেত গোঁফ-দাঁড়ি। সনকাদি প্রণমিয়া পূজে তড়াবড়ি॥
আশীর্বাদ-অভিনন্দন করিয়া সভাকে।
মস্তকের আঘ্রাণ লৈয়া শিক্ষা দিয়া তা'কে॥
ত্বরায় পুষ্করদ্বীপ চলিলা চতুর্মুখ। জিজ্ঞাসিলাম তবে সনকাদির সম্মুখ॥
কেবা হয়েন চতুর্মুখ, কিবা ইঁহার নাম?
তোমাদের পূজনীয়, কোন্ স্থানে ধাম?
শুনি সনকাদি তবে কহেন হাসিয়া।
হে গোপবালক! তুমি না জানহ ইহা॥
তপোলোক আসিয়া ও রহিয়া এতদিনে।
পরম প্রসিদ্ধ ব্রহ্মা কেবা নাই জানে!

ব্রহ্মা ইঁহার নাম, প্রজাপতির পতি।
আমাদের পিতা হয়েন, সৃষ্টিকর্তা খ্যাতি ॥
আপনি স্বয়ম্ভু, ইঁহার পিতা কেহ নাই। সর্বশ্রেষ্ঠোত্তম পদ অধিকার যেই ॥
বৃত্তিদান-আদিতে জগতের করেন রক্ষা।
বেদ-প্রবর্তন-দ্বারায় দেন ধর্ম শিক্ষা ॥
ইহাতেই জগতের করেন শাসন। **সত্যলোকে** বাস সর্বোপরি বিরাজমান ॥
শত জন্ম স্বধর্ম কৈলে ব্রহ্মলোক পায়। সেই সত্যলোকে এক বৈকুণ্ঠ যে হয় ॥
সহস্রশীরিষা মহাপুরুষ জগদীশ্বর। ঐ বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীসহ রহেন নিরন্তর ॥
সে প্রভুর পুত্রন্যায় ব্রহ্মা সে হয়েন।
প্রভুসহিত ভিন্ন নহে, শ্রুতিতে কহেন ॥
লীলাতেই দুই মূর্তি হ'য়্যা পরকাশে। এই মত আমাদের জ্ঞানেতেই ভাষে ॥
এত শুনি' সত্যলোকে শ্রীমহাপুরুষে। দেখিতে হইল ইচ্ছা হৃদয় উল্লাসে ॥
গোপকুমার কহে—আমি অন্তঃসমাধিতে।
একান্তে বসিয়া জপ করি তথা যাইতে ॥
মুহূর্ত্ত পশ্চাতে দেখি নেত্র খুলিয়া। **ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত** আমি হইনু আসিয়া ॥
ভাগবতামৃত এই পরামৃতপূর। শ্রবণে হয় প্রেমভক্তি, জ্ঞান-আদি দূর ॥
শ্রীরূপ-সনাতন-চরণ চিন্তিয়া। মূর্খ হই' ভাষা লিখি নির্লজ্জ হইয়া ॥
সর্ব বৈষ্ণবের পদে মোর নমস্কার। ইথে কিছু অপরাধ না লৈবে আমার ॥
শ্রীহরি-পরসাদ পাই এই আশ। ভাগবতামৃত-কণা কয় কানাই দাস ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গোলোক-মাহাত্ম্যখণ্ডে
জ্ঞান-নাম দ্বিতীয় অধ্যায়।
প্রথম কলা ॥

—০—

কথঞ্চিদাশ্রয়াদ্ যস্য সদ্যো ভক্তিবিলাসতঃ।
হীনোঽপি রঞ্জয়েদ্ বিশ্বং তং শ্রীচৈতন্যমাশ্রয়ে॥

জয় জয় শচীর দুলাল গোরাচাঁন্দ। জয় নিত্যানন্দ জগজন-মন-ফান্দ॥
জয় সীতানাথ প্রভু মহামহেশ্বর। যে আনিল দুই ভাই ভুবন-ভিতর॥
জয় গৌর-ভক্তগোষ্ঠী সর্বশুভকারী। যাহার স্মরণে মনে স্ফূর্তি গৌরহরি॥

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

শুন হে ব্রাহ্মণ! এই ব্রহ্মলোকের কথা।
সত্যলোক কহে তারে জানিহ সর্বথা॥
তথা প্রাপ্ত হ'য়্যা আমি চৌদিগে চাহিতে।
জগদীশ্বর দরশন হৈল আচম্বিতে॥

শোভায় সম্পন্ন, নীল মেঘের বরণ। অসংখ্য মস্তক, হস্ত, অসংখ্য চরণ॥
অতিশয় বড় বড় দেখিয়ে সর্বাঙ্গ। উপযুক্ত বিভূষণ, বস্ত্র পীত রঙ্গ॥
তেজের নিধান, কমল নাভিতে যাঁহার। শেষশয্যা-উপরেতে শয়ন তাঁহার॥
সর্বজগতের মনোনেত্র-অভিরাম। লক্ষ্মী চরণসম্বাহনে নাহিক বিশ্রাম॥
বদ্ধাঞ্জলি গরুড় দণ্ডায়মান তথা। ব্রহ্মার পূজ্যমান বহু বৈভব-সংযুক্তা॥
হস্তাদি করিয়া ব্রহ্মায় করেন লালন। প্রেমেতে নারদ নৃত্য করেন গায়ন॥
কমলাসন ব্রহ্মা যেই তাঁহার নিমিত্ত। মহারহস্য প্রকটিয়া কহেন সে তত্ত্ব॥
নিগম ও ভক্তিমার্গ দেন উপদেশ। নিজালয়ে বিরাজই আনন্দ-অশেষ॥
তদন্তর দরশন কৈনু চতুর্মুখ। উপদেশ শুনিয়া বিবশ বহু সুখ॥
জগদীশ্বর-বাক্যামৃতে অনুমোদন করি। দণ্ডবৎ করে ব্রহ্মা পুনঃ পুনঃ পড়ি॥
এ সব দেখিয়া আমি আনন্দের ভরে। মূরছিত হইলাম প্রভু-বরাবরে॥
লক্ষ্মী জগন্মাতা মোরে করাইলা চেতন। নিজশিশু-ন্যায় বহু করিয়া লালন॥
শীতল হস্ত পরশিয়া জলসেক করি। সংজ্ঞাপ্রাপ্ত করাইয়া মোর হস্ত ধরি॥
জগদীশ্বর-পাশেতে লইয়া মোরে গেলা। ভগবান্ দেখি' বার বার প্রণমিলা॥

মনেরে কহিলাম আমি,—শুন ওরে মন !
নিজ ঈপ্সিত সীমাপ্রাপ্ত হইলে এখন ॥
সত্যলোক-স্থান হেন নাহি শোক দুঃখ।
পরম সম্পত্তি পরমানন্দ-পরাঙ্মুখ ॥
প্রকাশমান জগদীশ-আকৃতি-সৌন্দর্য্য। গুণবৈভব-মহত্ত্বাদি সকল আশ্চর্য্য ॥
ইহা হৈতে আর বড় নাহিক কোথায়।
লক্ষ্মী-স্নেহ সাক্ষাৎ মন ! দেখিলে এথায় ॥
হে ভ্রাতঃ মন ! তুমি দুই নেত্র ভরি'। তৃপ্ত হও জগদীশরূপ দর্শন করি' ॥
ব্রজভূমি-শোক আর না করিহ মনে। অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা ত্যজ এইক্ষণে॥
আর যদি ব্রহ্মান্থায় লালন-ইচ্ছা কর। মহাপুরুষ-আদেশে জপ' মন্ত্রবর ॥
ইহাতেই এহ বাঞ্ছা হইবে পূরণ। অতএব চলায়মান না হইবে মন ॥
ইহার পরে প্রভু নিদ্রালীলা সেবনীয়।
বাহির আইলা ব্রহ্মা ক'রে নিজপ্রিয় ॥
প্রভুর যে মহা-অদ্ভুত নাভি-কমলেতে।
তা'তে জগৎকার্য্য করেন প্রভু-আজ্ঞামতে ॥
গুরু-উপদেশ তাহা করিয়া স্মরণ। চতুর্ম্মুখে আটনেত্রে প্রেমপ্রবাহ ঘন ॥
এই প্রকার দেখি' আমি সুখে করি বাস।
রাত্রি হৈলে একার্ণবে তিনলোক নাশ ॥
ব্রহ্মাসহ শেষ-শয্যায় সুখে ভগবান্। শয়ন করেন সর্বলোক-স্তুতিমান ॥
জনলোক তপোলোকবাসী করে স্তুতি।
সে সব কৌতুক দেখি হয় মোর আর্তি ॥
কদাচিৎ ভগবান্ অন্তর্ধান হই'।
কোথাও গমন করেন, তাথে শোক পাই ॥
পুনরায় ভগবান্ আইলে আপনে। শোক মূলসহ ক্ষীণ হয় তৎক্ষণে ॥

একদিন প্রাতে ব্রহ্মা স্পর্শে ফেনপুঞ্জ। তাহাতেই অসুরগণের হৈল জন্ম ॥
অসুরের ভয়ে ব্রহ্মা লুকায় গূঢ়স্থানে।
অদৃশ্য রহিলা নাহি আইসে নিজাসনে ॥
জগদীশ্বর **ব্রহ্মপদে মোরে যুক্ত** কৈল।
বৈষ্ণব সৃষ্টি করি' কৃষ্ণভক্তি বাঢ়াইল ॥
প্রজাপতি, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য-আদি করি।
সর্বত্র নিযুক্ত কৈনু বৈষ্ণব-অধিকারী ॥
যাঁহা তাঁহা অশ্বমেধাদি যজ্ঞের বিস্তার।
জগদীশ-পূজনেতে আনন্দ অপার ॥
এইমতে ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ কৈনু যবে। সভাকার স্তুত্যমান হইলাম তবে ॥
বেদ-পুরাণ-ইতিহাস মূর্তিমান হৈয়া।
স্তুতি করে তীর্থ, ব্রহ্মর্ষি, মহর্ষি আসিয়া ॥
পরম-ঐশ্বর্য্য-মহামদে গ্রস্ত হই'। তথাচ অকিঞ্চনরীতি, তাহা ছাড়ি নাই ॥
তথাপিহ ব্রহ্মত্ব-কার্য সমুদ্রের ঢেউ। তাহাতে স্থিরতাও হৈতে নারে কেউ ॥
আমিহ তাহাতে মগ্ন চিন্তাতে ব্যাকুল। পূর্ববৎ ভক্তি-সুখ না পাই সকল ॥
আপনার আয়ু দুই পরার্ধ শুনিয়া। কালভয়ে হালে অঙ্গ দুর দুর হিয়া ॥
সে ভয় নাশের জন্য জপ করি মন্ত্র। বৃন্দাবন-স্মরণ হয় সে শোক অত্যন্ত ॥
জগদীশ লালন করেন পুত্রন্যায়। মহা মহা সুখ অনুভব করি তায় ॥
চিত্তবিকলতা সব হয় যে বিনাশে। পিতৃবুদ্ধ্যে সেবা আমি করি জগদীশে ॥
কদাচিৎ অপরাধ উৎপন্ন হইলে। তাহাও সহেন প্রভু কিছু নাই বলে ॥
যদ্যপিহ প্রভু মোহে অনুগ্রহকারী। তথাপিহ মোর মনে দুঃখ হয় ভারী ॥
সে উদ্বেগ দেখি' লক্ষ্মী মাতৃসম স্নেহে। সান্ত্বনা করেন কত মিষ্টবাক্য তাহে ॥
তখনি হইয়ে হৃষ্ট, দুঃখ হয় দূর। এই মতে নষ্ট হয় দুঃখের অঙ্কুর ॥
এই সুখে সত্যলোকে বাস করি আমি। এক সময়ের শুন, অপূর্ব কাহিনী ॥

ভারতখণ্ডের এক জীব মুক্তি পাঞা। সত্যলোক হ'য়া যায় স্তত্যমান হঞা॥
ব্রহ্ম-ঋষিগণ আদির শ্লাঘা শুনিয়া। ঋষিদিগে জিজ্ঞাসিলাম শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া॥

মুক্তি' কোন্ বস্তু ? তাহা কহ বিবরিয়া।
তোমরা সকলে শ্লাঘা কর কি লাগিয়া ?
তাহাদের মুখে শুনি মুক্তির দৌর্লভ্য।
সভার উৎকর্ষ মুক্তি বহু সাধ্যে প্রাপ্ত॥
এ কথায় মুক্তি পাইবার ইচ্ছা মনে।
পুনরায় জিজ্ঞাসিলাম মুক্তির সাধনে॥

বহু উপনিষদ্ শ্রুতি দেবী মূর্তিমান। স্মৃতিসহ যুক্ত্যে কহে মুক্তির সাধন॥

তাঁহারা কহেন—এক জ্ঞানেতেই মুক্তি॥
এই সাধ্য হয়, আর নাহি কোন যুক্তি॥
তার মধ্যে ভক্তি-প্রবৃত্ত চতুর পুরাণ।
আগম, পঞ্চরাত্রাদির গাম্ভীর্য বচন॥
তাঁহারা কহেন—জ্ঞানে মোক্ষ সাধ্য হউ।
কিন্তু সে যে জ্ঞান হয় ইহা বুঝে কেউ॥

আর আর সাধনে দুর্ঘট সেই জ্ঞান। সুখেতে সুলভ হয় ভক্তিতেই জান॥
সাধুবিহিত ভক্তিতে সুলভ হয় মোক্ষ। শ্রুতি-স্মৃতি-ভাগবতপর তার ঐক্য॥
মস্তক ঢুলাইয়া এই করিলা সম্মত। গাম্ভীর্য-কারণে নাহি করিলা বেকত॥
ব্যক্ত বাক্য না শুনি কোন মহোপনিষদ্। ভগবন্মাহাত্ম্যপরায়ণ যে মহৎ॥
নিজ-অনুগত আগম-পুরাণাদি সহে। সক্রোধ হইয়া সভে দম্ভেতেই কহে॥
ভগবদ্ভক্তিতে মোক্ষ সুলভ হয়। প্রকট বাক্য কহি' অনুমোদন করয়॥
তারপর কোন যে দুর্লভ পরম গূঢ়। ভগবদ্ভক্তিপর উপনিষৎচূড়॥

আর কোন গূঢ় মহা-আগম যে হয়।
সাত্বত সিদ্ধান্ত বৈষ্ণবতন্ত্র তথা রয়॥

মহাপুরাণ, ভাগবত-আদির সহিত।
মৃদুহাস্য করিয়া বিচারে নিঃশঙ্কিত॥
অহো! ভগবৎমায়া-বৈভব যাহাতে।
ব্যক্ত শাস্ত্রতত্ত্ব না জানয়ে কোনমতে॥
সর্বজ্ঞগণের যাতে দুর্জ্ঞেয় হইল।
আর এক আশ্চর্য ভক্তির তত্ত্ব না জানিল॥
মুক্তি দেন—ভক্তির এই জানিল মহিমা।
তাহাকে বহুত করি' মানে ভক্তি-সীমা॥
এত কহি' অবজ্ঞা করিয়া চুপ হৈলা।
যাতে আপনার বাদ অযোগ্য দেখিলা॥
পরম রহস্য অর্থ অসদৃশ সভামাঝে।
নিরূপণ-অযোগ্য হয় এইত সমাজে॥
মৌন-অবলম্বন করি' রহিলেন স্থিত।
পরস্পর বাদবিবাদ হৈল উপস্থিত॥
কেহ কহেন—ভগবন্মন্ত্রে মুক্তি পায়।
কেহ কহেন— নাহি, আরো আছয়ে উপায়॥
কোন বেদ পুরাণ ধর্ম শাস্ত্র ইতিহাসে।
আগম, পঞ্চরাত্র তন্ত্র সহ বাদ ভাষে॥
সে সকল বাদ-বিবাদ সহিতে নারিয়া।
উঠে উপনিষদ্ সে পুরাণাদি লৈয়া॥
কর্ণ ছাপাইয়া তারা আইলা বাহিরে।
সহিতে নারিয়া তারা 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' স্মরে॥
তাহাদের বাহির গমন হৈলে পরে। মহাপুরাণ, মহা-উপনিষদ্ সুস্বরে॥
কহেন মধ্যস্থ হ'য়া— আগমের জয়। এই কথা শুনি তবে গোপের তনয়॥

ভগবন্মন্ত্রজপে মোক্ষ সিদ্ধ হয়। মোর পক্ষ সিদ্ধ এই জানিয়া নিশ্চয়॥
এই অভিপ্রায়ে সে সে পুরাণাদিগণে। স্তুতি-পাঠ করিলাম চতুরাই সনে॥
অনুনয় করি বহু বাহির হইতে। সভাতে আনিয়া বসাইলাম যে প্রীতে॥
তবে জিজ্ঞাসিনু ভাগবত-আদি গণে। কহিবে মোক্ষের তত্ত্ব অনুগ্রহ সনে॥
মৌনাবলম্বন আর কর্ণে হস্ত দিয়া। বাহিরে গেলেন কেন সভাতে উঠিয়া॥
এসব বৃত্তান্ত মোরে কহ বুঝাইয়া। তবে ত কহেন তাঁ'রা একত্র হইয়া॥
সাত্বত সিদ্ধান্ত-আদি আর শ্রুতিমৌলি। কহিতে লাগিলা সৎসিদ্ধান্ত সকলি॥
হে লব্ধ-ব্রহ্ম-অধিকার মহোত্তম! কহিব তোমারে কিছু শুন সাবধান॥

যদি ও এ পরম গোপ্য নিধি হৈতে হয়।
ব্রহ্মাকেও প্রকাশ করিবার যোগ্য নয়॥

তথাপি তোমার গুণসমূহ দেখিয়া। কহিতে হইল ইচ্ছা বাচাল হইয়া॥
যদ্যপি মুক্তির নিরূপণ করিবারে। আমাদের যোগ্য নয় কহিল তোমারে॥
তথাপিহ কোন হেতু করিয়া কহিব। তাহা শুন মন দিয়া যাহা বিচারিব॥

আমরা যে ভক্তিতেই তৎপর হইয়ে।
কোন কোন স্থানে মুক্তি নিরূপণ করিয়ে॥

কি জন্য ব্যাখ্যা করিয়ে মুক্তির বিবরণ। মুক্তির যে পরিকর জ্ঞানাদি সাধন॥
তাহার বিশেষ প্রকার দূষণ করিয়ে। নিতান্ত ত্যাগ করিবার জন্য কহিয়ে॥

যদি কহ কোন স্থানে মুক্তির প্রশংসা।
কি লাগি কহিলে তাহা করিয়া প্রকাশা॥

তাহা শুন কহি, যেই হেতু কোন স্থানে। ভক্তির মাহাত্ম্য-জন্য করিয়ে লিখনে॥
মুক্তি-সুখ হৈতে কোটিগুণ ভক্তি-সুখ। বুঝাইলে না বুঝয়ে ভক্তিতে বিমুখ॥
এপ্রকার নিরূপণ মুক্তি-দৃষ্টান্ত স্থান। সাধ্যফল মুক্তির না করিয়ে ব্যাখ্যান॥

মুক্তিতে সুখগন্ধ নাই এই সে কারণে।
রোগ আরোগ্য হৈলে যেন কেহ সুখ মানে॥

সুষুপ্তি হৈলে যেন সুখ মানে লোক। সেই মত মুকতির বাখানয়ে সুখ ॥
জন্ম-মরণাদি সংসার-দুঃখের অভাব। বাস্তব নাহিক সুখ, মানে সুখলাভ ॥

কেবল অভিজ্ঞ মুক্তি তভু নাহি জানে।
তাহাকেই রুচে যে অত্যন্ত জ্ঞানহীনে ॥

ইহার প্রমাণ ব্রহ্মা কহিলা দশমে। শ্রীভাগবতে তাহা দেখ স্থানে স্থানে ॥

তথাহি [ভা° ১০।১৪।২৬]—

অজ্ঞানসংজ্ঞৌ ভববন্ধমোক্ষৌ, দ্বৌ নাম নান্যৌ স্ত ঋতজ্ঞভাবাৎ।
অজস্রচিত্যাত্মনি কেবলে পরে, বিচার্যমাণে তরণাবিবাহনী ॥

যদি কহ, মুকতির সাধন কি হয়? ভগবদ্ভক্তিতেই লভ্য মুক্তিচয় ॥
ভগবানের নাম সেবা, সেহ রহু দূরে। নামাভাসে পরিহাসে কোন পরকারে ॥
অবজ্ঞাতে একবার উচ্চারণমাত্রে। মুক্তি সিদ্ধ হয় বারেক কর্ণে প্রবেশিতে ॥
যদি কহ, মুক্তিতে নাহিক সুখলেশ। তবে কেন যোগী সব করেন প্রয়াস?
শুনহ তাহার কথা, মুমুক্ষু যে জন। পরম পুরুষার্থ করি' করে নিরূপণ ॥
এমন যে মুক্তি বিচারের অচাতুরী। তাথে মনোহর জানে নিশ্চয়তা করি ॥
যে যে বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্রের যে মত। সেই সব পরিমাণ করিলা বেকত ॥

নৈয়ায়িক সব কহে,— সংসারাদি দুঃখ।
অত্যন্ত নিবৃত্তি, তারে কহে মুক্তি সুখ ॥

বেদান্ত একদেশী সব এইত কহেন। অবিদ্যা কর্মক্ষয়-রূপ মুক্তি সে হয়েন ॥
এই মত নানারূপ করিলা বিচার। মূলগ্রন্থে সেই সব আছয়ে বিস্তার ॥
আমি মূর্খ, যে সব লিখিতে সাধ্য নাই। যে কিছু লিখিয়ে মাত্র দিগ্দরশাই ॥
অন্য মত যে যে কহেন মুক্তির বড়াই। তাহাদের মতে বাস্তব সুখ নাই ॥
যদি কহ— সান্দ্রসুখ কেমনেতে হয়। ভক্তিতেই হয়—এই জানিহ নিশ্চয় ॥
শ্রীভগবান্— পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা। সব জীব-অন্তর্যামী, চিত্ত-অধিষ্ঠাতা ॥
ব্রহ্মাদির নিয়ন্তা, বৈকুণ্ঠ-অধিষ্ঠাত্র। অতএব পরম ঘন-মূর্তি চিদানন্দ ॥

অচিন্ত্য, অদ্ভুত তাঁর বিবিধ মহত্ত্ব। তিঁহো অতি স্থির গম্ভীর অপার সমুদ্র ॥
সগুণ-নিগুর্ণাদি-বিরোধ আছে যে। সেই ভগবানেতে প্রবেশ হয় সে ॥
যৈছে সমুদ্রে নানা প্রবাহ লীন হয়। তৈছে সর্ব মত প্রভুতেই প্রবেশয় ॥
সবিকার, নির্বিকার, সবিশেষ আর। নির্বিশেষ আদি যত আছয়ে বিচার ॥
সকল প্রভুতে আসি' করে পরবেশ। হেন কেহ নাহি যে করিতে পারে শেষ ॥
ভগবানের মহাবিভূতি ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ। এই প্রকার জানিবেক প্রভুর মহত্ত্ব ॥
শ্রীভগবানের শ্রীপাদ-পদ্মদ্বয়। সান্দ্রঘন সুখের মহা স্বরূপ হয় ॥
সেই সুখ ভক্তিতেই অনুভব হয়। ব্রহ্মানুভবী সুখ হৈতে গাঢ় সুখময় ॥
জীবতত্ত্ব-ঈশ্বরেতে ভেদাভেদ হয়। ইহার বিচার মূলে অনেক আছয় ॥
মুক্তি হইলেও জীব থাকে ভেদপ্রায়। প্রমাণ দৃষ্টান্ত মূলে লিখিলেন তায় ॥
দ্বারকাবাসী ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণে। চাতুর্য-দ্বারায় নিন্দা করিলা অর্জুনে ॥

মুক্তিপদ হইয়াছে যেই নিজ পুত্রে।
কৃষ্ণ দ্বারায় আনাইলা ভক্তি-পদ দিতে ॥
আর সনকাদি সম হয়ে তিন ভাই।
'এক' নাম, 'দ্বিত' নাম 'ত্রিত' নাম যেই ॥

ইত্যাদিক ব্রহ্মনিষ্ঠ যত মুনিগণ। শ্বেতদ্বীপে যত্নে পাইলা ভগবদ্দর্শন ॥
ইহাতেও ভক্তি—অধিক শুন কিছু আর। ভগবানে কহিলেন পৃথু-অবতার ॥
পৃথু-স্তুতিবশে কহে প্রভু ভগবানে। মাগহ উৎকৃষ্ট বর যে তোমার মনে ॥
পৃথু কহে বালকের হিত করে পিতা। তৈছে তুমি মোর হিত করহ সর্বদা ॥

শ্রেষ্ঠ যাহা হয়, তাহা দেহ বিচারিয়া।
আমি কি চাহিব তোমায়—অজ্ঞান হইয়া ॥
শুনিয়া তাহার বাক্য প্রভু ভগবানে।
'ময়ি ভক্তিরস্তু'— এই কহিলা আপনে ॥

ইত্যাদিক প্রমাণ-বাক্য, মহৎ-ব্যবহার। না মানে নাস্তিক মত কুতর্ক যাহার ॥

অর্থবাদ কল্পনা করি স্থাপে নিজমত। নরকে পতিত সেই শাস্ত্রে সুবেকত॥

তথাহি নারদ-পুরাণে—

পুরাণেষু দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সর্বধর্মপ্রবক্তৃষু।
প্রবদন্ত্যর্থবাদত্বং যে তে নরক-ভাজনম্॥

শ্লাঘ্য না হয় মুক্তি কোন পরকারে।
মুক্তি পাইল দৈত্য-আদি কংসাদি-অসুরে॥

দৈত্যে ও সাধুর মতে দেখ বিপরীত। বিচারিয়া বুঝিবা হইয়া স্থিরচিত॥
ভগবদ্দ্বেষী অসুর শাস্ত্রাদি নিন্দয়ে। অতিদুষ্ট নিজ-স্বভাব কভু না ছাড়য়ে॥
সাধু ভগবৎপদ করেনে সেবনে। সাধুসাধ্য প্রেমভক্তি—এই নিরূপণে॥
দ্বৈত-বিপরীত যে অদ্বৈত-আত্মতত্ত্ব। অহংব্রহ্ম জ্ঞান—এই অসুরের মত॥
সাধু নাম ভকতি করিলে তবে হয়। সে ভক্তিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা পায়॥
শ্রীকৃষ্ণভকত রসিক যে মহৎ জন। ভক্তিতত্ত্ব-স্বরূপ জানিতে যার মন॥
তাহাদের সাধ্য হয় কেবল ভকতি। তাহাতে সম্পন্ন হয় পরমানন্দ প্রাপ্তি॥
যদি কহ— কৃষ্ণপাদপদ্ম-সাক্ষাৎকার। দরশনমাত্রে সুখ কি অধিক আর!
তাহা হৈতে অধিক অধিক সুখময়। কৃষ্ণের বিচিত্র সেবায় সম্পন্ন যে হয়॥
এই কথা আগেতেই হইব বিস্তার। প্রসঙ্গেতে লিখিলাম সংক্ষেপ ইহার॥
এই প্রকার ব্রহ্ম-অনুভবী যতগণ। আত্মারাম, জীবন্মুক্ত আর সিদ্ধজন॥
ইহাদের দুঃখের অভাবমাত্র যেই। কোনমতে সুখের সম্বন্ধলেশ নাই।

ভগবদ্ভক্ত গমন না করি' বৈকুণ্ঠে।
পাঞ্চভৌতিক দেহ ধরি' আছেন ব্রহ্মাণ্ডে॥

তাঁহারাও সান্দ্রসুখ করেন অনুভব। ভগবৎ-প্রসাদে সম্পন্ন হয় সব॥

সে যে ভক্তি কর্ম-জ্ঞান-অপেক্ষা যে করে।
কিংবা জ্ঞান বৈরাগ্যের অপেক্ষা যে ধরে॥

ভক্তি সিদ্ধ তাহার না হয় কদাচিৎ। তাহার কারণ শুন হ'য়্যা শুদ্ধচিত॥

কর্মেতেই হয় নানা প্রকার ব্যাপার। সেই সব করিতে বিক্ষেপ ভক্তি তার ॥
আত্মতত্ত্ব-আদি বোধ— জ্ঞানের সাধন। নিস্তার হইনু ইথে মানে সেই জন ॥
ভকতি বিষয়ে সেই হইয়া নিবৃত্তি। ইহার প্রমাণ— একাদশ স্কন্ধ আদি ॥
তথাহি [ভা° ১১।২০।৩১]—তস্মান্ মদ্ভক্তি-যুক্তস্য ইত্যাদি ॥
ইথে কর্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্য-রহিত হইয়া। ভক্তি-অনুবর্তী হয় আদর করিয়া ॥
শ্রীকৃষ্ণের কৃপা-আশা অপেক্ষা করয়। তবে কৃষ্ণ-কৃপাতে ভক্তি ফল হয় ॥
'আত্মারামতা'-বস্তু অতি তুচ্ছ হয়। তুষ্ট বস্তু হ'য়্যা ইহা কৈছে সিদ্ধ হয় ?
অমূল্য যে মহারত্ন চিন্তামণি বিনে। এই ত সকল প্রাপ্তি কেবা করে মনে ?
এই কথা বিবেকীর সম্মত না হয়। তাহার কারণ শুন, যাতে সুখোদয় ॥
মহাচিন্তামণি হয়েন ভগবদ্ভক্তি। অতিতুচ্ছ দুঃখদ দ্রব্য লইতে অযুক্তি ॥
কিন্তু ভক্তি বিনা কোন কিছু সিদ্ধি নহে।
এই তাৎপর্য মূলে বিচারিয়া কহে ॥
সে সকল বিচার লিখিতে নাই শক্তি। মূর্খ বিষয়ী আমি অতিক্ষুদ্র-বুদ্ধি ॥
আত্মারাম. ব্রহ্মনিষ্ঠ, প্রাপ্ত-ব্রহ্ম আর। জীবন্মুক্তি-আদি সিদ্ধি যত পরকার ॥
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যান করিয়া ইহার।
শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বুঝাইলা সার ॥
মধ্যলীলাতে চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদে। দেখিলে জানিবে কিছু ইহার বিভেদে ॥
আত্মারামত্ব, চিত্তশুদ্ধি. ধর্ম-আচরণ। ভক্তিতে হয়— এই কৈলা নিরূপণ ॥
ভগবদ্ভক্তি-রূপ মহারস হয়। ইথে কর্কশ তর্ক ন্যায় কণ্টকময় ॥
তাথে ভক্তিরসতত্ত্ব কভু নাহি মিলে। দূর হয় ভক্তিরস ও সব স্পর্শিলে ॥
ভক্তিরস পরম সুকুমার হয় এই। সুখহানি হয়, কথা বিচারয়ে যেই ॥
যদি কহ, তুমি কেন কহিলে বিচার ? তাহার কারণ শুন, মনে যে আমার ॥
নবীন ভক্ত, নিষ্ঠাপ্রাপ্তি না হৈল যাহার।
তাহার আনন্দ-জন্য লিখিল বিস্তার ॥

মুক্তি-আদি হৈতে ভক্তিবিশেষ-মাহাত্ম্য।

অশেষ সংশয়-কণ্টক-উৎপাটন চিত্ত ॥

মনের উল্লাস ভব-কণ্টক ঘুচিলে। নিরন্তর ভক্তিবৃদ্ধি হয় অবহেলে ॥

এই প্রকার বহু লোক বড় বড় সব। মুক্তিকে পরম তুচ্ছ করি' অনুভব ॥

দূরে ত্যাগ করিয়াছেন ভক্তিপর হই'।

'মুক্তি' নাম নাহি লয় ভক্তিরস পাই' ॥

হে গোপকুমার! তোমার ভক্তি ইচ্ছা থাকে।

অনুভব করি' তুচ্ছ করহ মুক্তিকে ॥

তব নিজ মহামন্ত্র—তাহাকেই সেবি। তুচ্ছ হইবেক মুক্তিতত্ত্ব অনুভবি ॥

শুনহ মুক্তির স্থান জানাই তোমারে।

পঞ্চাশ কোটি যোজন এই ব্রহ্মাণ্ড-বাহিরে ॥

অষ্ট আবরণ হয়— পৃথিবী, জল, অগ্নি।

বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব গণি ॥

প্রকৃতি সহ হয় এই আবরণ অষ্টে। জানিবারে লিখিলাম মূলগ্রন্থদৃষ্ট্যে ॥

অষ্ট আবরণ উত্তর উত্তর দশগুণে। তাহা অতিক্রম হয় মুকুতির স্থানে ॥

সেই নিত্য নির্বাণ-পদ লভ্য তারে হয়।

মহাকালপুর নাম তথায় আছয় ॥

স্বরূপ-বচনের সেই হয় অগোচরে। বর্ণন করেন কেহ কোন পরকারে ॥

সেই মহাকালপুরে শীত-উষ্ণহীন। সুবর্ণচ্ছায় নিরমল তথা পায় লীন ॥

প্রসন্ন সদানন্দ-স্বরূপ কেহ বর্ণন করে।

নিজ নিজ মতে দেখে সাকার নিরাকারে ॥

ভগবদ্ভক্তগণ নিজ স্বেচ্ছামতে। মূলীভূত ব্রহ্মস্বরূপাকার দেখে হৃদে ॥

তাহে তোমার দীর্ঘ বাঞ্ছা ভগবদ্দর্শন।

সিদ্ধি হইবেক মহামন্ত্র-প্রভাব-কারণ ॥

বহুকাল বিলম্ব না কর তুমি এথা। মথুরা-সম্বন্ধ ব্রজভূমে যাহ তথা॥
এই ব্রহ্মলোকে থাকি' মন্ত্র জপ করি'। পরম ঐশ্বর্য ভোগ যথেষ্ট বিহরি॥
সর্বসিদ্ধ হইবেক মন্ত্রের প্রভাবে। এথা হৈতে অচিরাৎ ব্রজভূমে যাবে॥
বেদ-পুরাণাদির বচন শুনি' এত। গোপকুমার কহে— হইলাম ভক্তিপ্রাপ্ত॥

হে মাথুর ব্রাহ্মণ! শুন মনের বিচার।
ভক্তি মাতাপিতা পাইলাম, কি অভাব আর॥

তাহাকে ছাড়িয়া কি জন্য কোথায় যাব? এই উদ্বিগ্নচিত্তে করি অনুভব॥

জানিলেন অন্তর্যামী প্রভু ভগবান্।
আমাকে করিলা আজ্ঞা হ'য়্যা কৃপাবান্॥

মাথুর সম্বন্ধে ব্রজভূমে যাহ তুমি। আমার উৎকৃষ্ট ক্রীড়াস্থান সেই ভূমি॥
যথা ব্রহ্মা তৃণজন্ম করয়ে প্রার্থনা। তথা পূর্ণ হয় যেই যে করে কামনা॥

যদিও চিরকাল হৈল আসিয়াছ তুমি।
যৈছে দেখিয়াছ তৈছে দেখিবে ব্রজভূমি॥
তথায় দেখিবে গুরু পরমশ্রেষ্ঠ যেই।
অথবা আমা হৈতে হয় পরমপ্রেষ্ঠ সেই॥
'পরমপ্রেষ্ঠ' শব্দে জানি পরম প্রিয়তম।
প্রাণধন, প্রাণাধিক নাহি যার সম॥

হেন গুরুদেবের দর্শন পুন পাবে। তাঁহার কৃপায় তুমি সমস্ত জানিবে॥

মহাকালপুরে মোরে পাইবা দেখিতে।
আমার প্রসাদে সদানন্দ পাইবে চিত্তে॥
যথা ইচ্ছা যাঁহা তাঁহা ভ্রমণ করিয়া।
অনেক আশ্চর্য অনুভব হবে তব হিয়া॥
হে পুত্র! কথোক কাল তাহার পশ্চাতে।
পরিপূর্ণ হৈয়া তুমি সর্ব-অখিলার্থে॥

মোর সঙ্গে বৃন্দাবনে ক্রীড়া সে করিবে।
এই ত আমার আজ্ঞা নিশ্চয় জানিবে॥
প্রভুর আজ্ঞাতে আমি হর্ষ শোক মনে। ততক্ষণে আইলাম শ্রীবৃন্দাবনে॥
এই ত লিখিলাম মুক্তি-আদির বিচার।
সাযুজ্য জনে প্রবৃত্তি করিতে ভক্তি সার॥
শ্রীরূপসনাতন-চরণের ছায়া। তাহা বিনে জুড়ায় কি এ তাপিত হিয়া?
ভাগবতামৃত-গ্রন্থ করিলে শ্রবণ। তর্ক-কর্কশাদি হয় নবনীত সম॥
সর্ববৈষ্ণবের পদে মোর নমস্কার॥ অজ্ঞ-অপরাধ ক্ষমা কর বার বার॥
শ্রীহরি-পরসাদ পাই এই আশ। ভাগবতামৃতকণা কয় কানাই দাস॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গোলোক-মাহাত্ম্যখণ্ডে
জ্ঞান-নাম দ্বিতীয় অধ্যায়।
দ্বিতীয় কলা পূর্ণ॥

—০—

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীমচ্চৈতন্যরূপায় তস্মৈ ভগবতে নমঃ।
যৎকারুণ্যপ্রভাবেণ পাষাণোঽপ্যেষ নৃত্যতি॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। যে কারুণ্যে শিলা নাচে পাইয়া আনন্দ॥
জয় জয় সীতানাথ অদ্বৈত-ঈশ্বর। শিলা নাচাইলে আজি দুঁহু প্রভুবর॥
জয় গৌরভক্তগোষ্ঠী করুণার বলে। পর্ব্বত সমান হিয়া সেহ শীঘ্র গলে॥
তৃতীয় অধ্যায়ের ইবে আরম্ভ করিয়ে। মূলগ্রন্থ-দৃষ্টে যথাশকতি লিখিয়ে॥
শ্রীগোপকুমার উবাচ—
ব্রহ্মলোক হৈতে আমি পৃথিবী আসিয়া। অপূর্ব দেখিয়ে সব ভ্রমণ করিয়া॥

পূর্বে দেখিয়াছিলাম যে যে স্থানে যেই।
কুত্রাপি তাহার এক গন্ধমাত্র নাই॥

কেবল শ্রীমথুরামণ্ডল পূর্ববৎ। দেখিলাম সেই সব অরণ্য পর্বত॥
স্থাবর জঙ্গম পশু-পক্ষ-আদি যত। সুখে সেইরূপে বিরাজ করেন সমস্ত॥
ব্রহ্মলোকে ভগবানের আজ্ঞা সঙরিয়া। তলাসিয়ে বৃন্দাবনে ভ্রমণ করিয়া॥
এই কুঞ্জে দেখিলাম শ্রীগুরুদেবে। প্রেমেতে মূর্চ্ছিত হ'য়্যা শ্বাস আছে সবে॥
তবে করি বহু প্রকার জলসেক-আদি। চেতন করিয়া পদে করিনু প্রণতি॥

প্রণত দেখিয়া মোরে কৈলা আলিঙ্গন।
আমার যে মনোরথ জানিলা তখন॥

স্নানান্তরে নিজ দত্ত মন্ত্রধ্যানবিধি। উদ্দেশে সঙ্কেতে জানাইলা মোর প্রতি॥
প্রকাশ না হয় বাক্য, প্রেমে মুখ রুদ্ধ। ধ্যান-ন্যাস-মুদ্রা অস্ফুট গদ্গদ॥
হস্তের সংজ্ঞায় শেষে শিখাইল ধ্যান। আজ্ঞা করিলেন যাহা মহাবলবান্॥
তুমি আমার প্রিয়তম সরবস্ব শিষ্য। যে কহিনু তোমারেহ স্ফুরিবে অবশ্য॥
সকল জানিবা মহামন্ত্রের প্রভাবে। সর্ব অভিলাষ পূর্ণ, সমস্ত পাইবে॥
চরণারবিন্দে আমি হইনু পতিত। তৎক্ষণে অলক্ষিতে হৈলা অন্তর্হিত॥
শ্রীগুরুবিয়োগে মন স্থির নাহি হয়। অতিকষ্টে ধৈর্য করি জপেতে নিশ্চয়॥

জপ-প্রভাবে পাঞ্চভৌতিক-অতীত হৈয়া।
যোগ্য দেহ পা'য়্যা সূর্য-মণ্ডল ভেদিয়া॥

ঊর্দ্ধলোকে দেখি সর্ব সুখে ভূষিত হৈয়া।
বিচার করিলাম মনে সে সুখ লখিয়া॥

কিন্তু পরমার্থ-সুখ সেহ ত না হয়। মনোরথ স্বপ্নতুল্য দৃষ্ট মায়াময়॥

মনোবেগে নিমিষে ঐ লোক পার হৈয়া।
ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মলোক পরেতে যাইয়া॥

কোটি কোটি গুণ সুখ উত্তর উত্তর। ঐছে বৈভব অতিশয় ক্রমে শ্রেষ্ঠোত্তর॥

অষ্ট আবরণ হয় পৃথিবী-আদি করি। সেই সেই মূর্তি হয় ক্রমমুক্তি ধরি॥
যে যে আবরণে যায় হয় ভুঞ্জামান। মুক্তিবানের এইরূপ ক্রমেতে বিধান॥
প্রথমে গেলাম আমি পৃথিবী-আবরণে।
সে ঐশ্বর্য-অধিকারী ধরণীদেবী নামে॥
ব্রহ্মাণ্ডের দুর্লভ দিব্য আছয়ে তথায়। মহাশূকর রূপ প্রভু পূজিত সভায়॥
তাঁহাকে দর্শন কৈনু হই' মহাসুখে। যাঁর একেক রোমে চতুর্দশ ভুবনাত্মকে॥
ব্রহ্মাণ্ড বিভূতি আর যে যে কারণরূপী।
পৃথিবীর মধ্যে কার্যব্যাপী জগদ্ব্যাপী॥
সে জগৎ পৃথিবীর উপাদান-কারণ। ভগবানের পূজা করিয়া তৎক্ষণ॥
আতিথ্য করিয়া মোরে করিলা সৎকারে।
কিছুদিন ভোগজন্য প্রার্থয়ে আমারে॥
ধরণীদেবীর অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া।
কেহ যেন আমারে শীঘ্র লৈল আকর্ষিয়া॥
সে আবরণ লঙ্ঘিয়া আর ছয় আবরণে।
প্রাপ্ত হইলাম অনায়াসে সেইক্ষণে॥
মহারূপ ধরি জল পূজে মৎস্যদেবে। তৈছে মহারূপ তেজ সূর্য-মূর্তি সেবে॥
মহারূপধারী বায়ু পূজেন প্রদ্যুম্নে। আকাশরূপধারী অনিরুদ্ধ পূজনে॥
মহারূপধারী অহঙ্কার পূজে সঙ্কর্ষণে। মূলগ্রন্থে বিস্তারিত আছয়ে বর্ণনে॥
মহারূপধারী মহত্তত্ত্ব সেহ যেন। বাসুদেবরূপ ভগবানকে পূজেন॥
দেখিলাম পূর্ব পূর্ব হয় সর্ব কার্য। উত্তর উত্তর কারণ হয় সভাকার পূজ্য॥
পূজ্য পূজক ভোগশ্রী মহত্তত্ত্ব-আদি। অধিক অধিক দেখিলাম প্রথমাবধি॥
এ সকল আবরণ অতিক্রম করি।
প্রকৃতি-আবরণে প্রাপ্ত হৈনু স্বেচ্ছাচারী॥
প্রকৃতির আবরণ মহা-অন্ধকারময়। গাঢ় শ্যাম কান্তিতে নেত্র মন হরয়॥

অত্যন্ত বিস্তার হয় এই আবরণ। নিজ ইষ্টদেব-সদৃশ দেখিয়া বরণ॥

অত্যন্ত হৃষ্ট হৈনু তাথে প্রবেশ করিতে।
আগে না যাইতে ইচ্ছা ভয় হয় চিত্তে॥
মোহিনী মূর্তিধারী নিজ ঈশ্বর পূজিয়া।
আমার অগ্রেতে আইলা সেই মূর্তি হৈয়া॥
স্বহস্তে অর্ঘ্যাদি ল'য়্যা পূজিয়া আমারে।
ভেট দিতে আনিলা অণিমাদি সিদ্ধিবরে॥
আমাকে অবস্থিতি জন্য প্রার্থনা করিলা।
পৃথ্বী, জল-আদি যৈছে প্রার্থী হইলা॥
তৈছন প্রকৃতি-দেবী স্নেহযুক্ত্যে কহে।
যদি মুক্তি চাহ, তথাপি কর অনুগ্রহে॥
যা'তে আমি মুকতির দ্বারপালী হই।
ভক্তি চাহ, তভু বিষ্ণুদাসী আমি এই॥

তাঁহার ভগ্নী মুই, তাঁ'র শক্তিরূপা। ভক্তিদায়িনী হই—এই কর কৃপা॥

গোপকুমার কহে,— সেই প্রকৃতি বচন।
অঙ্গীকার না করিনু বাক্য-উপায়ন॥

বিষ্ণুশক্তি-বুদ্ধ্যে তাঁ'রে করি নমস্কার। মনোহর বর্ণ দেখি ভ্রমি বার বার॥

দেখিলাম জীবসমূহ তাথে ভ্রাজমাণ।
মনোরম সর্বাধিক জানে মাহাত্ম্য॥
দুর্বিতর্ক্য বহুরূপা শোভয়ে আপনি।
মহামোহন বৈভব, অন্ত নাহি জানি॥

কার্যকারণ-সঙ্গে সেব্যমান জগন্ময়। হেন আবরণ দেখি' ভ্রমিয়ে তথায়॥

দুস্তর ঘনতমঃ তাতে ঈশ্বর-ইচ্ছায়।
নেত্র মুদ্রিত করি' পার হইলাম তায়॥

সে হেন তমঃ তেজপুঞ্জ দেখিতে ভয় মহা।
পরম ভক্তির শক্ত্যে পার হৈলাম তাহা॥
আগে দেখি সূর্যকোটিসম পরমেশ্বর।
তাঁহাকে দেখিয়া পাইলাম আনন্দ বিস্তর॥
ব্যাপক বিচিত্র মাধুর্য আর বিভূষণ। সৎপুরুষের সব সংযুক্ত লক্ষণ॥
মায়াবৈভবাভাব সর্ব-মতে ভাসমান। যে পরম-ব্রহ্ম, তৎস্বরূপ হয়েন॥
প্রাকৃত গুণাতীত বাৎসল্যাদি গুণযুক্ত।
মনোহর-আকার, প্রকৃতি-অধিষ্ঠাত্র॥
অধিষ্ঠাতৃ-বিনা সংযুক্ত হয়েন আপনে। কিন্তু প্রকৃতির-সহ সম্বন্ধ-বিহীনে॥
হেন সে অচ্যুত প্রভু করিয়া দর্শন। কি করিব জানিতে সাধ্য নহিল তখন॥
মহাসম্ভ্রম, মহাত্রাস, মহানন্দভরে।
বিবশ হইয়া দেহ না হয় সুস্থিরে॥
যদ্যপিহ পরমেশ্বর হয় স্বপ্রকাশ। ইন্দ্রিয়-বৃত্তি অতিক্রম করে যার ভাষ॥
তথাপি পরমেশ্বর-কৃপার প্রভাবে। প্রতি অঙ্গ-সৌন্দর্য নেত্রে দৃষ্টি হয় তবে॥
তথাপিহ না পারিয়ে করিয়া নির্ধার। এই পরমেশ্বর নেত্রের দৃশ্যমান সার॥
অথবা নেত্র চিত্ত বাহির ভিতর যেই। অনির্বচনীয় চেতনা প্রভাব হয় এই॥
নির্ধারিতে না পারিয়া দেখি তার পরে। মহাতেজঃপুঞ্জ এই হয়েন নির্ধারে॥
ক্ষণেক পশ্চাতে দেখি নিরাকার-ন্যায়।
অবলোকন করিতে চিত্তের খেদ উপজায়॥
শ্রীনীলাচলপতি করিয়ে স্মরণ। ক্ষণেক পশ্চাতে দেখি সাকার বিলক্ষণ॥
দেখিয়া সাকার মূর্তি প্রথমে যেমত। পরম আনন্দ পাই পূর্বকার মত॥
তেজঃপুঞ্জ সাযুজ্য প্রাপ্ত হইতে হইতে।
রক্ষা পাই এই পরমেশ্বরানুকম্পাতে॥
কেমনেতে পাই রক্ষা শুন সে বৃত্তান্ত। ঐ প্রভুর চরণারবিন্দ-নখ-মণি-চন্দ্র॥

তাহার কিরণছটা সম্বন্ধ করিয়া। মুক্তি-প্রসঙ্গ নাহি হয়, থাকি এড়াইয়া॥

ভিন্নাভিন্ন তথায় দেখি অতিসূক্ষ্ম সিদ্ধ।

মুক্ত জীব—আবৃত আছে যেন ভক্তবৃন্দ॥

সে সব দেখিয়া মোর আনন্দ হইল। অসংবৃত সূর্য যেন এমতি জানিল॥

এ-প্রকার আনন্দ-বৃদ্ধি মগ্ন হই' তায়। আত্মারাম-ন্যায় অথবা পূর্ণকাম-ন্যায়॥

এই মত মনে মনে করিয়ে বিচার। এই মহাকালাখ্য পদ শ্রেষ্ঠ সভাকার॥

নিজ প্রাপ্য যেই বস্তু, তাহা দিনে দিনে।

অন্তর্হিত হইতে লাগিল সেই স্থানে॥

নিজমন্ত্র-প্রভাবে ইষ্টদেব-পাদপদ্মে।

অবলোকন-লালসায় লীন না হই তাথে॥

আর সেই তেজোময় পুরুষ-দর্শনে। বহুকাল অবলোকনে উৎকণ্ঠা হৈল মনে॥

নিজ ইষ্টদেব শ্রীমন্মদনগোপাল। সাক্ষাৎ-দর্শন-জন্য লোভ হৈল ভাল॥

মুক্তিপদ-অধিষ্ঠাতা যেই পরমেশ্বর। প্রথম দর্শনে যেন প্রীত হইত অন্তর॥

তৈছে প্রীতি না পাইয়া ভয় হয় মনে। কখন হইব লয় মহাতেজ সনে॥

কবে ব্রজ-ভূম গিয়া বাঞ্ছিত পাইব। এই পরামর্শ মনে করি অনুভব॥

হেন-কালে গীত-বাদ্য মহা-অদ্ভুত ধ্বনি।

শুনিয়া আনন্দে চারিদিগে দেখি আমি॥

ঊর্ধ্ব চাহিয়া দেখি তবে বৃষের উপরে।

কেহ আসিতেছে, সঙ্গে বহু পরিবারে॥

কর্পূর-গৌরবৎ তিন নেত্রধারী। অর্ধচন্দ্র দিগম্বর মৌনী গঙ্গাবারি-॥

প্রক্ষালিত জটা উজ্জ্বল ভস্মাঙ্গ-লেপন।

অস্থিমালা শোভিয়াছে ত্রিশূলধারণ॥

নিজ অঙ্গে স্থিত গৌরী প্রেমে আপ্যায়িতে॥

অতিদিব্য ছত্রচামরাদি পরিচ্ছদে॥

পরিবার অনুরূপ সুন্দর আকার। সর্বক্ষণ সেব্যমান হয় চেষ্টা যার॥
পরম বিস্ময় হর্ষ পাইলাম তবে। অনুমানি মুক্তিপদের পরিবার হবে॥
পরমানন্দ হ'য়্যা পরিবার-সহ তাঁ'রে। দণ্ডবৎ বার বার করি নমস্কারে॥

অনুগ্রহ করি' কৃপা-অবলোকন কৈল।
আনন্দবেগে নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসিল॥
নন্দীশ্বর নাম যাঁ'র জিজ্ঞাসিনু তাঁরে।
কোন্ মহাশয় ইঁহ কহিবে আমারে॥
নন্দীশ্বর হাসি কহেন,—শুন হে গোপাল!
গোপাল-উপাসনাপর হে গোপাল-বাল॥
না জানহ জগদীশ্বর দেব-মহাদেব।
মুক্তি-ভুক্তি-দাতা ভক্তি-বৃদ্ধি করান সব॥

মুক্তগণের সম্যক্-প্রকার পূজ্যমান। সকল বৈষ্ণবগণের বল্লভ পরাণ॥
শিব-কৃষ্ণ অভিন্ন-দৃষ্টে ভক্তি-প্রাপ্ত হই। তার নিজলোক শিব-অনুরূপ সেই॥

নিত্য পরিমিত বিচিত্র বৈভবযুক্ত।
হেন গিরি কৈলাস শোভা-করণ-নিমিত্ত॥
তথা সখা কুবের-ভক্তি বশীভূত হৈয়া।
তথা চলিয়াছেন প্রিয়া পার্বতী লইয়া॥
গোপকুমার কহে,—আমি একথা শুনিয়া।
আনন্দিত হৈনু মনে প্রসঙ্গ ইচ্ছিয়া॥

শ্রীমন্মদনগোপাল শিব-মহাদেবে। অভেদ-জ্ঞান এই মোর হউ অনুভবে॥

মোর অভিপ্রায় জানি সে যে ভগবানে।
দৃষ্টিদ্বারে নন্দীশ্বরে প্রেরিলা আপনে॥
নন্দীশ্বর উপদেশ আমারে করিলা।
সেই উপদেশে অনায়াসে স্ফূর্তি হৈলা॥

মদনগোপাল নিজ প্রাণ ইষ্টদেব। তাঁ'র সহ অভিন্ন এই শিব মহাদেব ॥
কৃষ্ণভক্তি বৃদ্ধি-কারণ ইহাতেই হয়। এই মত বুদ্ধি মোর হইল নিশ্চয় ॥
নন্দীশ্বর কহেন—শিব ভকতিলম্পট। নৃত্য গান নাম সদা করেন প্রকট ॥
নিজভক্তগণে সদাসর্বদা রমায়। আপনে আনন্দ-সমুদ্রতরঙ্গে ভাসায় ॥
সহস্র বদন শেষমূর্তি প্রভু ভগবানে। দাসবৎ নিত্য পূজন করেন আপনে ॥
আপনি হয়েন শিব জগৎ ঈশ্বর। এইমত শিবলোকের মাহাত্ম্য বিস্তর ॥
গোপকুমার কহে,—শুন মাথুর ব্রাহ্মণ। পরমানন্দ প্রাপ্ত হৈনু শুনি শিবগুণ॥
কিন্তু হৃদয়েতে দেখি সুখবিশেষহীনে। শ্রীগুরুপ্রসাদে জানিলাম তৎক্ষণে ॥

দশাক্ষর মন্ত্রপ্রভাব কি কহিতে পারি ?
সে প্রভাবে জানিলাম হৃদয়ে বিচারি ॥

শ্রীমন্মদনগোপাল-চরণ-কমল। তাঁহার সম্বন্ধী যত লীলাদি সকল ॥
সৌন্দর্য-মাধুর্য-কারুণ্য-আদি গুণ। এ সব অনুভব বিনে মন হৈল শূন্য ॥

এই নিশ্চয় করি' আমি বোধ দিলাম মনে।
শুনহ তাহার কথা কহিব এখনে ॥

মহাদেবরূপে মদন গোপালের রূপ। সে মাধুরী যদ্যপি না হয় অনুভব ॥
তথাপিহ এই মহাদেবের প্রসাদে। দীর্ঘ বাঞ্ছা পূর্ণ তোমার হবে অপ্রমাদে ॥
এইমত নিজমনে করিলাম স্থির। শিবপাশে দণ্ডায়মান রহি হই' ধীর ॥

কোন হেতু শিব বিশ্রাম কৈলা মুক্তি-স্থানে।
হেন কালে অপূর্ব ধ্বনি শুনিনু শ্রবণে ॥

কোন মহত্তম অতি মধুর সঙ্গীত।
ধ্বনি করি' আসিতেছেন কিছুদূরে স্থিত ॥

সেই ধ্বনি শুনি' আনন্দসাগরে মগন। মহাপ্রেমবিকার শিবের হৈল তনুমন ॥

কম্প-অশ্রু-পুলক-আদির বশীভূত হৈয়া।
নৃত্য করেন মহাদেব প্রেম প্রকাশিয়া ॥

পতিব্রতা-উত্তমা সতী নন্দী-আদি করি।
পার্ষদ-সহ বাদ্য-সংকীর্তনাদি উচ্চারি' ॥
প্রভুকে উঠাইয়া করায় এসব প্রকারে।
বিশেষে পার্বতী করতালে তাল ধরে॥

সেইকালে ভগবৎপার্ষদ আইলা। অঙ্গের ছটাতে সব দিক্ প্রকাশিলা ॥
চতুর্ভুজ, কৈশোর বয়ঃ, পরম সৌন্দর্য। ভূষণকে ভূষিত করে কান্তি সুমাধুর্য ॥
শিবগণে আচ্ছাদন কৈলা নিজরূপে। তাহে কি বিস্ময় নারায়ণের স্বরূপে ॥
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের মহাকীর্তি-গানানন্দে। সেইরঙ্গে নিমগন প্রেমের সমুদ্রে ॥
অতিশয় অনির্বচনীয় চিত্তহারী। হেন পরিচ্ছদ সর্বচমৎকারকারী॥
পার্ষদ-দর্শনে স্বভাবেই প্রেম হয়। মহানন্দ হৈল মোর বাহ্যান্তরময় ॥
মূর্চ্ছা পাইলাম সে আনন্দে মগ্ন হৈয়া। সুস্থ হইলাম ক্ষণে যতন করিয়া ॥
মনে হয় পার্ষদের হইতে দাসত্ব। লজ্জাভয়ে চাহিবারে না হয় সামর্থ্য ॥
ইহার দাসত্ব হওন বড়ই দুর্ঘট। সম্ভাষণ করেন যদি ডাকেন নিকট ॥

এই যে লালসা হ'য়া উৎকণ্ঠিত হই।
আমি মূঢ় কৃপাকটাক্ষ কৈলে রক্ষা পাই ॥

নতুবা আমার তবে হইবে মরণ। ইহা হয় যদি কৃপা করে ত্রিলোচন॥

যে পার্ষদে গাঢ় আলিঙ্গিয়া মহেশ্বর।
মূর্চ্ছাকে হইলা প্রাপ্ত মহাপ্রেমভর॥

ইত্যাদিক মোর মন-বৃত্তান্ত জানিলা। উমাদেবী গণেশেরে প্রেরণ করিলা ॥

গণেশ লহু লহু বাক্যে মোরে উপদেশে।
না করিহ চিন্তা বলি' কৈল আশোয়াসে॥
লহু লহু কহেন গণেশ, শুন সে কারণ।
শিবগণে অযোগ্য এই প্রকাশ কথন॥

পরমগোপ্য হয় তাহা কহেন গণেশ॥ শুন গোপপুত্র! কিছু বচনবিশেষ॥

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ শ্রীমন্নারায়ণ। সে মহাপ্রভুর পার্ষদ করিলে দর্শন॥

সারূপ্য পাইলা আইলা বৈকুণ্ঠ হইতে।
চলিয়াছে ব্রহ্মাণ্ডগণে ভক্তের রক্ষার্থে॥
ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড, চতুরানন পঞ্চাশকোটি-।
যোজন পরিমাণ আছে শাস্ত্রে পরিপাটী॥

ইহা দুই গুণ হয় শতকোটি যোজন। অষ্টমুখ ব্রহ্মা তাহা করেন পালন॥
ষোল মুখ ব্রহ্মা বত্রিশ চৌষট্টি মুখে। দ্বিগুণ দ্বিগুণ ব্রহ্মার মুখ লাখে লাখে॥

যৈছে যৈছে ব্রহ্মা, তৈছে ব্রহ্মাণ্ড বড় বড়।
অসংখ্য অসংখ্য লেখা নাহি হয় দড়॥

তদনুরূপ পরিচ্ছদ ক্রমে ক্রমে শ্রেষ্ঠ। পার্ষদগণ তৈছে তৈছে কর শুভ দৃষ্ট॥
দেখাইলেন গণেশ সর্ব পার্ষদচরণ। সৌন্দর্যেতে নেত্রমন করয়ে হরণ॥
আর কহিলেন,—শুন নিশ্চয় করিয়া। পার্ষদগণ ভ্রমণ করেন যে লাগিয়া॥

যার মৃত্যুকালে জিহ্বা কিংবা কর্ণপথে।
হরিনামাভাস প্রাপ্ত হৈলে কোন মতে॥
সে জনের সর্বভয় হৈতে রক্ষা করে।
আর এক হেতু শুন, কহিব তোমারে॥

ভকতগণের বিঘ্ন করেন বিনাশ। নির্মল ভকতি ভক্তে করেন প্রকাশ॥
ভকতি-বল্লভ এক হয়েন যাহার। সর্বত্র ভ্রমণ এই কারণ ইহার॥
এই যে নৈষ্ঠিক উত্তম সনকাদি চারি। ভক্ত-অবতার হয়েন কহিল বিবরি॥

তপোলোকে দেখিয়াছ সনকাদি সেই।
লোকহিতের জন্য পার্ষদ-ন্যায় হই'॥

তপোলোকে প্রভু নারায়ণ-অদর্শনে। অনাথ হয়েন তপোলোকবাসিগণে॥
সকলে ত ঊর্দ্ধরেতা যোগেন্দ্র প্রবল। ভগবদ্‌বার্তা সংকীর্তনাদি মঙ্গল॥
প্রাপ্ত করাইয়া লোকে করেন ভ্রমণ। সম্প্রতি বৈকুণ্ঠ হৈতে হৈল আগমন॥

বৈকুণ্ঠে শ্রীভগবান্ দর্শন করিয়া। মূর্চ্ছানন্দ বিড়ম্বন করে পরানন্দ পা'য়্যা ॥

পার্ষদ-সঙ্গে আইলা প্রভু কীর্তন-শ্রবণে।
বৈকুণ্ঠে যত গুণগণ জাগে যা'র মনে ॥

নিরুপম-বৈভব সাক্ষাৎ রমানাথে। তাহার সুলভ যার হয় প্রেমভক্ত্যে ॥

অদ্বৈত-দুর্বাসনায় যা'র মুক্তি-ইচ্ছা মনে। তাহার যে দুর্লভ বৈকুণ্ঠ-মাহাত্ম্যে ॥

গণেশ কহেন,— মোর পিতা এই মহেশ্বরে।
ইঁহার কৃপা হয় যদি তোমার উপরে ॥
তবে সে শুনিবে সর্ব বৈকুণ্ঠ-মাহাত্ম্য।
দেখিতে পাইবে তবে জানিবা এ সত্য ॥

গণেশের মুখে শুনি গোপের কুমার। লালসা হইল যে বৈকুণ্ঠ দেখিবার ॥

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

শুন হে ব্রাহ্মণ! আমি চিন্তার সাগরে। অপার তরঙ্গ দেখি' ব্যাকুল অন্তরে ॥

বৈকুণ্ঠ যাইতে নিজে অযোগ্য মানিয়া।
রোদন করিনু শোক-মোহ প্রাপ্ত হৈয়া ॥

পরম দয়ালু প্রভু দেব পঞ্চানন। আমাকে উঠাইয়া তবে কৈল আশ্বাসন ॥

পর-দুঃখে দুঃখী শিব হয় সর্বকালে। বৈষ্ণব একা প্রিয় যাঁর করুণার বলে ॥

হে শ্রীবৈষ্ণব! শুন বৈকুণ্ঠ-মাহাত্ম্য।
পার্বতী-সহিত আমি বাস করি নিত্য ॥

মম লোক বাস হৈতে পরম দুর্লভ। মুক্ত-জনার প্রার্থনীয়, না হয় সুলভ ॥

ব্রহ্মা ও তাহার পুত্র ভৃগু আদি যত। আমাদের সাধ্য হয়, না হয় সাধিত ॥

বিশুদ্ধ স্বধর্ম বর্ণাশ্রম উৎকৃষ্ট। তাথে নিষ্ঠা শুদ্ধ হৈলে কৃপা করে কৃষ্ণ ॥

তাহা হৈতে শতগুণ তাঁর কৃপা হৈলে। ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয় সেই অবহেলে ॥

তার শতগুণ হৈলে মোর ভাবে প্রাপ্ত।
আমাকে যে কৃপা করে ভগবান্ নিত্য ॥

তৈছে কৃপার শতগুণ কৃষ্ণ-কৃপা হৈলে।
শ্রীবৈকুণ্ঠ-প্রাপ্ত হয় জানিহ নিশ্চলে॥
মহাদেব হয়েন যে ভক্ত-অবতার। ইহাতে বিনয়-উক্তি জানিহ তাঁহার॥
বস্তুতঃ পার্ষদ হৈতে শিব পূজ্য হয়। তথাপি বৈকুণ্ঠবাসীর মহিমা কহয়॥
বৈকুণ্ঠ দুর্লভ এই যদ্যপি নিশ্চয়। তথাপিহ শীঘ্র পাইবার যোগ্য হয়॥
যা'তে তুমি গোবর্ধনের গোপের কুমার।
মথুরানাথের ভক্ত দ্বিতীয়েতে আর॥
তৃতীয়ে কৃষ্ণভক্তি-প্রিয় যেই বিপ্রবর। তাঁ'র শিষ্য তুমি কৃষ্ণ-মন্ত্রেই তৎপর॥
তাথে শ্রীগোপালদেবের অনুরক্ত তুমি।
ইহাতে বৈকুণ্ঠে যাবে অনায়াসে আপনি॥
চারিপ্রকার মুক্তি হয় শাস্ত্র-পরচারে।
সারূপ-সালোক্য-সার্ষ্টি-সাযুজ্য ধিক্কারে॥
সেইত সাযুজ্য-স্থান এই ত দেখিলে। ইহাতে পতিত হয় যে অতিবিহ্বলে॥
মহাসংসার-দুঃখ-জ্বালায় মগ্ন চিত্ত যার।
বিবেচনা নাই তার কি সার অসার॥
অদ্বৈত-ভাবনায় ভাবিত যে অন্তঃকরণ।
হেন যতির প্রাপ্তি-স্থান এই বিবরণ॥
তার মতি হেন কেন হইল যে লাগিয়া।
শুনহ তাহার কথা কহি বিবরিয়া॥
কৃষ্ণ নিজ-প্রেমভক্তি গোপন করিতে। তাঁ'র আজ্ঞায় ডুবাইনু ভ্রম-সমুদ্রেতে॥
ইহাতেই ভক্তিরস-সার জ্ঞান নাই। পরমাণ লিখি পদ্মপুরাণেতে যেই॥

তথাহি পাদ্মে মহাদেব-বাক্যং—
মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বক্ষ্যতে দেবি কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা॥

ব্রহ্মণশ্চাপরং রূপং নির্গুণং বক্ষ্যতে ময়া।
সর্বস্ব জগতোঽপ্যস্য মোহনার্থং কলৌ যুগে॥
তথাহি শ্রীকৃষ্ণস্য আজ্ঞা—
স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু॥ ইতি

ভগবদ্ভজনানন্দ ভক্তি-রস চাহে। তাহাদের উপেক্ষার স্থান এই হয়ে॥
বিঘ্ন-সমান জানি' এই স্থান ত্যাগ কর।
সাযুজ্যেতে ভক্তিবিঘ্ন হয় ঘোরতর॥
যে দেখিলে এ স্থানে ভগবদ্রূপসম। সদ্গুরুকৃপাতে তোমার হৈল দরশন॥

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

মহাদেব-প্রসাদে পরমানন্দ অতিশয়। পার্ষদসহ বৈকুণ্ঠ যাইতে মনে হয়॥
কিন্তু লজ্জা ভয়েতে কহিতে নাহি পারি।
জোড় হাতে আছি এই মত মৌন ধরি'॥
ভগবৎপার্ষদ শিবের বচন শুনিয়া। পরম আদরে তাঁ'রে প্রণাম করিয়া॥
বিনয়যুক্ত প্রীতিপূর্বক মহাদেবে কহে।
বৈকুণ্ঠনাথ-সহ ভেদ আপনে না হয়ে॥
তৈছে লক্ষ্মীসহিত গৌরীতে ভেদ নয়। বৈকুণ্ঠবাসী দেবীসহ উপযুক্ত হয়॥
সে প্রভুর প্রিয়তম মহা-অবতার। এই ত প্রসিদ্ধ খ্যাতি হয় আপনার॥
কৃষ্ণভক্তি-রসতরঙ্গে আপনে গ্রাহক। আপনেই ভক্তি-রসের হও প্রবর্তক॥
ইহাতে বৈষ্ণব সব স্তুতি করেন তোমা। সর্ব অবতার হৈতে অধিক মহিমা॥
নিজ-স্তুতি শুনি' শিব নীরব রহিলা। তবে ভগবৎ-পার্ষদ মোরে আলিঙ্গিলা॥
নিরুপাধিকৃপাকর-শ্রেষ্ঠ হয়েন যা'তে। করুণা করিয়া কিছু কহেন আমাতে॥
হে মদীশ্বর-মন্ত্র-উপাসক সুপাত্র! হে উমাপতিপ্রিয় হে গোপাল-পুত্র!!
ভক্তগণ-মধ্যে তোমায় গণনা করিয়ে।
গোবর্ধনবাসী তাহে অধিক জানিয়ে॥

আর শুন গৌড়দেশে জাহ্নবীর তীরে।
জন্মিয়াছেন মাথুর-সম্বন্ধী বিপ্রবরে ॥
'জয়ন্ত' যাঁ'র নাম সে কৃষ্ণের অবতার।
সেই তোমার গুরু, প্রতীত কর বাক্যসার ॥
আমরা সব আসিয়াছি তোমার নিমিত্ত। যদ্যপি বৈকুণ্ঠ চাহ শুন নিজকৃত্য ॥

সব ছাড়ি নবধা ভক্তির কর অনুষ্ঠান।
সে ভক্তি-বোধক ভাগববতাদি আখ্যান ॥
লীলাকথা নিত্য শুন পিরীতি করিয়া।
ভগবৎপদ দিবেন কর্ণে প্রবেশিয়া ॥

ভাগবতাদি পরমাণ আছয়ে অনেকে।
তাহার কিঞ্চিৎ কথা কহিব তোমাকে ॥
ভাগবতামৃত এই পরামৃতপূর। যেই পান করে তার সৌভাগ্য প্রচুর ॥
শ্রীরূপ-সনাতনের চরণ চিন্তিয়া। অতিলোভে লিখি ভাষা জড়বুদ্ধি হৈয়া ॥
শ্রীহরিপরসাদ পাই এই আশ। ভাগবতামৃত-কণা কয় কানাই দাস ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গোলোকমাহাত্ম্য-খণ্ডে
ভজন-নাম প্রথম কলা।
তৃতীয় অধ্যায় ॥

—০—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥
জয় জয় নিতাই নিমাই ভাই দুটি। জয় সীতানাথ জয় গৌরভক্ত-গোষ্ঠী ॥

শ্রীপার্ষদ উবাচ—

নয় প্রকার ভক্তি মধ্যে এক ভক্তি-অঙ্গ।
করিলেই বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হয় প্রভুসঙ্গ ॥

কর্মজ্ঞানাদি হৈতে শ্রেষ্ঠ ভকতি-উত্তম। সর্ব সাধ্য-মধ্যেতে বৈকুণ্ঠ শ্রেষ্ঠতম॥
ইহাতেই মহাসাধনেই প্রাপ্তি হয়। মহাসাধন—নবধাভক্তি, জানিবা নিশ্চয়॥
বৈকুণ্ঠ হৈতে স্বর্গাদির ফল তুচ্ছ জানে। সারাসার-চতুর রসিক ভক্তগণে॥
তাঁহাদের অনাদর স্বর্গাদিক ফলে। বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত করায় ভক্তি এক অঙ্গবলে॥

ভক্তি এক-অঙ্গে যদিও বৈকুণ্ঠসিদ্ধি হয়।
তথাপি রসিক ভক্ত করে প্রকার নয়॥

সুখে সম্পাদন করেন নয় প্রকার ভক্তি। চিত্রবিচিত্র ভক্তিরস প্রাপ্ত নিত্য॥
এক-অঙ্গ-ভক্তিনিষ্ঠা হইলে স্বভাব। কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রেম হয় আবির্ভাব॥
তথাপি প্রেমে নয় প্রকার কর্তব্য ভকতি। ফলান্তর-অভিলাষ-বারণ নিমিত্তি॥
ফলান্তর-অভিলাষ যত্তপি করয়। বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির বিরোধী আবশ্যক হয়॥
হৃদয়রোগরূপ যাতে নানা চিন্তাজ্বর। দূর করে হেন অভিলাষ-ফলান্তর॥

যত্তপি এতাদৃশ ভক্তি যেখানে সেখানে।
করিলে, উৎপন্ন হয় বৈকুণ্ঠ সেইস্থানে॥

তথাই বৈকুণ্ঠনাথ করেন বিরাজ। তথাপি অধিক হয় বৈকুণ্ঠসমাজ॥
অন্যত্র সর্বদা সাক্ষাৎ নহে ভগবানে। মাধুর্যাদিগুণে সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠভুবনে॥
অতএব বৈকুণ্ঠলোক অপেক্ষিত হয়। অন্যত্র নির্বিঘ্নে সম্পন্ন নহে ত নিশ্চয়॥

বৈকুণ্ঠলোকে কালাদি-কৃত অন্য বিঘ্ন নাই।
সর্বপ্রকারিকা ভক্তি বৈকুণ্ঠেই পাই॥
সেই ভক্তি-নহে নিজেন্দ্রিয়-মন-কায়।
চেষ্টারূপা না জানিবে করিয়া নিশ্চয়॥
তাহার কারণ— ভক্তি হয় নিত্য সত্য।
ঘন-আনন্দরূপা আর হয় গুণাতীত॥
কৃষ্ণ— প্রসাদ করিয়া নিগুর্ণ জীবতত্ত্বে।
প্রকাশ হ'য়া বহুবিধ শ্রবণ-কীর্তনাদ্যে॥

কৃষ্ণের নিজ ভক্তগণের হর্ষের নিমিত্ত।
বিলাস করেন সদয় হ'য়া নিত্য নিত্য ॥
এ বিচারে জীবতত্ত্ব বিশুদ্ধ হৈলে পরে।
তবে নয় প্রকার ভক্তি তাথে বিলাস করে ॥
সেই জীব অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠপ্রাপ্ত হয় ॥
বিশুদ্ধ জীব কারে কহে, শুন সে নিশ্চয় ॥
দেহেন্দ্রিয়-সম্বন্ধ হৈতে জীব ভিন্ন হয়।
হেন জ্ঞান জীবের হৈলে বিশুদ্ধ তারে কয় ॥
যদি কহ— ভক্তি ইন্দ্রিয়ব্যাপার-রূপা হয়।
দেখিতে পাইতেছি এই, কি অন্য আশয় ॥
সত্য বটে, দেখিতেছ, শুনহ বিশেষ। তুলনা না হয় অন্য কর্মাদি অশেষ ॥
অন্য কর্মে হয় জীবের কর্তা-অভিমান। ভকতি-ব্যাপার এই স্বতন্ত্র বিধান ॥
শোধিত আত্মাতে ভক্তি করেন বিলাস।
শুদ্ধ আত্মার নাই কর্তা-অভিমান-আশ ॥
স্বধর্মাচার কর্মাদি-মত ভক্তিও হয়। হেন বুদ্ধি কদাচিৎ না কর নিশ্চয় ॥
মীমাংসকাদি কহে— ভক্তি সৎকর্মেতে গণি।
এহ বর্হির্দৃষ্টি করি' কহে হেন বাণী ॥
তত্ত্ববিচারে সেই না কহিল এই। দৃষ্টান্ত শুন কর্ম আর ভকতিতে যেই ॥
বৈকুণ্ঠবাসিদেহ আর পাঞ্চভৌতিক।
অপ্রাকৃত, প্রাকৃত সনে কেবা করে এক ?
মণি শব্দে 'চিন্তামণি' 'কাচমণি' যেন। স্বধর্মাচার-কর্মে ভক্তিকে কহি তেন ॥
বহির্দৃষ্টিমতে কহে তত্ত্ব না জানিয়া। পুনর্বার কহে সেই রোষযুক্ত হৈয়া ॥
শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিভক্তি কায়ের ব্যাপারে।
নিষ্পন্ন হয় দেখিতেছি, কি অন্য বিচারে ॥

কেমতে ভক্তিকে তবে কহ অপ্রাকৃত ?
স্বয়ংপ্রকাশ হয় ভক্তি, এ নহে মহত্ত্ব ॥
তবে কহি শুন তুমি হ'য়া স্থিরবুদ্ধি।
বৈকুণ্ঠবাসী ভক্তকে জান অপ্রাকৃত শুদ্ধি ॥
তেমতি অন্যত্র ভক্তদেহ অপ্রাকৃত। সচ্চিদানন্দঘনরূপা ভক্তিবৎ ॥
অতএব ভক্তি ভক্ত দুই একরূপ হৈলে।
উক্ত দোষ-প্রসঙ্গ না হয় কোন ছলে ॥
পাঞ্চভৌতিক ভক্তের দেহ—ভক্তিস্ফূর্তিতে।
সচ্চিদানন্দরূপ হয় জানিহ নিশ্চিতে ॥
ভক্তি-অপ্রাকৃত, মোরা বৈকুণ্ঠ পার্ষদ। আমরা প্রমাণ ইথে দেখহ বেকত ॥
আমরা প্রাকৃত গুণে আবিষ্ট না হৈয়ে।
নিরন্তর বহুধা ভক্তি বিস্তার করিয়ে ॥
যদি কেহ বলে—ইতর বার্তাদির মত। বাগ-ইন্দ্রিয়বৃত্তিরূপ কীর্তনাদি যত ॥
এমতি সাক্ষাৎ এই করি অনুভব। তবে কেন অন্য বিচার কর তুমি সব ?
ইথে শুন— সেই ভক্তি ইন্দ্রিয়ব্যাপার হৈয়া।
নবীন সেবকে প্রকাশমান হ'ন গিয়া ॥
সম্যক্ প্রকার প্রীতি-প্রবৃত্তি-কারণে। নবীন ভক্ত যেই নিজমনে মানে ॥
অহো আমার কর্ণ-জিহ্বাদি নামাদিক করে।
হর্ষযুক্ত নিষ্ঠা হয় এই পরকারে ॥ ,
নতুবা সে প্রয়াসের অসাধ্য জানিলে।
ভক্তিতে উদাসীন সেই হৈব অবহেলে ॥
ভক্তিতে নিষ্ঠা যার হেন মহৎজন। ভক্তিকে স্বাধীন তাঁ'রা না জানে কখন ॥
প্রভুর মহাপ্রসাদরূপা হয় এই ভক্তি। তাঁহারা অনুভব সদা করেন এমতি ॥
অতএব গোপকুমার ! শুনহ বচনে। যদি ত্বরা হয় তোমার বৈকুণ্ঠ-দর্শনে ॥

তবে সর্বাভীষ্টদাত্রী সেই ব্রজভূমি। তথাতে গমন শীঘ্র করহ আপনি ॥
তথা গিয়া যে করিবে শুন সেই ভাষা। কেবল শ্রীচরণারবিন্দ সদা সঙ্গ-আশা ॥

জ্ঞান-কর্ম-অমিশ্রা বিশুদ্ধ ভক্তি যেই।
তার মধ্যে প্রধান নামসংকীর্তন এই ॥
সেই ভক্তিতে বৈকুণ্ঠ-পার্ষদ-সদৃশী।
প্রেমসম্পত্তি শীঘ্র হবে রাশি রাশি ॥

যে প্রেম-সম্পত্তিতে পাবে বৈকুণ্ঠ-দর্শন ॥ অতএব সর্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্তন ॥

তাথে তপোলোকবাসী পিপ্পলায়ন-আদি।
প্রেম-অন্তরঙ্গ সাধন স্মরণ মানে নিতি ॥

তাহার কারণ কীর্তনরূপা ভক্তি যেই। অচেতন বাগেন্দ্রিয়ে স্ফূর্তি হয় সেই ॥
অনায়াসে শীঘ্র স্ফুরে অল্প-আয়াসে। ইথে অল্প হয় কীর্তন, স্মরণবিশেষে ॥
তার হেতু—চঞ্চল ঘোর বলিষ্ঠ হয় মন। সকল ইন্দ্রিয়ের রাজা জানে সর্বজন ॥
অনেক প্রকারে বশ বিশুদ্ধ হইলে। তাথে স্মরণাত্মিকা ভক্তি স্ফূর্তি হয় হেলে ॥
অতএব কীর্তন হৈতে শ্রেষ্ঠতা স্মরণে। চঞ্চল স্বভাবে এক স্ফূর্তি হয় মনে ॥
এমন স্মরণ হৈতে শ্রেষ্ঠ হয়েন কীর্তন। পার্ষদ কহে আমাদের এই ত মরম ॥
যেহেতু কীর্তন বাগিন্দ্রিয়েতে স্ফুরয়ে। পশ্চাৎ বাগিন্দ্রিয়যুক্ত মনে প্রবেশয়ে ॥
শ্রবণে স্ফুরয়ে আর অন্য শ্রোতাগণে। উপকার করে, এত না হয় স্মরণে ॥
চঞ্চল-স্বভাব মন বশ নাহি হয়। ইথে স্মরণ সম্যক্ প্রকার সিদ্ধ নয় ॥
যে কেহো ধ্যানরসিক হয় ভক্তগণ। কীর্তনের ফল ধ্যান—মানেন ঐছন ॥
তাহাদের মত অনুবাদ যে করিয়া। বিবেক চাতুর্যদ্বারে অঙ্গীকার হৈয়া ॥
কীর্তনে করিলা শ্রেষ্ঠ করিয়া বিচার। সে সব বিচার শুনিয়াছেন বিস্তার ॥

ভগবানের কেশ আর পাদপদ্ম হৈতে।
লাবণ্য-মাধুর্যাদি সর্ব স্ফুর্তি হৈলে চিত্তে ॥

সাক্ষাৎন্যায় যদি হয় প্রকাশমান। তার পরিপাক হৈলে হয় তবে ধ্যান ॥

ভগবানে মনের সম্বন্ধ হৈলে মাত্র। তাহাকে 'স্মরণ' কয় কিংবা 'স্মৃতি' উক্ত ॥
যদি ধ্যান-বেগেতে করিয়া আমাদিগে। অভিপ্রেত ইন্দ্রিয়বৃত্তিরূপ হয় বেগে ॥
সংকীর্তন দর্শন-স্পর্শনাদি ধ্যানমধ্যে। যদি সম্পন্ন হয় তবে ধ্যান শ্রেষ্ঠমতে ॥
যদি ধ্যানমধ্যে সংকীর্তন সম্পন্ন নহে। যদি ভগবানের শ্রীমূর্তিতে মন হয়ে ॥

তাহার বিধান শুন— যে অঙ্গে প্রীতি যার।
সেই অঙ্গ করিবেক, এইত বিচার ॥

এই ত সাধুদিগের সম্মত হয় জানি। আমরা ধ্যান, সংকীর্তন দুই সেব্য মানি ॥

কীর্তনেতে ধ্যানের সুখ বৃদ্ধি করয়।
ধ্যান হৈতে সংকীর্তন-মাধুরী সুখ হয় ॥

অতএব দুইয়ের পোষকতা হয় পরস্পর। পার্ষদ কহে,—অনুভব এইত অন্তর ॥
এইহেতু দুইকে এক করি মানি। সংকীর্তনের মত ধ্যান সুখপ্রদ জানি ॥
যে হেতুক প্রিয়তম কোন বস্তু যদি। নিজ ইচ্ছা-অনুসারে বস্তু হয় প্রাপ্তি ॥

তাহার দৃষ্টান্ত যেন জ্বর রোগে কেহ।
শীতল অমৃততুল্য জল মনে পিয়ে সেহ ॥

তথাপিহ তার তৃষ্ণা-হ্রাস হয় তবে। এবং হয়েন সুখী নিজ-অনুভবে ॥
তেমতি হয়েন ধ্যান সর্বসুখাকর। ঐছে ধ্যানের প্রশংসা করিয়া বিস্তর ॥
এখন নিজ পরম সম্মত ভগবন্নাম-। সংকীর্তনে দেখায়েন উৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য ॥

তাহা কহিবার জন্য প্রথমে সামান্য-।
ধ্যান হৈতে মহিমাধিক্য সংকীর্তনে ধন্য ॥

একাকী হৈয়া নির্জনেতে ধ্যান সিদ্ধ হয়। অন্য পরকারেতে নিশ্চিত সিদ্ধ নয় ॥
বহু বিঘ্নেতে ধ্যান সিদ্ধ হওন ভার। কীর্তন সর্বদা সিদ্ধ দেখ অতঃপর ॥

নির্জনে কীর্ত্তন সিদ্ধ কিংবা বহু সঙ্গে।
ইহাতে কীর্ত্তন শ্রেষ্ঠ, না বাধে বিঘ্নসঙ্গে ॥

ইথে নামসংকীর্তন সেব্যমান হন। বেদ-পুরাণাদি পাঠ গীতি স্তুতিগণ ॥

বহুপ্রকার ভেদ হয় কীর্তনের মাঝে।
কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন মুখ্যার্থ বিরাজে ॥

তাহার কারণ শুন যেই হয় লাভ। অবিলম্বে কৃষ্ণপ্রেমসম্পত্তি আবির্ভাব ॥

স্বয়ং সমর্থ হয় নামসংকীর্তন।
অতএব সর্ব হৈতে হয় শ্রেষ্ঠতম ॥

এই সাধুদিগের হয়েন সম্মত। সম্যক্ প্রকারে প্রিয় কৃষ্ণনামামৃত ॥
প্রেমরস গ্রহণ হয় বিচিত্রপূর্বকে। জিহ্বা করিয়া সেব্যমান হয়েন প্রত্যক্ষে ॥
নামসংকীর্তনের যত হয়েন মহত্ত্ব। তাহা কহিবারে কারো না হয় সামর্থ্য ॥
কেহ ভগবন্নামে তারতম্য না মানয়ে। সর্বনামে অপরিচ্ছিন্ন মাহাত্ম্য দেখয়ে ॥

কিন্তু যার যেই নাম হয় প্রিয়তর।
সেই নামে অর্থ সিদ্ধ পায় সুখবর ॥

তাথে কহে যদ্যপিহ এমন হইল। তবে নামে প্রিয়ত্ব-অপ্রিয়ত্ব জানিল ॥
ইহাতে সকল নাম না হইল সেব্য। তাহাতে কহয়ে শুন, এহ বড় কাব্য ॥
রুচির বিচিত্রে কোন ভক্ত কোন নামে। প্রিয়ত্বাপ্রিয়ত্ব হয় রুচির বিধানে ॥

কারো এক নামে রুচি, কারো দুই তিনে।
কারো বহু নামে রুচি জানিবেন ক্রমে ॥

অতএব সর্ব নামে প্রিয়তা সম্ভবে। এই হেতু সর্ব নামে প্রিয় দেখি তবে ॥
এক ইন্দ্রিয়েতে নাম প্রাদুর্ভূত হৈয়া। নামামৃত মধুর রস বিশেষ করিয়া ॥
সকল ইন্দ্রিয়গণে প্লাবিত করয়। বাগিন্দ্রিয়ে নামসংকীর্তন মুখ্যোদয় ॥
স্বসেবক শ্রোতাদিগে হর্ষে করে পুষ্ট। ইথে নামসংকীর্তন ধ্যান হৈতে শ্রেষ্ঠ ॥
প্রেমসম্পত্তি হইবার পরম কারণ। নামসংকীর্তন বলিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ সাধন ॥
মন্ত্র যেন দুর্লভতর অর্থ যে হয়েন। দূর হৈতে আকর্ষিয়া ঘটনা করেন ॥
তেমতি নামসংকীর্তন আকর্ষক হন। দূর হৈতে কৃষ্ণে আনি করায় মিলন ॥
নামসংকীর্তন-লম্পট ভক্ত যেই জন। নামকেই ভক্তির ফল করিয়া মানেন ॥

তাহাতে যদ্যপি কেহো হেন কথা কয়। সর্ব সাধন-ভক্তির ফল প্রেম হয় ॥
কৈছে নামসংকীর্তন হয় ভক্তির ফল ?
শুন ভাই, এই কথায় না হবে চঞ্চল ॥
নামসংকীর্তনে প্রেম হয়েন অবশ্য। ইথে নামসংকীর্তন ভক্তিফল দৃশ্য ॥
প্রেমসম্পত্তিতে আর নামসংকীর্তনে।
কখনও ব্যভিচার নাহি দেখে সাধুগণে ॥
নামসংকীর্তন করিলেই প্রেম হয়। বেদশাস্ত্রে এই দৃঢ় আছয়ে নিশ্চয় ॥
কেহো রসিকভক্তজন কৃষ্ণপ্রেম হৈতে।
নামসংকীতন শ্রেষ্ঠ—কহেন বিদিতে ॥
নামসংকীর্তন আর প্রেমে পরস্পর। কার্যকারণভাব অভেদ শ্রেষ্ঠতর ॥
আর্তি-গৌরব হেতু নামসংকীতন।
যেন বর্ষাকালে **চাতক** ডাকে ঘনে ঘন ॥
আর্তস্বরে 'পিউ পিউ' শব্দ করয়। আর যেন রাত্রিকালে পতিবিরহ হয় ॥
চক্রবাকী, কুররীবর্গে আর্তস্বরে ডাকে।
হেন বিরহ প্রেম নামসংকীর্তন হাকে ॥
অতএব পরম পরম আর্তিতে করিয়া।
বিচিত্র মধুর গাথা প্রবন্ধ বান্ধিয়া ॥
এইমতে নামসংকীর্ত্তন করণ কর্ত্তব্য।
উচ্চ সংকীর্ত্তনে দোষ নাহি মানে ভব্য ॥
উচ্চ সংকীর্তনে বিঘ্ন শঙ্কা লোকপূজা। শরীর দুর্বল আদি যত মনে দুজা ॥
ইথে কেহ কহে অন্তঃকরণ-চিন্তনে।
অনায়াসে সিদ্ধ হয় কি কাজ উচ্চসংকীর্তনে ॥
শুনহ বিশেষ নামসংকীর্তন উক্ত। ভগবন্নামসংকীর্তন মাধুরী বিচিত্র ॥
প্রভুর প্রসাদে নাম আবির্ভূত হয়। তাথে উচ্চসংকীর্তন মাধুর্যাদিময় ॥

ভগবৎপ্রসাদে যেই বস্তু প্রাপ্ত। তাতে দোষলেশ নাই, সর্বগুণ ব্যক্ত॥

এই প্রকার নবপ্রকার ভক্তি সুধাময়।
প্রভুর প্রসাদে আবির্ভূত জানিহ নিশ্চয়॥
যদি কহ হেন প্রভাব নামসংকীর্তনে।
যে করয়ে তার দুঃখ দেখি বিদ্যমানে॥

তাহা শুন, ভগবন্নামপর যেই। আরব্ধ পাপ-আদি সব ক্ষয় কৈল সেই॥
প্রারব্ধ কর্ম উপাসকের ইচ্ছা বিনে। ভজন করিব, দেহ রহু কথোদিনে॥

পাপপুণ্য বিনা এই দেহ নাহি থাকে।
ইহাতেই কোন ভক্ত প্রারব্ধকর্ম রাখে॥

আর শুন, উপাসক-ব্যতিরিক্ত যেই। কদাচিৎ কোনমতে নাম করে সেই॥
তাহার প্রারব্ধ কর্ম অবশেষ রহে। কিন্তু কূটাদি কর্ম নাহি থাকে তাহে॥
প্রারব্ধ অবশ্য ভোগ বিনা নহে ক্ষয়। উপাসক-ব্যতিরেক এই ত নিশ্চয়॥
যদি কহ,—উপাসক ভরতাদি করি। কর্মক্ষয় না হৈল কেন কহত বিবরি॥
তাহা শুন যে নাম-সেবক মহাশয়। পরম গম্ভীর হয় তাহার আশয়
ভরতাদি তিঁহো হরিণ-পোষণাদিচেষ্ট। এই ভঙ্গী করি' দেখাইলা সঙ্গ দুষ্ট॥

ভঙ্গী করি দেখাইলা কুযোনি-আদি প্রাপ্ত।
আপন ইচ্ছাতে দেখাইলেন করি' ব্যক্ত॥

আপন ইচ্ছাতে দেখান, শুন সে কারণ। ভগদ্ভক্তি-নিধি করিতে গোপন॥
তাথে ভগবন্নাম সংকীর্ত্তন মাত্রে। সর্ব হরিভক্ত দুঃখ নষ্ট হয় যাতে॥
কৃপাবেশে যেন কর্ম করে ভগবান্। লোকশিক্ষাজন্য এই করেন বিধান॥
তৈছে দুঃসঙ্গদোষ-পরিহার জন্য। দেখাইলেন ভরতাদি ভকত অনন্য॥

সৌভরি—নারীসঙ্গ, যুধিষ্ঠির—দ্যূতক্রীড়া।
নৃগরাজ-আদি ব্রহ্মস্ব-ভয় দেখাইলা॥

তাহাদের নিজ কিছু নাহি মনে পাপ। লোক জানাইতে দেখায়েন মনস্তাপ॥

যদি কহ,—তৈছে অধিকার নাহি মোর। সর্বদা আকুল আমি বহু বিঘ্ন ঘোর ॥
নামসংকীর্ত্তনে নিষ্ঠা না হয় আমার। বিঘ্নগণ-জয়-উপায় কহত তাহার ॥
তুমি যে কহিলে, তাহার শুনহ উত্তরে। অবিরত এই সকল বিচারের দ্বারে ॥
নামসংকার্তনে জন্মে ভক্তির প্রভাবে। বিঘ্ন, অতিবিঘ্ন জয় নিশ্চিত করিবে ॥

যদি কহ,— মহৎকৃপাবিনে সিদ্ধ নহে।
তাথে শুন, আমরা আছি যে সহায়ে ॥

বিঘ্ন-বিজয়ে এবং অন্যত্র সর্বত্রে। কোন মনঃকথা নাই, থাকিবে সুখচিত্তে ॥
তোমাতে কৃষ্ণের কৃপা স্থিরতর হয়। ইহাতে অন্যথা নহে জানিয়ে নিশ্চয় ॥

যেহেতু তপোলোকবাসী পিপ্পলায়ন-আদি।
তোমারে কহিল নিজমত দিতে বুদ্ধি ॥

তাহাদের বাক্যে তোমা না কৈল আচ্ছন্ন। ইথে বুঝিলাম কৃষ্ণকৃপা হয় পূর্ণ ॥
যদি ভগবান্ সচ্চিদানন্দ-সান্দ্ররূপে। গ্রহণোচিত চিদানন্দ ইন্দ্রিয়স্বরূপে ॥
যে কহিলে সত্য বটে, শুনহ তথাপি। ভগবৎকারুণ্যশক্তি মাংসচক্ষে ব্যাপী ॥
সেই নেত্র ভগবদ্দর্শনের যোগ্য হয়। এই মতে মাংসনেত্রে দর্শন ঘটয় ॥
কেহো কহে হরি-দর্শন হয় জ্ঞাননেত্রে। মাংসনেত্রে দর্শনসুখবিশেষ সেমতে ॥
আমি দর্শন করিতেছি শ্রীভগবানে। হেন অভিমান হয় তাঁহার কারুণ্যে ॥
ইহাতেই আনন্দবিশেষ বৃদ্ধি হয়। আর শুন তপোলোকবাসীর নিশ্চয় ॥
স্বাভাবিক পরিচ্ছিন্নবৃত্তি নেত্রেন্দ্রিয়। তিরোধান ব্যবধান-বিচ্ছেদ ঘটয় ॥
ব্যাপক পরমসূক্ষ্ম বৃত্তি হয় মন। সর্বত্র নির্বিঘ্নে হয় হরি-দরশন ॥
এই তাহাদের মত করি পরিহার। পার্ষদ কহেন,— শুন যে মত আমার ॥
প্রভুর পরম কৃপা, সে সমূহ বলে। অথবা ভক্তি-প্রভাব হইলে নিশ্চলে ॥
প্রভু-দর্শন হয় পরিচ্ছিন্ন নেত্রেন্দ্রিয়ে। মানসের মত সর্বাঙ্গ দেখয়ে ॥
প্রভুর কারুণ্যশক্তি, ভক্তির প্রভাব। ইহা নাহি মানো যদি দর্শনের লাভ ॥
তবে ত মনেতে করি কোন পরকারে। প্রভুর দর্শন সম্ভব না হয় কাহারে ॥

তাহার কারণ— প্রভু পরম ঈশ্বর। স্বয়ংপ্রকাশ হন মনোবৃত্তি-অগোচর॥
পুন যদি কহ— মন অপরিচ্ছিন্ন হয়। হেন মনে দর্শনে সুখ অপরিচ্ছিন্নময়॥
'পরিচ্ছিন্ন' শব্দে কহে যেই পরিমাণ।
আর কিছু শুন তপোলোকের ব্যাখ্যান॥
পরিচ্ছিন্ন নেত্রে সুখ হয় অল্পতর। যে কহিলে সত্য বটে, শুনহ উত্তর॥
মনধ্যান সাক্ষাদ্ দরশন-আদি। সেব্যমান হ'য়া হরি সুখ দেন নিতি॥
যেহেতু স্বয়ং সান্দ্রসুখস্বরূপ হন। ভাবনা করিয়া যেই করয়ে দর্শন॥
তাহা হৈতে প্রভুর সাক্ষাৎ দরশনে। ফলের বিশেষ আছে, শুন সে বিধানে॥
নিজ নিজ নয়ানেতে দর্শন করিয়া। কর্দম, অত্রি, ধ্রুব-আদি প্রসাদ পাইয়া॥
অতএব অধীর সান্দ্রসুখনেত্রদ্বারে। প্রভুর দর্শনে হয় এই ত বিচারে॥
নেত্রের দর্শন-সাধ্যের শুনহ উপায়। শ্রবণাদি ভক্তি হয় যাহার সহায়॥
মানসিক ধ্যানধারণাদি ভক্তিগণ। সব ভক্তিফল হয়েন সাক্ষাৎ দর্শন॥
সাক্ষাৎকার হৈলে প্রভু পুরে অভিলাষ। তবে মায়া মূল হৈতে হয় সর্বনাশ॥
মায়ার মূল—ভগবানে হইলে বিস্মৃতি। হেন মায়া নাশ হৈলে হয় প্রেমবৃদ্ধি॥
প্রেমেতে ভগবানের সৌন্দর্য-মাধুর্যাদি। অনুভব হয় তার সাক্ষী ভক্তহৃদি॥
যদি কহ,— বৈকুণ্ঠেতে সাক্ষাদ্দর্শনে।
সনকাদি নেত্র মুদ্রিত করিয়াছে ধ্যানে॥
ইহাতেই বুঝিলাম ধ্যান শ্রেষ্ঠ হয়। সাক্ষাৎ দর্শন ইথে ন্যূনতা বুঝয়॥
শুন কহি, এ কথায় আছে তোমার ভ্রম। বিচারিয়া বুঝাইব হও একমন॥
কৃষ্ণের সাক্ষাতে যার নেত্র মুদ্রিত হয়। ধ্যানের লক্ষণ সেহ না হয় নিশ্চয়॥
যেহেতু ধ্যেয় বস্তু হ'য়াছে সাক্ষাৎ। চক্ষু মুদ্রিতের কারণ করিয়ে বিখ্যাত॥
কৃষ্ণ-দরশনে হয় আনন্দাতিশয়। তাতে প্রেমবিকার কম্প নানামত হয়॥
তেমতি নেত্র-মুদ্রিতরূপ প্রেমের বিকার।
সাক্ষাতেতে ধ্যানবুদ্ধি না করিবে আর॥

সাক্ষাৎকার হইতে ধ্যানের ন্যূনতা দূরে।
কীর্তন হৈতে ধ্যান-ন্যূনতা কহিল নির্ধারে॥
এই প্রকার প্রকরণ সমাপন করিতে।
পূর্বোক্ত নামসংকীর্তন কহেন মাহাত্ম্যে॥
'মধুরেণ সমাপয়েৎ' এই ন্যায় করি। সযুক্তিতে পার্ষদ কহে শুনহ বিবরি॥
মহাপ্রভুর ধ্যান পরোক্ষে যুক্ত হয়। সাক্ষাৎকারেতে ধ্যান উপযুক্ত নয়॥

সংকীর্ত্তন সদা সাক্ষাৎ কিংবা অসাক্ষাতে।
সর্বকাল করিতে পারে—এই হয় যুক্তে॥

ইহাতে প্রমাণ দেখ রাসপঞ্চাধ্যায়ী।
কৃষ্ণ-সাক্ষাতে সংকীর্তন কৈলা প্রেমময়ী॥
তথাহি— [ভা° ১০।৩৩।৭] গায়ন্ত্যস্তং তড়িত ইব তা ইত্যাদি॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (৫।১৩।৫১)—

কৃষ্ণঃ শরচ্চন্দ্রমসং কৌমুদীং কুমুদাকরম্।
জগৌ গোপীজনস্ত্বেকং কৃষ্ণনাম পুনঃ পুনঃ॥
এই মত প্রসিদ্ধ আছে অনেক প্রমাণ।
নাম-মাহাত্ম্য অপার, কে করু বাখান॥

তথাহি— শ্রীমন্নাম প্রভোস্তস্য শ্রীমূর্তেরপ্যতিপ্রিয়ম্।
জগদ্ধিতং সুখোপাস্যং সরসং তৎসমং ন হি॥
শুনহ শ্লোকের অর্থ পার্ষদের বাণী।
টীকাতে গ্রন্থকার ব্যাখ্যা করিলা আপনি॥
আপনা শোধিতে কিছু লিখিয়ে পয়ার। সকল বুঝিতে শক্তি না হয় আমার॥
পার্ষদ কহেন,—ভগবানের নামসংকীর্ত্তন।
আমাদিগের নিরন্তর প্রশংসনীয় হন॥
ভগবানের নাম স্তুতি সর্বদা করিয়ে। নাম কেমন হন, তাহা শুন বিশেষিয়ে॥

শ্রীমৎসর্বশোভাসম্পদাতিশয়যুক্ত। নিজ মহিমায় প্রকাশমান সতত সর্বত্র ॥
ইথে শ্রীমূর্তির নিজ শ্রীবিগ্রহ হৈতে। প্রভুর নাম অত্যন্ত প্রিয় হয়েন জগতে ॥
জগতের হিতকারী হয়েন সভারে। অধিকারী-অনধিকারী-অপেক্ষা না করে॥
কোন প্রকারে কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারে। সেবন করিলে নাম পায় সুখভরে ॥

আরো দেখ সুখেতে করিয়া হয়েন সেব্য।
কোন দুঃখলেশ নাই জিহ্বাগ্রস্পর্শে লভ্য ॥

সরস কোমল নাম যেহেতু মধুর। সচ্চিদানন্দরসমধ্যে হয়ত মধুর॥
কিংবা অশেষ রসের সহিত বর্তমান। শৃঙ্গারাদি সর্বরসের হন অধিষ্ঠান॥
ভক্তিরসে প্রেমরসে তথা বিরহরসে। এবং সঙ্গমরসে সর্বভাবে পরকাশে ॥
যদ্বা 'রস'শব্দেতে কহিয়ে তারে রাগ। রাগসহ বর্তমান নাম মহাভাগ ॥
আবশ্যক শীঘ্র কৃষ্ণের প্রেমসম্পাদন। করেন আপনে নাম প্রেমের ঘটন ॥
ভগবানের এবং তাঁর সেবকের গণে। কিংবা অন্য জন হয় সেবকবিহীনে ॥
সর্বের অনুরাগজনক হয় নাম। যদ্বা 'রস'শব্দের আর শুনহ ব্যাখ্যান॥
'রস'শব্দে বীর্যবিশেষ কহি পরাক্রম। পরাক্রমসহ বর্তমান সর্বক্ষণ॥
যে হেতুক পরমশক্তি সর্বশক্তিযুক্ত। বীর্যবিশেষের এই হইলেন ব্যক্ত ॥
যদ্বা 'রস' শব্দে কহি গুণ-বিশেষ। অখিলাদি জন নিস্তার করেন অশেষ ॥
যদ্বা 'রস' শব্দে সুখবিশেষ কহি। যেহেতু ঘনসুখময় সর্বসুখদায়ী ॥
যদ্বা 'রস' শব্দে মাধুর্যবিশেষ কহিয়ে। যেহেতু মধুর পরম মধুরাদি হয়ে ॥
অতএব নামতুল্য আর কিছু নাই। ইথে নিরুপম নাম, কহিলাম এই ॥
পার্ষদ কহেন, শুন হে গোপকুমার! মহাদেব-আজ্ঞা শীঘ্র কর অঙ্গীকার ॥

মুক্তিপদস্থান হৈতে শীঘ্র বাহির হ'য়্যা।
কৃষ্ণপ্রিয় মথুরায় প্রাপ্তি করাই লৈয়্যা ॥

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

পার্ষদ-বচন হৃদয়-কর্ণ-রসায়নে। পান করি' পূর্ণ হৈলাম আনন্দিত মনে ॥

পার্ষদ আর মহাদেব-পার্বতীর পদে। নমস্কার করি' আজ্ঞা লৈনু জোড়হাথে॥
তৎক্ষণেই পার্ষদগণ এই ব্রজভূমে। প্রাপ্ত করাইলেন, আমি মুদ্রিতলোচনে॥
এইত লিখিল তৃতীয় অধ্যায়ের কথা। যাহার শ্রবণে প্রেমভক্তি লভ্য সদা॥

যাতে হয় নামমাহাত্ম্য সমুদ্রগম্ভীর।
তাথে ব্যাখ্যা অমৃত-কলস করিলা বাহির॥

মহাপ্রভুর মনোনীত জানি দুই জনে। সর্বজনে করিলেন অমৃত-বণ্টনে॥
শ্রীরূপসনাতন-চরণ চিন্তিয়া। ভাষা লিখি আশা করি এ সুধা লাগিয়া॥
মহামূর্খ জড়বুদ্ধি কিছুই না জানি। লোভে লজ্জা খাইয়া তভু করি টানাটানি॥
সর্ব বৈষ্ণবের পদে করি নমস্কার। ইথে কিছু অপরাধ না লৈবে আমার॥
শ্রীহরি-পরসাদ পাই এই আশ। ভাগবতামৃত-কণা কহে কানাই দাস॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গোলোকমাহাত্ম্যখণ্ডে
ভজন-নাম তৃতীয় অধ্যায়
দ্বিতীয় কলা পূর্ণ॥

—০—

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেন তদ্রূপস্য বিনির্ণয়ম্।
বালোঽপি কুরুতে শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা ব্রজবিলাসিনঃ॥

জয় গদাই-গৌর জাহ্নবা-নিত্যানন্দ। জয় শচী সীতাপতি জয় ভক্তবৃন্দ॥

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

শুন হে ব্রাহ্মণ! এই অপূর্ব কথন। ব্রজভূমি আসি একা করিয়ে ভ্রমণ॥

যে শোভা কোথাও আমি না পাইনু দেখিতে।
হেন অপূর্ব শোভা দেখি ব্রজমণ্ডলেতে॥

ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথা মধুপুরী গিয়া। মাথুর-বিপ্রমুখে ভাগবতাদি শুনিয়া॥
নব প্রকার ভকতি জানিয়া নিজমনে। পুনর্বার আইলাম শ্রীবৃন্দাবনে॥
হঠাতেই দেখিলাম নিজ গুরুবর। পূর্বন্যায় শোভায়মান দেখিনু সুন্দর॥
দণ্ডবৎপ্রণাম করিনু বারে বারে। আলিঙ্গন আশীর্বাদ করিলা আমারে॥
আমার হৃদয়বার্তা জানিয়া আপনে। অত্যন্ত কৃপা করিলেন করুণানিধানে॥
উপদেশ করিলেন রহস্য ভক্তিতত্ত্ব। গুরুদেবের গূঢ়প্রসাদ পাইয়া সমস্ত॥

আজ্ঞা-অনুসার সাধন করি ভক্তিযোগে।
অল্পকালে প্রকট হৈল প্রেম-অনুরাগে॥

প্রেমরসে পূজাদিতে অসমর্থ হয়্যা। নাম-সংকীর্তন করি উচ্চ স্বর উঠাইয়া॥

তথাহি—

শ্রীকৃষ্ণ! গোপাল! হরে! মুকুন্দ!, গোবিন্দ! হে নন্দকিশোর!
কৃষ্ণ! হা শ্রীযশোদাতনয়! প্রসীদ, শ্রীবল্লবীজীবন! রাধিকেশ!

এই প্রকার গানসহ নিজ ইষ্টদেবে। ফুৎকার করিয়া ক্ষণে নৃত্য করি তবে॥
কখনও রোদন করি উন্মত্তের ন্যায়। ইতি উতি ভ্রমণ করি বুদ্ধিহীনপ্রায়॥

দেহাদি সমস্ত বাহ্য ভুলিলাম আমি॥
অনুসন্ধান নাই কি করিয়ে নাহি জানি॥
এক সময় স্ফুর্তি হৈল নিজ প্রাণনাথ।
গোচারণ-বেষ কৃষ্ণের, কেহো নাহি সাথ॥

ধাবমান হৈনু আমি পরশ করিতে। মূর্ছিত হইয়া পড়িলাম সেই পথে॥

হেন সময় কেহো মোরে বিমানে চড়াঞা।
বৈকুণ্ঠ লইয়া যায় উর্ধ্ব গতি হৈঞা॥

সংজ্ঞা পাইয়া নেত্র প্রকাশ করিতে। ব্রজভূম ব্যতিরেক পাইনু দেখিতে॥
ক্ষণান্তরে সুস্থ হই' বিচারিতে মনে। পূর্বদৃষ্ট ভগবৎপার্ষদ রথসনে॥
মহাতেজে সূর্যতেজ করে আচ্ছাদন। অনুপম উত্তম রথ পরম শোভন॥

সম্ভ্রমে পার্ষদে আমি করিনু প্রণাম। আলিঙ্গিয়া আশ্বাসিয়া কৈলা সাবধান ॥
সেই চতুর্ভুজ নিজ সদৃশ করিতে। মোরে আজ্ঞা করিলেন বহুযুক্তি মতে ॥
অঙ্গীকার না করিলাম করি' কাকুবাদ। গোবর্ধন-উদ্ভবরূপ দিলেন পার্ষদ ॥
সেইরূপে পার্ষদগুণ হৈল সামর্থ্য। জগৎবিলক্ষণ দুর্বিতর্ক্য পরানন্দ ॥
এসকল যুক্ত হই পার্ষদের সঙ্গে। বিমানে গমন দেখি উধ্বর্পথ রঙ্গে ॥
স্বর্গাদি লোকালোক আর চৌদ্দ-ভুবন। ভিতর বাহির সর্ব অষ্ট আবরণ ॥
এসকল দৃষ্টিপাতে সঙ্কুচিত হয়। সকলের পূজিত হয়্যা নাহি কোন ভয় ॥
লোকপাল-আদি যত হৈয়া উধ্বর্মুখে। পূজা-স্তুতি করে সভে অঞ্জলি মস্তকে ॥
ফুল খই বৃষ্টি করে আমার উপরে। 'জয়' শব্দ পূর্বক নানা স্তুতি করে ॥

স্থানে স্থানে গমন করিতে প্রণাম করে।
আগে মুক্তিপদ দেখি অতি উচ্চ পরে ॥

তারপর শিবলোক প্রাপ্ত হইয়া। উমাসহ সদাশিবে প্রণাম করিয়া ॥

মহাদেব আদর প্রেমে সৎকার করিলা।
তাহা হৈতে শীঘ্রগতি বিমান চলিলা ॥

বচন মনের দূর হেন বৈকুণ্ঠ স্থানে। নির্বিঘ্নে প্রাপ্ত হইলাম রথ-আরোহণে ॥
পার্ষদ কহে,— এই গোপুর বাহির দ্বারে। তুমি রহ হেঁহ হইয়া সুস্থিরে ॥
জানাইয়া প্রভুকে পুরীতে ল'য়া যাব। এইখানে থাকিয়া প্রভু-রূপগুণ ভাব ॥
অদৃষ্ট অশ্রুত এই সমুদ্র-তরঙ্গ। নিজ ভক্তি-দীপ্ত নেত্রে গণহ এরঙ্গ ॥

এত কহি' পার্ষদ গেলা পুরীর ভিতরে।
গোপকুমার কহে,—আমি রহিলাম বাহিরে ॥
হেন কালে বৈকুণ্ঠপুরী প্রবেশিলা কেহো।
কি কহিব সেই শোভা ঐশ্বর্যযুক্ত তিঁহো ॥
অনন্ত-বিভূতি বিমান তাহাতে চড়িয়া।
গীত কীর্তন ইত্যাদি আনন্দে ব্যাপ্ত হৈয়া ॥

শ্যামবর্ণ নবযৌবন ভূষণে ভূষিত। নারায়ণসদৃশ তাঁর দেখি চারি হাথ॥

নারায়ণ মানিয়া তাঁরে করি জোড় করে।
'হে নাথ! পাহি মাম্'— এই কহি বারে বারে॥
নমস্কার করিতে তাঁরে 'হে নাথ!' কহিতে।
কর্ণ দুই চাপিয়া দিলেন দুই হাথে॥
সঙ্কেত করিয়া মোরে কৈলা নিবারণে।
হেন বাক্য না কহিবে, হবে সাবধানে॥
'দাসোঽস্মি দাসোঽস্মি' হই দাসের দাস।
এতেক কহিয়া ভিতর করিলা প্রবেশ॥

পুনর্বার তাঁহা হৈতে অধিক ঐশ্বর্য। ইঁহো জগদীশ হবেন সভাকার পূজ্য॥

লীলার কারণে কোথাও গিয়াছেন প্রভু।
দেখিব কি এ ঐশ্বর্য, শুনি নাই কভু॥
সম্ভ্রম-সহিত পূর্বন্যায় স্তুতি করি।
'দাসোঽস্মি দাসোঽস্মি' কহি প্রবেশিলা পুরী॥
কেহো একা, কেহো দুই, কেহোত বহুত।
পূর্ব পূর্ব অধিক অধিক শোভাযুত॥

যাকে দেখি তাহাকেই হয় প্রভুজ্ঞানে। সম্ভ্রম-সমুদ্রে আমি হই নিমগনে॥
নমস্কার স্তুতি তাঁরে করি' পূর্ববৎ। তাঁহারাও স্নেহবাক্যে কহে সেই মত॥

'দাসোঽস্মি দাসোঽস্মি' কহি করে নিবারণ।
তার মধ্যে সেবাপরায়ণ কথোজন॥
কেহো ছত্র, কেহো চামর, ধাবমানচিত।
কেহো ভক্তিরসে মগ্ন অপেক্ষা-রহিত॥

নিজ নিজ সেবাতে ব্যগ্র দাসগণ। নানা প্রকার তাহা কে করু বর্ণন?
ভজনানন্দ বিনোদ-ভূষিত অতিশয়। ভূষণের ভূষিত অঙ্গ প্রভু-যোগ্য হয়॥

কেহো প্রণাম, কেহো স্তুতি, কেহো নৃত্যগান।
কেহো লীলা-কৌতুক বিস্তারে সাবধান॥
কেহ পুত্র-কন্যাসহ সর্ব পরিবারে। বৈকুণ্ঠপুরী প্রবেশ করয়ে সেই দ্বারে॥
কেহো আয়ুধ-বাহনাদি-পরিচ্ছদ সহে। পুরীতে প্রবেশ করে অতিশয় দেহে॥
কেহো বাহিরে রাখি পরিচ্ছদ পরিবার। কেহো অকিঞ্চনতুল্য প্রবেশয় দ্বার॥
কেহো ধ্যানে রহে মগ্ন না জানয়ে আর।
কেহো পশু পক্ষী বৃক্ষ নানা আকার॥
নানা আকার ভূষণ বিহার মনোহর। কেহো দেব দৈত্য, কেহ নর ও বানর॥
কেহো বর্ণ, কেহো আশ্রম, কেহ গায়ত্রী দীক্ষা।
ভগবন্মন্ত্র-আদি, ভক্তি যার শিক্ষা॥
যজ্ঞোপবীতধারণ, কমণ্ডলু আদি। ইন্দ্র চন্দ্রসদৃশ রূপগুণনিধি॥
কেহো চতুরানন, কেহো হয় পঞ্চানন।
কেহো চতুর্ভুজ, কেহো অষ্টভুজোত্তম॥
কেহো শতমুখ, কেহো সহস্রাদি মুখ।
আগেতে বিস্তার হবে এ সব কৌতুক॥
কৃষ্ণভক্তিরস-আস্বাদনে যেই সব। কি নাহি সুন্দর হয় বানরাদি সব॥
হনুমান জাম্ববান ন্যায় যে সুন্দরে। সর্ব প্রপঞ্চাতীত হয় বৈকুণ্ঠনগরে॥
বৈকুণ্ঠনায়কের অনির্বচনীয় সব। সে মাহাত্ম্যসমূহ কেবা করে অনুভব॥
কহিতে সামর্থ্য নাহি ধরে কোন জন। তবে যে লিখিয়ে মাত্র দিগ্‌দরশন॥
প্রপঞ্চ-ভিতরে তাহার না মিলে দৃষ্টান্ত।
প্রপঞ্চ-দৃষ্টান্ত বিনে না বুঝে অশান্ত॥
হে ব্রহ্মণ্‌! তুমি ছিলে প্রপঞ্চ-ভিতরে।
দেখিতেছ যে কিছু প্রপঞ্চ-পরিবারে॥
অচেতন সচেতন দ্রব্য হয় যত। তাতে তোমার জ্ঞান আছে হইয়া আবৃত॥

অতএব প্রপঞ্চভিতরে দৃষ্টান্ত হইলে।
তোমার সুন্দর বোধ হৈবে অবহেলে॥
ইহাতেই প্রপঞ্চ দৃষ্টান্ত দিয়া কহি। তাতে অপরাধ ক্ষমা কর প্রভু এহি॥

শ্রীগোপকুমার উবাচ— যথা রাগ॥

শ্রীবৈকুণ্ঠবাসী সভে, পরস্পর সমভাবে, ছোট বড় লক্ষ লক্ষ হয়।
তথাপিহ নাহি দোষ, রহিত মাৎসর্য দোষ, নিত্য সত্য স্বভাব গুণময়॥
সহস্র প্রকার শোভে, সে বৈকুণ্ঠবাসী সবে, মুক্ত জন পূজে চরণারবিন্দ।
তথাপি বহির্দৃষ্টি হেন, প্রপঞ্চ বিষয়ী যেন, মহাভোগা দেখি পরানন্দ॥
কিন্তু সে সকল জন, সবে নির্বিকার হন, নির্বিকার সীমা এ পর্যন্ত।
তথাপি লীলাতে তার, চিত্রবিচিত্র বিকার, বিস্তারিত করেন যাবন্ত॥
নিজ প্রভুর অনুসার, করে সর্ব ব্যবহার, ইহাতে একত্র হয় সভে।
তথাপি ভিন্ন ভিন্ন, সকলে হয়েন পূর্ণ, স্থানে স্থানে বিমান বহু সর্বে॥
যে সকল স্থান আদি, অট্টালিকা নানাবিধি, স্বর্ণরত্নময় প্রতীত হয়।
কোন স্থানে ঘনীভূত, চন্দ্রজ্যোৎস্নাপুঞ্জযুত, স্থানে স্থানে নানা মণিময়॥
বৈকুণ্ঠনাথের স্থান, কেবা করু অনুমান, তাঁহার করুণাশক্তি হৈলে।
তবে সে জানিতে পারে, নতু সে রূপ মনদ্বারে, সামর্থ্য না হয় কোনকালে॥
সে যে ব্রহ্মঘনরূপ, আপনা বিনা অনুভব, উপদেশে সম্যক্ না জানে।
প্রভুকৃপা-অনুসার, নিরূপণ হয় তার, আর উপায় কে করু বর্ণনে॥
দেখিলে বৈকুণ্ঠবাসী, আনন্দসমুদ্রে ভাসি, ব্রহ্মানুভব-সুখ তুচ্ছ হয়।
লজ্জাতে নিবৃত্তিমান, আত্মারাম পূর্ণকাম, সর্ব-অপেক্ষাবর্জিত করয়॥
বৈকুণ্ঠবাসী রহু দূরে, বৈষ্ণব-সঙ্গ যেবা করে, ত্যাগে ব্রহ্মসুখ-আত্মারাম।
সমস্ত করিয়া ত্যাগ, সার বিচার করে রাগ, প্রবেশয়ে ভকতি নিষ্কাম॥
ঐছে চিন্তা করি চিতে, দেখি পার্ষদ-গতায়াতে, অধিক অধিক ঐশ্বর্য অপার।
সেবক এমন যার, প্রভু বা কেমন তার, এই প্রকার আনন্দ বিস্তার॥

গোপুরেতে উঠি বসি, একালে পার্ষদ আসি, পুরীর ভিতর প্রবেশ করাইলে।
দেখিনু অদ্ভুত যাহা, সহস্রবদনে তাহা, দ্বিপরার্ধ ব্রহ্মার আয়ু পাইলে॥
কেহো না কহিতে পারে, যে বৈভব বৈকুণ্ঠপুরে, আমি কি কহিব একমুখে।
যেই যেই দ্বারে যাই, দ্বারপাল-ঐশ্বর্য ওই, নিজ নায়ক-অনুমতি তাকে॥
প্রবেশ করান আর দ্বারে, তাঁহা ঐছে ব্যবহারে, পরণাম করিয়ে তাঁহারে।
আমি মনে করি তথা, জগদীশ হবেন এথা, পূর্বন্যায় স্তুতি নমস্কারে॥
জানিয়া আমার মন, স্নেহেতে পার্ষদ তখন, কহে শুন হে গোপকুমার!
শ্রীবৎসলক্ষণে যেই, মহাপ্রভু হয় সেই, এই চিহ্ন না হয় কাহার॥
স্তবন প্রণাম-আদি, শিখাইল যথাবিধি, সর্ববিকার করি সম্বরণ।
না যাইবে সন্নিকটে, দূরে রহিবা করপুটে, চরণারবিন্দাদি-দর্শন॥
এইমত শিখাইয়া, চলিলা মোরে লইয়া, নানা দ্বার অতিক্রম করি।
আগে দেখি অন্তঃপুর, বিশেষ অট্টালিকাবর, অনেক মধ্যে শ্রেষ্ঠ মন্দিরে হরি॥
তাহে নানা পরকার, তুলনা নাহিক যার, কোটিসূর্যচন্দ্র-জিনি কান্তি।
মন-নয়ন-আহ্লাদক, মহাতেজ স্নিগ্ধ সারক, সর্বতেজ যাতে হয় শান্তি॥
তার মধ্যে রত্নশ্রেষ্ঠ, সিংহাসন উৎকৃষ্ট, হংসতূলিকা-কোমল।
চন্দ্রতুল্য উপাধান, বালিশ যাহার নাম, বড় ছোট অতি নিরমল॥
বাম কুনুই ভর দিয়া, সুখপূর্বক বসিয়া, বিরাজেন **শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ**
শ্রীমন্নারায়ণ, নবাম্বুদ নবযৌবন, সৌন্দর্য মাধুর্য সর্বগাত্র॥
ভূষণ— স্বর্ণরত্নযুক্ত, মালানুলেপন বস্ত্র, অঙ্গকান্তি শোভা অতিশয়।
কঙ্কণ, বাজুবন্ধ সাজে, দীর্ঘ গোল চারিভুজে, স্বর্ণবর্ণ পট্টবস্ত্র হয়॥
কর্ণে মকর কুণ্ডল, আভা কপোল মণ্ডল, দীঘল কমল নেত্র দুই।
নিরুপম অবলোকন, ভঙ্গী তাহে সুশোভন, ভুরূনাচে কৃপা বিতরই॥
মন্দহাস্য মুখাম্বুজে, অধর অরুণ রাজে, কম্বুকণ্ঠ তাহে রেখা তিন।
মুক্তাহার কৌস্তুভমণি, পীনবক্ষ শ্রীবৎসচিহ্ন, প্রকাশ করিয়ে নিশিদিন॥

প্রভু-বামপাশে স্থিত, লক্ষ্মী সম্ভ্রমসহিত, নিবেদন করয়ে তাম্বুল।
তাম্বূলে অধররাগে, বিম্বকান্তি দূরে ভাগে, কুন্দদন্ত ছটা ঝলমল॥
তাথে শোভায়মান হাস্য, তাথে নর্মভঙ্গী ভাষ্য,
আকৃষ্ট যাহে সেবকের চিত্ত।
দ্বিতীয় ধরণীপ্রিয়া, হাথে আলবাটী লৈয়া, কটাক্ষ-ভঙ্গীতে সেবে নিত্য॥
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম, সেবক সব ভিন্ন ভিন্ন, ঐছে চিহ্ন মস্তকে সভার।
শ্রেষ্ঠ সুদর্শন মূর্তি, সেবে সভে নানাবিধি, পাদুকাদি ব্যজন চামর॥
শোভাযুত পরিচ্ছদে, শোভে সেবকের হাথে, চতুর্দিগে সেবেন আদরে।
ভক্তিযুক্ত নম্রবর, অঞ্জলি মস্তকোপর, বিশ্বক্‌সেন শেষাদি গরুড়ে॥
এ সব পার্ষদ শ্রেষ্ঠ, স্তুতি করে আর দৃষ্ট, সে রূপলাবণ্য ঘনময়।
নারদের অদ্ভুত, বীণাবাদ্য নৃত্যগীত, ভঙ্গী-রঙ্গ-সুচাতুরীচয়॥
তাহা দেখি নারায়ণে, কমলা, ধরা প্রিয়াসনে, হাস্যমান শ্রীচন্দ্রবদনে।
তদেক-ভক্তবর্গচিত্তে, আনন্দবিশেষ বাঢ়াইতে, পসারিয়া যুগলচরণে॥
যেন ভক্তে সমর্পণ, করিলেন শ্রীচরণ, সে আনন্দে ভকতের গণে।
গোপকুমার অতিশয়, দর্শনে বিহ্বলময়, পার্ষদ শিক্ষা ভুলিয়া তখনে॥
উচ্চে কহি— ভাল ভাল, হে গোপাল! হে গোপাল
বাঁচিলাম বাঁচিলাম! তোমা দেখি।
বার বার এই ক'য়্যা, আলিঙ্গিতে চলি ধায়্যা, প্রেমভরে ঝরে দুই আঁখি॥
পশ্চাতে আছিলা স্থিত, বিজ্ঞবর পারিষদ, ধরিয়া রাখিলা সেই খানে।
অতিশয় প্রেমভরে, ধৈর্যসব গেল দূরে, মূরছি পড়িল সেই স্থানে॥
আসিয়া পার্ষদজন, করাইলা সচেতন, বহুকালে হৈল সংজ্ঞাপ্রাপ্ত।
অশ্রু-বিঘ্ন ভেল তায়, করে দর্শন অন্তরায়, দুই হাথে মার্জন জলযুক্ত॥
প্রযত্নে প্রকাশি আঁখি, দরশনে হয়্যা সুখী, পিউ পিউ বাঢ়িল পিয়াসা।
সে প্রভু দয়ালু-শ্রেষ্ঠ, স্নেহযুক্ত হ'য়্যা তুষ্ট, গম্ভীর কোমল স্বর ভাষা॥

কহে প্রভু হে বৎস ! সুস্থ হও, নিকটে আইস, এই প্রকার শুনিয়া বচন।
হর্ষ পরমসীমা, না জানিয়া আপনা, যেন মোহোন্মাদ পুনঃ পুনঃ ॥
আনন্দে অবশ গা, নৃত্যন্থায় চলে পা, বার বার পড়ি পড়ি উঠি।
পার্ষদ আছয়ে পাশে, সম্বিৎ করে প্রিয়ভাষে, ক্ষণে ক্ষণে জল দেয় ছাঁটি ॥
বোধ পাই ক্ষণান্তরে, কহে প্রভু মধুর স্বরে, হে বৎস ! স্বাগত স্বাগত।
ভাল ভাল আইস আইস, আমার সমুখে বৈস, মঙ্গল মঙ্গল হৈলে প্রাপ্ত ॥
তোমাকে দেখিবার জন্যে, উৎকণ্ঠা ছিল মোর মনে, এখন তাহা নিবৃত্ত হইল।
হে সখে ! জনম বহু, ব্যতীত করিলে তুহুঁ, আমা সম্মুখ উপায় না দেখিল ॥
কিঞ্চিৎ কোন পরকারে, সম্মুখ হইবারে, কোন জন্মে সাধন কর নাই।
এই জন্ম হৈতে তোর, আনন্দ হইল মোর, সম্মুখ হবে জানিলাম এই ॥
সে আশায় অনুরত, নৃত্য করি অবিরত, কবে মিলিবে গোপের নন্দন।
প্রভু এই বাক্যামৃতে, জানাইলেন জগতে, 'আমি জীব-উন্মুখ সর্বক্ষণ' ॥
কবে সম্মুখ হবে মোর, এই প্রভুর অন্তর, তাথে যদি কেহো হেন কহে।
আপনি না আনিলে কেন ? তাহার কারণ শুন, ছল কিছু না পাইয়ে যাহে ॥
যদি কহ,—কোন ছল ! শুনহ তাহার বল, বেদ পুরাণ শাস্ত্রের মর্যাদা।
স্থাপন করিয়াছি যাহা, যাতে রক্ষা হয় তাহা, এই ছল জানিবে সর্বদা ॥
পুন হাসি কহে প্রভু, নামাভাস পাইলে তভু, সাঙ্কেত পরিহাস্যাদি সম্বন্ধে।
যদি পাই হেন হেতু, স্বকীয় যে আছে সেতু, অতিক্রম করিয়ে স্বচ্ছন্দে ॥
অজামিলের ন্যায় তারে, টানি আনি সত্বরে, বিনা ছল না হয় বলাৎকারে।
যদি বলাৎকার করি, আনি আপন বরাবরি, অনর্থাপত্তি হয় সর্বত্তরে ॥
যদি বল,—এখন কৈছে, আনিলে আপন পার্শ্বে, তার কারণ শুন মন দিয়া।
এজন্মের পূর্বে তোরে, উপেক্ষা দেখিয়ে মোরে, আমি তাহে ব্যাকুল হইয়া ॥
অনাদি যে স্বকৃত, মর্যাদা আছে সুবেকত, উল্লঙ্ঘন করিয়া তাহাকে।
নিজ প্রিয়তম স্থানে, শ্রীগোবর্দ্ধনধামে, জন্ম করাইলাম তোমাকে ॥

হে তাত, শুনহ আর, জয়ন্ত নামা গুরু তোমার, সেইরূপ হইয়া আপনে।
তোরে করিয়াছি কৃপা, ইথে সিদ্ধান্ত জানিবা, সর্ব মিলে গুরু-পরসঙ্গে॥
মোর কৃপা হয় তাথে, অপ্রাপ্তি তাহা হয় প্রাপ্তে,
ইথে তোমার আশা পূর্ণ হৈল।
আমার দীর্ঘ আশা যাহা, অগ্য পূর্ণ কৈলে তাহা, তোমা হেন ভকতে পাইল॥
আমার এবং আপনার, সুখ পুষ্ট কর এই বার, বাস করহ এইখানে।
ঘুচিল সকল দুঃখ, পাইবে পরম সুখ, দেখ আমায় বৈকুণ্ঠ-ভুবনে॥
ভগবানের বাক্যামৃত, পানে হ'য়্যা মহামত্ত, স্তুতি করিতে নহিল সামর্থ্য।
গোপকুমার কহে,— শুন, হে মাথুর ব্রাহ্মণ! নিজ কথা কহিব সমস্ত॥
ভগবানের আগে স্থিত, বেণুবাদক পার্ষদ, মোসদৃশ গোপালকবেশ।
তাহারা মোরে আকর্ষিয়া, আপনার সঙ্গে লৈয়া, সুস্থ কৈলা বুঝাঞা বিশেষ॥
সখ্যস্নেহ করিয়া, বেণুবাদন শুনাইয়া, প্রবৃত্তি করাইলেন নিজমতে।
গোবর্ধন-উৎপন্ন বংশী, সর্বে ইহায় পরশংসি, চিরকাল আছে মোর সাথে॥
এই বংশী বাজাইতে, বহুপ্রকার জানাইতে, বৈদগ্ধীসাগর রমানাথে।
তুষ্ট কৈলাম গণসনে, পরম আনন্দমনে, কৃপা করিলেন কৃপানিধি॥
ভোজন-সময় জানি, লক্ষ্মী-আজ্ঞা অনুমানি, বাহিরে আইলা সর্বজন।
বাহিরে আসিতে মোর, ইচ্ছা নহে অন্তর, যুক্তিতে আনিলা পার্ষদগণ॥
বাহিরে আসিতে আমি, শুন সে অপূর্ব বাণী,
মোর নিকট আইলা বিভূতি যত।
বৈকুণ্ঠবাসিসদৃশ মোরে, তৈছে রূপ করিবারে, আকর্ষণ করে নানামত॥
সে ঐশ্বর্য দূরে হৈতে, উপেক্ষা করি সর্বমতে, কদাচ না করিলাম গ্রহণে।
পূর্বন্যায় অকিঞ্চন, গোপবালক-রূপগুণ, এমতে বাস বৈকুণ্ঠ-ভবনে॥
নাহি দুঃখলেশ বাধা, সুখ মনে হয় সদা, চিরকাল বৈকুণ্ঠে থাকিয়ে।
কানাইদাস কহে হেথা, 'এ নিশ্চয় কৈলে বৃথা, ব্রজবাসী কোথাও না রয়ে॥

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

এই মতে বৈকুণ্ঠেতে করিয়ে নিবাস। স্থান-স্বাভাবিক ঐশ্বর্য না করি প্রকাশ ॥
ভক্ত ইচ্ছা-অনুসার থাকেন বিভূতি। তার দৃষ্টান্ত যেন বৈকুণ্ঠে বৃক্ষ পক্ষ আদি ॥
দীনবৎ হ'য়্যা প্রভুর করিয়ে ভজন। হৃদয়ে নিশ্চয় আমি করিল তখন ॥
জন্ম-কর্ম-সাধ্যফল প্রভুর কৃপায়ে। কৃপার পরমসীমা পাইলাম নিশ্চয়ে ॥
এহো আশ্চর্য সুখ নাহিক কোথায়। অনির্বচনীয় সব, তুলনা না হয় ॥
প্রভুর কৃপায় পাইলাম চামর-বীজন। সুখে সেবা করি আর বংশীর বাদন ॥
পূর্ব-অভ্যাসদ্বারে অতি উচ্চস্বরে। সংকীর্তন-আবেশেতে করিয়ে ফুৎকারে ॥

হে কৃষ্ণ ! হে গোপাল ! প্রভুকে কহি বারে বারে।
গোকুললীলাস্তোত্র সাক্ষাৎ গানদ্বারে ॥

বৈকুণ্ঠবাসী স্নেহ-আর্দ্র হৃদয় যাহার। হেন বৈকুণ্ঠবাসী সাধু আসি বহির্দ্বার ॥

আমারে করান শিক্ষা হাসিয়া হাসিয়া।
শুন গোপকুমার ! কিছু কহি বিশেষিয়া ॥
ঈশ্বরের ঈশ্বর এই প্রভু ভগবান্।
'হে কৃষ্ণ ! হে গোপাল !' ঐছে না কর সম্বোধন ॥

সাক্ষাৎ পরমেশ্বর,—তাঁহার সাক্ষাতে। এসকল নামকরণ অযোগ্য কহিতে ॥
গোকুল-লীলাদি সংকীর্তন না করিবা। অদ্ভুত মাহাত্ম্য-স্তুতি-শ্লোক উচ্চারিবা ॥
দুষ্টের সংহার আর শিষ্টের পালন। এইত নিমিত্ত আর কংসাদি-বঞ্চন ॥
এই প্রভু মায়া করি গোপভাব ধরি। প্রকট করিলা ঐছে লীলাদি বিস্তারি ॥
কপট বর্ণন সর্ব ভক্ত না মানেন। কেহো ভক্তিমধ্যে কপট বর্ণন যুক্তি দেন ॥
ভক্তিফলরূপী বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইলে। মায়ারূপী বর্ণন না হয় কোন ছলে ॥
ইহাতে বৈকুণ্ঠবাসী মায়াবর্ণন-মতে। বৈকুণ্ঠেশ্বরে স্তুতি নাহি করয়ে ভকতে ॥

পার্ষদমধ্যে এক যেই হয়েন বিবেকী।
তিঁহো কহেন,— হেন কথায় প্রয়োজন কি ?

গোপালন-আদি এক লীলা প্রভুর হয়। প্রপঞ্চ-নির্মাণাদিবৎ মায়া নাহি হয়॥

সে লীলা-কীর্ত্তনে ভাই নাহি কিছু দোষ।

তাহা হৈতে মোক্ষ-সেবক কহে করি রোষ॥

ভগবৎ-মাহাত্ম্য জানেন সেই জন। তিঁহো কহে,—অজ্ঞন্যায় তুমি পার্ষদগণ॥

কেন হেন কহ প্রভুর পার্ষদ হইয়ে? ভক্তবাৎসল্য-নিমিত্ত যে কর্ম্ম করয়ে॥

তাহা সংকীর্ত্তনেতে বড়ই হয় গুণ। তাথে প্রভু পরিতোষ পায় অনুক্ষণ॥

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

পার্ষদের প্রথম বচনে লজ্জা হৈল। তারপর শুনি কিছু সন্তোষ জন্মিল॥

তথাপি মন তৃপ্ত না হৈল সর্বমতে। তাহার কারণ কিছু করিব বিদিতে॥

গোকুল চরিত-লীলা-গানাদি করিয়া। বৈকুণ্ঠবাসীর ঐক্যমত না দেখিয়া॥

এই এক কণ্টক বৈকুণ্ঠে কণ্ঠে মোর। আর হেতু শুন, অন্তর যাতে দরদর॥

নিজ ইষ্টদেব শ্রীমন্মদনগোপাল। তাঁহার চরণারবিন্দ-সেবা চিরকাল॥

অসাধারণ বিনোদ বিনোদ পরিবার। তৈছে সব পরিচ্ছদ স্থান খেলিবার॥

কারুণ্যবিশেষ-আদি না দেখি প্রকাশ। এই অনুভবি' মন হইল উদাস॥

দীনন্যায় যখন দুঃখেতে আমি থাকি। শ্রীনন্দনন্দনরূপ নারায়ণে দেখি॥

লক্ষ্মী দেখি—শ্রীরাধিকা, ধরণী—চন্দ্রাবলী।

সেবকগণ ব্রজবালক দেখিয়ে সকলি॥

তথাপিহ ব্রজভূম পরিবার সহে। গোপালন-আদি লীলা না দেখি মন দহে॥

তাথে দেখি বৈকুণ্ঠের উপবন মাঝে। গোগণ-পালন-লীলা গোপাল বিরাজে॥

কভু দেখি পূর্বন্যায় নিজ সিংহাসনে। সেই ঈশ্বর বিরাজমান হয়েন আপনে॥

নন্দনন্দনরূপ গোকুলের লীলা। সর্ব পরকারে প্রভু মোরে দেখাইলা॥

তথাপি প্রভুতে বুদ্ধি হয় পরমেশ্বর।

বৈকুণ্ঠে আসিয়াছি— এই ভাবয়ে অন্তর॥

ইহাতে উৎপন্ন হয় গৌরব আদর। তাথে প্রেমের হানি, তৃপ্তি না হয় অন্তর॥

ধ্যানে গোপালদেব হইতে আলিঙ্গন। পাইয়াছি কারুণ্যাদি যেন নিজসম ॥
সেই সব প্রকট পাইতে ইচ্ছা হয়। বৈকুণ্ঠে না হয় সিদ্ধ, এইত নিশ্চয় ॥
এই সব হেতু সদা পাই দুঃখগণে। আর কিছু হয় দুঃখ চিন্তি মনে মনে ॥
কখনো বৈকুণ্ঠনাথ যান কোন স্থানে। অন্তরঙ্গ সেবক গরুড়-আদি সনে।

প্রভু-অদর্শনে শোক পায় বৈকুণ্ঠবাসী।
প্রভু কোথা হেন তত্ত্ব যদ্যপি জিজ্ঞাসি ॥

বড় রহস্যন্যায় না কহেন আমারে। তৎক্ষণে প্রকট দেখি বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বরে ॥
তাঁহার দর্শনে দূর হয় সন্তাপাদি। আনন্দসমুদ্রে থাকি দর্শন অবধি ॥
শ্রীবৈকুণ্ঠ-মহিমা অধিক সর্ব হৈতে। অন্ধকার যায় যেন সূর্য-উদয়েতে ॥
তৈছে সব ক্ষীণ হয় মনের আঁধার। তবে কেনে মোর মন মলিন বার বার ॥

জানিলাম কারণ— নিজ প্রাপ্য বস্তু যেই।
পুনর্বার মনে কত কহিয়া বুঝাই ॥

এমত বৈকুণ্ঠবাস হৈতে প্রাপ্যতম। কোথাও নাহিক তবে কেন মোর ভ্রম ॥
হে মোর চঞ্চলচিত্ত ! বৈকুণ্ঠে আসিয়া। চাঞ্চল্য নাহি গেল দুষ্ট-স্বভাবিয়া ॥
এক্ষণেই চাঞ্চল্য সব ত্যাগ কর। ইহার পর আর ফল নাহি অতঃপর ॥
অনেক যুক্তি করিয়া আপনে হও শান্ত। অথবা উপশম সুখে হও তুমি প্রাপ্ত ॥
আপন চিত্তকে আমি বোধ করাইতে। সচ্চিদানন্দময় দেখি আপনাতে ॥
অদ্ভুত বিচিত্র সান্দ্র পরম সুখ যেই। তাহা অনুভব মোর হইল তথাই ॥
কিন্তু শ্রীগোপালদেব-আকৃষ্ট যে ভাব। তাহা আকর্ষণে মনে মানিয়ে অলাভ ॥
সকল বিচার গেল দুঃখেতেই থাকি। এই মত হৃদয় করয়ে ধকৃধকি ॥
ইতোমধ্যে নারদমুনি আইলেন তথা। নারদ সহিত হৈবে বিস্তারিত কথা ॥

সে সব লিখিতে সাধ্য কি আছে আমার।
মন্দমতি জড়বুদ্ধি না জানি বিচার ॥

তথাপি লিখিব কিছু যেমন সামর্থ্য। যৈছে তৈছে আস্বাদি, না বুঝি সব অর্থ ॥

শ্রীরূপ-সনাতন চরণ চিন্তিয়া। মহামূর্খ হ'য়্যা লিখি নির্লজ্জ হইয়া॥
সর্ব বৈষ্ণবের পদে মোর নতি স্তুতি। অপরাধ ক্ষমা কর, কৃপা কর নিতি॥
শ্রীহরিপরসাদ পাই এই আশ। ভাগবতামৃতকণা কয় কানাই দাস॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গোলোকমাহাত্ম্য-খণ্ডে
বৈকুণ্ঠ-নাম চতুর্থ অধ্যায়।
প্রথম কলা॥

—০—

শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেন তদ্রূপস্য বিনির্ণয়ম্।
বালোঽপি কুরুতে শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা ব্রজবিলাসিনঃ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

শ্রীগোপকুমার উবাচ— (যথারাগ)

আইলা নারদ মুনি, মহাদয়াল-চূড়ামণি, মহাপ্রভুর মহাপ্রিয়তম।
ভগবদ্ভক্তিরসে, সমুদ্রতরঙ্গে ভাসে, শুভ দৃষ্টি সর্বজনে সম॥
হয়্যা অতি সকরুণ, শুভাশিষ অভিনন্দন, বীণাযুক্ত হস্ত মোর মাথে।
পরশ করিয়া কহে, হে গোপনন্দন অহে, শ্রীবৈকুণ্ঠ-অনুকম্পিত তাথে॥
তথাপি তোমার দুঃখ, অনুমানি মলিন মুখ, দুঃখের কারণ এথা নাই।
এ কথা শুনিতে কাণে, কুতূহল হয় মনে, তুয়া হিয়া ভিতরেতে যেই॥
গোপকুমার কহে,—আমি, পাইয়া নারদ মুনি, আপ্ত সুহৃদ্শ্রেষ্ঠ গুরুতুল্য।
আপন হৃদয়ে যাহা, সমস্ত কহিলাম তাহা, যত মোর মনের চাঞ্চল্য॥
শুনিয়া আমার ভাষ, ত্যাগি দীর্ঘনিঃশ্বাস, ব্রজগোপাল করিয়া স্মরণ।
চারিদিগে দৃষ্টি দিয়া, আমাকে নিকটে লৈয়া, কহেন কিছু সহাস করুণ॥
শুনহে গোপকুমার! বৈকুণ্ঠলোক হৈতে আর, শ্রেষ্ঠতম প্রাপ্য নাহি হয়।
অনেক প্রকার যুক্তি, বিচারে মানহ ইথি, সে সত্য অন্যথা কিছু নয়॥

কিন্তু ইষ্টদেব ভাল, শ্রীমন্মদনগোপাল, লীলাখ্যান সঙ্গে যে করহ।
তাহা সাক্ষাৎ অনুভব, করিতে চাহ সেইসব, তাহে বিশেষ পরকার যেহ॥
সে বিনোদ ভগবানের, চিত্তবৃত্তি হরণের, অসাধারণ প্রেমে লভ্য হয়।
আমাদের ঋষিমতে, অস্থলভ হয় যাতে, স্থলভের শুনহ উপায়॥
প্রভুর গোপনীয় অতি, প্রসিদ্ধ মহিমা ভাঁতি, যে বরজবাসী মহা ধন্য।
তাহাদের প্রেমসম, যার হৃদে প্রিয়তম, লভ্য হয় হইলে অনন্য॥
যদি কহ ও লীলা, কোথা হয় হেন খেলা, তাহার বৃত্তান্ত কহি শুন।
এ কথা প্রসিদ্ধ শাস্ত্রে, সেই লীলা স্থবিনোদে, সর্বলোক-উপর বিরাজমান॥
ভক্তে লোভ উপজায়, আনমতে নাহি পায়, তুমি জগদীশ-বুদ্ধিমতি।
ভক্তি সম্পাদন করি, পাইয়াছ বৈকুণ্ঠপুরী, সে বিনোদ এথা কৈছে প্রাপ্তি?
কৃষ্ণে পরম প্রিয়তম, বুদ্ধি করি সর্বক্ষণ, প্রেমবিশেষ সম্পাদন-দ্বারে।
লোকবিশেষ প্রাপ্ত হৈয়া, সে বিনোদ অনুভবিয়া, ভাসে সেই স্থখের সাগরে॥
এই যে বৈকুণ্ঠ ধাম, পরম ঐশ্বর্যসীম, যার পর নাহিক বৈভবে।
সে মহা গোপাললীলা, বিনোদ বিনোদ খেলা, এথা কৈছে প্রকট সম্ভবে॥
তাথে সমস্ত শোকত্যাগি, হও প্রভুতে অনুরাগী, দুই প্রভু ভেদ না জানিবে।
শ্রীমৎবৈকুণ্ঠনাথে, ইষ্টদেব জানিবা ইথে, গোপালদেব-বুদ্ধি সে করিবে॥
এখানেও মহৎ স্থখ, কিছু না মানিহ দুঃখ, নিজমনঃপূরক পাইবে।
নারদ-বচন শুনি, হরষিত হয়্যা আমি, আরো নিবেদিতে ইচ্ছি তবে॥
যদি মন মানিয়া থাকে, তথাপি নারদ-মুখে, শুনিতে কর্ণের ইচ্ছা হয়।
কিন্তু গৌরব লজ্জাভয়ে, জিজ্ঞাসা সামর্থ্য নহে, জানিলা নারদ মহাশয়॥
ভাগবতশিরোমণি, সর্বজ্ঞবর মহামুনি, মোর হৃদের বুঝিয়া বারতা।
আমার এ দুই কর্ণে, স্থখ দিতে পরিপূর্ণে, নিজ জিহ্বায় স্থখে কহেন কথা॥
নারদ কহেন সার, শুনহে গোপকুমার, বৈকুণ্ঠে দেখ যত পশু পক্ষ।
বৃক্ষ-লতা-গুল্ম-তৃণ, আদি করি অগণন, যে কিছু দেখহ লক্ষ লক্ষ॥

পৃথ্বীতে তমোযোনি যৈছে, ইহা না জানিবে তৈছে, এই সব সচ্চিদানন্দ স্বরূপ।
পার্ষদ হয়েন সভে, পশুপক্ষ-আদি রূপে, আস্বাদে প্রভুসেবারস রূপ॥
গৌর, শ্যাম, শুক্ল আর, যে বর্ণ রূপ আকার, যে ভক্তের যে প্রিয় অভিলাষ।
যে ভাবনায় ভজিয়াছে, সে সারূপ্য পাইয়াছে, নানা শোভা কহে কানাইদাস॥

কেহো মনুষ্য, মুনি, কেহো দেবতা-আকার।
ক্রমেতে শুনহ তার লিখিব বিস্তার॥
রঘুনাথ-আদি সারূপ্য-আকার মনুষ্য।
কপিল-আদি সারূপ্য মুনি-আকার প্রকাশ্য॥

সত্যসেন-আদি মন্বন্তর-অবতার। তাহাদের যে সারূপ্য দেবতা-আকার॥
পরশুরাম-আদি সারূপ্যে হয় ঋষি। এই সব সারূপ্য সব শাস্ত্রে প্রশংসি॥
মৎস্য, কচ্ছপ, বরাহ আর নৃসিংহ, বামন। ঐছেরূপ সারূপ্য আছয়ে বহুজন॥
ভগবদ্‌বুদ্ধে শিব-উপাসনা কৈলে। ত্রিলোচনরূপে যায় বৈকুণ্ঠে অবহেলে॥
ঐপ্রকার ব্রহ্মার সারূপ্য চতুর্মুখ। ইন্দ্র সহস্র আঁখি দেখিতে কৌতুক॥
শেষ-উপাসক কত সহস্রশীরিষা। সূর্য চন্দ্র বায়ু অগ্নি যার যেই আশা॥
চতুর্ভুজ অষ্টভুজ-আদি করি যত। অনেক আছয়ে তাহা কে গুণিবে কত॥
অন্তজন্ম সংসারান্তে যে যে ভক্তগণে। কীর্তনরসে যে আকার যেমত লক্ষণে॥

কৃষ্ণপাদাব্জ সেবা করি' বৈকুণ্ঠপ্রাপ্ত হৈলা।
সেই সর্বরস ভগবানের প্রিয় কলা॥

ভগবৎপ্রিয়ত্ব জন্য সে রস-আকার। ভক্তের রোচমান হয় চিরকাল॥
সেইরূপ নারায়ণকে দেখেন সেজন। নব নব অপরিচ্ছিন্ন বিশেষ পায়েন॥
যেই ভক্ত পূর্ব পরিবারের সহিত। নিজ ইষ্টদেবসেবা কৈল সুবিহিত॥
অন্তদেহে সেই সেবা করিতে ইচ্ছা করে। সেইমত প্রাপ্তি হয় বৈকুণ্ঠনগরে॥
এই বৈকুণ্ঠপ্রদেশ বিশেষ স্থান হয়। নিজ ইষ্টদেবপুরাদি তৈছে মিলয়॥
তৈছে সেবাসুখ পায় এইত নিশ্চয়। আর কিছু শুন যে ইহার অভিপ্রায়॥

নারায়ণের অবতার রঘুনাথ-আদি। স্বতন্তর উপাসনা যে করি নিরবধি ॥
সে ঐপ্রদেশে পুরীতে ইষ্টদেব পায়। আর যে ঐক্য দেখ এবুদ্ধি সদায় ॥
সেই নারায়ণের নিকটে সদা রহে। সেবা-সুখ-আদি যাহা ইচ্ছা তাহা পায়ে ॥
যে ভক্তের একরূপ প্রীতিনিষ্ঠা নাই। নারায়ণমন্ত্র অষ্টাক্ষরী জপে যেই ॥

এ সকলের দেহান্তরে বৈকুণ্ঠ হয় প্রাপ্তি।
মহাসুখ পায় সারূপ্যাদি সেবা নিতি ॥
নিজকৃত ভজনে পূর্বে যে পাইনু সুখে।
তাহা হৈতে সুখপ্রাপ্ত যথেষ্ট অধিকে ॥
যদি বল,— বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি এক ভক্তিপর।
তবে কেন বিবিধ ভেদ দেখিয়ে গোচর ॥

সর্ববৈকুণ্ঠবাসী সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। তার মধ্যে তারতম্য সে কথা শুনহ ॥
শ্রবণ কীর্তন-আদি ভাববিশেষে। নিজ নিজ অনুসার তারতম্য ভাষে ॥
কিন্তু ভেদ না জানিবা তুল্যতাই হয়। নিজ নিজ রসজাত সুখ আস্বাদয় ॥
আর কিছু ইহার দৃষ্টান্ত বুঝাইয়ে। প্রভু যৈছে অবতার নানারূপ হয়ে ॥
নরনারায়ণ, দত্তাত্রেয়, পরশুরাম। কপিলাদি করিয়া অনেক আছে নাম ॥

কৌতুকে প্রতিমার রূপ শ্রীজগন্নাথ।
স্বর্গলোক-আদিতে যজ্ঞেশ্বরাদি বিখ্যাত ॥

মৎস্য, কচ্ছপ, মহাবরাহ, নৃসিংহ, বামন। আর আর যত যত অবতারগণ ॥
তাহাদের নাম চেষ্টা হয় ভেদমাত্র। সে সকল সচ্চিদানন্দঘন রূপ নানাত্ব ॥
তথাপিহ সর্ব অবতার হয় এক। ইথে কেহো ভেদ করি না দেখে বিবেক ॥
তৈছে ভক্তগণ দেখ নানাত্ব যে হয়। তাহাতেই ভেদবুদ্ধি বিজ্ঞে না করয় ॥
অতএব ভক্তগণ হয়েন নানাত্ব। একত্ব হয়েন এই নহে ভেদমাত্র ॥
যদি বল,— মায়াতে ঘটনা হয় এই। জীবস্থায় মায়িক প্রতীত নহে সেই ॥
সে যে নানাবিলাস স্বরূপশক্তিরূপ। নানা উপাসক ভক্তভাব তদনুরূপ ॥

আর কিছু শুন, ইথে আছয়ে বিচার। অজ্ঞজনে বুঝাইতে কহে পুনর্বার ॥
সূর্যসদৃশ জলে বিম্ব নানা ভাসে। তদ্রূপ পরমেশ্বর রহেন পরকাশে ॥
পরমেশ্বরসকলে নিত্যতা হয় যাতে। সূর্যের দৃষ্টান্ত ঘটে শুন আর মতে ॥
সূর্য যেন আকাশস্থিত এক হয়েন। সর্বত্র আপন স্থানে সূর্যকে দেখেন ॥
দেশবর্তী বৃক্ষাদি নিকটবর্তী হয়। অনেক প্রকার দেখে করিয়া নিশ্চয় ॥
তৈছে উপাসকে ভগবানের রূপ তত্ত্ব। লক্ষণাদি করি দেখে নানান মহত্ত্ব ॥
কেহো চতুর্ভুজ দেখে কেহো বা দ্বিভুজে। নানা পরকার যাতে যার মন মজে ॥
যৈছে ভিন্ন জ্ঞান ভিন্ন মুখ-আদি ভিন্ন। তথাপি ব্রহ্মতাদাত্ম্যকে একত্ব সিদ্ধ ॥
এই পরকার যত হয় দৃশ্যমান। কৃষ্ণ তথা পার্ষদ বৈকুণ্ঠাদি স্থান ॥
একত্ব অনেকত্ব, সত্যত্ব সঙ্গতি হয়। একরূপ তুষ্ট হৈলে সর্ব তুষ্টিময় ॥
এই বৈকুণ্ঠনাথ কৃষ্ণ অনেক স্থানেতে। এক তত্ত্ব অনেক হয়েন বিস্তারিতে ॥
একথা বৃন্দাবনে ব্রহ্মা বৎসহরণে। অনুভব করিয়াছেন আপন নয়নে ॥
দ্বারাবতীপুরে আমি ভ্রমণ করিয়া। অনুভব করিয়াছি বিস্ময় দেখিয়া ॥
যাতে পরমেশ্বর শক্তি দুর্বিতর্ক্যাদ্ভুত। কিন্তু একান্তিভক্তস্থানে গূঢ় না রহত॥

ব্রজে রাধিকাদি দ্বারকাতে রুক্মিণ্যাদি।
শতকোটি প্রিয়া উপনীত ভোগ্য-আদি ॥

সে সকল বস্তু কৃষ্ণ সকল লইয়া। ভোজন করেন তাঁহা হরষিত হৈয়া ॥

সেকালে এক এক পত্নী দেখে মোর দ্রব্য।
প্রথমেই ভোজন করিলা সেই সর্ব ॥

আর দেখ কৃষ্ণভক্তি-মহিমা অশেষ। কদাচিৎ মহৎজীব হইলে বিশেষ ॥

সে সকল শক্তি প্রবেশ হয় তাথে।
কৃষ্ণের আবেশাবতার জানিবা নিশ্চিতে ॥
যৈছে কৃষ্ণ, তৈছে অবতার জানিয়ে।
অবতারি-অবতারে ভেদ না মানিয়ে ॥

এখন শুনহ কিছু লক্ষ্মীবিবরণ। মহালক্ষ্মী শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া নিত্য হন ॥
সান্দ্র-সচ্চিদানন্দবিগ্রহা সে লক্ষ্মী। কৃষ্ণবক্ষে রেখারূপে বৈসে তার সাক্ষী ॥

তাঁহার অবতার হয় স্বর্গাদিতে যেই।
সম্পত্তি-অধীশ্বরী লক্ষ্মী, তাঁর মূর্তি সেই ॥
তিঁহো ভক্তের উপেক্ষ্যা হয়েন সতত।
তার কারণ —বৈভবদাত্রী-, এ যার মহত্ব ॥
ভক্তের স্বভাব—বৈভব না করে স্বীকার।
এ কারণে নিশ্চয় উপেক্ষা করে তার ॥
মহালক্ষ্মীর উপেক্ষা করিতে ভক্তে মানা।
মহালক্ষ্মীর করিতে পারেন আরাধনা ॥

সম্পত্তিলক্ষ্মী প্রিয় করে দেখিলেই ভক্ত। নবীন যে ভক্ত সেই হয় অনুরক্ত ॥

এ প্রকার ধরণী-আদি শক্তি সে জানিয়ে।
ভগবৎশক্তি যত নিত্যতা সে হয়ে ॥
কোথাও হয় নাম— শক্তি, কোথাও বিভূতি।
কোথাও নাম যোগমায়া ইত্যাদিক খ্যাতি ॥

এখন শুনহ কিছু অচিন্ত্যশক্তি-কথা। একমুখে কি কহিব তাঁর গুণ-গাথা ॥
সহস্রবদনে সব না হয় প্রকাশ। দিগ্‌দরশন কিছু কহিয়ে আভাস ॥
নিবিড় সচ্চিদানন্দ বিলাস বৈভব। সেইরূপ হয় যার এই অনুভব ॥
সেই সে বুঝিতে পারে শকতি অচিন্ত্য। ইহাতেই নিত্য সত্য অনাদি অনন্ত ॥
অনির্বাচ্যা আর্যাপথ দেখায় সর্বত্র। নিরন্তর জন্মায় ভজনানন্দবৈচিত্র্য ॥
ভগবদ্‌ভজনের মধুর আশ্চর্য। প্রকট করায় কৃষ্ণ এ শক্তি-প্রাচুর্য ॥
সেই শক্তিদ্বারে নানাবিধ ভগবান্। ব্যক্ত হয়েন একত্ব বহুত্ববিধান ॥
লীলা-মাধুর্যাদি বৈচিত্র্যাদি বিশেষ। সত্যত্ব প্রকার আদি একেক অশেষ ॥
নানা প্রকার প্রকট যাহা হৈতে হয়। এহেন অচিন্ত্যশক্তি কে তাহা জানয় ॥

ভক্তের শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপা যে ভকতি। পরম দুর্লভ এই ভক্তিসম্পত্তি॥
বৈকুণ্ঠাদি লোক আর ভগবৎকর্ম। এসব অচিন্ত্যশক্ত্যে হয়েন সম্পন্ন॥
যদি কহ সেই শক্তি হয়েন কৈছন। নানান প্রকার যাতে করে সম্পাদন॥
শুন সে শক্তির চেষ্টা অনির্বচনীয়। কৃষ্ণের যে শুদ্ধ সেবক তিঁহো ত জানয়॥
শুষ্ক দুস্তর্ক জ্ঞানযুক্ত মন যার। হেন জনের দুর্বিতর্ক্য জানিহ নির্ধার॥
'পরা' 'অপরা' এই দুই শক্তি কৃষ্ণে। পরাশক্তি আর জনে না হয় দৃষ্টে॥
প্রহ্লাদ-আদি পরাশক্তি করিয়া বর্ণিলা। ঐ মহাশক্তি নাম অচিন্ত্য ধরিলা॥
সেই শক্তি মহাপ্রভুর স্বাভাবিক হয়। তাহার 'প্রকৃতি' বলি খ্যাতিও আছয়॥

সে মহাশক্তি ভেদকার্য করিয়া অনেক।
সে ভেদ দর্শন করে ভকত-বিবেক॥

তাঁর প্রতিচ্ছায়ারূপা গুণাত্মিকা যেই। সকলে বিদিত মায়াশক্তি হয় সেই॥

সেই মায়া হয় মিথ্যা প্রপঞ্চজননী।
মিথ্যা ভ্রান্ত তমোময়ী অযোগ্যা নিরূপণী॥

অনিত্য হয়ে, তথাপি হয়েন সে আদ্য। এই এই হয় নিরূপিতে নহে সাধ্য॥
যে মায়া মূর্তিমতী হ'য়্যা অষ্ট আবরণে। অধিষ্ঠাত্রী সেই মায়া হয়েন আপনে॥

যে মায়া কার্যরূপ বিকারে অপ্রাপ্তি।
তে কারণে প্রকৃতি শব্দ এই যার খ্যাতি॥

যে মায়ার অতিক্রমে হয় মুক্তি-ভক্তি। এই দুই সিদ্ধি হয় এহ বেদ-উক্তি॥

যে মায়া ইন্দ্রজালিক-ন্যায় মিথ্যা জগৎ।
প্রকট দেখায়ে মায়া মিথ্যা বিলাসত্ব॥

চিদ্‌বিলাস শক্তি-কৃত যেই বস্তু নিত্য। স্থির দেখিতে পায় যাতে হয় সত্য॥
যৈছে কর্দম-আদি যোগ তপাদিতে। উৎপন্ন করেন সত্য নিত্য স্থায়িমতে॥
যথেষ্ট ভুজ্যমান হয় ইচ্ছা যত দিন। ততদিন ভোগ করিলা আপ্ত স্বেচ্ছাধীন॥
আপনার ইচ্ছাতে করেন অন্তর্ধান। নিঃশেষ সৎকর্ম-ফলদাতা ভগবান্‌॥

যোগেশ্বর-পূজ্য চরণকমল যাঁহার। হেন কৃষ্ণচন্দ্র প্রভু হয়েন সভার॥
তাঁর অনির্বচনীয় শক্তি চিদ্বিলাস। তিঁহো দেখায়েন নিত্য সত্য পরকাশ॥

যৈছে কৃষ্ণ নিত্য, তৈছে শক্তি নিত্য হয়।
অবতারী কৃষ্ণ অবতারে ভিন্ন নয়॥

সর্বাবতার-সমষ্টিরূপ এক কৃষ্ণ সেই। সর্ব বিলক্ষণ সর্ব উৎকর্ষে বর্তে যেই॥

শ্রুতি-প্রতিপাদন করে অবতারী নারায়ণ।
কৃষ্ণ-মহিমা-অতিশয় কৈছে সিদ্ধ হন॥

তাহা শুন নারায়ণ হৈতে বিশিষ্ট। সর্বতোভাবে মনোজ্ঞ মাহাত্ম্যময় কৃষ্ণ॥
প্রেমভক্তি-আর্দ্র-হৃদয় হয়েন যাহার। জানিবারে যোগ্য হয় করিয়া বিচার॥
বদরিকানাথ নারায়ণ অবতার হয়। অবতারী নারায়ণ তাহার নিশ্চয়॥
কৃষ্ণ অবতার সহ হয়েন অবতারী। একারণ অবতারভাব-অঙ্গীকারী॥
বিবিধ মধুর লীলা বিবিধ মাধুরী। অবতারী-ভাবে পরম ঐশ্বর্য বিস্তারী॥
একই কালে একই কৃষ্ণ ঐশ্বর্য মাধুর্য। ইথে অবতারী অবতার হৈতে বর্য॥
যদি বল, উৎকৃষ্ট সর্ব মহিমা-সাগর। সর্বসুখময় কৃষ্ণ সুখের আকর॥
তবে কেনে সর্বজনে না করে সেবন। তাহার কারণ শুন হ'য়্যা এক মন॥
নিজ নিজ উপাস্যদেব সেবন করিয়া। নিজ নিজ ভাব-অনুরূপ মন দিয়া॥
তাথে মনের পূর্ণ সুখবিশেষ সিদ্ধ হয়। ইথে নিজ নিজ ইষ্টদেবেরে ভজয়॥
অবতার যত আছে, তাহাদের সেবক। নিজ নিজ প্রিয় সেবারসের অনুগ॥
পরম মহৎসুখ পায়েন সে সভে। উপাসনা-অনুসারে ফল দেন তবে॥
তাহাতেই সাধ্য-লাভপ্রাপ্তি-হেতুতে। কাহারও অপরিতোষ নাহি হয় চিত্তে॥
যদি বল, প্রভু সর্ব জ্ঞানক্রিয়াশক্তি-। প্রবর্তক হৃষীকেশ—এই শাস্ত্র-উক্তি॥
তবে কেন সর্বজনে উৎকৃষ্ট উপাসনা। নাহি দেন, তাহা কহ করি' বিবেচনা॥

তাহা শুন, বিচিত্র লীলা বিভু হয় যার।
২৫ সমুদ্রকোটিগম্ভীর যে আশয় তাঁহার॥

এমন যে কৃষ্ণ, তাঁর অতিবিচিত্র রুচি। সেই রুচি দান লীলা তাহার বিভূতি ॥
'রুচি' শব্দে যাতে কৃষ্ণ রোচমান হয়। কৃষ্ণরুচি যাঁহা, তাঁহা একান্তি জানয় ॥
তাথে তর্কবিচারে সমর্থ কেহো নহে। কৃষ্ণের বিচিত্ররুচি, কে তাহা জানয়ে ॥
বিচিত্ররুচি-বিস্তারণদ্বারা সেই প্রভু। চিত্রবিচিত্র ফল দান করেন তভু ॥

ইথে ক�ৃষ্ণকৃপা পরম মহিমাসিদ্ধ হয়ে।
যে যৈছে ভজে তাঁরে তৈছে প্রকাশয়ে ॥

যদি কহ বৈকুণ্ঠবাসী পার্ষদের গণ। সবে দেখি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ লক্ষণ ॥
ভগবানের সহ ভেদ কেমতে জানিয়ে। সেব্যসেবক-ঘটন কি প্রকার হয়ে ॥
ইহার বৃত্তান্ত নারদ কহেন আপনে। মন দিয়া শুন ইহা গোপের নন্দনে ॥
বৈকুণ্ঠে নিত্যপার্ষদ শেষ গরুড়াদি হয়। জয় বিজয়-আদি জানিহ নিশ্চয় ॥
আর ভরত প্রিয়ব্রত-আদি যত জন। বৈকুণ্ঠপ্রাপ্ত হইয়াছে করিয়া সাধন ॥
এই সকল পার্ষদের ভেদ কল্পনা করি'। অন্তর্বৃত্তি বাহ্যবৃত্তি এই দুই বিচারি ॥

কেহো দূরে স্থিত রহেন, কেহো বা পার্শ্বেতে।
এই এক প্রকার ভেদ দেখহ সাক্ষাতে ॥

যদ্যপি নিত্যতা-হেতুক শেষ-গরুড়াদি। ভগবান্‌সহ সমতা নহে নিরবধি ॥

নিত্যতা সমান যৈছে আছে পূর্বাপর।
তৈছে নিত্য সেব্য-সেবকভাব পরস্পর ॥

অতএব ভগবানের সেবকতাবৃত্তি। স্বভাবিক আপনি আসিয়া হয় প্রাপ্তি ॥
ইহাতে কুতর্ক যুক্তি না করিবে আর। পার্ষদের সদা দাস্য এই ত বিচার ॥
পার্ষদদিগের হৈতে কৃষ্ণপাদপদ্মে। অচিন্ত্য অদ্ভুত বিবিধ মধুরিমাসদ্মে ॥
যেমন নারায়ণ অবতারের সহিত। অবতারী কৃষ্ণসহ অভেদ বিদিত ॥
তথাপিহ অনির্বচনীয় বিবিধ মাহাত্ম্যে। অবতার হৈতে কৃষ্ণ বিশেষ বিখ্যাতে ॥
তেমতি পার্ষদ হৈতে ঐশ্বর্য-বিশেষ। মধুর বিচিত্র সৌন্দর্য মহিমা অশেষ ॥
এ সকল দৃষ্টিতে ভগবানের মহিমা। পার্ষদাদি হৈতে গুণ অধিক অসীমা ॥

শ্রীরূপ-সনাতন-চরণ-চিন্তিত। মনে আশা লিখি ভাষা বুঝাইতে চিত॥
শ্রীহরি-পরসাদ পাই এই আশ। ভাগবতামৃত-কণা কয় কানাই দাস॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গোলোক-মাহাত্ম্যখণ্ডে
বৈকুণ্ঠ-নাম চতুর্থ অধ্যায়
দ্বিতীয় কলা॥

—o—

জয় জয় নিতাই নিমাই ভাই দুটি। জয় সীতানাথ জয় গৌরভক্তগোষ্ঠী॥

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

এতেক শুনিয়া পুন করি' নিবেদন। আর কিছু সন্দেহ দূর কর তপোধন॥
পৃথিবীতে প্রতিমাদি আছেন যে সব।
যৈছে নীলাদ্রিনাথ তৈছে সবে অনুভব॥
সচ্চিদানন্দঘন যেন হয়েন প্রতিমা। আপনে কহিলে তুমি এসব মহিমা॥
এক ভগবান্ সচ্চিদানন্দবিগ্রহময়ে। সেই সেই স্থানে নানারূপে ঐপ্রভু রহে॥
তাথে সর্বধর্ম-আদি উপেক্ষা করিয়া। প্রতিমা পূজন করে শ্রদ্ধান্বিত হৈয়া॥
তাথে দোষ নাই, আরো হয় মহাগুণ। তাহা জানি তথাপি সন্দেহ হয় পুন॥
শুনিয়াছি ভাগবত একাদশস্কন্ধে। প্রতিমা পূজয়ে কিন্তু অনাদরে ভক্তে॥
সে পূজক প্রাকৃত ভক্ত এইত কারণ।
আরো শুনি তৃতীয়স্কন্ধে কপিল-বচন॥
সর্বজীবে পরমাত্মা না দেখিয়া যেই। প্রতিমা পূজয়ে, ভস্মে হোম করে সেই॥
ইত্যাদিক বাক্য এহ অপ্রমাণ নয়। মহৎ জনের যাতে সুখোদিত হয়॥
এত শুনি প্রজার আদিগুরু নারদ মুনি।
আলিঙ্গন করি মোরে কহে সারবাণী॥

ভগবান্ সাক্ষাৎ সদৃশ যে প্রতিমা। আমি কহিয়াছি তোমায় সে সব মহিমা॥
সে প্রতিমা-পূজন-মাহাত্ম্য দূরে রহু। মহা-মহা-গুণ যাহা, কেবা তাহা কহু'॥
পূজাতে দোষের শঙ্কা কিছুমাত্র নাই। শুনহ সে সব কথা তোমারে সে কই॥
পুরাতনী প্রতিমা কিম্বা আধুনিক হয়। কিংবা স্বনির্মিত আর প্রতিমার চয়॥
তার মধ্যে কোন মূর্তি যে করে পূজন। স্বধর্ম-অপেক্ষা ত্যাগ করিয়া যে জন॥
সাক্ষাদ্ভগবদ্‌বুদ্ধ্যে যে জন পূজয়। তার পাতিত্যাদি দোষ কভু নাহি হয়॥
আরো মহাগুণ হয় শ্রীমূর্তিসেবাতে। উত্তমভক্তি পরম মহৎ ফল যাতে॥
ভগবদ্দৃষ্ট্যে তৃণ-আদির সম্মানে। মুক্তিপদ পায় লোক শাস্ত্র-পরমাণে॥

অথবা নামাভাসে কিংবা শ্রবণ-আভাসে।
মুক্তিপদ পায় লোক, যায় অনায়াসে॥

ভগবানের স্মরণ, তথা অধিষ্ঠান মন্ত্রে। সকৃৎ সর্বভক্তিপদ দেন পরানন্দে॥

নামাভাস-ইত্যাদিকে কৃতার্থ হইল।
সাক্ষাৎ প্রতিমাপূজায় দোষ কোথা রৈল॥

এ পূজাতে দোষাদি তর্ক না ঘটে কখন। ইহাতে সংশয় না করহ কোনজন॥
কৃষ্ণ-প্রতিমা পূজনেতে প্রীতি হয় যার। কৃষ্ণভক্তে অনাদর না হয় তাহার॥
কদাচিৎ কভু যদি পূজার আসক্ত্যে। অনাদর যদ্যপিও হয় কোন ভক্তে॥

সেই অপরাধ ভক্ত না করে গ্রহণ।
আরো তারে স্তুতি করেন হয়্যা হৃষ্টমন॥

যদি কহ, ভাগবতে ওসব বচন। কি জন্য কহিলা ?—তাহা কহিব এখন॥
যে কেহো নবীন হরি-প্রতিমা পূজয়। হরি-অধিষ্ঠানমাত্র এই সে জানয়॥
সাক্ষাৎ হরি না হয়েন ইতি ভেদ দৃষ্ট। শৈল-দারুময়ী বুদ্ধি করে সে নিকৃষ্ট॥
হেন বুদ্ধ্যে পূজয়ে না মানে ভক্তজন। সর্বভূতে অপমান করে অনুক্ষণ॥
পূজাগর্বে প্রভুর যে বেদরূপী আজ্ঞা। তাথে অতিক্রম করে হইয়া অবিজ্ঞা॥
সর্বভক্ত-নিকৃষ্ট মন্দবুদ্ধি সেইজন। উচিত পূজার ফল না পায় একারণ॥

উচিত পূজা যাহা, তাহা শুন বিশেষিয়ে। ভগবদ্‌ভক্তি প্রেমসম্পত্তি গণিয়ে॥
কৃষ্ণের দর্শন, তাঁর সহ বিহারাদি। এ সকল নাহি পায় ঐছে মন্দবুদ্ধি॥
এই প্রকার পুরাণাদির সমস্ত বচন। যে যে কহিলাম তোমায় জানিব ঐছন॥

কিন্তু সেই নিকৃষ্ট পূজক জন যদি।
প্রতিমা-পূজা নাহি ত্যাগে, পূজে নিরবধি॥
তবে সেই পূজানিষ্ঠায় চিত্ত শোধিত হয়।
গুণদর্শী ভক্ত-কৃপায় দোষ ক্ষীণ হয়॥

সমস্ত দূষণ অল্পকালে যায় দূর। পরম উত্তম হইবেন ভক্তশূর॥

যেন সকাম ভক্ত বাঞ্ছিত ফল ভোগিয়া।
ভক্তি-প্রভাবে উচিত ফল পায় রয়্যা॥

সেই ক্রমে উত্তমতায় হইবেন প্রাপ্ত। সকাম বিলম্বে পায়, এই উপযুক্ত॥

এই হেতু শুদ্ধভক্ত যে একান্তী জন।
নিন্দা করেন সকামকে দুর্ভাগ্য কহেন॥

যেহেতু একান্তী মানে ভকতির ফল। কৃষ্ণচরণারবিন্দ দর্শন কুশল॥

কৃষ্ণসহ বিহারাদি আনন্দলভ্য এই।
ভক্তির মুখ্য ফল মানেন একান্তিক যেই॥
দর্শনাদি ক্ষণার্ধকাল বিলম্ব না সহে।
ভগবান্‌ও ঈষৎ ত্যাগে সমর্থ না হয়ে॥

এই হেতু দরশন-আদি ব্যতিরেক। পরম তুচ্ছ সর্বকাম ফল যে অনেক॥

মুকতি পরম তুচ্ছ একান্তীর আগে।
এ বৃত্তান্ত জানেন কোন কোন মহাভাগে॥

কৃষ্ণের স্থানে কাম-আদি সর্ব সুলভ। কিন্তু প্রেমভক্তি হয় পরম দুর্লভ॥

যে প্রেমভক্তি-প্রসাদে কৃষ্ণ অধীন হয়।
এই হেতু প্রেমভক্তি ভগবান্ না দেয়॥

এই ত অন্যের মত জানিহ নিশ্চয়। মোর মত শুন যেই প্রভুর আশয় ॥
মহাপ্রেষ্ঠ-অধীনতায় দুঃখ দোষ নাই।
আনন্দ বিস্তার করেন—এ তার বড়াই ॥
নিজ ভক্ত-বাৎসল্যাদি মহাকীর্তিযশ। রূপগুণ বিস্তার করে হয়্যা ভক্তবশ ॥
নাগরশেখর কৃষ্ণ বিশেষ করিয়ে।
প্রেষ্ঠ জনের অধীনতা পরমপ্রিয় হয়ে ॥
স্বকীয় আত্মারামাদি গুণ উপেক্ষণীয়। প্রেষ্ঠজনের অধীনতা— এই পরমপ্রিয় ॥
ভগবৎস্বভাব-সীমার পরাকাষ্ঠা। প্রেষ্ঠজন-অধীনতা, এই যার চেষ্টা ॥
ইহার প্রমাণ সত্যভামা-মানভঙ্গে। হরিবংশে প্রসিদ্ধ হয় পারিজাত-প্রসঙ্গে ॥
সেই প্রেমভক্তি পরিপাক হৈলে পরে। কোন অনির্বচনীয় হয় ভাবান্তরে ॥
বিরহ-অগ্নি-বৈকল্যরূপ ভাববিশেষ। মহাসম্পত্তি হয় তাহা কে জানিবে শেষ ॥
সে সম্পত্তি পরমার্থ বিচারিতে জানি। তার পর আর নাই, এই অনুমানি ॥
আনন্দের পরম বৈভব-শিরোপরে। বিরহ-আনন্দে অতিশয় নৃত্য করে ॥
তাৎপর্য মহানন্দবিশেষস্বরূপ। তথাপি সহজ ধর্মহেতু অপরূপ ॥
মহা আর্তি শোক-সন্তাপ-চিহ্নাদি সকল।
বাহিরে বিস্তার করেন দুঃখাদি প্রবল ॥
সেই কৃষ্ণ প্রিয়জনের বাহিরের দশা। দেখিতে নারে করুণাময় পীতবাসা ॥
আর এক হেতু আছে ইহার যুকতি।
যে কারণে প্রেমভক্তি না দেন শীঘ্রগতি ॥
বহির্দৃষ্টি দুষ্ট মূর্খলোক সে দশা দেখিয়া।
প্রেম-অতিশয় ভ্রম ভাব না বুঝিয়া ॥
ভক্তিতে অকাম হয়্যা ত্যাগে ভক্তি-আশ।
তত্ত্ব না জানিয়া ভক্তে করে উপহাস ॥
এই দুই হেতুতে না দেন প্রেমভক্তি। পরম দুর্লভ হয় সর্বশাস্ত্র-উক্তি ॥

স্বর্গাদি-ভোগ মুক্তি সুলভ সে হয়। তাহার দৃষ্টান্ত কহি করিয়া নির্ণয়॥
যেন চিন্তামণি সবে নাহি হয় প্রাপ্তি। সবে প্রাপ্ত হয় যেন কাচমণি-আদি॥

কাহাকেও স্বর্ণ মিলে আসক্তি হইলে।
অত্যন্ত আসক্ত্যে চিন্তামণি তারে মিলে॥

কদাচিৎ প্রেমবিশেষে স্পৃহা হয় যার। সেই মহাশয় লোকাতীত-ব্যবহার॥
তাহাকেই প্রেমভক্তি দেন কৃপাময়। সর্বত্র না হয় হেন কৃপা-অতিশয়॥

যদি কহ,— প্রেমভক্তি পরিপাক হৈলে।
উৎপন্ন কি ভাব-বিশেষ তত্ত্ব কহ মোরে॥
নারদ কহেন,— আমরা সব সে ভাববিশেষ।
কহিবার যোগ্য নহি সে তত্ত্ব অশেষ॥

যে হেতুক বচন-মনের অগোচর। যদি কহ তটস্থ লক্ষণ নির্ণয় কর॥

তাহাও কহিবার কথা যোগ্য নাহি হয়ে।
তাহার কারণ কিছু কহি যে তোমায়ে॥

শ্রীকৃষ্ণের ভক্তির প্রবৃত্তি প্রিয়জনে। তৎপর ভাগবত-আদি শাস্ত্রগণে॥
তাহারাও বিশেষিয়া সে তত্ত্ব না কয়। যাতে অজ্ঞজনের বিরুদ্ধ-ন্যায় হয়॥
সে ভাবের উৎকর্ষ, মাধুর্য তাহার। সেই জানে এ রস সেবনে শীল যার॥
নতুবা কথনীয় নয় কহিল তোমারে। কহিলে কেহ সমুঝে না এত্তঃখ অন্তরে॥

তুমিও জানিবা গোকুলনাথ-পরসাদে।
গোকুলভূমে জন্ম তোমার, হও কৃপাপাত্রে॥

নারদের বিনয়পরিপাটী বাক্যধ্বনি। তনু-মন-শ্রবণ শীতল হইল শুনি॥

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

এপ্রকার নিজ ইষ্টদেব শ্রীগোপাল। চরণ-দর্শন-উৎকণ্ঠা হইল তৎকাল॥

সেই প্রকার উৎকণ্ঠা হৈল ভাববিশেষ-আশা।
সেভাব পাইতে মনে হইল দুরাশা॥

শোক-সমুদ্রেতে মোরে পতিত দেখিয়া। মুনি কহিলেন বহু আশ্বাস করিয়া ॥
নারদ কহেন,—গূঢ় এ সকল কথা। এ স্থানে কহিতে যোগ্য না হয় ব্যবস্থা ॥
তথাপি তোমাকে কাতর দেখিয়ে অন্তর। কহিব উপায় কিছু শুন শীঘ্রতর ॥
এ স্থান হইতে দূর শ্রীঅযোধ্যাপুরী। ততদূর মধুপুরীসম দ্বারকানগরী ॥
যদুপতিপ্রিয় তুমি দ্বারকা যাইয়া। আপন প্রভুকে দেখ নয়ন ভরিয়া ॥
সম্প্রতি অযোধ্যাগমনের উপায় শুন। রসিক-সম্মত এই কহিব কথন ॥
যদ্যপিহ শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ অবতারী। তাঁর উপাসনাতেই সর্বলভ্যকারী ॥
তথাপি শ্রীরামচন্দ্র-চরণকমল। সেবালাভ জন্য কহি উপদেশবল ॥
হে সীতাপতে ! প্রভু রঘুনাথ ! রাম ! হে লক্ষ্মণজ্যেষ্ঠ ! হনুমৎপ্রিয়ধান ॥
হে ঈশ্বর ! ইত্যাদিক নামসংকীর্তন। বেদশাস্ত্রখ্যাত রূপগুণের স্মরণ ॥
রূপগুণলীলা স্মরণ করিতে করিতে। নামসংকীর্তন কর উপায় নিশ্চিতে ॥
যদি কহ,— শ্রীমন্মদনগোপালদেবে। আকৃষ্টচিত্ত কৈছে অন্য নামে রুচি হবে ॥
তাহা শুন, যেমতে ইষ্টদেব লভ্য হয়। সেই অনুষ্ঠান চতুর ভকত করয় ॥
যে বিষয়ে নিজ ইষ্টদেবের সম্বন্ধ। অল্পও হইলে তাথে করিয়ে আনন্দ ॥
সে বিষয়ে অতিশয় তদেকনিষ্ঠ হৈয়া। প্রীত করিবেন ভক্ত প্রভুকে জানিয়া ॥
অতএব শ্রীরামচন্দ্র-চরণ-কমল। অবলোকনে দুঃখ বহু হইবে শীতল ॥

তাথেও উৎকণ্ঠা তোমার শান্তি নাহি হব।
আপনে জানিবেন প্রভু মহাদয়ার্ণব ॥

কারুণ্য-অতিশয় আর্দ্রচিত্ত রঘুনাথ। শীঘ্র দ্বারকায় মিলাইবেন প্রভুসাথ ॥

যথোচিত সংকীর্তন করিতে কারতে।
দ্বারকাতে প্রাপ্ত হবে অত্যন্ত সুখেতে ॥

চিরকাল দেখিবার যে ইচ্ছা তোমার। নিজ প্রিয় ঈশ্বর কৃষ্ণচন্দ্র মনোহর ॥
যাদব-আবৃত প্রভু করিয়া দর্শন। ভূদ্বারকা নহে এই জানিহ বিশেষণ ॥
এই বৈকুণ্ঠের একদেশবর্তী হয়। অযোধ্যা দ্বারকাপুরী জানিহ নিশ্চয় ॥

অতএব তাঁহা তুমি করহ গমন। নারায়ণের আজ্ঞা অপেক্ষা না কর এখন॥
সর্বহৃদয়বর্তী ঐ প্রভু নারায়ণে। তাহারি আজ্ঞায় আমি আইনু এখানে॥
আমা দ্বারা প্রভু-আজ্ঞা প্রতীত কর তুমি।
যদি কহ,— সাক্ষাৎ কহিয়া যাই আমি॥
তাহা শুন, কোন ভক্তে অনুগ্রহজন্যে।
ভগবান্ কোনস্থানে গিয়াছে আপনে॥
তুমিহ বিলম্ব আর সহিতে নারিবে। তাথে তব গমনের শ্রেষ্ঠ হয় ইবে॥
তার কারণ— নারায়ণ দর্শন করিলে। রূপ দেখি ভুলিয়া রহিবে এই স্থলে॥

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

এসকল শুনিয়া অত্যন্ত হর্ষ হৈয়া। বার বার নারদপদে প্রণাম করিয়া॥
তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া মস্তকে। প্রস্থান করিলাম শিক্ষা-স্মরণ পূর্বকে॥
রামনাম সংকীর্তনাদি করিতে করিতে।
অনির্বচনীয় মাধুর্য দেখি দূর হৈতে॥
ইতি উতি লম্ফে লম্ফে করে আগমন। বার বার রামনাম করি' উচ্চারণ॥
মহাচপল দেখিয়া করিনু অনুমান। শ্রীরাম-কিঙ্কর বানর দিলা দরশন॥
নিকটে আসিয়া আমার হাতের বংশিকা।
কাড়াকাড়ি করেন বড় বলেতে অধিকা॥
বংশী কাড়িবার কিছু বুঝিল কারণ। রঘুনাথভক্তকে বুঝি বংশী-অসহন॥
কিংবা পরম মনোহর বংশিকা দেখিয়া।
লইতে চাহেন কোন কৌতুক লাগিয়া॥
তাঁর সঙ্গে যাই অযোধ্যা করিয়া প্রবেশ। দেখিলু নরবানরগণ সবিশেষ॥
দেখিলাম বৈকুণ্ঠের পার্ষদ হইতে। সুন্দর মনুষ্য সব পরম বিনীতে॥
আর্যমধ্যে শ্রেষ্ঠতা দর্শন সভাকার। তথাপি দণ্ডবৎ স্তুতি না সহে আমার॥
এমন বানর মনুষ্য তাহাদের সহে। পুরী প্রবেশিলাম বাহির দ্বার যাহে॥

তাৎপর্য— আমারে লইতে আগুসার। বানরগণ পাঠাইলা করুণা অপার॥
প্রেমানন্দে মগ্ন দেখি' হস্তাদি ধরিয়া। লইয়া চলিলা ক্রমে দর্শন করায়্যা॥
সুগ্রীব অঙ্গদে জাম্ববানাদি মনুষ্যে। শত্রুঘ্নসহ ভরত আছেন রহস্তে॥
মহাপ্রাসাদ সিংহাসনে আছেন বসিয়া। দণ্ডবৎ স্তুতি কৈনু শ্রীরাম কহিয়া॥

শুনিতেই ভরত দুই কর্ণে হস্ত দিলা।
'দাসোঽস্মি দাসোঽস্মি' কহি' নিষেধ করিলা॥
তাঁর অসম্মত কর্মে অপরাধ মানি।
ভীত হয়্যা ভরত-অগ্রে কৃতাঞ্জলি আমি॥

হেনকালে হনুমান রাম-সমীপ হৈতে। বাহির আইলা শীঘ্র লইয়া যাইতে॥
আসিয়া আমার হস্ত গ্রহণ করিয়া। অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইলা দ্রুত হৈয়া॥
অদ্ভুত হৈতে অদ্ভুত পরম চমৎকার। পরম সৌন্দর্য নরবর আকার॥
সমস্ত মাধুরীময় অদৃষ্ট অশ্রুত। দুই নেত্রে কি দেখিব সর্ব শোভাযুক্ত॥

মণিময় প্রাসাদ উচ্চ অতি বিলক্ষণে।
তাথে মহারাজাধিরাজোচিত সিংহাসনে॥

তদুপরি সুখপূর্বক বসিয়া আছেন। সদা হৃষ্ট বিলাস, বক্ষঃস্থল নিরুপম।
বৃষবৎ স্কন্ধ উচ্চ, দীঘল নয়ান। কোটি চাঁদ তিরস্করে সে চাঁদ-বয়ান।
শালবৃক্ষ বাহু ভুজ আর সপ্ত রক্ত। ইত্যাদিক মহাপুরুষ-লক্ষণেতে যুক্ত।
নারায়ণের সদৃশ কথঞ্চিৎ পরকারে। নারায়ণ হৈতে কোন বিষয়ে মন হরে।
দুই ভুজের মাধুর্য অত্যন্ত মনোরমে। কোদণ্ডবিলাসী হস্ত বলয়াকঙ্কণে
বিনয়যুক্ত লজ্জা শোভনাবলোকনে। রাজেন্দ্রের ন্যায় লীলা প্রজার পালনে
ধর্মশাস্ত্র-উচিত আচার করিলা আশ্রয়। তাঁর চরণ-দর্শনে আনন্দ অতিশয়
তাথে মোহিত হ'য়্যা দণ্ডপ্রণামের ন্যায়। মূরছিত হ'য়্যা অগ্রে পতন তথায়
সাক্ষাৎ দর্শনানন্দ অতিশয় শ্রেষ্ঠ। তাহাতে বঞ্চিত হৈনু আমি দুরদৃষ্ট
রামকৃপায় উঠিয়া পুন দর্শন করিয়ে। প্রভুবামে সীতা, দক্ষিণে লক্ষ্মণ দেখিয়ে

হনুমান্ কখন শ্বেত চামর করেন। কভু প্রভু-গুণগানে বীজন সেবেন ॥
কভু স্বনির্মিত চিত্রশ্লোকে করে স্তুতি।
কোনক্ষণে চন্দ্রাকার শিরে ধরে ছাতি ॥
কখনো বা পাদপদ্ম করেন সেবন। এককালে বহু সেবা করে হনুমান ॥
ব্যগ্রতারাহিত্যে সেবা করে ধীরে ধীরে। দেখিয়া পরমানন্দে জয় শব্দ করে ॥
বার বার উঠি' পড়ি' করিয়ে প্রণাম ॥ আর্দ্রচিত্ত কোমল বচনে ভগবান্ ॥
ভো গোপনন্দন ! হে সুহৃত্তম ! তুমি।
স্নেহ করি' বিজয় এথায় আইলে ভ্রমি ॥
বিশ্রাম করহ, বহু প্রয়াস না কর। আমাকে করিলে তৃপ্ত, কি আর অপর ॥
তথা চ পুনঃ পুনঃ আমি করি দণ্ডবৎ। প্রভু কহে—হৈল পূর্ণ তব মনোরথ ॥
এই যে তোমার নমস্কারাদি প্রয়াসে। এ বান্ধবে দুঃখ দেহ এ কোন সন্তোষে ॥
উঠ উঠ তোমার মঙ্গল হউ হউ। গৌরব সম্ভ্রম ত্যাগ কর দীর্ঘ-আয়ুঃ ॥
হে সখে ! তোমার প্রেমপ্রবাহ দেখিয়ে।
বশীকৃত হই' আমি জানিহ নিশ্চয়ে ॥

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

তথাপি পরমানন্দবিবশতা হই'। প্রণাম-বিরাম নাহি করিয়ে তথাই ॥
হনুমান অনুমান প্রেমার্দ্র দেখিয়া। নিবারণ করিলেন মোরে উঠাইয়া ॥
শ্রীমৎ চরণচৌকী-পাদপীঠতলে। তথা হঠে ল'য়্যা গেলা হনুমান্ বলে ॥
সেইকালে আমি মনে করিলাম এই। দীর্ঘ আশা ফলিত হইল আসি সেই ॥
বাঞ্ছাতীত সম্পূর্ণ সম্প্রতি সিদ্ধ হৈল।
আর কোথাও না যাইব মনোরথ পাইল ॥
গোপালবালক-ন্যায় রাম-দরশনে।
আনন্দে কথোকাল বাস করিল সেই স্থানে ॥
স্বাভাবিক অতিশয় আনন্দ ঐছনি। মহারাজাধিরাজলীলা ধর্মানুসারিণী ॥

নতু কদাচিৎ ভক্ত-বাৎসল্য-অতিশয়ে। ধর্মমর্যাদা-অতিক্রম না দেখিয়ে॥
ইষ্টদেব মদনগোপাল-বিহার-মাধুরী। বেণুবাদন, গোপীমোহন, সরসচাতুরী॥

এ সকল না দেখিয়ে থাকি তুঃখিবৎ।
ধ্যানাদি আলিঙ্গনেও সে অনুভব হত॥
শোকিন্থায় থাকি সদা হনুমান্‌-পাশে।
লজ্জা, বিনয়, সারল্য— রামগুণ শুনি হর্ষে॥

শ্রবণ-দর্শনে সাক্ষাৎ করি অনুভব। মনোতুঃখ নিবারণ যত্নে করি সব॥
সে রামমূর্তিতে ইষ্টদেব রূপগুণ। আরোপণ করি ধ্যান করি অনুক্ষণ॥
না পাইতেছেন সুখ পূর্ব যে অভ্যাসে। যবে বৃন্দাবনভূম হৃদি পরকাশে॥
মদনগোপাল-অনুকম্পাবিষ্ট হৈলে। আপনা আপনি আমি হইয়ে বিহ্বলে॥

তখন মন্ত্রীশ্রেষ্ঠ হনুমান নানাযুক্ত্যে।
আশ্বাস করিয়া স্থির করেন মোর চিত্তে॥
কোন সময় করুণাময় কোমল হৃদয়ে।
জগৎচিত্ত-জ্ঞাতা রাম মোরে জিজ্ঞাসয়ে॥
আমার মুখ মলিন দেখি শোকার্তিলক্ষণে।
আশ্বাসিয়া কহেন কিছু প্রণয়-বচনে॥
আজ্ঞা করিলেন তোমার যাতে সুখ হয়।
তাহাই করহ তাথে মোর সুখোদয়॥
দ্বারাবতী যাহ তুমি মোর আজ্ঞা ল'য়্যা।
জাম্বমানে আজ্ঞা দিলেন ত্বরায় করিয়া॥
জাম্ববান দ্বারকাতে আনিলা তৎক্ষণ।
এইখানে অধ্যায়ের হৈলা সমাপন॥

পরম অমৃত এই ভাগবতামৃত। যাহার পানেতে পায় প্রেমভক্তি-পদ॥
শ্রীরূপ-সনাতন-চরণ চিন্তিয়া। আশা করি' ভাষা লিখি সুমূর্খ হইয়া॥

সর্ব বৈষ্ণবের পদে আমার প্রণতি। অজ্ঞ-অপরাধ ক্ষমা কর দীনপ্রতি ॥
শ্রীহরি-পরসাদ পাই এই আশ। ভাগবতামৃত-কণা কহে কানাই দাস ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গোলোক-মাহাত্ম্যখণ্ডে
বৈকুণ্ঠ-নাম চতুর্থ অধ্যায়
তৃতীয় কলা ॥

—০—

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য, জয় শ্রীনিত্যানন্দ, জয় শ্রীশান্তিপুরনাথ।
জয় শ্রীভক্তগোষ্ঠী, সভে কর শুভদৃষ্টি, চরণে পড়িয়া প্রণিপাত ॥
শ্রীগোপকুমার কহে, শ্রীমাথুর বিপ্র অহে, নিজ কথা কহি যে তোমায়।
আসিয়া দ্বারকাপুরী, দেখি সর্ব মনোহারি, যাদবকুমারগণ তায় ॥
মাথুর দ্বিজপুত্রসনে, খেলয়ে কুমারগণে, নিজবর্গসহ যূথে যূথে।
সর্বত্রই ভ্রমি ভ্রমি, পূর্বে যা না দেখিল আমি, সে মাধুর্য দেখি দ্বারকাতে ॥
দেখি আনন্দ পাইলাম, প্রণামাদি ভুলিলাম, তাঁহারা সর্বজ্ঞশিরোমণি।
মোরে করি আকর্ষণ, করিলেন আলিঙ্গন, স্নেহপূর্ণ প্রকাশে আপনি ॥
গোবর্ধন গোপালপুত্র, জানি অধিক আর্দ্রচিত্ত, হস্ত ধরি লৈলা অন্তঃপুরে।
দূর হৈতে দেখি আভা, শোভয়ে সুধর্মা সভা, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠাসন'পরে ॥
তাহাতে সুন্দর তূলি, বালিসে আলিস হেলি, শোভায়মান শ্রীভগবান্।
বৈকুণ্ঠনাথ হৈতে আর, বিচিত্র মাধুরীসার, কোন কোন মাধুরী বলবান্ ॥

দ্বিভুজ কৈশোরযুক্ত, যৌবন তাথে পূজিত, ভক্তজন্য প্রকট সুবাহু।
মাধুর্যভঙ্গী আকর্ষণ, ভকত অন্তঃকরণ, মহাশ্চর্য বিনোদার্ণব পঁহু॥
চন্দ্রাকার শ্বেত ছত্র, মুকুতা ঝালরযুক্ত, শ্বেতচামর ভ্রমে দুই পাশে।
প্রভু-আগে স্বর্ণপীঠে, শ্রীপাদুকাসন্নিকটে, রাজরাজেশ্বরতা উৎকর্ষে॥
পরিচ্ছদসমূহ যত, চারিদিগে শোভান্বিত, নিজযোগ্য সেবক চারিভিতে।
অষ্টনিধি পারিজাতে, মহাবিভূতি পংক্তি তাতে, সম্মুখেতে গীতবাদ্য নৃত্যে॥
ভগবানের দক্ষিণে, বসুদেব রামসনে, অক্রূরাদি বসে নিজাসনে।
বামে গদ সাত্যকি, অগ্রে উগ্রসেনে রাখি, মন্ত্রী বিকদ্রু-কৃতবর্মা-আদি।
আর আর যাদবশ্রেষ্ঠ, আর সব রাজবর্গ, এ সকল বামপাশে স্থিতি॥
যে নারদ-সঙ্গে তথা, বৈকুণ্ঠে হইল কথা, সেই নারদ এথা প্রভু-আগে।
গীতনৃত্য-নর্মবাণী, সুস্বরাদি বীণাধ্বনি, হর্ষহাস্য করায় মহাভাগে॥
অগ্রে গরুড় জোড় করে, নানা স্তবস্তুতি করে, পরিতোষ করেন নিজপ্রভু।
উদ্ধব আনন্দমনে, প্রভু-পাদসম্বাহনে, রহস্যবার্তা কহে লহু লহু॥
চিরকাল দেখিতে আশ, তাহা সাক্ষাৎ পরকাশ,
ইষ্ট-আস্পদ শ্রীকৃষ্ণ দেখিয়া।
অতিশয় প্রেমভরে, পড়িলাম অগ্রে দূরে, মূরছিত জ্ঞানশূন্য হৈয়া।
কৃষ্ণ উদ্ভট স্নেহরসে, পূরিত হই' আবেশে, আনিতে আজ্ঞা দিলেন উদ্ধবে।
উদ্ধব আসি' মোর পাশে, পাইলেন মহাহর্ষে, গোপকুমার বেশ দেখে যবে॥
যত্নে মোরে চেতাইয়া, লইলেন উঠাইয়া, দুই হাথে ধরি' লয়্যা গেলা।
মোর মস্তক ধরি বলে, প্রভুপাদপদ্মতলে, উদ্ধব নিজ হাথে লাগাইলা॥
সেই প্রাণনাথ কৃষ্ণ, নিজহস্তকমলশ্রেষ্ঠ, মোর অঙ্গ পরশ করিয়া।
মার্জন করিয়ে যেন, পরশ করিলা তেন, আমার হাথের বংশী লইয়া॥
বংশী এক দৃষ্টে দেখি, অশ্রু ত্যাগ করি আঁখি, আর্ত ন্যায় নীরব হইলা।
ক্ষণান্তরে প্রভু কয়, তোমার কুশল হয়, আরোগ্য কহ, ভাল সে আইলা॥

ব্রজের অমঙ্গল নাহি, এই কথা আধ কহি, বাক্য গদ্‌গদ নাহি স্ফুরে।
মোহদশা দেখি তবে, মন্ত্রীবর শ্রীউদ্ধবে, ধৈর্য করান ঠারে ঠোরে॥
অগ্রে রাজা উগ্রসেন, বসুদেবাদি ঋষিগণ, সঙ্কেত করি দেখাইলা উদ্ধব।
পদ্মনেত্র প্রকাশিয়া, যাদবাদি দেখিয়া, প্রযত্নে করিলা অনুভব॥
ঈষৎ আপনা স্থির, করিলেন যদুবীর, অন্তঃপুর গমনে আজ্ঞা দিলা।
আমার অভীষ্ট যাহা, চিরকাল আছিল তাহা, বাঞ্ছিত পূর্ণ এতদিনে হৈলা॥
পাই নিজ প্রাণনাথে, উৎকৃষ্ট আনন্দ তাথে, পরানন্দসাগরে মগ্ন হৈয়া।
কি কহিব বচন, কি করিব আচরণ, কিছু জানিতে নহে সাধ্য ধিয়া॥
তদনন্তর ভগবানে, অন্তঃপুর-গমনে, সভা হৈতে বাহির আইলা।
যদূত্তম জনে জনে, তাম্বূলাদি বিলেপনে, যথাযোগ্য সম্মান করিলা॥
দক্ষিণ হাথে মোর হস্ত, গ্রহণ করিয়া শক্ত, বলদেব উদ্ধব-সহিত।
অন্তঃপুর প্রবেশিলা, অভিগমনে সভে হৈলা, ষোলসহস্র মহিষী অষ্টশত॥
দাসীগণ সঙ্গে লৈয়া, শাশুড়ী অগ্রে করিয়া, শ্রীদৈবকী রোহিণী গমনা।
রুক্মিণী সত্যভামা, জাম্ববতী কালিন্দীনামা, মিত্রবিন্দা, সত্যা, ভদ্রা, লক্ষ্মণা॥
সুন্দরীবর্গ লজ্জাবৃত, কুমারবর্গ-শোভিত, নিজমন্দিরে প্রভু প্রবেশিলা।
হর্ষযুক্ত শ্রেষ্ঠাসনে, সে ভাব করি গোপনে, হৃষ্টবৎ সর্বে জানাইলা॥
আমার হৈল অনুভব, ব্রজপরিকর সব, যশোদা রোহিণী দুই মাতা।
মহিষী গোপসুন্দরী, এই অনুমান করি, গোপবালক কুমারবর্গ এথা॥
সেই কৃষ্ণ সাক্ষাতে, মোর বেণু লৈলা হাথে, এইরূপ নয়ানে দেখিয়া।
নিজ ধ্যেয় শ্রীমদন-, গোপাল মূর্তি দরশন, আনন্দে পড়িনু মূরছিয়া॥
সে নন্দনন্দন হরি, কৃপা-অতিশয় করি, সম্ভ্রমসহ আপনে উঠিয়া।
করাম্বুজস্পর্শবলে, অঙ্গ মাজে বারে বারে, আমারে চেতন করাইয়া॥
ব্যতীত ভোজনকাল, প্রস্তুত ভোজন-থাল, তথাপি না ইচ্ছে ভোজনেতে।
মাতৃগণ-আগ্রহেতে, করিলা মধ্যাহ্নকৃত্যে, অগ্রে কৃষ্ণ আপনার হাথে॥

মোরে ভোজন করাইয়া, আমার সন্তোষ লাগিয়া,
আপনি পিছে করিলা ভোজনে।
কুমারমণ্ডলী-মধ্যে, অগ্রজে বসায়্যা তাতে, পরিবেশন করেন আপনে॥
বৃন্দাবনে বাল্যলীলা, তৈছে প্রভু প্রকাশিলা, পরিহাস-উক্তি সেই মতে।
তৈছন ভোজন কৈলা, শেষ উদ্ধব পাইলা, বলাৎকারে ধরি মোর হাতে॥
আনিলা আপন ঘরে, বসাইলা আসনপরে, ব্রজভূম প্রিয়তম মানে।
ভগবদভিপ্রায়, পরম ঐশ্বর্যময়, অন্তঃপুর শোভায় এখানে॥
তাহা দেখি গোপকুমার, সুখ না হইবে তার, এ অভিপ্রায় উদ্ধব জানিয়া।
অতএব আপন ঘরে, আনিলেন আমারে, আমি তবে চেতন পাইয়া॥
বার বার করি নৃত্য, বিচার করিয়ে চিত্ত, মনোরথ পূর্ণ এত দিনে।
ইষ্টদেব ব্রজনাগরে, সাক্ষাতে পাইল তাঁরে, যাঁরে নিশিদিন করি ধ্যানে॥
আর দিন উদ্ধবসঙ্গে, প্রভুকে দেখিয়া রঙ্গে, আনন্দেতে হইয়া বিবশে।
স্তুতি-আদি কিছুমাত্র, করিতে নৈল সামর্থ্য, এই মতে তথা করি বাসে॥
কৃষ্ণের কারুণ্য অতি, আনন্দসাগর নিতি, দ্বারকাসুখের না হয় বর্ণন।
ব্রহ্মার আয়ু-পরিমাণে তভু না হয় নিরূপণে, হেন সামর্থ্য নাহি কোন জন॥
যে জন মুমুক্ষু হয়, মুক্তি-মাহাত্ম্য কয়, তাহা হৈতে কোটি কোটি গুণ।
অধিক সুখ বৈকুণ্ঠেতে, তাহা হৈতে যুক্তিমতে, অযোধ্যায় সুখে নিরূপণ॥
তাহা হৈতে দ্বারকাতে, অধিক সুখ বিস্তারিতে, তাহা নিরূপণ-সাধ্য নয়।
তথাপি বহুকাল তাহা, দেখিবার বাঞ্ছিত যাহা, প্রাণনাথ যশোদাতনয়॥
হইলে তাহার প্রাপ্ত, তদেক একান্ত ভক্ত, যে সুখ হৃদয়ে তাঁর হয়ে।
তাহা মন বচনেতে, নাহি হয় গ্রহণেতে, হেন সামর্থ্য কেহো না ধরয়ে॥
সে সুখ গ্রহণযোগ্য, তদনুভবি মহাভাগ্য, সেই জানে এ সুখের মর্ম।
অন্যজনে অনুভব, অতিশয় অসম্ভব, এই উপযুক্ত নিরূপণ॥

শ্রীবৈকুণ্ঠ হইতে, সেবারস-বিশেষেতে, নিষ্ঠা হয় অযোধ্যাপুরীতে।
তাহা হৈতে সুহৃদ্‌বশ, বিশেষ নিষ্ঠাসুখরস, সর্বাধিক হয় দ্বারকাতে॥
এ হেন দ্বারকা হৈতে, প্রেমরসবিশেষেতে, গোলোকে সুখবিশেষ জানিবে।
পরম সুখ-পর্যবসান, হয়েন গোলোকধাম, কানাই বলে তাহা লিখিব কবে?

এই মত দ্বারকায় বাস করি আনন্দেতে।
যাদবশ্রেষ্ঠ সব মোরে লাগিলা কহিতে॥
হে সখে! শুন এই তুমি বৈকুণ্ঠ হইতে।
উত্তম বিভূতিপূর্ণ স্থান আইলে দ্বারকাতে॥
আমাদের সহিত বন্যবেশ দীনবৎ হৈয়া।
এই যে আমরা ভাল নাহি বাসি ইহা॥

ইহাতে আমরা কিছু দুঃখিচিত্ত হই। মোদের স্বতঃসিদ্ধ বেশ কর ইচ্ছা এই॥

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

এই মত যাদবের আগ্রহ-বিশেষ। আমার চিত্তে কৃষ্ণচিত্তে না হয় সরস॥
যাদব-নিকট রহি অকিঞ্চন-ন্যায়। মহাসম্পত্তি-সেবিত কৃষ্ণ বৈসেন সভায়॥
কৃষ্ণ-পাশ যাইতে মোর লজ্জা ভয় হয়ে। অন্য সময় কৃষ্ণ-পাশ গমন করিয়ে॥
কখনো বা শ্রীকৃষ্ণের চতুর্বাহু দেখি। ব্রজভূমকৃত ক্রীড়া সদা না নিরখি॥
কদাচিৎ করে প্রভু বৃন্দাবনলীলা। সম্পূর্ণ দেখিতে নাহি পাই ব্রজখেলা॥
কখন দ্বারকা-নিকট পাণ্ডব দেখিতে। একেলা যায়েন প্রভু গমন তুরিতে॥
ইথে মোর অভীষ্ট চিরকাল অসম্পূর্ণ। ইহাতে হৃদয়ে ব্যথা ধরিলেক তূর্ণ॥

তথাপি তৈছে রূপগুণ কৃষ্ণের দেখিয়া।
আনন্দেতে থাকি অতি শান্তিযুক্ত হৈয়া॥

প্রভু কৃপা প্রকট করেন সর্বমতে। যে সুখবিশেষ হয় সে বচনামৃতে॥

সে সুখ স্পর্শিতে জিহ্বার সামর্থ্য না হয়।
তবে কি প্রকারে তাহার বর্ণন করয়॥

এরূপে উদ্ধবগৃহে কথোদিন গেল। দিনে দিনে দুঃখাঙ্কুর বাঢ়িতে লাগিল ॥
যদি শোক হয় তবে আকার গোপনে। গোপন করিয়ে তাহা পরম যতনে ॥
এক সময় তথা আইলা নারদ মুনি। দেখিয়া হরিষ-বিস্ময়ে কহিলাম আমি ॥
হে মুনীন্দ্র-বেশ! প্রভুপার্ষদ উত্তমে। স্বর্গাদি বৈকুণ্ঠলোক দ্বারকাদি ক্রমে ॥
সর্বত্র এই প্রকার দেখি মহাশয়। এই ত আশ্চর্য বড় আমাকে বিস্ময় ॥

শ্রীনারদ উবাচ—

সত্য তুমি গোপবালক হও অদ্যাপিহ। ইহাতে কৌতুকী হও, না গেল সংশয় ॥
পূর্বে বৈকুণ্ঠে আমার সদৃশ পার্ষদ। তোমাকে উপদেশ কিবা না কৈল এমত ॥
সংক্ষেপে কহিয়াছি ইবে শুন বিস্তারিতে।
যৈছে একস্থানে কৃষ্ণ বহুস্থানে বহুমূর্ত্যে ॥
সেই প্রকার কৃষ্ণের সেবক আমি সব। সর্বস্থানে থাকি এই কর অনুভব ॥
গরুড়াদি হনুমান এই যে উদ্ধব। এই যে যাদব দেখ আর যে পাণ্ডব ॥
সকলেই নিত্যপার্ষদ কৃষ্ণসেবাপর। প্রভুর খেলার খেলনা-সদৃশ অনুচর ॥
অতএব এক এক বহুরূপ হয়ে। একতাকে ভজে কৃষ্ণ যৈছে মূর্তিময়ে ॥
কৃষ্ণ-পরিচ্ছদ কৌস্তুভ সুদর্শন-আদি। এই প্রকার লীলা প্রিয়ভূম মথুরাদি ॥
সবে নানাপ্রকার নিত্য সত্য হয়েন।
তৈছে একেক অনেক স্থানে স্থানে রহেন ॥
তুমিও সচ্চিদানন্দ ত্বরায় হইবা। আমাদের সদৃশ লীলারস বিস্তারিবা ॥
আর এক মহাশ্চর্য দেখিয়ে তোমায়। শ্রীবৈকুণ্ঠ দ্বারকাতে অতৃপ্তের ন্যায় ॥
নারদের মুখে শুনি এতেক বচন। গোপকুমার কহে, আমি ধরিলাম চরণ ॥
নমস্কার করি তবে দৈন্য-সহিত। নিবেদন করিলাম যে হয় উচিত ॥
হে ভগবন্! আমার মনের অতৃপ্ত। আমি কি কহিব তুমি জানহ সমস্ত ॥
শুনি' মুনি কহে উদ্ধব-মুখ নিরখিয়া।
হে উদ্ধব! কি আশ্চর্য কহ বিচারিয়া ॥

গোবর্ধন-উদ্ভব গোপপুত্র হয় এই।
তোমা আমার দুর্লভ বস্তু তাহা চাহে ঐ॥
ইঁহা তাঁহা সর্বত্র ভ্রমি কভু কোন স্থানে।
শোকচিন্তান্তর ত্যাগ না হৈল কখনে॥
তোমার নিকটে আছেন এই ব্রজবাসী।
তোমার প্রীত ব্রজবাসীকে হয় বাসি॥
ইহাকে ত উপযুক্ত বুঝাইতে হয়। সে যে গোলোকপদ দূরে রহুক নিশ্চয়॥
তাহার সাধন আমাদের প্রার্থনীয়। ইহাতে দুর্ঘট সে কৃষ্ণের মহাপ্রিয়॥
উদ্ধব কহেন,— ইহার ব্রজভূমে জন্ম। ব্রজে গোপ-আচরণ গোপালনকর্ম॥
করিয়াছে তাথে গোপাল-উপাসনানিষ্ঠ।
আমা হৈতে মহাশয় হয়েন উৎকৃষ্ট॥
শুনি নারদ উদ্ধবেরে কৈলা আলিঙ্গন। উৎসাহ সহিত কিছু কহেন বচন॥
যাতে অভীষ্ট পায় শীঘ্র উপদেশ কর। গোপাল-তনয় এই সরল অন্তর॥
উদ্ধব কহেন,—আমি হই ক্ষেত্রি জাতি।
ভক্তিমার্গের আদি গুরু তোমার খেয়াতি॥
আপনি থাকিতে উপদেশ এ প্রদান। অধিকারী নাহি হই, আমি ত অজ্ঞান॥
উচ্চহাস্য করি' নারদ উদ্ধবে কহিল। এ বৈকুণ্ঠে ক্ষেত্রি-অভিমান দূর নৈল॥
উদ্ধব হাসিয়া কহে,— আমাদের কা কথা।
তব প্রভুর ক্ষেত্রি-বুদ্ধি নাহি গেল এথা॥
যেমন ভূমি দ্বারকায় তেমন এখানে। সেইমত গার্হস্থধর্ম করেন পালনে॥
সেই শত্রুজয়, যুদ্ধাদিক সেইমত। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ-আদির সম্মান সমস্ত॥
ব্রাহ্মমূহূর্তে উত্থানাদি আহ্নিকাদি যত।
কহিতে কহিতে উদ্ধব আনন্দেতে মত্ত॥
নারদ শুনিয়া হর্ষে প্রেমে মত্ত হ'য়্যা। হাস্য উচ্চ শব্দ করে বিস্ময় পাইয়া॥

নারদ কহেন যে আশ্চর্য কৃষ্ণলীলা। অনন্ত মাধুর্যময় করে সব খেলা॥
তৈছন সেবকগণ কৃষ্ণ-একনিষ্ঠ। গাম্ভীর্য আশ্চর্য সব কৃষ্ণ-ভাবাবিষ্ট॥

অত্যন্ত কৌতুক আমি দেখিয়ে এথায়।
যৈছে মনুষ্যলোকে দ্বারকাতে ক্রীড়া তায়॥
তৈছে বৈকুণ্ঠপর এই দ্বারকাতে স্থিত।
নিজভক্ত-নিমিত্ত তৈছে লীলা বিস্তারিত॥
আমাদিগে ভ্রম হয় কোন দ্বারকায় আছি।
কি বৈকুণ্ঠ দ্বারকা কি ভূদ্বারকাবাসী॥

সেবকগণের এই উচিত ব্যবস্থা। প্রভুপাদপদ্মে প্রেমভক্তি-করণ সদা॥
ঐছন করেন প্রভু ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ। করিবেন কৃপাময় অতিশয় তূর্ণ॥

হে গোপকুমার! যেই তোমার বাঞ্ছিত।
তোমারে না ভায় তাথে বৈকুণ্ঠের রীত॥
বৈকুণ্ঠে বাস উচিত সচ্চিদানন্দানুরূপ।
তোমা সভাকে আদর না হয় এইত স্বরূপ॥
মর্ত্যলোকস্থিত গৃহস্থ পাঞ্চভৌতিক ন্যায়।
সেহ ব্যবহার তোমাদের আদর নয়॥

অতএব তোমরা সব প্রেমভক্তিনিষ্ঠ। তোমাদিগে দীনবৎ ব্যবহার শ্রেষ্ঠ॥
পরম অনুকূল প্রেমের করেন সাহায্য। মহাপুষ্টি করে প্রেমের এই তাৎপর্য॥
প্রেমভক্তি-মাহাত্ম্য না হয় বর্ণন। তথাপি লিখিয়ে প্রেমের কিছু মাহাত্ম্য॥
পরম পরমেশ্বর কৃষ্ণচন্দ্র যেই। তাঁকে সৎবন্ধুন্যায় করএ নিশ্চয়ই॥

হেন লৌকিক সম্বন্ধভাবে সদা স্তুতি করি।
গৌরবাদি, গোপ শুদ্ধ প্রেম বিস্তারি॥

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

এই প্রকার নারদ মুনি বর্ণন করিতে। প্রেম-অতিশয়ের হইয়া বশীভূতে॥

কম্প-স্বেদ-পুলক-অশ্রু-আদি প্রাপ্ত হয়্যা। বসিয়া রহিলা মুনি নীরব হইয়া।
ক্ষণান্তর আমাকে হৃদে আর্ত দেখিয়া। নিজ উপদেশ কহেন সদয় হইয়া॥

শ্রীনারদ উবাচ—

হে গোপালদেবপ্রিয় ! গোপের নন্দন।
এখান হৈতে অতি দূর ধাম সর্বোত্তম॥
শ্রীমান গোলোকনামা বিরাজে সর্বোপরি। অযোধ্যাদ্বারকা-সর্বচূড়ামণি পুরী॥
যাহাতে পরম সীমা পর্যাপ্ত হয়। তাহার উপর আর লোক না বসয়॥
সে গোলোক যেমন শুনহ নির্ধার। মথুরা ব্রজভূম যৈছে তৈছন প্রকার॥
গোলোকের নিকট মথুরানাম্নী হয়ে।
বৃন্দাবনাদি ব্রজভূম বিনা মথুরা না রহে॥
গো-প্রধান দেশ করিয়া গোলোক গূঢ় হয়।
এ কারণ গোলোক নাম জগতে ঘোষয়॥
সেইত গোলোকে কৃষ্ণ নন্দের নন্দন।
তাঁকে শুদ্ধভাবে ভজে জ্ঞানাদি-গন্ধহীন॥
শুদ্ধপ্রেম করিয়া তাঁহারে প্রাপ্ত হয়। কেমন শুদ্ধভাব, শুন সংক্ষেপ নির্ণয়॥
সেই সব প্রসিদ্ধ যেই হয় ব্রজলোকে।
নন্দ যশোদা-আদিভাব, বিশেষ রাধিকে॥
তাঁহাদের সম্বন্ধী যেই যেই প্রেম হয়। তদনুবর্তী তৎসদৃশ প্রেম যে করয়॥
ইহাতেই হয় লভ্য শ্রীগোলোকধামে।
যদি কহ, সে প্রেম সিদ্ধ হইব কৈছনে॥
তাহা শুন, কৃষ্ণ-বিষয় ঐশ্বর্যজ্ঞানে। সম্পন্ন না হয়, এই কহিল বিধানে॥
পরম ঐশ্বর্যে ভয়-গৌরবাদি জন্মে। ইথে নাহি পায় ব্রজলোক ভাব মর্মে॥
কেবল লৌকিক ব্যবহার যেই মতে। প্রাণসুহৃদে যেন বুদ্ধি হয় অবশ্য তাথে॥
তৎসদৃশ যেই ভাব, কৃষ্ণে সেইরূপ। এইমত যেই করে প্রেমরসকূপ॥

লোক চতুর্দশ, অলোক— ব্রহ্মাণ্ড বাহির ।
আর বৈকুণ্ঠাদি তৎবাসী প্রেমধীর ॥

সর্ব হৈতে এ প্রেম উৎকৃষ্ট অতিশয় । সেই প্রেম লোক-অনুসারী মত হয় ।
তথাপি অতিক্রম করিয়াছে লোকবৎ । ইহাতেই অতি মধুর অতি অদ্ভুত ॥
অদ্ভুতের কারণ যাতে ঐশ্বর্য লৌকিকে । মিলিত হয়েন ইথে কহি সর্বাধিকে ।
কৃষ্ণে গোলোকবাসীতে বন্ধুসম ব্যবহার । শুদ্ধপ্রেমে বদ্ধ তাথে হয় পরস্পর ॥
পরম ঐশ্বর্যপদ শ্রীবৈকুণ্ঠ হয় । তথা হেন প্রেমসম্বন্ধ না হয় নিশ্চয় ।
দেখিয়া আসিয়াছ তুমি শ্রীঅযোধ্যাপুরী । বৈকুণ্ঠ-সদৃশ হয় ঐশ্বর্যাদি ভারী ॥
বৈকুণ্ঠ হইতে অধিক শ্রীদ্বারকাপুরী । অতিশয় ঐশ্বর্যযুক্ত সর্বের উপরি ।

ইহাতেই সে লোক দূরেতে স্থাপিলা ।
গোলোকবাসী ভক্ত কৃষ্ণে নানাসুখ দিলা ॥

সে যে নন্দনন্দনের পরম সুখসিদ্ধ । সেই যে গোলোক হয় প্রেমের আস্পদ ।
যাহাতে মাধুর্য অন্তসীমা প্রাপ্ত হয় । সে আশ্চর্য মোর সাধ্য বর্ণনীয় নয় ॥
বৈকুণ্ঠ-উপর জগৎশিরোমণি এক । অধিক হৈতে অধিক মহিমা অনেক ॥

তৈছে মনুষ্যলোকমধ্যে মথুরা গোকুল ।
তার মাহাত্ম্য সর্ব হৈতে শ্রেষ্ঠতা প্রবল ॥
তাহা কেবা বর্ণন করিতে সাধ্য ধরে ।
তথাপি আমার চপল জিহ্বা কণ্ডুয়ন করে ॥

হৃদয়-পেটারি বদ্ধ বহুকাল হৈতে । বাহির করি হে সখে ! তোমার নিমিত্তে ॥
সেই প্রেম-বিহারে লালসা হয় যার । সেই সে অনির্বচনীয় জানে সার ॥

সে যে গোলোকনাথ কৃষ্ণ প্রভু সর্বেশ্বরে ।
কোন দ্বাপর যুগশেষে স্বয়ং অবতরে ॥

সমস্ত অংশেতে পরিপূর্ণ হইয়া । মথুরামণ্ডলে অবতীর্ণ যে আসিয়া ॥
বিষ্ণু-আদি অবতারসহ অদ্বয় হৈয়া । সেই সমস্ত আপনাতে একতা করিয়া ॥

বৈকুণ্ঠ-আদির পরিচ্ছদাদি ত্যাগিয়া। পরম ঐশ্বর্য সব উপেক্ষা করিয়া ॥
অনন্যা যে লক্ষ্মী, তাঁহাকেও উপেক্ষিয়া।
মো সভা অনন্য ভক্তে অনাদর করিয়া ॥
মথুরা গমন করেন পাইতে মহাপ্রীত। সে সুখ না পান অন্যত্র, ভক্তসঙ্গিত ॥
ব্রজবাসী সঙ্গিত উচিত স্বভাবে তাহার।
যথেচ্ছ সুখ পায়েন সঙ্গে করিয়া বিহার ॥
এই পরকার গোলোক মাহাত্ম্য হইতে।
ভূম মথুরা মাহাত্ম্য বিশেষ বিস্তারিতে ॥
অবতার-সময়ের লোক দৃঢ়ভক্তি-ভাগ্য।
সাক্ষাৎ গোচর হয়েন কি আর শ্লাঘ্য ॥
প্রকট না করিলেন অন্যকালে যাহা। অতিশয় কৃপায় দৃষ্টিগোচর তাহা ॥
বৈকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠনাথ দর্শন যে কৈলে। তৈছে রূপ দরশন না পায় সকলে ॥
হেন বৈভব অনুভব করিয়াছ তুমি। যে সন্ধান একচিত্তে করে ঋষি মুনি ॥
কেহো কহেন বৈকুণ্ঠনাথ সহস্রশীরিষা। নরসখ নারায়ণ, কারু এই ভাষা ॥
কেহো ত কহেন বিষ্ণু, কেহো ক্ষীরোদশায়ী।
কেহো কহে কেশব-অবতার তাঁরে গাই ॥
এই প্রকার আর্ষ ঋষি নিজ নিজ মতে। নির্ণয় করেন ঐছে ঈশ্বর-মাহাত্ম্যে ॥
মাধুর্যাদি যেই যাহা করেন দর্শন। সেই মত ভিন্ন ভিন্ন করিয়াছেন বর্ণন ॥
কিন্তু সে যে স্বয়ং হয়েন গোলোকনাথ।
ভূলোকস্থ ব্রজে তিঁহো বিশেষ ক্রীড়ান্বিত ॥
এতেক কহিয়া নারদ চারিপানে চাহে।
এই স্থানে কেহো ভিন্নজন নাহি হয়ে ॥
তুমি উদ্ধব ব্রজবাসিজনের বল্লভ। ইথে তুমি ব্রজবাসী হও যে উদ্ধব ॥
অতএব তোমাকে গোপ্য নাহি কোন কথা। সকল জানহ গোকুলের গুণগাথা ॥

ঐভূম মথুরা ব্রজমণ্ডল বিষয়ে। প্রভুর ঐশ্বর্য পরাকাষ্ঠা প্রকট হয়ে॥
মাধুর্যের পরাবধি হয় ঐ স্থানে। অশেষ কৃপালুতা প্রকট করিলা আপনে॥
স্বরূপতা মহত্ত্ব মাধুরী-আদি যত। ভক্তবশ্যতা হয় নিরবধি পরতত্ত্ব॥
সমস্তের পরাকাষ্ঠা ব্রজে স্ফুট হৈলা। মহালক্ষ্মী-ক্রীড়াস্থান এই নিরূপিলা॥
যে ব্রজের এক বৃক্ষ পত্র ফুল ফল। যে যাহা চাহেন পূর্ণ করেন সকল॥
যাচকের কামনা যে কিছু থাকে মনে। অবিলম্বে পূরণ করেন বৃক্ষগণে॥
তথাপি আপন ঈশ্বর নন্দের নন্দন। তাঁর বিহার-বিঘ্ন বিচার করি' বৃক্ষগণ॥

মহাবৈভব মহাঐশ্বর্য সদা না প্রকাশে।
কখনো প্রকাশে কোন হেতু-বিশেষে॥

সদা মধুর লৌকিক বন্ধুতা করিয়া। বিস্তার করে বৃক্ষ লতা মহানন্দ হৈয়া॥

কৃষ্ণের কৃপালুতা যত না হয় বর্ণনে।
ব্রজবাসিনী-বেশ পূতনা করিলা ধারণে॥

বালঘাতিনী দুষ্টা হইয়া রাক্ষসী। তাকে পরম গতি দিলা মাতার সদৃশী॥

তার বান্ধব অঘাসুরাদি সাধুদ্রোহী হয়।
তাদৃশ মধুর লীলায় মুক্তি দিলা মহাশয়॥

আর দেখ শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত-বশ্যতা। গোদামে উদরে বন্দী উদূখলে তথা॥
আর দেখ ব্রজনারীর করের তালিতে। নৃত্য গান করে কৃষ্ণ বশীভূত যাতে॥

রূপের মহিমা কৃষ্ণের বর্ণনে সাধ্য নয়।
যাতে আপন রূপে আপনি হয়েন বিস্ময়॥

যেরূপ দেখি গো মৃগ পক্ষ বৃক্ষ লতা। সবের প্রেম সাত্ত্বিক, নরের কা কথা॥
পরম দুর্লভ যেই ভাব প্রেমরূপ। পুলকাশ্রু-আদি সাত্ত্বিক ভাবাদি স্বরূপ॥
এ সকল প্রাপ্তি যার ধ্যানাদি দর্শনে। সেরূপ কেমনে বর্ণন হইব বচনে॥

তথাপি তোরে আত্মশক্তি-অনুসারে।
কহিব মহিমা রূপের কিঞ্চিৎ প্রকারে॥

যথা রাগ ॥

যত আছে কুলনারী, চতুর্দশ ভুবন ভরি, সভার পূজিতা মহালক্ষ্মী।
হেন মহালক্ষ্মী হৈতে, রূপগুণশীলযুক্ত্যে, ব্রজাঙ্গনা সর্বশ্রেষ্ঠা দেখি।
হেন গোপীর সুধৈর্যতা, চুরি করে সর্বথা, হেন কৃষ্ণের মাধুরী মহিমা।
কহে গোপী বিধিপ্রতি, তুহুঁ বড় জড়মতি, চক্ষুপক্ষ্ম করিলে ঘটনা ॥
কৃষ্ণরূপ সর্বক্ষণ, যে করিবে দরশন, তার করিলেক আঁখি দুটি।
এই বড় অবিচার, না বুঝিল সারাসার, তার নেত্র কোটি কোটি ॥
গৌতম মুনির শাপে, ইন্দ্র হৈল বিরূপে, নিন্দনীয় সহস্রলোচন।
তথা চ করিয়ে স্তুতি, সহস্রাক্ষি যে অঙ্গে স্থিতি,
আমরা ইহা করিয়ে প্রার্থন ॥
সকল ইন্দ্রিয়ে নেত্র, এই বাঞ্ছা করি চিত্ত, কৃষ্ণরূপ দরশন নিমিত্ত ॥
হেন যেই করে মনে, যদি হয় ইতর জনে, তার ভাব উৎপন্ন হয় সত্য ॥
ইহাতে গোপিকাগণে, ধৈর্যহানি ক্ষণে ক্ষণে, হইবেক এ কোন আশ্চর্য।
ব্রজভূম-মাহাত্ম্য, হয় সব অসাধারণ, যাহা কৃষ্ণে বিস্তারে সৌন্দর্য ॥
অবস্থা-আদি বিকার, -রাহিত্য হয় যাহার, একরূপ স্বভাব যার নিত্য।
হেন কৃষ্ণগুণরাশি, ব্রজে ভাব যে প্রকাশি, যে ভাব না ধরয়ে অন্যত্র ॥
কি বৈকুণ্ঠ দ্বারকায়, ব্রজ ভাব না ধরয়, ব্রজেতেই সম্ভব সুন্দরে।
পরম সুকুমার কৃষ্ণ, চাপল্যবিলাসাবিষ্ট, দাঁড়িগোঁফের জন্ম নাই ধরে ॥
সে রূপ সে সব শোভা, সদাশ্রুত ব্রজলোভা, বিবিধ বৈদগ্ধীযুক্ত গুণ।
তাথে যৌবনের লীলা, জগৎচিত্ত আকর্ষিলা, হরণ করয়ে সর্বমন ॥
পঞ্চদশবর্ষী বৃত্তি, কৈশোর-অবলম্বিতি, নবকৈশোর এইত ঘোষণা।
কান্তি আদি গুণগণে, নব নব ক্ষণে ক্ষণে, ভুবনেতে নাহিক তুলনা ॥
নৃসিংহ রঘুনাথ-আদি, যত যত হৈলা মূর্তি, পূর্বে যাহা যাহা না করিলা।
মহাদৈত্য-নাশ-আদি, নিজভক্তি বিস্তারাদি, পূর্বে যাহা দুষ্কর আছিলা ॥

সে সকল ব্রজভূমে, বাল্যচেষ্টা-অনুক্রমে, সেই লীলামৃত সমুদ্র হয়।
তাহাতে অবগাহনে, করিতে মোর রসনে, ভয়প্রাপ্তি পায় অতিশয়॥
সে বিনোদ লীলারূপ, হয় মধুর দিব্য স্তূপ, জিহ্বার লালসা হয় যদি।
তথাপি অসাধ্য কাজে, প্রবৃত্তি না হয় লাজে, খেদ্যমান হয় নিরবধি॥
কিন্তু কৃষ্ণলীলামৃতে, বারেক কর্ণপুটপাত্রে, পিবইতে হরে সর্বমন।
এই হেতু মোর জিহ্বায়, প্রবৃত্তি বাঞ্ছা করে তায়,
অতি তৃষ্ণায় লোভে লজ্জাহীন॥
এই নারদবাণী, সর্বশিক্ষা দিলা মুনি, আমি কপট লোভে লজ্জা খাই।
এই আজ্ঞামৃত পায়্যা, পুষ্ট হৈল মোর হিয়া, ভাষা লিখি জড়বুদ্ধি হই'॥
শ্রীরূপ-সনাতন, চরণ করি চিন্তন, যাহা লেখান তাহা আমি লিখি।
কাষ্ঠের পুতলি হেন, কুহকে নাচায় যেন, মূরুখ লিখন এই সাখী॥
শ্রীহরিপরসাদ, পাই এই মোর সাধ, নিশিদিশি সদা অভিলাষ।
ভাগবতামৃতকণা, কহে দীন হীন জনা, কুমনা কুবুদ্ধি কানাইদাস॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গোলোকমাহাত্ম্যখণ্ডে
প্রেমনাম পঞ্চম অধ্যায়
প্রথম কলা॥

—০—

বন্দে চৈতন্যকৃষ্ণস্য বাল্যলীলাং মনোহরাম্।
লৌকিকীমপি তামীশচেষ্টয়া বলিতান্তরাম্॥

যথা রাগ—

জয় জয় বিশ্বম্ভর, শ্রীশচীর কোঙর, পদ্মাবতীপুত্র নিত্যানন্দ।
নাভাঠাকুরাণী-পুত্র, জয় শান্তিপুরনাথ, জয় জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

সংক্ষেপেতে কৃষ্ণলীলা, শ্রীনারদ কহিলা, গোপকুমার করেন শ্রবণ
কৃষ্ণজন্ম নন্দালয়ে, মহামহোৎসব হয়ে, পূর্বে পূতনা-রাক্ষসী বধিলা।
শুতিয়া কমল পায়, শকট ভঞ্জন তায়, যবে কৃষ্ণ তিন মাসের হৈলা॥
এ হেন ঐশ্বর্যপূর্ণ, তভু স্তন-পানজন্য, রোদন করেন বার বার।
স্তনপান ও মৃত্তিকা,- ভক্ষণেতে বিশ্ব দেখা, দুইবার দেখিলা মাতা তার॥
তৃণাবর্ত বধ লীলা, হামাগুড়ি-আদি খেলা, জানু বাহুতে চলন সুন্দর।
গোরস চুরিবৃত্তি কৈলা, গোপীগণে সুখ দিলা,
তভু মাতায় করিলা ফুৎকার॥

ভয়ে অবলোকন, সে চাতুরী সুশোভন. একবার দেখে মাতা-মুখ।
একবার গোপীমুখ, দেখি কাঁপয়ে বুক, এ সব লীলা পরম কৌতুক॥
মাতা করে দধিমন্থন, দণ্ড কৈলা ধারণ, দধিভাণ্ড-ভঞ্জনাদি লীলা।
মাতৃভয়ে পলায়ন, ভয়ে আকুল ঈক্ষণ, দুই নেত্রে লোর প্রকাশিলা॥
জননী-পাশে বন্ধন, উদুখল আকর্ষণ, তাথে অর্জুন ভঞ্জন করিলা।
বৃন্দাবনে বৎসচারণ, বক বৎসাসুর-নিধন, অনির্বচনীয় মধুর খেলা॥
বেণুবাগু-আগু গুরু, বন্যবেশযুক্ত চারু, জন্তু-শব্দ-অনুকারী আদি।
বৎস সখা সঙ্গে লৈয়া, বৃন্দাবন-প্রবিষ্ট হৈয়া, বিহার করয়ে গুণনিধি॥
দেখি অঘাসুর সর্প. সখাগণ করি দর্প, প্রবিষ্ট হৈলা অসুর-উদরে।
দেখি কৃষ্ণ বিচারয়ে, ইবে কি কর্তব্য হয়ে, সখা জিয়ে, খল যৈছে মরে॥
ইত্যাদি বিচার-শেষে, অঘ-মুখে পরবেশে, তারে বধি' সখা সঙ্গে লৈয়া।
বন্যবেশ ভূষণ, বাল্যলীলা অনুক্ষণ, শিকা-চৌরাদি লীলা আরম্ভিয়া॥
অসুর-তেজ প্রবেশ, মুক্তিদান পর্যন্ত শেষ, ভোজন-লীলা দধি-ওদন গ্রাসে।
শোভিয়াছে পদ্মহস্তে, বৎসগণ তলাসিতে, দেখি ব্রহ্মা প্রাপ্ত মোহপাশে॥
বৎস বালক হরণ কৈলা, কৃষ্ণ বৎস বালক হৈলা, ব্রহ্মাকে ঐশ্বর্য দেখাইলা।
এ সকল লীলাগণ, সদা করে আকর্ষণ, মুগ্ধবৎ করে সব খেলা॥

ভগবদ্বিলাস, আস্পদ গোকুলবাস, তার যেই বিশেষ মাহাত্ম্য।
তাহা জানিবারে শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মা হই জেন নিষ্ঠ, সেই মত যাতে কৈল স্তুত্য॥
সেই ব্রজে ভগবান্, প্রেমরস-মূর্তিমান, ধেনুসঙ্গে বৃন্দাবনে গিয়া।
অগ্রজ সম্মানিয়া, বৃন্দাবনে স্তুতি দিয়া, ভ্রমরগান অভিনয় করিয়া॥
তালবনে ধেনুকবধ, তাল ভোজন-আদি যত, লীলা করি ব্রজেতে গমন।
সায়ংকালে ঘরে যাইতে, ব্রজনারীদৃষ্ট পথে, সে লীলা কে করিবে বর্ণন ?
কালিহ্রদ-বিহরণ, কালিয়নাগ-দমন, নাগপত্নী-স্তুতি যে সমূহ।
দাবানলক্রীড়া দুই, কালিহ্রদতীরে এই, আর মুঞ্জাটবী-বনদাহ॥
গোপগণ মুদিতনেত্র, পশুবর্গ-সহিত, তৎক্ষণে আনিলা ভাণ্ডীরবনে।
বিশিষ্ট ক্রীড়া সুমঙ্গল, খেলে হ'য়্যা দুইদল, পরাজয় শ্রীকৃষ্ণ আপনে॥
শ্রীদামে লইয়া কান্ধে, চলে মন্দগতি ছান্দে, ভাণ্ডীর তলেতে বিশ্রাম।
তবে ত প্রলম্বাসুরে, বধিলেন হলধরে, দুই ভাই বিহরে একঠাম॥
বর্ষাকালে মনোহর, লীলা অতি সুখতর, বৃক্ষমূলে কোটরে দাঁড়ায়া।
কন্দমূল-আদি ভক্ষণ, শিলাতে দধি ওদন, গোপবালক সঙ্গেতে করিয়া॥
পরে শরৎ-সম্বন্ধী, ব্রজাঙ্গনার কামদাত্রী, কৃষ্ণশোভা হয় অতিশয়।
বন্যভূষা বেণুবাদ্য, মাধুর্যে অখিল চিত্ত, হরণ করে যশোদাতনয়॥
কিবা লীলা মনোহারী, কন্যাগণের বস্ত্রচুরি, কদম্ব আরোহণ ত্বরা করি।
সেই সব কন্যাপ্রতি, অঞ্জলিবন্ধন আদি, প্রার্থনা বস্ত্র কান্ধের উপরি॥
বিপ্রযজ্ঞে অন্নযাচন, যজ্ঞপত্নী-আকর্ষণ, বাক্য-প্রসন্নতা পাইল তারা।
সেই অন্ন ভোজন, চতুরাই সুবচন, এ সব লীলার স্তুতি করি মোরা॥
এ সব চেষ্টা ব্রজভূমে, হয় সর্বোত্তমোত্তমে, সর্ব অবতার শ্রেষ্ঠতর।
সেই তত্ত্ব বিচার, করিয়া যে বুঝি সার, তাহা শক্য নহে করিবার॥
তাহার কারণ এই, ব্রজলীলা সম্বন্ধ যেই, সে অক্ষর কর্ণে প্রবেশিতে।
স্বাভাবিক প্রেম অতিশয়, আসিয়া হয় উদয়, হঠাতে প্রকাশ করে চিতে॥

ব্রজলীলা বিচারিতে, প্রেম উদয় হবে চিতে, ইথে কি আশ্চর্য কেবা মানে।
অগ্নির স্বভাব যেন, উষ্ণত্ব হয় সর্বক্ষণ, তৈছে কৃষ্ণলীলা রূপগুণে॥
শব্দের সহজ শক্তি, পূতনা-মোচন আদি, আশ্চর্য কৃষ্ণের চরিত।
সব অবতার-চরিত, ইহাতে উত্তম অধিক, উৎকর্ষ যুকতি সহিত॥
যে জন স্থাপন করে, করিয়া যে সুবিস্তারে, সেই জন ধন্য জগমাঝে।
শ্রীকৃষ্ণের চরিত, অল্প শ্রবণমাত্র, পূতনাবধাদি যত আছে॥
'পূতনা' শবদ এই, শ্রবণ করিয়া যেই, প্রেমে পরিপূরণ সে হয়।
তারে মোর নমস্কার, করি আমি বার বার, সে অতি দুর্লভ মহাশয়॥
গোবর্ধন-ধারণাদি, নিত্যলীলা নিরবধি, বেদশাস্ত্র পুরাণে প্রকাশ।
আর শুন আশ্চর্য, অশেষ সমস্ত বর্য, কৃষ্ণ-হস্তকমলে বিলাস॥
কৃষ্ণপ্রিয়তম বস্তু, দারুময় বেণুমাহাত্ম্য, কহিতে সামর্থ্য জিহ্বার নয়।
তথাপি কৃষ্ণপ্রসাদে, যথাশক্তি কিঞ্চিতে, কহি সাবধান তুমি হও॥
যেই কৃষ্ণ শ্রীমুখেতে, সাক্ষাৎ বচনামৃতে, কিম্বা বেদপুরাণের দ্বারে।
যাহা না কহিলা আগে, তাহা বিম্বাধরযোগে, জগমোহন বংশিকা-সুস্বরে॥
সুর সিদ্ধ বধূসহিত, হইলেন মূরছিত, বেণুধ্বনি প্রণয়-আবেশে।
স্বর্গে মহারাজ ইন্দ্র, শুনি ধ্বনি ব্রহ্মা রুদ্র, মুগ্ধ বিস্মিত হৈলা শেষে॥
বেণুধ্বনির মহারঙ্গ, মহামুনির ধ্যানভঙ্গ, ব্রহ্মনিষ্ঠ আত্মারামগণ।
ইহাদের মোহ হৈল, ধৈরযাদি দূরে গেল, কি আশ্চর্য দেবতা-মোহন॥
সে সকল মুনি ধীরে, পুলকাশ্রু সবিকারে, মূরছিত নিজ নিজ স্থানে।
কালচক্র ভ্রমানুবর্তি- চন্দ্রাদির শীঘ্রগতি, স্থগিত হইলা বেণুগানে॥
ব্রজবাসী গোপগণ, দেহ আত্মা সমর্পণ, নিজ আচার বিচার না করে।
ইহ-পরলোকে তার, অপেক্ষা নাহিক যার, সরল সে পরম উদারে॥
গোপসব নিজ ভার্যা, বন্দে মানে পূজ্যা, যাতে সব গোপী কৃষ্ণপ্রিয়া।
গোপবালকবর, শ্রীকৃষ্ণের সহচর, ছায়ান্যায় সঙ্গে সঙ্গে রয়্যা॥

কৃষ্ণ কদাচিৎ দূরে, যান যদি কার্যান্তরে, ক্ষণে সখা অতি দুঃখী হৈল।
ত্বরায় কৃষ্ণ পরশিয়া, তবে তুষ্ট হয় হিয়া, আমি আগে আমি আগে ছুঁইল॥
শ্রীরাধিকা-আদি যত, পরম ভগবতী খ্যাত, পতিপুত্রমোহ করি ত্যাগ।
দেবর ভ্রাতুষ্পুত্র, পুত্রসম স্নেহ যত্র, লোকলজ্জা-ধর্মেতে বিরাগ॥
বংশীধ্বনি শুনি কাণে, ব্যাকুল মুগ্ধ অচেতনে, বৃক্ষগতিকে প্রাপ্ত হইল।
কি আশ্চর্য ব্রজনারী, পশুপক্ষী-আদি করি, জ্ঞানশূন্য স্থাবরাদি জল॥
এ সকল পর্বত মেঘ, নিজ ধর্ম করি ত্যাগ, স্থাবর হৈলা জঙ্গমের ধর্ম।
জঙ্গম স্থাবর-ধর্মে, উলট হইলা মর্মে, অচেতন ভেল সচেতন॥
সচেতন অচেতন, মহারসে নিমগন, কম্প স্বেদাদিসমূহ বিকার।
সে প্রেমের বশ হৈয়া, কৃষ্ণসঙ্গবাস পায়্যা, সে তুলনা দিতে নাই আর॥
ভগবানের মাহাত্ম্য, মাধুর্যের অন্ত্যসীম, সে মর্য্যাদা করিলেন কত।
যাতে অনির্বচনীয়, পরমৈশ্বর্য অতিশয়, যাতে লক্ষ্মীর মনোরথ শত॥
তাহার দুরাপ্য রাস, কৈলা হেন পরকাশ, মধুর হৈতে অতি সুমধুরে।
শ্রীকৃষ্ণের বৈদগধি, নাহি যার পরাবধি, জগজনে আকর্ষণ করে॥
ব্রজকুলবতীগণে, করিয়া সে আকর্ষণে, চাতুরীতে করাইলা রোদন।
কৃষ্ণ আকার গোপন, পাণ্ডিত্য কৈলা প্রকাশন, তবে পাণ্ডিত্য হৈত প্রশংসন॥
যদি গোপীর কাকুর্বাদে, ধৈর্য হইত চিত্তে, আকার-গোপন স্থিরতা-রহিত।
ক্ষণেক কাল ব্যতীত, আত্মভাব হৈল ব্যক্ত, গোপীসহিত রাসাদি বিহিত॥
সে যে বিপ্রলম্ভলীলায়, তাথে দক্ষ কৃষ্ণ হয়, অন্তর্ধানে গোপী গান কৈলা।
অনির্বচনীয় উক্তি, হে অশ্বত্থ কদম্বাদি, কৃষ্ণলীলানুকরণে মত্ত হৈলা॥
দুর্বোধ কৃষ্ণলীলা, মুখ্য সৌভাগ্য প্রকাশিলা, একাকিনী অনাথিনী প্রায়।
গোপিকা মিলিয়া সভে, রোদন উচ্চস্বরে তবে, প্রকট হইলা কৃষ্ণ তায়॥
গোপী-প্রশ্নোত্তরমতে, ঋণিত্ব স্থাপিলা যাতে, সে যে মণ্ডলবন্ধন-চাতুরী।
সে যে নৃত্যবাদ্যগান, রাসলীলাবিধান, বর্ণন করিতে নাহি পারি॥

সে যে গোষ্ঠলোকে কৃষ্ণ, নানা লীলায় আবিষ্ট, অন্য কেহো জানিতে না পারে।
কৃষ্ণচরণারবিন্দ,- মকরন্দপানে লুব্ধ, সেইজন আস্বাদন করে॥
গোকুল-মহত্ত্ব যত, ব্রহ্মা জানেন কিঞ্চিৎ, এই যে উদ্ধব কিছু জানে।
গোপীগণ-মাহাত্ম্য, কহিব কি অভিব্যক্ত, তৃণাদি হইতে ইচ্ছা মনে॥
ব্রহ্মার প্রার্থনা এই, স্তুতি করিলেন যেই, তাথে কৃষ্ণ উত্তর না দিলা।
তাহার কারণ শুন, ব্রজলীলাবেশ মন, কথা কহিতে অবসর নহিলা॥
আমি যে নারদ এই, দ্বারকাসম্মান পাই, ব্রজে সম্ভাষণ না করেন।
অবকাশ নাহি তথা, ব্রজে তার মন গাঁথা, আমাদিগে বাক্য না কহেন॥
তর্ক আমি করি চিত্তে, বিচিত্র ঔষধি মন্ত্রে, বশীকরণ কৈল ভগবানে।
যদি বল,— ব্রজে বড়, আসক্ত হয়েন দঢ়, তবে মধুপুরী গেলা কেনে?
শুনহ ইহার উত্তর, পরম চতুর অক্রূর, যত্নহিত মনেতে করিয়া।
বসুদেব দৈবকীর, দুঃখ কহি বহুতর, বলে যেন লইল কাড়িয়া॥
যদি কেহো ঐছে কহে, কৃষ্ণ কেন তথা রহে, তাহা শুন হৈয়া একমন।
সে যে কৃষ্ণ ব্রজজনে, কভু ত্যাগ করিতে মনে, সামর্থ্য না হয় কদাচন॥
বার বার ব্রজপুরী, গমন করেন হরি, নিবাস-ক্রীড়া করেন সুখেতে।
নিশ্চয় জানিহ এই, অবিশ্বাস না কর ভাই, গম্ভীর ক্রীড়া কৃষ্ণ-কৌতুকেতে॥
যদি বল ব্রজবাসী-, বিরহদুঃখ নিশিদিশি, তাহা কৃষ্ণ সহেন কেমতে?
শুন, ব্রজবিরহভাবে, তাহার তরঙ্গে ডুবে, পরম উৎকর্ষ বিচারিতে॥
কৃষ্ণ নিজ মনোরমে, বিবিধ চেষ্টিতগণে, দেখিবার যত্নে অভিলাষী।
নানা পরকার ছলে, লীলা করিবারে চলে, সভে বলে দূর পরবাস॥
তার হেতু— কদাচিতে, ব্রজজনের দৃষ্টিতে, গোচর না হয়েন আপনে।
যৈছে বৃন্দাবন-লীলা, রাসে অন্তর্ধান হৈলা, পুন কৃষ্ণ সাক্ষাৎ দর্শনে॥
সেই প্রকার লীলাতে, ছল করে দূর যাইতে, যাতে কৃষ্ণ পরম কৌতুকী।
যদি বল,— ব্রজবাসী, প্রেমময় রাশি রাশি, ক্ষণমাত্র কৃষ্ণকে না দেখি॥

লবলেশ বিরহ, সহিতে অসমর্থ যেহ, তার সহ হেন ব্যবহারে।
এহ বড় অনুচিত, শুনিয়া কৃষ্ণের রীত, ভীত হই প্রীতের আচারে॥
শুন, কেহ ঐছে মানে, কহি যাহা মোর মনে, কৃষ্ণ রসময় চূড়ামণি।
ব্রজগুণে কৃষ্ণ শ্লাঘ্য, উৎকৃষ্ট দিতে হয় যোগ্য, যে পরম গোপ্য দিব্যখনি॥
সমর্পণ করি তাই, যোগ্য ব্যবহার এই, যাতে কৃষ্ণ দাতাশিরোমণি।
ইহাতে সম্ভোগ হৈতে, অধিক বিরহ স্ফূর্তে, বাহিরে দুঃখ ভিতরে সুখখনি॥
প্রথম যে উপাখ্যানে, করিয়াছি বর্ণনে, পুনরুক্ত কি ফল লিখন।
ইহাতে সন্দেহ যার, দেখ মূল গ্রন্থসার, কানাইদাস না জানে মরম॥
নারদ কহেন,— শুনহ গোপকুমার! আর কিছু কহিব তোমারে তত্ত্বসার॥

মাথুরভূমে যেন ক্রীড়া করেন শ্রীহরি।
তৈছন গোলোকে ক্রীড়া ঐছন বিহরি॥

ইহাতেই গোকুল গোলোক এক হয়। অধো ঊর্ধ্ব ভেদমাত্র কল্পনা করয়॥
বস্তুত বিচারে কিছু নাহিক বিশেষ। গোকুল গোলোকলীলা একই সদৃশ॥
নন্দাদি সহিত ক্রীড়া সদা ব্রজভূমে। কিন্তু সবজন সদা না দেখে নয়নে॥

কোন কোন একান্তীভক্ত পায় দরশন।
আগেতে লিখিব ইহার যথা অনুক্রম॥

কিন্তু কোন দ্বাপরেতে সকলেই দেখে। শ্রীকৃষ্ণের লীলা যত হয়েন প্রত্যক্ষে॥

যৈছে বৈকুণ্ঠে নিত্যপার্ষদ গরুড়াদি।
তৈছে গোলোকে নিত্য নন্দাদি প্রিয় অতি॥

নিজপ্রাণনাথ কৃষ্ণসঙ্গে সদাকাল। বিহরই ব্রজবাসী দুই লোকে ভাল॥
এক মথুরা ব্রজভূম হয় পৃথিবীতে। আর গোলোক হয় বৈকুণ্ঠের ঊর্ধ্ব যাথে॥
দুই লোকে একরূপে বিহরে স্বচ্ছন্দে। সাধকের সাধন এক হয় পরানন্দে॥

যৈছে সাধন করি গোলোক যাইতে যোগ্য হয়।
তৈছে সাধনে ব্রজে কৃষ্ণ দেখিতে পায়॥

তাথে অধিক প্রেম হইলে ক্রীড়াসহ দেখি।
তথোধিক প্রেমে পরিবারসহ নিরখি ॥

যদি কৃষ্ণ প্রেমবশেতে সুলভ। পরিবারসহ দর্শন—এ বড় দুর্লভ ॥
পরিবারসহ যদি দেখে কোনজন। তাদৃশ ক্রীড়াযুক্ত না হয় দর্শন ॥
তাহাও দেখয়ে যদি প্রেমভক্তিদ্বারে। পরিবারগণে প্রবেশ করিতে না পারে॥

কৃষ্ণসঙ্গে বিহার করিতে যোগ্য না হয়।
সে যে কৃষ্ণের পরসাদ বিশেষ না পায় ॥

অধিকন্তু প্রেম হৈলে পায় সর্বথায়। 'সুদুর্লভ গোপীপ্রেম এই অভিপ্রায়' ॥
উত্তর উত্তর দুর্লভতা প্রেমাধিক হৈলে। উত্তর উত্তর পদপ্রাপ্ত হয় প্রেমবলে ॥
হে তাত গোপকুমার! শুনহ বচন। তৈছে গোপালদেবের কমলচরণ ॥
বিনোদ-মাধুরী দেখিতে ইচ্ছা তব। বহুভাগ্যে উৎকণ্ঠিত হয়্যাছে যে সব ॥
অরে ভ্রাত! সত্য জান প্রাপ্তি দুর্ঘট। সাধন দুর্ঘট সেহ না হয় নিকট ॥

হেন গোলোকপ্রাপ্তি মোরা দুর্লভ মানিয়ে।
তাহার বিশেষ ক্রমে শুন মন দিয়ে ॥
পশু-পক্ষ-কীট-আদি নিজ হিতাহিতে।
বিবেক করিয়া শূন্য এই ত নিশ্চিতে ॥

মনুষ্যের বিবেক আছয়ে হিতাহিত। হিতাহিত-বিবেকশূন্য পশুতে গণিত ॥
বিবেকীর মধ্যে সদাচারী কথোজন। তার মধ্যে বহু অর্থ-কাম-পরায়ণ ॥
তাথে শ্রেষ্ঠ হয় ধর্মপরায়ণ কেহ। তার মধ্যে যশনিমিত্ত অনেকেই সেহ ॥

তার মধ্যে স্বর্গাকাঙ্ক্ষী অনেক গণনা।
তার মধ্যে নিষ্কামধর্মে রত কোন জনা ॥
তার মধ্যে বাহ্য বৈরাগ্য যথেষ্ট দেখিয়ে।
তাথে অন্তর বৈরাগ্য মুমুক্ষু অল্প হয়ে॥

তার মধ্যে পরমহংস যুক্ত অনেক। তার মধ্যে জীবন্মুক্ত কেহো যে বিবেক ॥

তার মধ্যে কোন মহাশয় ভক্তিপর। ভক্তিপর-মধ্যে শ্রেষ্ঠ সে দুর্লভতর॥
শ্রীমন্মদনগোপাল-চরণকমল। এক সুহৃদ্‌ রত-আত্মা হয়্যাছে প্রবল॥
অত্যন্ত দুর্লভ এই হয় জগমাঝে। কি আর কহিব সেই সর্বোপরি রাজে॥

এই প্রকার অর্থ-ধর্ম-কাম-মোক্ষ-ভক্তি।
উত্তর উত্তর অল্প অল্প বিরলত্ব উক্তি॥

তদাজ্ঞাপক শাস্ত্র অল্প অল্প জান। শাস্ত্রের বচনরীত ঐ প্রকার গণন॥

তথাপি শ্রীমদনগোপাল-চরণকমলে।
এক প্রেম কাহুক আর্তি দেখিয়ে বিরলে॥
ভাববিশেষ কহিতে আমার সাধ্য নাই।
উদ্ধবে আলিঙ্গিয়া কহে নারদ গোসাঞি॥

দৈন-সহিত কাকুর্বাদে চাটু করিয়া। হে উদ্ধব! তুমি কিছু কহ বিশেষিয়া॥

নারদের অভিপ্রায় বুঝিয়া সেই ক্ষণে।
প্রেমগান কার উদ্ধব করে নিরূপণে॥

গোপীগুণ-স্মরণে উদ্ধব প্রেমভরে। বার বার ভূমে শির করি নমস্করে॥

তথাহি—

'বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ'। ইত্যাদি করয়ে গান হয়্যা প্রেমবশ॥
নন্দব্রজস্ত্রীগণের চরণের রেণু। পুনঃপুন বন্দনা করয়ে মোর তনু॥
কহিতে কহিতে মহাপ্রেমার্ত্ত হইয়া। দন্তে তৃণ গ্রহণ করে ব্যগ্রতা করিয়া॥
নারদের দুই চরণ ধারণপূর্বকে। হরিদাস উদ্ধব পুন কহে প্রেমযোগে॥

'আসামহো' ইত্যাদি॥ যথা রাগ—

গোপীপাদপদ্ম ধূলি, লইতে মস্তকোপরি, এই ইচ্ছা হয় মোর মনে।
বৃন্দাবনে গুল্মলতা, ওষধি কোন হই এথা, ব্রজাঙ্গনার পদরজোধারণে॥
কৃষ্ণজন্য গোপীগণ, দুস্ত্যজ্য যে স্বজন, আর্যপথ তেয়াগ করিয়া।
কৃষ্ণপদ-সেবন, করিতেছেন অনুক্ষণ, যে পদবী শ্রুতি অন্বেষিয়া॥

নাহি পায় শ্রুতিগণ. হেন কৃষ্ণের চরণ, গোপাঙ্গনার মূল্যক্রীতপ্রায়।
এত কহি উদ্ধব, প্রেমে বদ্ধ তনুসব, চমৎকারে লম্ফ দিয়া গায়॥

'নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ' ইত্যাদি॥

গাঢ় প্রীত এই যাহা, রুক্মিণী না পাইলা তাহা, স্বর্গস্ত্রী গণনা বা কোথা।
ভানুপুত্রী যমুনাদি, না পাইলা সে প্রসাদী, দূরে পরিহর অন্য এথা॥
যে প্রসাদ রাসোৎসবে, পাইলেন গোপীসভে, কৃষ্ণভুজদণ্ডগৃহীত-কণ্ঠ।
নলিনীবৎ গন্ধ যার, পাইলা মনোরথপার, হেন ব্রজসুন্দরী উৎকৃষ্ট॥
তদনন্তর বিস্ময়ে, হৈলাম আমি হৃদয়ে, নিজ ইষ্ট দৌর্লভ্য মানিয়া।
আমাকে কাতর দেখি, নারদ করুণ-আঁখি, কহে শুন গোপকুমার ভেয়্যা॥
অখিল দেখহ যত, মহামহাভাগবত, শ্রেষ্ঠতম এই যে উদ্ধবে।
গোপীপাদপদ্মযুগল, তাহার পরশধূল, তৃণজন্ম হৈলে পাই তবে॥
এই যে উদ্ধব-বাণী, শ্রবণ-মন-রসায়নী, গোপী-সৌভাগ্য কহনে না যায়।
যে রুক্মিণী কৃষ্ণপ্রিয়ে খেয়াতি যে জগময়ে, তিঁহো যে সৌভাগ্য নাহি পায়॥
যে রুক্মিণী কৃষ্ণ পাইতে, আশা করি পূর্ণচিত্তে, ত্যাগে কুল কন্যাধর্ম যিনি।
যে রুক্মিণী পরিহাসে, ত্যাগি' নিজ প্রাণ-আশে, মৃতপ্রায় হইলা তৎক্ষণি॥
এমন রুক্মিণী যায়, গোপী-সৌভাগ্য নাহি পায়, সপ্ত মহিষী পাইবেন কোথা।
আর ষোলসহস্র রাণী, অত্যন্ত দূরে গণি,
তুল্য নহে গোপী-সৌভাগ্য যথা॥

হেন গোপী-মাহাত্ম্য, করিবারে বর্ণন, আমি কোন বরাক তুচ্ছ অতি।
তথাপি চপলজিহ্ব, নাহি করে রক্ষা ধৈর্য, ইথে বর্ণন করিতে আসক্তি॥
শুন হে গোপাল-পুত্র, ওহে ব্রজনাথমিত্র, প্রেমভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধব হয়।
ব্রজনাথের কারুণ্য, যাহা নাহি পায় অন্য, সে মহাকারুণ্য উদ্ধব পায়॥
ইহাতেই ব্রজভূম, অতিশয় গোপীপ্রেম, সাক্ষাৎ করিলা অনুভব।
আর পরম ভাগ্যবতী, গোপীপ্রসাদ পাইলা তথি, পরম ভাগ্যবান্ যে উদ্ধব॥

যাতে গোপীসঙ্গে স্থিতি, কৃষ্ণ-সঙ্গ বিস্মৃতি, যে সঙ্গ না ত্যাগে একক্ষণ।
কৃষ্ণসঙ্গ-নির্ধার, করিয়াছেন ব্যবহার, উদ্ধবভাগ্য না হয় গণন॥
কৃষ্ণ-খুড়া শ্বফল্কপুত্র, নীরসজ্ঞান সূক্ষ্মচিত্ত, বৃদ্ধ-হৃদয় দয়ার্দ্রবিহীন।
কংসের দূত হৈয়া, ব্রজে গমন করিয়া, কৃষ্ণচরণ-কমল-চিন্তন॥
গোপীমহোৎকর্ষ অতি, অনুবর্ণনদ্বারে তথি, কৃষ্ণ-উৎকর্ষ চরণবর্ণনে।
গোপীকুচকুঙ্কুম, পদে লিপ্ত অনুক্ষণ, আর আর চরণ-মাহাত্ম্যে॥

তথাহি—[ভাগ° ১০।৩৮।৮]

'যদর্চ্চিতং ব্রহ্মভবাদিভিঃ সুরৈঃ' ইত্যাদি॥

যে চরণারবিন্দ ব্রহ্মা মহাদেব-আদি। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ পূজে নিরবধি॥
যেই পাদপদ্ম লক্ষ্মী করেন পূজন। বৈষ্ণব মুনির পূজিত হয় যে চরণ॥
কৃপা করি সে চরণ বিহরই বনে। পরম প্রিয়তম গোপী-কুচের কুঙ্কুমে॥
পাদপদ্মে ব্যাপ্ত তাহা উত্তম ললিত। বৈদগধি প্রসাদ সর্ব প্রেমে বশতাচিত॥

অখিল উৎকর্ষ অতএব পরম অধিকে।
অন্তে নির্দ্দেশ কৈলা শুন একে একে॥
ব্রহ্মা শিব লক্ষ্মী হৈতে অধিক ভাগ্যবন্ত।
কৃষ্ণ-অনুচর গোপ-গোপিকা যাবন্ত॥
পুনরায় অক্রূর করিলা মনোরথে।
পাদপদ্মে পতিত হৈলে মাথে দিবেন হাথে॥

কাল-ভুজঙ্গবেগে ভয় পায় যেইজন। তার স্মরণে অভয় যে পদ্মহস্ত হন॥
যে হস্তকমলে ইন্দ্র বলি পূজার্পিয়া। পাইলেন ইন্দ্রত্ব স্বর্গে দেবরাজ হৈয়া॥
যে হস্ত-কমলে ব্রজসুন্দরীর শ্রম। দূর করিলেন যাতে সৌগন্ধি উত্তম॥
হেন কমল-হস্ত মোর মস্তকে ধারণ। করিবেন যবে তবে পূর্ণ হবে মন॥
গোকুল-যাত্রায় রথে করিয়া গমন। পরম ভাগ্য অক্রূর করিলা বর্ণন॥
তাৎপর্য—জ্ঞানিভক্ত অক্রূর হইয়া। ব্রজাঙ্গনা-উৎকর্ষ বর্ণন করিয়া॥

আর শুন, কুরুপাণ্ডবের পিতামহ। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যনিষ্ঠ ধর্মপর যেহ ॥
তেঁহ ভীষ্ম ব্রজাঙ্গনার উৎকর্ষ করিয়া।
অন্তকালে স্তুতি করিলেন হৃষ্ট হৈয়া ॥
সুন্দর-গতি রাসবিলাস-রসরঙ্গে। সুন্দর হাস্য প্রণয় নিরীক্ষণ গোপীসঙ্গে ॥
কৃষ্ণ-বিরহে গোপী উন্মত্ত অন্ধন্যায়। এহলোক পরলোক দৃষ্টিশূন্য তায় ॥
গোবর্ধন-ধারণাদি লীলানুকরণ। করি, করে কৃষ্ণের স্বভাবাহরণ ॥
জগৎপূজিত কৃষ্ণ গোপীর ধ্যানীয়। কৃষ্ণের ধ্যানীয় গোপী অনির্বচনীয় ॥
ভগবৎ-মহিমায় শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম মহাশয়। তাহার স্তবন এই সম্ভব সে হয় ॥
ভীষ্মের কা কথা, জ্ঞানহীনা নারীগণ। হস্তিনাপুর হৈতে যবে দ্বারকাগমন ॥
পরস্পর বর্ণন করেন কৃষ্ণ দেখি। মনের মরম কথা তোরে কহি সখি !!
নিশ্চয় জপ-হোম-যজ্ঞ-ব্রতাদি করিয়া।
পূর্বজন্মে ভগবৎ-পূজা কৈলা বিশেষিয়া ॥
কৃষ্ণ-ভার্যা রুক্মিণ্যাদি যতেক মহিষী।
কৃষ্ণ-অধরামৃত পান করে নিশিদিশি ॥
ব্রজাঙ্গনাগণ-ভাগ্য কহনে না যায়। যার অধরামৃত আশা কৃষ্ণ করে তায় ॥

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

সে ভগবান্ নারদ এতেক কহিতে।
আলিঙ্গন কৈলা মোরে প্রেমার্দ্রিত চিত্তে ॥
পুলকাশ্রু-প্রেমে মগ্ন দন্তে কাটে জিহ্বা।
গোপী-মহোৎসব-বর্ণন হেন সাধ্য কিবা ॥
হে চঞ্চল জিহ্বা, তুমি নিষেধ না মান।
গদ্‌গদ স্বরে কহি' নৃত্য করে পুন ॥
বিবিধ বিচিত্র অবস্থা প্রাপ্ত হৈয়া।
গড়াগড়ি লম্ফ দেয় ফুৎকারে গর্জনিয়া ॥

ক্ষণেক পশ্চাতে সুস্থন্যায় প্রাপ্ত হৈয়া ।
কহে মধুর মোরে দীনমানস দেখিয়া ॥

মধুর বচনে তবে করিলা আশ্বাস । ক্ষণেকে নীরব হৈলা ছাড়িয়া নিঃশ্বাস ॥
শ্রীরূপ-সনাতন-স্বকরুণাবলে । লিখি ভাষা, অন্যত্র আশা না চলে ॥
শ্রীহরি-পরসাদ পাই এই আশ । ভাগবতামৃত-কণা কয় কানাইদাস ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গোলোক-মাহাত্ম্যখণ্ডে
বৈকুণ্ঠ-নাম পঞ্চম অধ্যায়
দ্বিতীয় কলা ॥

—০—

জয় জয় নিতাই নিমাই ভাই দুটি । জয় সীতানাথ জয় গৌরভক্তগোষ্ঠী ॥

শ্রীনারদ উবাচ—

এই যে গোলোক-উদ্দেশ আরম্ভ করিয়া । গোপীমাহাত্ম্য পর্যন্ত কহিলাম ইহা ।
সাধুর সম্মত এই গোপনীয় হয় । বিশেষে পরম ঐশ্বর্য যাঁহা অতিশয় ।

সেই স্থানে অতিশয় গোপনীয় অতি ।
এ জন্যে বৈকুণ্ঠে প্রকাশ না করিল তথি ॥

কেবল তুয়া ভাবমাধুর্যে চঞ্চল হইয়া । দ্বারকায় কহিনু উদ্ধব-ঘর পায়্যা ।

শপথ করি' কহি আমি তুমি যে উদ্ধব ।
এথা গোলোক-প্রাপ্তি-সাধন দুঃসাধ্য, দুর্লভ ॥
তাৎপর্য—মনুষ্যলোকে যেই ব্রজভূম ।
তথা সাধন সিদ্ধ শীঘ্র বিনা পরিশ্রম ॥

কিন্তু এক হিত-উপদেশ তুমি শুন । এথান হইতে নিকট শ্রীপুরুষোত্তম ॥
পূর্বে তুমি পৃথিবীতে দেখিয়াছ ক্ষেত্র । তৈছে বলরাম সুভদ্রা-সঙ্গে জগন্নাথ ॥

যে বিনোদ সমুদ্রের তীরে পৃথিবীতে। সেইরূপ বিনোদ এথা কর জগন্নাথে ॥
সর্ব-অবতারের নিধান একরূপ। শ্রীপুরুষোত্তম পরম বৈভব ॥
যে ভক্তকে যেইরূপ হয় রোচমান। সেই অবতার চরিত্র বিস্তার করেন ॥

যৈছে কৃষ্ণের মথুরাপুরী অতিপ্রিয়।
তৈছে পুরুষোত্তমক্ষেত্র প্রিয় সে জানিও ॥

কৃষ্ণের পরম যে ঐশ্বর্য প্রকাশিয়। লোকানুসারী বেভার করিয়া রমণীয় ॥

দর্শন, স্মরণ, গমন, বাস, প্রসাদ-ভক্ষণে।
প্রাণত্যাগ, সে কালেতে নাম উচ্চারণে ॥
এহ **সাত** প্রকারের এক প্রকার হৈলে।
মুক্তি ভক্তি দেন জগন্নাথ অবহেলে ॥

অতএব তুমি পুরুষোত্তমক্ষেত্র যাইয়া। সুখ পাবে জগন্নাথ দর্শন করিয়া ॥
কিন্তু তোমার মন না হইবে পরিপূর্ণ। নজ ইষ্টদেব পাই হবে সাধন তূর্ণ ॥
মাথুর-ব্রজভূমতুল্য সেই স্থান হয়। যুগল চরণাশ্রয়ের অনুকূলময় ॥
বল্লবীপ্রাণনাথ শ্রীগোপীপ্রাণনাথ। তাহার চরণে প্রেম— এই সাধনতত্ত্ব ॥
সেই প্রেম ব্রজবাসী-সদৃশ করয়ে। অন্য পরকারে আর হইবার নহে ॥
প্রেমের কারণ পরম এইত কেবল। কৃষ্ণের করুণা অতিশয় পরবল ॥
কোন জনের প্রেম উদয় হয় অকস্মাৎ। কাহারো সাধনক্রমে উদয় পশ্চাৎ ॥

যদি বল,—এ কেমন কৃষ্ণের করুণা ?
কেহো পায় শীঘ্র প্রেম, গৌণ কোন জনা ॥

শুন, দাতাজনের এই স্বভাব সুন্দর। যে যেমন পাত্র, তেন দেন ভক্ষ্যবর ॥
কাহাকেও দেন প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন। কাহাকেও দেন তণ্ডুল-আদি ইন্ধন ॥
সেই পরকার উদয় প্রেম জানিবা। সাধনের ক্রম শাস্ত্র-গতিকে বুঝিবা ॥
সেই প্রেম গোপগোপীর দাস্য করিয়া। ইচ্ছা করে কৃষ্ণপাদপদ্মাশ্রয় হৈয়া ॥
লোভানুসারিণী পতি, পুত্ররূপা ভাই। করিয়া উত্তম বুদ্ধি সেবে দাসী হই ॥

অথবা লৌকিক সদ্বন্ধুতা যৈছন। কৃষ্ণ-প্রতি বন্ধুতাবুদ্ধি করিয়া তৈছন॥
ভয়-গৌরব-অবিশ্বাস-লজ্জা-আদি বৈরী। এসকল বিঘ্নগণেরে দূর করি॥

গোপ-গোপী-দাস্য ইচ্ছা মনেতে করিয়া।
সাধন করয়ে যেই সাধুসঙ্গে রয়্যা॥

ব্রজমধ্যে কৃষ্ণক্রীড়া হয় যেই। তার ধ্যান গানপ্রধান হয় সেই।
এইমত নয় প্রকার ভক্তি-অঙ্গ হয়। তাহার সেবনে প্রেম উৎপন্ন নিশ্চয়।

তথা হি—শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

তার মধ্যে ইষ্টদেবের নামসংকীর্তন। তাহাতে উজ্জ্বল হয় পায়্যা প্রেমধন॥
এ হেন বাসনা এক তদেকবশ যেই। সেই সঙ্গে থাকিবেন সমোচিত এই॥
পরম ভাগবত এই উত্তমের সঙ্গ। স্বভাবেই উৎপন্ন প্রেম হয় বড় রঙ্গ॥
যবে প্রেম প্রকট আপনি আসি' হয়। প্রযত্নে গোপন তাহা কর্তব্য নিশ্চয়॥
মাতৃজারবৎ ইহা করিবে গোপন। এই উপায় প্রেম হইবার যে লক্ষণ।
প্রেম প্রকট নিকট হয়েন যখনে। প্রথমেই সম্বরণ করয়ে যতনে॥
বেকত হইলে তখন নহে সম্বরণে। সামর্থ্য না হয় সেই প্রেমবান্ জনে॥

কৃষ্ণের ক্রীড়াপ্রিয় বনভূমি বৃন্দাবনে।
একান্তী স্থানে সদা নিবাস করিয়া যতনে॥

সাধন-অনুষ্ঠানদ্বারে বিস্তারয়ে প্রেম। এই প্রকার নিশ্চয় সিদ্ধ হয় সর্বোত্তম॥

যদি বল,— স্বধর্মাচার কর্তব্য কি নহে?
শুনহ তাহার কথা তোমারে কহিয়ে॥
কর্ম-জ্ঞান-যোগ-আদি যতেক সাধনে।
তাতে দূরে যায় প্রেম নাহি রহে ক্ষণে॥
সর্বত্র নিরপেক্ষ হইয়া নিশ্চিত।
কৃষ্ণ বিনা অন্য আশা না করে নিশ্চিত॥

অন্য বস্তু বাসনা করয়ে যেই জন।
প্রেমস্ফূর্তি নাহি হয়, না হয় শোভন॥
ইহাতে দৈন্য হয় পরম আশ্রয়।
দৈন্য কি পরকার— শুনহ সে নিশ্চয়॥
সর্বভাবে উৎকৃষ্ট হয়েন আপনে।
অসাধারণ হয়্যা নিজে নীচ করি মানে॥
অসমর্থ অধম-বুদ্ধি নীচ তৃণ হৈতে।
তরুসম সহিষ্ণুতা অমানী চিত্তেতে॥

ইত্যাদিক আচরণ যার এই মতি। সেই চেষ্টা সেবন করে যার আছে বুদ্ধি॥
তাহার বিরোধ যাহা, তাহাকে বর্জন। এই পরকার সাধ্য করয়ে যতন॥
লৌকিক দৈন্য এই করয়ে সর্বথা। কৃষ্ণপ্রসাদে দৈন্য হয় লোকাতীত যথা॥
তাহা কহি, ইহা হওন যে দুর্ঘট। প্রেম-পরিপাকে পরম দৈন্য প্রকট॥
যৈছে সেই গোপাঙ্গনার কৃষ্ণের বিরহে। প্রকট হয়েন দৈন্য-পরিপাক যাহে॥
প্রেম-পরিপাকে দৈন্য বাঢ়ে অতিশয়। এই প্রকার দুইমত দৈন্য-নির্ণয়॥
দীনতা ও প্রেমে মৈত্রী হয় পরস্পর। কার্য কারণ দেখা যায় নিরন্তর॥

হে ভ্রাতঃ! প্রেমস্বরূপ প্রেম-অনুভব।
যাকে আছে সেই জন জানে এই সব॥

ইহাতে প্রেমের যেই স্বরূপলক্ষণ। সব কহিবার সাধ্য না হয় কখন॥
তটস্থ লক্ষণ-উদ্দেশ কিছু কহি শুন। হয় চিত্ত আর্দ্রতার যে সব লক্ষণ॥

বাহ্য কম্প-স্বেদ-অশ্রু-পুলক-আদি করি।
প্রেমবানের হৃদয় আর কি কহিতে পারি॥

দাবানলের শিখা যেন যমুনাজলামৃত। যমুনাজলামৃত সেহ অগ্নিশিখাবৎ॥

বিষ—অমৃত, আর অমৃত হয় বিষ।
মৃত্যু— সুখ, জীবনে— দুঃখ, এই অহর্নিশ॥

সুখে দুঃখ, দুঃখে সুখ— প্রেমের কারণে।
সম্ভোগ-বিয়োগ দুয়ের না হয় বর্ণনে॥

প্রেম-সম্পত্তি-উদয়ে সদা মোহোন্মাদ হয়। গ্রহগ্রস্ত যৈছে তৈছে সব চেষ্টাময়॥
পরম কৃপামৃত তাহার বিহনে। যে প্রকার কৃষ্ণভক্তি-সুখ নাহি জন্মে॥
দৃষ্টান্ত— লবণ বিনা যেমন ব্যঞ্জন। ক্ষুধা বিনা যৈছে হয় সমূহ ভোজন॥
বিনা অর্থবোধ যেন হয় শাস্ত্রপাঠ। ফলে বিহীন যেন বাগিচা কাঁচা কাঠ॥
এই ত ভগবানের কোন অবতার। বৈকুণ্ঠনাথ-আদি করি ভক্তগণ তাঁর॥
সাধন করিয়া জন্মে প্রেম সে সভার। তাহার লক্ষণ এই, কহিলাম সার॥

বিশেষ কহিতে মোর সামর্থ্য না হয়।
নন্দনন্দনে গোপীপ্রেম কেবা তাহা কয়॥

শ্রীকৃষ্ণ মথুরাপুরী করিলে গমন। গোপীর প্রণয়-অগ্নি তীব্রভাব তৎক্ষণ॥
তাহার বিশেষ প্রেম বর্ণন না হয়। মনেতে করিলে মূর্ছা হইব নিশ্চয়॥
তুমিহ হইবে মূর্ছা কে করে শ্রবণ? অতএব না কহিব সে সব কথন॥
গোপীগণ-মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ প্রেমবতী। শ্রীরাধিকা সর্বশ্রেষ্ঠা প্রেমময়-মূর্তি॥

তিঁহো আসি দৃষ্টিগোচর হইবেন যবে।
তবে যে কহিলাম তার অনুভব হবে॥

প্রেম মূর্তিমান হয়্যা হইবেক প্রাপ্ত। সেই রাই ভগবতী কহে প্রেমতত্ত্ব॥
বর্ণন করিতে সামর্থ্য হয় কিনা হয়। পরমানন্দময় প্রেম পরম দুঃখময়॥

পরম প্রেমার আবির্ভাবে না হয় সামর্থ্য।
তৎযোগ্য শ্রোতা সেহ প্রেমে মোহপ্রাপ্ত॥

শ্রীরাধিকা-প্রেম-সদৃশ কৃষ্ণবিষয়ে প্রেম। তাহার বিস্তার করি কহে অনুক্রম॥
শ্রীকৃষ্ণের মহা-অবতার যদি হয়। অথবা শ্রীরাধিকার মহা-অবতার স্বয়ং॥
তবে সেই প্রেমের অনুভব প্রাপ্ত হয়। অন্যথা নহি নহি না হয় নিশ্চয়॥
মহাপ্রভুর অবতারের করিলা সূচন। এই ত অব্যর্থ হয় নারদ-বচন॥

তথাহি— ইত্থং শ্রীরাধিকা-প্রাণনাথ-পাদসরোজয়োঃ।
যেন প্রেমানুভূত্যাশা দত্তা তং নারদং ভজে ॥

অন্বার্থঃ—

শ্রীরাধিকার প্রাণনাথ-পাদপদ্মযুগে। প্রেম হইবার আশা দিলা মহাভাগে ॥
সে নারদে ভজি আমি করি নমস্কার। সেই অনুভব আমার শুনহ বিস্তার ॥
শ্রীমহাপ্রভু অবতীর্ণ হইলে কলিকালে। তাঁর পরিবারের অনুগত-সঙ্গবলে ॥
পাইবেক প্রেম সেই— এইত নিশ্চয়। ইহাতে অন্যথা কভু না কর সংশয় ॥
হে গোপকুমার! তুমি শীঘ্র ক্ষেত্র যাহ। আমার সমান তুমি অভাগ্যবন্ত নহ ॥
তুমি কৃষ্ণ গোলোকনাথের হও কৃপাপাত্র।
যাতে তোমার ব্রজে জন্ম গোপালের পুত্র ॥
নারদ কহিলা— পুরুষোত্তম ক্ষেত্র যাহ। দ্বারকানুনত্ব শুনি উদ্ধব অসহ ॥

শ্রীউদ্ধব উবাচ—

যৈছে এই ক্ষেত্র প্রভুর প্রিয় হয়। তৈছে প্রিয় পুরুষোত্তম এইত নিশ্চয় ॥
পরমৈশ্বর্য লৌকিক ব্যবহারে ভূষিত। আমার প্রভু স্বয়ং শ্রীদৈবকীর সুত ॥
ইঁহা দারুময় হয় জগন্নাথমূর্তি। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে ক্রীড়া করে নিরবধি ॥
প্রেমের প্রবাহে আর্দ্র করয়ে হৃদয়। পুরুষোত্তমবাসিকে সুখ দিতে অতিশয় ॥
একারণ স্থিরতা হইলা জগন্নাথ। যাহা চাহে তাহা দেন যে যাচে সাক্ষাৎ ॥
যেই বস্তু তাঁহা সিদ্ধ হয় সর্বমতে। তাহা সিদ্ধ হয় নিশ্চয় এই দ্বারকাতে ॥
ইহাতে নাহিক ভেদ ক্ষেত্রসহ এথা।
তবে কেনে গোপপুত্রে পাঠায়েন তথা ॥
ক্ষেত্রে ব্রজলীলা দৃষ্টি, শ্রবণ করিয়া। এই শোক পাইবেক গোপপুত্র গিয়া ॥
বিশেষ অভীষ্টসিদ্ধি না হইবে তথা। তাহার কারণ— তথা না হয় দীনতা ॥
জগন্নাথ-মুখপদ্ম করিয়া দর্শনে। মহাপ্রসাদসমূহ লাভ হয় সেই ধামে ॥
যাত্রা-উৎসবসমূহতে মনে হর্ষ স্ফুরে। দীনতা না স্ফুরে কভু অন্তর ভিতরে ॥

সে দীনতা বিনে উদয় নহে সেই প্রেমে।
যে প্রেম উদয় হয় গোলোক বৃন্দাবনে ॥
গোলোক লাভ বিনা ইহো না হইবে সুস্থ।
পরদুঃখকাতর জগন্নাথ হয়্যা ব্যস্ত ॥

পুনরায় ইহাকে পাঠাইবেন গোকুলে। অতএব নিবেদন করি পদতলে ॥
দ্বারকা হইতে পাঠাও মথুরা গোকুল। গোকুলে উৎপন্ন হবে দৈন্যাদি সকল ॥
মথুরা বর্তমানে রহেন যেই সাধুগণে। সদাই উৎপন্ন হয় প্রেম দরশনে ॥
নদী গিরি বন-আদি শূন্যতার ন্যায়। দর্শনে বিরহস্ফূর্তি হইবে তথায় ॥

আপনি দৈন্য আসি মিলয়ে তাহারে।
সদা হা হা শব্দ করি আক্রান্ত চিত্তদ্বারে ॥

হৃদয়ে সন্তাপ মহাদগ্ধ অতিশয়। তাহার কারণ পরম উৎকণ্ঠা উদয় ॥
স্বপ্রিয় শ্রীনন্দনন্দন তাপ-নিবর্তক। দর্শনামৃত সদা অন্বেষণ যার এক ॥
এক প্রকার তথা বহু দৈন্য সামগ্রীতে। শীঘ্র প্রেম সিদ্ধ হয় জানিহ নিশ্চিতে ॥

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ উদ্ধব-বাক্য শ্রবণে শুনিয়া। নিজাভীষ্ট পুষ্ট কথায় তুষ্ট হৈল হিয়া ॥
প্রীত হৈয়া শ্রীনারদ কহিলা উদ্ধবে। ব্রজভূমে ঐছে প্রীতি তোমারই সম্ভবে ॥
যাতে ইহার শীঘ্র ইষ্ট-সিদ্ধির উপায়। মন্ত্রণা কহিলে তুমি হিত হয় যায় ॥
ব্রজভূমের উত্তমতা তুমি সে জানহ। কি কহিব তোমার যত চিত্তের আগ্রহ ॥

নিজ ইষ্টদেব কৃষ্ণ, তাহাকে ছাড়িয়া।
বহুকাল বাস কৈলে ব্রজভূমে গিয়া ॥

চতুর্দিক্ দেখিয়া শুভক্ষণ বিচারিয়া। হর্ষযুক্ত সর্বজ্ঞ নারদ কহেন হাসিয়া ॥
হে শ্রীব্রজবীর-প্রিয় গোপপুত্র! শীঘ্র সাধিত তুমি জান নিজ স্বার্থ ॥
হে মহাভাগ, ইহা প্রথমে জানিয়াছি। সর্বসুখ বৈকুণ্ঠে অনুমান করিয়াছি ॥
বৈকুণ্ঠ অযোধ্যাপুরী প্রাপ্ত হইয়া। দ্বারকা আসিয়া শীতল না হইল হিয়া ॥

তথাপি তোমার চিত্তে দুঃখ বাড়ে অতি।
স্বর্গ মণ্ডলে কাঁদিতে কৈছে হবে তৃপ্তি ॥

তাথে তুমি নিজ দীর্ঘ অভীষ্টসিদ্ধি-জন্য। মথুরাসম্বন্ধি ব্রজভূমে চল মহাধন্য ॥
যে ভূমি পৃথিবী-শোভা কীর্তি বাড়াইতে। পরম উৎকৃষ্ট হয় জগৎ-পূজিতে ॥
সম্যক্‌ সাধন শীঘ্র সম্পন্ন তৎক্ষণ। বৈকুণ্ঠ-উপর গোলোক প্রাপ্ত্যের সাধন ॥

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

নারদবচনামৃত-পীরিত পাইয়া। মথুরা-গমনে মনে উৎসাহ হইয়া ॥
কৃষ্ণ-আজ্ঞা লয়্যা যাই করিলাম মনে। ইহা লক্ষ্য করি উদ্ধব কহেন বচনে ॥

শ্রীউদ্ধব উবাচ—

কৃষ্ণ-স্বধাম হৈতে যদি অন্যত্র যাইয়ে। তবে যাদবেন্দ্র-আজ্ঞা অপেক্ষা করিয়ে ॥
সেই ব্রজভূম কৃষ্ণের প্রিয়তম অতি। তাহার গমনে কৃষ্ণের হয় মহাপ্রীতি ॥

সাক্ষাৎ সেবা এখানেতে যে কৃষ্ণের প্রীত।
ব্রজবাসে অধিক প্রীতি জানহ নিশ্চিত ॥
ইথে আমি ব্রজজনের আশ্বাসের ছলে।
বহুকাল বাস তথা করিলাম গোকুলে ॥

যদি কহ, কৃষ্ণের দর্শন মঙ্গল করিয়া। ব্রজভূম প্রস্থান করিব হর্ষ হৈয়া ॥

শুন, তব উৎকণ্ঠা অতি উৎকট জানিয়া।
নিজ প্রিয়ভূমে আপনি যাবেন লইয়া ॥

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

শ্রীউদ্ধব-বাক্যামৃত পান করি কর্ণে। মোহন্যায় হইনু তথা পরমানন্দপূর্ণে ॥

ক্ষণমাত্র নেত্র মুদিত হইয়া রহিতে।
কেহো যেন আমারে লয়্যা চলিলা ত্বরিতে ॥
দুই নেত্র খুলিয়া দেখি এই কুঞ্জে প্রাপ্ত।
বিস্মিত হয়্যা জানিলাম কৃষ্ণকৃপা এত ॥

এই ত লিখিল পঞ্চম অধ্যায়ের কথা। যাহা শ্রবণে ঘুচে শ্রবণ-মনের ব্যথা ॥
প্রেমভক্তিরীতি জানি ইহা হৈতে। সাধন-নির্ণয় ব্রজভূম পাই যাতে ॥
শ্রীরূপ-সনাতন চরণ চিন্তিয়া। গূঢ় অর্থ ব্যক্ত করি ভাষাতে লিখিয়া ॥
ক্ষমা কর অপরাধ বৈষ্ণবঠাকুর। মহামূর্খের মহালোভে মহালজ্জা দূর ॥
শ্রীহরিপরসাদ পাই এই আশ। ভাগবতামৃতকণা কয় কানাইদাস ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গোলোক-মাহাত্ম্যখণ্ডে
প্রেম-নাম পঞ্চম অধ্যায়
তৃতীয় কলা পূর্ণ ॥

—০—

ষষ্ঠ অধ্যায়

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং ভগবন্তং কৃপার্ণবম্ ।
প্রেমভক্তি-বিতানার্থং গৌড়েষ্ববততার যঃ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্। জয় জয় নিত্যানন্দ ভক্তগণপ্রাণ ॥
জয় সীতানাথ জয় গৌরভক্তগোষ্ঠী। কৃপা করি কাতরে করহ শুভদৃষ্টি ॥

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

শ্রীনারদ মুনির শিক্ষার অনুসারে। বৃন্দাবনসম্বন্ধি নাম করিয়া সুস্বরে ॥
সংকীর্তন করি লীলা ভাবনা আর গান। এই মত দরশন করি লীলা-স্থান ॥
তাহার দর্শনে ভাবদশা যে হইল। তাহা স্মরণ করিতে চিত্তের লজ্জা ভেল ॥
সে সব কহিতে সাধ্য কেমনে বা হয়। তথাপি স্নেহেতে কিছু কহিব তোমায় ।
সদা মহাকাতর হইয়া আঁখি ঝরে। হা নাথ! করিয়া ডাকি করুণা-সুস্বরে ॥
রাত্রিদিন ব্যতীত কখন— ইহা নাহি জানি।
বহুকাল সাধন এথা করিলাম আমি ॥

সুখের নিমিত্ত কি দুঃখসমূহের জন্য।
কোন প্রকারে বিচার না হয় ভিন্ন ভিন্ন॥
কোথা আছি—এ নিশ্চয় নাহি হয় মনে।
দাবাগ্নিশিখামধ্যে আছি—এই অনুমানে॥
কভু মনে হয় পরামৃত যমুনাজলে। বসিয়ে আছিয়ে যেন মহাকুতূহলে॥
কভু মনে হয় পরমপ্রেষ্ঠ প্রিয়তমে। সে জন হইল শঠ জানিল এখনে॥
শঠের হাতে পড়ি দুঃখসমুদ্রে নিমগ্ন। সুখ-অনুভব-স্পর্শ না হয় তখন॥
এই প্রকার শ্রীবৃন্দাবন-বিভূষণ। এই কুঞ্জ— ইথে নিবাস করি অনুক্ষণ॥
এক সময় রোদন-সমুদ্রে মগ্ন হৈয়া। মোহপ্রাপ্ত হই আমি আছিনু পড়িয়া॥
হেন কালে পরম দয়ালু-চূড়ামণি। মদনগোপাল প্রকট হইয়া আপনি॥
বংশীহস্ত-কমলে উঠায়্যা বার বার।
অসাধারণ সৌরভ্য নাসে প্রবিষ্ট আমার॥
সংজ্ঞা করাইলেন চতুর-শিরোমণি। চেতন পাইয়া আমি উঠিলাম তখনি॥
কৃষ্ণের বদনকমল দেখিয়া নয়ানে। সম্ভ্রম হই' অতিহর্ষ-পরিপূর্ণ মনে॥
উনমত্ত হইয়া পীতবস্ত্র ধরিতে। ইচ্ছা করিয়া অগ্র বাঢ়াইতে হাথে॥
সেই নাগরেন্দ্র বংশী বাজাইতে বাজাইতে।
অতি দ্রুত গমন করিল এথা হৈতে॥
কুঞ্জের ভিতর গিয়া অন্তর্হিত হৈলা। ধাইয়া যাইয়া আমি লাগ না পাইলা॥
না দেখিয়া মূর্চ্ছা হয়্যা যমুনার জলে। পতিত হইয়া ভাসি তরঙ্গ-হিল্লোলে॥
প্রবাহের বেগে আমি বহিয়া যাইতে। চেতন পাইয়া প্রকাশিনু দুই নেত্রে॥
দেখি আমি আছি মহা বিমান-উপরে।
কোন আশ্চর্য পথে গিয়া প্রাপ্ত দেশান্তরে॥
চিত্ত সমাধান করি বিচার করিতে।
বৈকুণ্ঠলোক দেখিয়া আনন্দ হৈল চিত্তে॥

তৎক্ষণে অযোধ্যা দিয়া দ্বারকা হইয়া। শ্রীগোলোকধাম প্রাপ্ত হইলাম গিয়া ॥
বহুকাল-আশা ফলিত হইল সময়ে। সর্বলোক উপর প্রকাশমান হয়ে ॥
হেন স্থানে গিয়া দেখি আনন্দ নয়নে। মথুরামণ্ডল যৈছে তৈছন রচনে ॥
সেই গোলোক মধ্যে মথুরা প্রবেশ হৈয়া।
ভূমমথুরাপুরী সমান সমস্ত দেখিয়া ॥
বিস্ময় হইনু বড় সে সব দর্শনে। মনুষ্যলোকরীত বৈকুণ্ঠ-উপর ধামে ।
ঐ মথুরায় শুনিলাম কংস মহাতেজাঃ।
পিতাকে নিগ্রহ করি আপনি হয় রাজা ॥
বসুদেব দৈবকীকে রাখিল কারাগারে। যাদব সকল দুঃখী অসুরের ডরে ॥
কেহো পলাইয়া গেলা অন্য দেশে দেশে।
অক্রূরাদি আছে অনুগত হয়্যা কংসে ॥
আমি ভীত হয়্যা বিশ্রান্তি ঘাটে স্নান করি'।
শীঘ্র বাহির হইলাম সে মথুরাপুরী ॥
শোভাসম্পন্ন বৃন্দাবন আইনু তবে। যে স্থানে যাইতে নাহি পারে কোন দেবে ॥
সকল দেবতা চন্দ্র-সূর্য-আদি করি। ইন্দ্র-ব্রহ্মা-গরুড়-পার্ষদ-অগম্য পুরী ॥
পৃথিবী-সম্বন্ধি যেন আর্যাবর্ত নাম। হিমালয় বিন্ধ্যপর্বত মধ্যেতে আখ্যান ॥
সেই মত গোলোকরীত চমৎকারময়। অন্তরীক্ষবর্তী তভু চন্দ্রসূর্যোদয় ॥
মনুষ্য আচরণ— ভূমবর্তী যৈছন। দেখিয়া আশ্চর্য সব হৈল মোর মন ॥
ক্ষণেক পাছে দেখি বনচর গোপগণ।
ফুল তোলেন বৃদ্ধা গোপী দেখি কথোজন ॥
তাহাদের হৃদয়ধন করিয়াছে চুরি। তাহাতে বেয়াকুল চেষ্টা অত্যন্ত কাতরী ॥
তাহাদের দর্শনেই তাদৃশ ভাব হৈয়া। যত্নে ধৈর্যবৎ অবলম্বন করিয়া ॥
তাহাদিগে আদরে জিজ্ঞাসা কৈল আমি।
পরমহংস-মনোরথ-দুর্লভ সব তুমি ॥

আমিহ পরম দীন শরণাগত জন। আমা-প্রতি কৃপাদৃষ্ট্যে শুনহ বচন॥

এই দেশের রাজা কেবা, তাঁর ঘর কোথা ?
কোন পথ হইয়া যাইব কহ তথা॥
বার বার কহি, তথাপি দৃষ্টিও না করে।
তথাপি জিজ্ঞাসি খেদযুক্ত এ অন্তরে॥
ভো ভো হে কৃপালু সকলেই তোমরা।
শুনিয়া না শুন কথা, নাহি কহ পারা॥

সঙ্কেত করিয়া কহ আমি বড় দুঃখী। প্রকারে উত্তর করি' কর মোরে সুখী॥
এতেক কহিতে তথাপি না শুনি বচন। অহো জানিলাম মহা দুঃখের কারণ॥
জানিলাম, জানিলাম সে যে হয় ধূর্ত। তার ভাবে মোহিত হয়্যাছে সর্বচিত্ত॥
এই মত বার বার কাতর হইয়া। যারে দেখি তারে প্রশ্ন করি আগে গিয়া॥
ব্রজস্থান প্রাপ্ত হয়্যা দেখি চারিভিত। যাহা পরিপাক অন্তর্নিষ্ঠায় সেবিত॥
তাহা দেখি দূর হৈতে হয় এক পুরী। দধি মন্থনের শব্দ শুনিয়ে ঘর্ঘরি॥
তাথে যুক্ত মনোহর ভূষণের ধ্বনি। কৃষ্ণলীলাগুণ তাহে করিয়া গাঁথুনি॥

তাহাতে গোপিকাগীত মিলিত সুস্বরে।
উৎকৃষ্ট আনন্দ আকুল ধৈর্য গেল দূরে॥

যত্নে ধৈর্য হই আগে করিয়া গমন। দেখি এক বৃদ্ধ করে কৃষ্ণ-উচ্চারণ॥
একেলা বসিয়া সেই করয়ে রোদন। জোড়হাথ হয়্যা তাঁরে জিজ্ঞাসি কারণ॥
সেই বৃদ্ধ প্রযত্নেতে গদ্‌গদস্বরে। কহে আমা প্রতি কিছু কৃপার্দ্র অন্তরে॥
গোপরাজ নন্দ তিঁহো শ্রীকৃষ্ণের পিতা। তাঁর পুরী হয় এই জানিহ সর্বথা॥
এই শব্দ কহিতেই অতি হর্ষবেগে। মোহপ্রাপ্ত হইলেন সেই মহাভাগে॥

ক্ষণেক পশ্চাতে তিঁহো পাইয়া চেতন।
ধাইয়া গোপুরে গিয়া বসিলা তথন॥

ব্রজবাসীর এইসব দেখি ব্যবহার। কিঞ্চিৎ বুঝিতে শক্তি না হইল আমার॥

৩১

সেই অনুভবি-জন-ব্যতিরেক অন্য।
বুঝিতে কাহার শক্তি সে ভাব-কারুণ্য ॥
যাতে অসম্ভাব্য পরমাশ্চর্য লক্ষ লক্ষ। দেখিব কি শুনি নাই পরম বিতর্ক॥
নিশ্চয় করিতে সাধ্য আমার না হয়। কি প্রকার এই ব্রজবাসীর হৃদয়॥
কি পরমানন্দে মগ্ন, কিবা দুঃখ অতি।
না বুঝিয়ে কোন্ মত তাহাদের রীতি ॥
গোপীর রোদনযুক্ত গীত যে শুনিল।
তাহার ভাবার্থ কিছু আমি না বুঝিল॥
আনন্দ-পরাকাষ্ঠা কি শোক-পরাকাষ্ঠা।
নিশ্চয় না হয় গোপিকার পরাকাষ্ঠা॥
সে স্থান দেখিতে মনে হয় এই মোর।
মনুষ্য-লোকেতে আছি, এভাব অন্তর॥
ঐশ্বর্য বিচার মনে অনুসন্ধান হৈলে।
লোকালোক-লোকাতীত পর এই স্থলে॥
লোক শব্দে জানো যেই চৌদ্দভুবন। অলোক কহি বাহ্য আবরণাদি গণন॥
লোকাতীত বৈকুণ্ঠ-আদি, তাহার উপরে।
এইত গোলোকে আছি— এভাব অন্তরে॥
তাঁহা এক বৃদ্ধা আসিতে কৈনু দণ্ডবৎ।
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি করি' কাকুবাদ॥
শ্রীনন্দনন্দন কোথা করেন বিহার? অনুগ্রহ করি' কহ এই সমাচার॥
বৃদ্ধা কহে,—প্রাতঃকাল-বিহার-কারণে।
গোধন-সখাব্রজ-সঙ্গে কৃষ্ণ গেলা বনে॥
মো সকল ব্রজবাসীর প্রাণদান দিতে।
এখন আসিবেন সন্ধ্যায় সখাদি সহিতে॥

সর্বব্রজবাসী যমুনাতটপথে নেত্র। নিরখিয়া অনিমিখে আছে একচিত্ত॥
উচ্চ বৃক্ষ পথের নিকট দুই সারি। দেখহ শোভায়মান নেত্র ঊর্ধ করি॥
উচ্চ পত্র সেই নেত্র মানহ মনেতে। নন্দনন্দনাবলোকন-উন্মুখ ঐ পথে॥

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

এত শুনি অমৃতধারায় সিক্ত হৈয়া। বৃদ্ধা-প্রদর্শিত পথে রহি নেত্র দিয়া॥
একদৃষ্ট্যে দেখিতেই পরমানন্দভরে। স্তম্ভিত হইলাম আমি সর্বকলেবরে॥

অনেক প্রকারে যত্নে আপনা আপনি।
আগে হয়্যা দূরে হৈতে পাই মধুর ধ্বনি॥

গো-হাম্বারব অতি সুললিততর। মুরলীর ধ্বনি তায় অস্ফুট মধুর॥
সপ্তস্বর মল্লার-আদি রাগযুক্ত যেই। মূর্ছনাদি পরিপাটী ততোধিক সেই॥
শুনিতেই গোপীগণ, পরম সে আকর্ষণ, গোপাঙ্গনার কথা রহু দূরে।
বৃক্ষগণের বহে ধারা, সেই অশ্রু জলপারা, বৃক্ষের নির্যাসছলে পড়ে॥
ইহাতে দেহধারিগণ, ঘোষবাসী যত জন, নেত্র-অশ্রু বহিছে প্রবাহে।
কৃষ্ণ-মাতৃবর্গ যত, বৃদ্ধ বয়সযুক্ত, তথাপি স্তনে দুগ্ধধারা বহে॥
হেন মুরলীর ধ্বনি, উল্টাস্রোত যমুনাপানি, অথবা স্থগিত স্রোত হয়।
যদি কেহ হেন পুছে, সে মুরলীধ্বনি কৈছে, তাহা কিছু না হয় নিশ্চয়॥
সে মুরলী বিষ কিয়ে, কি অমৃত উগারয়ে, নির্ধার্য কিছু করিতে না পারি।
বজ্র হৈতে কঠিন বোল, কি জল হৈতে কোমল, কিনা শব্দ মুরলী উগারি॥
প্রজ্বলিত অগ্নি হৈতে, উষ্ণতা মুরলী শব্দে, কিবা চন্দ্র হইতে শীতল।
যাহা শুনি উনমাদ, সর্বকাজে হৈল বাদ, ব্রজজন মোহিত সকল॥
কোন নারী বাহির হৈয়া, নির্মঞ্ছন-বস্তু লৈয়া, পুষ্পদীপ-আদি করি হাথে।
কেহো শিরে অলঙ্কার, মাল্যানুলেপন আর, নবনী-শিখরিণী-আদি মাথে॥
কোন গোপী চলে ধা'য়্যা, কোন অপেক্ষা না করিয়া, কুল লাজ পরিহরি দূরে।
ধায়ই গোপীসব, করি দিক্ অনুভব, যে দিগে বেণু-ধেনু-শব্দ স্ফুরে॥

কোন গোপী বিপরীতি, ভূষণ ধারণে গতি, আলায়িত চিকুর-বন্ধন।
কেহো কেহো আধবেশ, শিঙ্গার না হৈল শেষ, অতিক্রত করিলা গমন॥

তথাহি পদং, শ্রীরাগ—

ঘন ঘন শৃঙ্গ, বেণুরব শুনি শুনি, উনমত ব্রজবধূ ধায়।
দিবি উৎপল, সবহু পসারল, পূজয়িতে শাঙল রায়॥
আরি মাই! কহই না হোয় আনন্দ।
দরশন লাগি, সবহু আঁখি শুখল, ধাই আগরল পন্থ॥ ধ্রু॥
অঙ্গ শিঙ্গার, আধ আধ করু, বিছুরল আধ হি সাজ।
হরিগত-চিত, ভীত নাহি মানত, তেজল গুরুজন-লাজ॥
কিশলয়-বলিত, ললিত মণি কুণ্ডল,- মণ্ডিত গণ্ডহিলোল।
বনফুল ধাও, বিরাজিত কলেবর, পহিরণ পীত নিচোল॥
নিরখণ কারণ, সবহুঁ গোপীগণ, নিরবধি চিত রোল।
শ্যামদাস পহুঁ, নটবর শেখর, অখিল জন-মনচোর॥১॥

কেহো ঘরে রহত, স্থাবর ভাব হোয়ত, কেহো মূর্ছা ভূমেতে পড়িয়া।
অশ্রুলালাতে লিপ্ত, আর্দ্রমুখ, মোহপ্রাপ্ত, যত্নে সখী তাহে উঠাইয়া॥
ধরিয়া লইয়া চলে. উচ্চ করি কর্ণমূলে, কহে,— ধনি! কৃষ্ণমুখ দেখ।
শুনিতে চকিত আঁখি, যমুনার তট দেখি, তাহি দাঁড়াইল গোপীবর্গ॥
কৃষ্ণনাম-গুণ-লীলা, গানেতে তৎপরা ভেলা,
বিচিত্র বেশ, বস্ত্র, কান্তি, ভূষা।
মহালক্ষ্মী-সৌভাগ্য- মদ-দমন যে আধিক্য, হেন সৌভাগ্য পরশংসা॥
আমি কিছু দূরে থাকি, এ সকল লীলা দেখি, স্তম্ভিত হইল সব অঙ্গ।
কেহো যেন আকর্ষিয়া, মোরে লৈয়া চলে ধায়্যা, আমিহ ধাইল তার সঙ্গ॥
দেখিলাম দূরেতে, মধুর মুরলী হাথে, সখা পশু হৈতে নিকসিয়া।
কহেন অগ্রে, শ্রীদাম, তুয়া কুল-কমলদাম, তাথে সূর্য তুল্য হইয়া॥

এই যে 'সরূপ' নাম, আইল গোলোকধাম, আমার সুহৃদ্ বড় হৈলা।'
এত কহি কহি কৃষ্ণ, ধাইলা অত্যন্ততৃষ্ণ, বনবেশ কাঁপে কদম্বমালা ॥
দোলে মকর কুণ্ডল, ময়ূরপাখা ঝলমল, পীতবস্ত্র, ঘুংঘুর নূপুর।
শ্রীঅঙ্গের সৌরভেতে, দিক্‌তটান্ত বাসিতে, আমোদ সম্যক্ পরকার ॥
মুখকমল বিকশিত, মন্দহাস্য সুমিলিত, নেত্র-পদ্ম কৃপাবলোকনে।
বিচিত্র সৌন্দর্য এক, গোধূলি-অলঙ্কৃত দেখ, অলকাশ্রেণী চঞ্চল গমনে।
সম্বরণ-জন্য তার, ব্যগ্র অঙ্গুলি যার, ভাঙ ধনু বিন্ধয়ে মদনে।
পৃথিবী অতিশয় ধন্য, শোভাদান হেতু জন্য, ভূমি স্পর্শি নৃত্য যে গমনে ॥
চরণকমল দুই, ধাইতে উথল যেই, দৃষ্ট রক্তপদ্ম-আদি চিহ্ন।
অতিশয় উল্লাসে, কৃষ্ণ কৈশোর বয়সে, মাধুর্য অতিশয় শ্যামবর্ণ ॥
তাথে স্ফূর্তিমান আভা-, যুক্ত গাত্র কান্তিশোভা, উজ্জ্বল করিলা সবদিক্।
গোকুলবাসিপ্রিয় নিত্য, তাহাদের চিত্তবৃত্ত,- গ্রহণেতে শকতি অধিক ॥
তাথে কৃষ্ণের মহত্ত্ব, মহত্ত্বের সমুদ্র, নব নব উৎকৃষ্ট মাধুর্য।
আমি আর কি কহিব, বিচারি জানিবে সব, অপার সে কৃষ্ণের সৌন্দর্য।
প্রেমবশীভূত হৈয়া, অতি শীঘ্র আসি ধেয়্যা, উচ্চ লম্ফ করিয়া আপনে।
বলে ধরি মোর গলা, অলক্ষিত পতিত হৈলা, আমি প্রেমে পড়িনু সঙ্গে ভূমে ॥
ক্ষণেকে আমি সংজ্ঞা পায়্যা, নিজকণ্ঠ ছাড়াইয়া, দাঁড়াইয়া করি দরশন।
শ্রীনন্দনন্দন হরি, মোরে পায়্যা ভূমে পড়ি, রজোময় পথ সুশোভন ॥
অশ্রুধারে সেই পঙ্ক, লেপন হইল অঙ্গ, গোপীসব একত্র হইয়া।
পরস্পর কহে কথা, ইঁহো কে আইলা এথা, কি না জানি করিল আসিয়া ॥
আমাদের প্রাণপতি, এই কৈল যে না গতি, একত্র হইলা ব্রজগণ।
কি হৈল কি হৈল, বলি, সভেই আইলা চলি, নানা তর্ক করে নানা জন ॥
কেহো কহে, 'আমরি শ্রেষ্ঠ, কংসরাজ বড় দুষ্ট, তার অনুচর এই হবে'।
কেহো কহে, ইহা নয়, এই দেখি মহাশয়, কৃষ্ণ-মূর্চ্ছা আর কোন ভাবে ॥'

তবে সব ব্রজজন, উচ্চস্বরে রোদন, কৃষ্ণ-চারিদিগে বেষ্টিত হৈয়া।
কৃষ্ণ-পশ্চাৎ গোপ আসি, রোদন করে দুঃখে ভাসি,
কৃষ্ণচন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া ॥

করুণস্বরে আক্রন্দন, শুনি' ব্রজস্থিত জন, বৃদ্ধ নন্দ-আদি গোপ যত।
যশোদা পুত্রবৎসলা, অত্যন্ত কাতর হৈলা, আর বৃদ্ধা দাসী যে সমস্ত ॥
স্খলিত চলিত চরণ, হাহা বচন পুনঃ পুনঃ, ধাইয়া আইলা সেই স্থানে।
তার পর ধেনু বৎস, ধায়্যা আইলা ঊর্ধ্বপুচ্ছ, কৃষ্ণসার-আদি মৃগগণে ॥
আসি কৃষ্ণ-দশা দেখি. কাতর হিয়া ঝরে আঁখি, অশ্রুধারায় মুখ প্রক্ষালিতে।
হুহু শব্দে সন্নিকটে, কৃষ্ণ-অঙ্গ শুঁকে চাটে, স্নেহভরে ভয়হীন চিত্তে ॥
আকাশেতে পক্ষগণে, কৃষ্ণের উপরে ভ্রমে, দুঃখে রোদন কোলাহল করে।
সভাকার অন্তঃকরণ, উত্তপ্ত হৈলা তৎক্ষণ, সত্ত্ব দুঃস্থ হৈল চরাচরে ॥
আমি মৃতবৎ হই, শোক-সমুদ্রে মগ্ন রই, কি করিব কিছু না বুঝিয়া।
কৃষ্ণ দুই পাদপদ্ম, মস্তকে করিয়া সদ্ম, ভূমে পড়ি বিলাপ করিয়া ॥
অনুজসহ এক ধাম. বেশ বয়স অভিরাম, নীলাম্বরালঙ্কৃত গৌরকান্তি।
বলদেব দূরবর্ত্তী, শুনিয়া রোদন আর্ত্তি, সভয় বেগে আইলা দ্রুতগতি ॥
পরম প্রবীণের ইন্দ্র, বলদেব বলবন্ত, দেখিয়া যে করিলা রোদন।
তাথে ধৈর্যবৎ হৈয়া, অবলম্ব করি হিয়া, চারিদিগে দেখি ততক্ষণ ॥
পিছে আমাকে দেখিয়া, অবধান করিয়া, মোর দুই বাহু যত্নে ধরি।
কৃষ্ণ-কণ্ঠে ধারণ, করাইয়া তৎক্ষণ, মো' হস্তে শ্রীঅঙ্গ মার্জন করি ॥
উচ্চস্বরে ডাকিয়া. আমা-দ্বারে উঠাইয়া, কণ্ঠ ধরি রহিলাম আমি।
তবে অশ্রুধারে কৃষ্ণ, আমাকে দেখিয়া দৃষ্ট, আলিঙ্গিয়া চুম্বিয়া তখনি ॥
চারিদিগে দেখিয়া, লজ্জা প্রাপ্ত হইয়া, আপনি সে মাজিলা নয়ন।
বহুকালের পর, দেখে কেহো সখাবর, সেইবৎ আমাকে করেন ॥
বামহস্ত কমলেতে, আমার দক্ষিণ হাতে, ধরিয়া প্রভুবর কৃষ্ণচন্দ্র।

বিচিত্র প্রশ্ন করিয়া, ব্রজজনে আনন্দ দিয়া, চলিলেন গমন গজেন্দ্র ॥
নন্দব্রজ প্রবেশিলা, বন্যমৃগ দুঃখী হৈলা, কৃষ্ণবিয়োগে অতি দীন হৈয়া।
কোথাও যাইতে নারে, কৃষ্ণ বিনা অন্যত্তরে, প্রাতে দর্শন হইবেক জানিয়া ॥
এই আশা করি চিত্তে, ব্রজদ্বারে রহে রাত্র্যে, খগ সব উড়িয়া উড়িয়া ॥
ব্রজের ভিতর গিয়া, কৃষ্ণ-মুখ দেখিয়া, রাত্র হৈলে কৃষ্ণ-অদর্শনে।
রোদন বড় ডাকিয়া, আইল বাহির হৈয়া, প্রেম প্রতাপ পশু-পক্ষগণে ॥
পুত্র-প্রণয়-আকুল, নন্দ আগ্রহ-অতুল, সর্ব গোধন নাহি সামালিয়া।
কহে রাম-কৃষ্ণ প্রতি, ঘরে যাহ শীঘ্রগতি, আমি এথা আছি গোপ লৈয়া ॥
দুই ভাই আইলা ঘরে, স্নেহে স্তনে দুগ্ধ ক্ষরে, অশ্রুধারায় ভিজে অঙ্গবস্ত্র।
হেন যে যশোদা মাতা, রোহিণী সহিত তথা, নীরাজন করে দুই পুত্র ॥
যশোদা আপন কেশে, নির্মঞ্ছন করি শেষে, চুম্বন করেন বারে বারে।
কোথা রাখিবেন পুত্রে, স্থির নাহি হয় চিত্তে,
বক্ষে কোলে, হিয়া-ভিতর শিরে ॥
কহে গোপকুমারে, তবে সেই প্রভুবরে, মাতাদিগে প্রণাম করাইলা।
দেখিয়া পুত্রের প্রেমে, নৌতুন গোপনন্দনে, পুত্র-ন্যায় মোরে লালন কৈলা ॥
কৃষ্ণ-নীরাজনবেলে, আইলা গোপীসকলে, লোকবেদ-ধর্ম উপেক্ষা করি।
দুই পুত্রে দুই মায়, স্নান জন্য বসায়, তবে কৃষ্ণ কহিল সত্বরি ॥
ক্ষুধায় পীড়িত মোরা, করহ ভক্ষ্যের ত্বরা, তাহা শুনি গোপীগণ কহে।
হে শ্রীব্রজেশ্বরী, হে শ্রীরোহিণী দেবী, ভোজন-সামগ্রী কর গিয়া দোঁহে ॥
আমরা সুখপূর্বকে, স্নান করাই দোঁহাকে, অতি শীঘ্র স্নান সমাপিয়ে।
রাণী কহে,— হে বালিকা, ত্বরান্বিত সুঅধিকা,
জ্যেষ্ঠে স্নান আগে করাইয়ে ॥
ব্রজরাজে আনিবারে, ভোজন-জন্য সত্বরে, বলদেব শীঘ্র যাইবেন।
ব্রজরাণীর বচন, করি বহু প্রশংসন, নিজানুকূল গোপী বুঝিলেন ॥

যশোদা রোহিণী ঘরে, প্রবেশিলেন সত্বরে, কথোক কুমারী বলদেবে।
শীঘ্র স্নান করাইয়া, দিলে যে পাঠাইয়া, ব্রজরাজে আনিবার তরে॥
কৃষ্ণের স্নানের জন্য, খসাই ভূষণ ভিন্ন ভিন্ন, ক্রমে ক্রমে রাখিয়া তথাই।
নিজাঞ্চলে কৃষ্ণ-অঙ্গে, মার্জন করিয়া রঙ্গে, সপত্নীন্যায় বংশিকারে চাই॥
মোরে দেহ,—কেহো কহে, কেহো কাঢ়ি লৈতে চাহে, সে কৃষ্ণ চতুরশিরোমণি।
সঙ্কেত-ভঙ্গীতে মোরে, চেতাইয়া বারে বারে, বংশী যেন না পায় গোপিনী॥
মোর পসারিত হাথে, ফেলি দিল দূর হৈতে, আমি যত্নপূর্বকে রাখিল।
গোপাঙ্গনা দিব্য তৈলে, নিজ হস্তকমলে, অভ্যঙ্গছলে স্পর্শন করিল॥
কত চতুরাই দ্বারে, স্পর্শি উবটন করে, সুখময় রসিক নাগর।
পায়েন পরম সুখ, তথাপি বঙ্ক করে মুখ, পরম কৌতুকী লীলাবর॥
অথবা অতি সুকুমার, করে আর্তি শীৎকার, তাহা শুনি রাণী বাহির হৈয়া।
দেখি পুত্রের হাস্যমুখ, পাইয়া পরম সুখ, পুন ঘরে প্রবেশিলা গিয়া॥
গোপী ত্রাস সহ গাতে, উদ্‌বর্তন করি গতে, ঈষৎ তপ্ত যমুনার বারি।
নির্মল সুগন্ধি তায়, রত্নকুম্ভ ভরি যায়, রত্ন জল পাত্রে ভরি ভরি॥
কৃষ্ণে করাইয়া স্নান, করিলেন অনুলেপন, নিজ গৃহ হৈতে যে আনিলা।
সেই মালা-বস্ত্র-ভূষণ, যথারুচি সুশোভন, নটবর বেশ বনাইলা॥
নিজ হস্তের দ্রব্যগণ, এখানে করাই ভোজন, নীরাজন করিলা বিহিত।
কর্পূর দীপ সরিষা, আদি বস্তু সহরিষা, বার বার নির্মঞ্ছনোচিত॥
কৃষ্ণ-অঙ্গে নির্মঞ্ছিয়া, সেই দ্রব্যাদি লইয়া, আপন মাথায় ধারণ করয়।
দিব্য চন্দন অঙ্গে, কুঙ্কুম কস্তূরীপঙ্কে, তিলক মুদ্রা সুন্দর রচয়॥
কণ্ঠ ভালাদি কপোলে, করি অদ্ভুত চিত্রবরে, নিজ মনোরম্য গোপী কৈলা।
করে কৃষ্ণ দরশন, সে ভাব অসাধারণ, অনিমিখে কটাক্ষ প্রেরিলা॥
কৃষ্ণ দুই নেত্রপদ্ম, করিলেন সুপ্রবর্ত, কহিলেন বনক্রীড়াসুখ।
চিত্র বিচিত্র পরিহাসে, কারো করে কুচস্পর্শে, পরস্পর সুখেতে উন্মুখ॥

ইথে বেশ সমাপ্ত নহে, বার বার লোপ হয়ে, বার বার কৃষ্ণাবলোকনে।
যশোদা পুত্রস্নেহাতুরে, হয়্যা ঘর বাহিরে, ক্রোধবৎ কহে গোপীগণে॥
অহো গোপকুমারিকা, বাল্যস্বভাব অধিকা, চঞ্চল প্রকৃতি হও সভে।
এতক্ষণ পর্যন্ত, নহে স্নান বেশ অন্ত, ত্বরায় সমাপ্তি কর ইবে॥

শ্রীসরূপ উবাচ—

গোপীগণের প্রিয়কারী, কোন বৃদ্ধা কহে আরি, পুত্রি যশোদে, আসি দেখ।
তোমার শ্যামল পুত্র, তাথে চিত্র বিচিত্র, বালিকা সুন্দর করিলেক॥
নিজ-ধাত্রী সে মুখরা, বচন পীযুষপারা, শুনি রাণী হেন পরিহাস।
পুনর্বার বাহির হৈয়া, সরোষ প্রায় করিয়া, কহে যশোদা বাৎসল্যভাব॥

শ্রীযশোদা উবাচ—

আমার শ্যামসুন্দর, সহজে রূপ-আকর, অশেষ সৌন্দর্য মূরছায়।
জগতে সৌন্দর্য যত, তার শিরে করে নৃত্য, মোর কানুর রূপকণা তায়॥
রাধিকাদি গোপিকার, কেবল সৌন্দর্যভার, শুনহ ভাবের অভিপ্রার।
যত্তপিহ ব্রজাঙ্গনা, সৌন্দর্যে সুগণনা, কিন্তু বিফল হয় সর্বথায়॥
মোর শ্যামসুন্দরের, বধূ-অভাব তাহাদের, ইথে কহি সৌন্দর্যের ভার।
আমার শ্যামসুন্দর, চরণ-নখাগ্র যার, নির্মঞ্ছনযোগ্য নাহি আর॥

শ্রীসরূপ উবাচ—

হে ব্রাহ্মণ, কহ যদি, বিশেষিয়া রূপনিধি, বর্ণন করহ কৈছে হয়।
শুন সে পরমাদ্ভুত, না হয় তাহা বর্ণিত, সে সৌন্দর্য মাধুর্য লাবণ্য॥
কৃষ্ণের রূপের সহ, তুলনা না হয় কেহো,
লৌকিক দ্রব্য যোগ্য কভু নহে।
কি বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর, উপমা না হয় যার, দ্বারকানাথ উপমা না হয়ে॥
সে সকল হইতে, অধিক সৌন্দর্যযুক্তে, নন্দনন্দন-রূপ সর্বোপরি।
নাগর-শেখর কৃষ্ণ, রাধিকা নাগরীশ্রেষ্ঠ, পরস্পর রূপ মনোহারী॥

বলদেব সহিতে, আইলা নন্দ তুরিতে, দেখি গোপী প্রচ্ছন্ন হইলা।
কৃষ্ণ আসি তৎক্ষণে, মিলিলা পিতার সনে, আইলা সভে ভোজনের শালা॥
স্বর্ণপীঠে ব্রজরাজে, ভোজনে বসিলা মাঝে, দুই ভাই বৈসে দুই পাশে॥
দক্ষিণেতে বলরাম, কৃষ্ণ বসিলেন বাম, এক থালে তিনে ভুঞ্জে হর্ষে॥
তাহাদের আগ্রহে অগ্র, পৃথক্ আমি বসি শীঘ্র, প্রেমাবেশে করিয়ে ভোজন।
রোহিণী পরিষ্কার করি, স্বর্ণরৌপ্য ভাজনে ভরি, গৃহমধ্যে বাঢ়াইয়া দেন॥
যশোদা পরিবেশন, করেন সর্ব সদ্‌গুণ- সম্পন্ন চতুর্বিধ অন্ন তায়।
ভোগবানের ইন্দ্র কৃষ্ণ, ভোজন করেন শ্রেষ্ঠ, নানা প্রকার কহনে না যায়॥
বিস্তীর্ণ কনক থালি, কমল আকার ভালি, ভিন্ন ভিন্ন কঠোরি বেলিবন্ত।
কভু মাতা কভু পিতা, প্রার্থনা করেন সদা, তাহাদের আগ্রহে সমস্ত॥
লীলায় গ্রাস স্বীকার, ভুঞ্জে কৃষ্ণ বার বার, পানাসমূহ পরম উত্তমে।
অতি সুখোদয় চারি, পূর্ণিত আছয়ে ঝারি, পান করেন উচিত ভোজনে॥
প্রথমে সুন্দর মিষ্ট, মধুর দ্রব্য উৎকৃষ্ট, ঈষৎ তপ্ত পায়স ঘৃতযুক্ত।
সন্দেশ লডডুক আদি, নানা দেশে নানা খ্যাতি,
পুয়া গুঁড়া রোটি ব্রজে ব্যক্ত॥
ঘৃত-পক্ক নানা দ্রব্য, রসালা সেবিত সেব্য, ভোজন করেন ক্রমে ক্রমে।
ঘৃত-দধিবিকারে, উৎপন্ন মিষ্টান্নবরে, অনেক প্রকার আয়োজনে॥
সুগন্ধি কোমল ভাত, সূক্ষ্ম শুভ্র তপ্ত ঈষৎ, পাঁপড় শাক সূপ ব্যঞ্জনাদি।
মধুর অম্বল রস, দধিবড়া-আদি সরস, কটু অম্বল লবণ ইত্যাদি॥
মধ্য ভোজনেতে এই, অন্তে ভোজন শুন যেই, শিখরিণী দধিবিকার এক।
আর হিঙ্গু লবণ, ভ্রষ্ট জিরা-আদি মিলন, সংস্কার করিয়া যে তক্র॥
কৃষ্ণের ভোজনকালে, কিবা শোভা গণ্ডস্থলে, উদয়, সুন্দর জিহ্বা হেলে।
মুখসরোজাধররঙ্গী, তাহার বিলাস-ভঙ্গী, ভুরুধনু নেত্র-কমলে॥
নয়নের সুনর্তন, তার যেই সুশোভন, মন-বচনের অগোচর।

গোপীসব অভিমতে, নিজ নিজ ঘর হৈতে, দুগ্ধ ঘৃত শর্করাদি পক্ব।
যশোদা-অগ্রে ধরি দিলা, রাণী তাহা পরিবেশিলা, সেই সব বস্তু স্বাদাধিক্য ॥
বিচিত্র লীলাতে কৃষ্ণ, ভুঞ্জেন পরমাবিষ্ট, শ্লাঘা-সহিত বারে বারে।
তাহাদিগে সুরঞ্জন, করিবারে পুনঃ পুনঃ, ভোজন করেন সুখভরে ॥
রাধিকা নিজহস্তে, করিয়াছেন সুরচিতে, মনোহরা, গুটিকা, পুরিকা।
লইয়া কৃষ্ণের বামে, ধরিলেন ভক্ষ্য-স্থানে, সখীমাঝে বসিলা রাধিকা ॥
তর্জনী-অঙ্গুষ্ঠ, নখাগ্রে লইয়া কৃষ্ণ, অল্প লয়্যা জিহ্বাগ্রে ধরিয়া।
সেই অতি সুধাসার, নিষ্বন্ধায় মুখবিকার, করিলেন বিদগ্ধ রসিয়া ॥
দেখি ভেয়্যার হাস্য মন্দ, মাতার রোষ নিরানন্দ, পিতার বিস্ময় অতিশয়।
খেদান্বিত সখী মুগ্ধা, চন্দ্রাবলী-আদি আনন্দা, বিদগ্ধা সখী বিশেষ হর্ষময় ॥
কৃষ্ণের পরিহাসভঙ্গী, বুঝিল ললিতাদি রঙ্গী, নিজ সখীর সৌভাগ্য জানিলা।
রাধিকা-ভেয়োর বংশে, মোর জন্ম এ প্রশংসে, ইথে মোর পাতে সব দিলা ॥
সেই পরম স্বাদু জানি, ভোজন করিয়া আমি, পরম বিস্ময় হৈলাম শেষে।
শ্রীরাধিকা সহিত, ভুরুভঙ্গী-অতি নিভৃত, কৃষ্ণচন্দ্র পরম সন্তোষে ॥
রাধা মৃদুস্মিতযুক্ত, পদ্মমুখী নম্রীভূত, কৃষ্ণ কটাক্ষে করিলা রঞ্জন।
দীনজনে আনন্দ দিতে, সে যে লীলা-অমৃতে, প্রকাশিলা বুঝিনু তখন ॥
তারপর আচমন, তাম্বূল চর্বণ, বিদগ্ধ চতুরশিরোমণি।
শ্রীরাধিকা হেরি হেরি, চর্বিত মোর মুখে ধরি', অলখিতে দিলেন আপনি ॥
মাতা স্নেহাতুর বড়ি, ভক্ত-জারক মন্ত্র পড়ি, বামহাতে কৃষ্ণ-উদর মাজে।
নন্দ গোশালায় গেলা, বলদেব শয়ন কৈলা, কৃষ্ণচন্দ্র নিজ আঙ্গিনাতে।
পদে চলাচলি করি, মুখে মৃদু গান উচ্চারি, একক্ষণে বিহার করিলা।
শয়নালয়ে পালঙ্ক, শয্যা দুগ্ধফেণ তুঙ্গ, হেন তুলাশয্যায় শুতিলা ॥
নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচান্দ, তৈছন বালিশ ছান্দ, আর বালিশ দীর্ঘাকার তাতে।
পালঙ্কের কিবা শোভা, হেমরত্নযুক্ত আভা, মুক্তাবৃত মালা চাঁন্দোয়াতে ॥

চিত্রবিচিত্র তাথে, অগুরু-ধূমবাসিতে, পরম রমণীয় শয়নালয়ে।
বিদগ্ধা মুখ্যা রাধিকা, সর্বগুণে অধিকা, কৃষ্ণ মুখে তাম্বুল অর্পয়ে॥
চন্দ্রাবলী, ললিতা, পাদসম্বাহনে রতা, কেহো ব্যজন, কেহো পিক্‌দানি।
কোন গোপীজন ঝারি, কেহো সম্পুট হাথে করি,
কেহো শ্বেত চামর ঢুলানি॥
কথো গোপী কৃষ্ণ-শ্রোত্র,- মনোহর গায় গীত, বহু প্রকার করয়ে বাদন।
কথো গোপী নর্মহাস্য, অতিশয় প্রেমরহস্য, তরল-হৃদয় যার মন॥
কৃষ্ণচর্বিত তাম্বূল, অতি অভীষ্ট অনুকূল, অলখিত সে গোপীকে দেন।
এই প্রকার মহাধূর্ত- শিরোমণি প্রেমচিত্র,
সর্বে রমায় আপনি রমেন॥
রাধিকার প্রেমকথা, তাথে শ্রবণ-মন গাঁথা, সুন্দর আনন্দে পূর্ণ হৈয়া।
শয়ন করিলা কৃষ্ণ, কোন গোপীর স্বাভীষ্ট, ভুরুনর্তন সঙ্কেত করিয়া॥
নিজ নিজ ঘরে গেলা, আনন্দধারা পূর্ণ হৈলা, এই আমি অনুভব কৈল।
হেন কালে শ্রীদাম আসি, আমার হস্তে ধরে হাসি,
যত্নে মোরে গৃহে লয়্যা গেল॥
একারণ রাত্রিলীলা, দরশন না পাইলা, তাহা কহিবার যোগ্য নহি।
মহা খেদান্বিত হৈয়া, আইলাম চলিয়া, শ্রীদামগৃহেতে গিয়া রহি॥
এই ভাগবতামৃত, অমৃত হৈতে পরামৃত, একবার পিতে কর্ণদ্বারে।
পাড়িতে না পারে কভু, পিউ পিউ করে তভু,
কর্ণ উদর কখন না ভরে॥
আমি অতি জড়বুদ্ধি, নাহি জানি শুদ্ধ্যশুদ্ধি, ভরসা যুগল-মহাশয়।
শ্রীরূপ-সনাতন-, পদরেণু সুচিন্তন, তাথে ভাষা লিখন যে হয়॥
সর্ব বৈষ্ণবের পদে, নমস্কার কাকুবাদে, অপরাধ ক্ষমহ আমার।
নাহি জানি হিতাহিত, লোভেতে মজিল চিত, তাহার কারণ শুন সার॥

শ্রীহরি-পরসাদ, পাই এই সদা সাধ, নিশি দিশি করি অভিলাষ।
ভাগবতামৃত-কণা, কহে দীন হীন জনা, কুমনা, কুৎসিত কানাই দাস ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গোলোক-মাহাত্ম্যখণ্ডে
অভীষ্টলাভ-নাম ষষ্ঠ অধ্যায়
প্রথম কলা ॥

—০—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

জয় জয় শচীর দুলাল গোরাচাঁদ। জয় জয় নিত্যানন্দ জগমন-ফাঁদ ॥
জয় সীতানাথ জয় গৌর-ভক্তগোষ্ঠী। কৃপা করি কাতরে কর শুভদৃষ্টি ॥

শ্রীসরূপ উবাচ—

শুন হে মাথুর বিপ্র ! হয়্যা একমন। কহিব অপূর্ব এই গোলোক-কথন ॥
মহাকষ্টেতে রাত্রি ব্যতীত করিয়া। প্রাতে গিয়া দেখি নন্দালয়ে স্থিত হৈয়া ॥
রতিচিহ্নযুক্ত কৃষ্ণ পালঙ্ক উপরে। শয়নে আছেন ব্যক্তচিহ্ন কলেবরে ॥
সরলা যশোদামাতা কৃষ্ণপাশে বসি। লালন করেন হস্তে শ্রীঅঙ্গে পরশি ॥
আপনা আপনি বলে, অহো মোর পুত্র ! সবদিন গোরক্ষা করিয়া শ্রমযুক্ত ॥
ইথে নিদ্রাসুখ পাই এখন না জাগে।
দুষ্ট বনের কণ্টকে ক্ষত করিয়াছে অঙ্গে ॥
চারিদিগে ধাওয়াধাই চঞ্চলের সনে। অঙ্গক্ষত হইবেক তাহা নাহি জানে ॥
অহো কষ্ট ! নিদ্রাবেশে কিছু না জানিলা।
আপনার নেত্রকজ্জল অঙ্গেতে লাগিলা ॥
নিজাধর-তাম্বুলরাগ লাগিয়াছে গাত্রে।
অনুসন্ধান কিছু নাই মহাঘোর নিদ্রে ॥

উলটপালট অঙ্গ করিতে করিতে। হারমালা টুটিয়া লাগিল তনুভিতে ॥
যমুনার মৃত্তিকা কুঙ্কুম-বর্ণন্যায়। সন্ধ্যাকালে বালিকা চঞ্চলা না ছাড়ায় ॥
সাবধানে না করিল অঙ্গ উদ্বর্তনে। ইথে গৈরিকাদি বিন্দু রহে স্থানে স্থানে ॥

শ্রীসরূপ উবাচ—যথা রাগ

সেই সব ব্রজবালা, প্রাতে নন্দালয় আইলা, তাহাদের সাক্ষাতে ঐ বাণী।
শুনি গোপী পদ্মমুখী, হাস্যযুক্ত লজ্জা আঁখি, ভয়মিশ্রিত অতি সুশোভনি ॥
ভয়ের কারণ আছে, যশোদা জানেন পাছে, তার সরল বাক্যে হাস্যোদয়।
লজ্জাচিহ্ন দরশনে, সে কটাক্ষ কৃষ্ণসনে, নয়ন অরুণ অলসময় ॥
শয়ন হৈতে কৃষ্ণ উঠি, দন্তধাবন পরিপাটী, স্নান করাইলা নন্দরাণী।
ভূষণাদি হরষিত, বলদেবের সহিত, ভোজন করিলা নীলমণি ॥
ক্ষণেক বিশ্রাম কৈলা, কথাবার্তায় সুখ দিলা, সেই সব চন্দ্রমুখীগণে।
কৃষ্ণ-বনগমন-যাত্রা, শুভকৃত্য নিমিত্ত, ভাবিবিচ্ছেদ চিন্তা দুঃখ মনে ॥
তথাপি যাত্রামঙ্গল, করেন গোপীসকল, মঙ্গলগীত পূর্ণ কুম্ভ আদি।
দধি অক্ষত পুষ্প খই, ইত্যাদি মঙ্গল যেই, স্থানে স্থানে স্থাপন যথাবিধি ॥
এক পীঠে দুই পুত্রে, যত্নে বসাইলা তাথে, বস্ত্র উচিত বেশভূষণ অঙ্গে।
ধড়াচূড়া-শিখিপাখে, গুঞ্জাহার মণিবক্ষে, চরণে মঞ্জীর বাজে রঙ্গে ॥
ঔষধি গারুড়মণি, বাঘনখ দুষ্টহনি, অভিমন্ত্রিত আর রক্ষাডোরী।
বিশল্যকরণী আদি, বান্ধে সর্ব ঔষধি, আর নানা মন্ত্র যন্ত্র গুড়ি ॥
ব্রাহ্মণী আর বৃদ্ধা দিয়া, শুভাশিষ করাইয়া, যাত্রাবিধি অনেক করাইলা।
কৃষ্ণ মৃদু হাস্য ধরে, মাতা সযতন করে, নাসা-ধরণাদি ধরাইলা ॥
মধ্যাহ্ন ভোগ দিব্য যত, সঙ্গে দিলা নানামত, চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় আর।
কেহো ধ্বজ চামর ছত্র, ব্যজন, অশনপাত্র, স্নেহে দিলা পাদুকা দোঁহার ॥
কন্দুক তাল মৃদঙ্গ, ক্রীড়াকৌতুকী নানা যন্ত্র, মঙ্গল গান করিতে করিতে।
সখাসঙ্গে বংশীশৃঙ্গ, দলবাদ্য নানারঙ্গ, বাহির হৈলা বনবিহারেতে ॥

আগে জ্যেষ্ঠ পিছে আমি, মাঝে কৃষ্ণ-সখাশ্রেণী, শ্রেষ্ঠ গোপী পিছে চলে ছলে।
কৃষ্ণ-বিরহানলে, সহিতে না পারি চলে, দূরে ত্যাগি লাজকুলশীলে ॥
কোন গোপী নিরখিতে, নানাভাব উপস্থিতে, ঘর্মযুক্ত হৈলা সব গাত্র।
যশোদা পুত্রের স্নেহে, স্তনে দুগ্ধধারা বহে, আইলা বহির্দ্বার পর্যন্ত ॥
তবে কৃষ্ণ ব্যগ্র হৈয়া, যত্নে মায়ে বাহুড়ায়া, দুই চারি পদ আসে রাণী।
গ্রীবা ফিরাইয়া দেখে, পুন আইসে হয়্যা ব্যগ্রে, তাম্বুল বিড়া দিলা সযতনী ॥
পুন গিয়া পুন আইসে, মিষ্টফল পানরসে, ভোজন করায়্যা পুন গিয়া।
অতি শীঘ্র পুন আসি, শিক্ষা দেন দুঃখে ভাসি, মায়ের কথা শুন মন দিয়া ॥
না যাবে দুর্গম দূরে, কণ্টকবনের ভিতরে, আমার শপথ শত শত।
এই প্রকার কহিয়া, চলে রাণী বাহুড়িয়া, পুন ফিরি আইলা তথাত ॥
হে তাত বলরাম, শুন মায়ের বচন, অনুজের অগ্রে রহিবে তুমি।
শ্রীদাম সরূপ-সহে, সখাগণ পিছে রহে, দক্ষিণে অংশুমান আদি গণি ॥
বামেতে সুবল-আদি, থাকিবেন নিরবধি, করুণা সহিত কহে রাণী।
ব্যগ্রবুদ্ধি এ প্রকার, গমনাগমন বার বার, নবপ্রসূতা গাভীস্নেহ জিনি ॥
যশোদা বিদায় নহে, পুত্র করেন আগ্রহে, দণ্ডবৎ শপথ বারে বারে।
নানা ছলে কহে তবে, ভোজনাদি পাঠাইবে, মাতাকে পাঠায় যত্নে ঘরে।
যশোদা দুই চারি পদে, গমন করি পথে, দাড়ায়া করয়ে নিরখণ।
উচ্চস্থান উপরে, পুত্র-গমন দূরে হেরে, চিত্র-পুতলি দেখিয়ে তৈছন ॥
স্নেহে স্তনে দুগ্ধধারা, আঁখি যমুনার পারা, কণ্ঠ রুদ্ধ না চলে চরণে।
গমনেতে অসামর্থ্য, দৃষ্টিহীন হৈল নেত্র, গোপিকা চলয়ে সঙ্গে বনে ॥
কি কহিব অনুরাগ, লজ্জা ভয় করি ত্যাগ, ব্রজ-বাহির অতিদূর আইলা।
হৃদয় নেত্র সতৃষ্ণ, আকর্ষণ কৈলা কৃষ্ণ, ইথে গোপী নিবৃত্ত না হইলা ॥
কৃষ্ণ গ্রীবা ফিরাইয়া, দেখে গোপী আইসে ধায়্যা, প্রেমদৃষ্টিদ্বারে আশ্বাসিলা।
পাঠাইলা প্রিয় দূতে, গোপীগণে বুঝাইতে, উভয়-লজ্জা ভয় জানাইলা ॥

ইহাতে স্তম্ভিত হৈয়া, উচ্চস্থানে দাঁড়াইয়া, অনিমিখে নেত্র পসারিয়া।
বল্লবেন্দ্র নন্দরায়, স্নেহযুক্ত পিছে যায়, নিজ পত্নীর বাৎসল্য দেখিয়া॥
চলে সঙ্গে পুরোহিত, উপনন্দ সহিত, আর ভাই বান্ধব-আবৃত।
কৃষ্ণের পশ্চাতে যায়, কেবা কারে বোঝায়, ছাড়িতে কারো না হয় সামর্থ্য॥
শুভ শকুন দেখে তথা, পশু আদির সুহৃষ্টতা, এত দেখি হৃষ্ট নন্দরায়।
তথাচ পুত্রবিচ্ছেদে, কাতর হইয়া হৃদে, দ্রুতগতি পুত্র-নিকট যায়॥
ভিন্ন ভিন্ন দুই পুত্রে, আলিঙ্গন করি গাত্রে, পুন দোঁহায় একত্র আলিঙ্গন।
মস্তক আঘ্রাণ লৈয়া, অশ্রুজল তেয়াগিয়া, গদ্‌গদ না স্ফুরে বচন॥
রামকৃষ্ণ প্রণমিয়া, কহে পিতায় বুঝাইয়া, দৈত্যভয়ে ব্রজ আশ্বাসহ।
ব্রজের রক্ষণ ভালে, অপরাহ্ণ দিন হৈলে, মোর গমন অবশ্য জানিহ॥
সে সময়ে ব্রজশোভা, আমাদের মনলোভা, রচনা করিবে সেই সব।
ইত্যাদিক কহিয়া, পিতার বোধ জন্মাইয়া, চলে কৃষ্ণ ধেনু হাম্বারব॥
নন্দ-আদি সেই স্থানে, স্থিত হইয়া নিরীক্ষণে, অন্তর্হিত গেলা দূরবনে।
দেখিতে না পাইয়া, শবদ না শুনিয়া, ব্রজকে নিবৃত্ত সব জনে॥
আনিতে পুত্রের বার্তা, নিযুক্ত করিলা তথা, বেগগামী ধাবকের গণে।
ঘড়ি ঘড়ি বার্তা পাব, তবে সে সোয়াস্থ হব, এই অভিপ্রায় নন্দ-মনে॥
গোপগোপী-সঙ্গে লৈয়া, নিজ-পত্নী আশ্বাসিয়া, নিজ-গৃহে আসিলেন তবে।
যূথে যূথে গোপীমেলা, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণের খেলা, গাইয়া চলিলা ব্রজে সভে॥
নিজ নিজ ঘরে আসি, কৃষ্ণ-গুণ পরশংসি, সঙ্গম-ধ্যানে দিন ব্যতীত করে।
আর ইহার সবিশেষ, কহিতে না পারে শেষ, যত দুঃখ ব্রজজন-অন্তরে॥
ব্রজজনে বিদায় দিয়া, বিরহে দুঃখিত হৈয়া, চলিতে না পারে কৃষ্ণচন্দ্রে।
সখাগণ নিজবলে, কৃষ্ণকে লইয়া চলে, বৃন্দাবনে প্রবেশ সখাবৃন্দে॥
তবে যত সখাগণ, দেখায় শোভা বৃন্দাবন, কৃষ্ণচিত্ত সান্ত্বনার জন্য।
তবে কৃষ্ণ নিজমুখে, বন-বর্ণন করে সুখে, দুঃখের শেষ হইতে অনন্য॥

সখা-সঙ্গে যে বিলাসে, স্থাবর জঙ্গম ভাসে, সুখের অবধি কেবা কহে।
ধারণা করিতে হৃদে, কে ধরয়ে সামর্থ্যে, জিহ্বা কৈছে নিরূপণ করয়ে॥
গোবর্ধন-গিরিতটে, গোচারণ-সন্নিকটে, রাধাকুণ্ডে মধ্যাহ্নাদি লীলা।
অপরাহ্নে সখা ধেনু, লইয়া চলিলা কানু, যমুনাজল পান করাইলা॥
পূর্ব্ববৎ আসি ব্রজে, আপন গৃহের মাঝে, সন্ধ্যাকালে ব্রজবধূ-সঙ্গে।
নানান কৌতুক কথা, ঘুচায় মনের ব্যথা, নিতি নিতি ঐছন রঙ্গে॥
যদ্যপি নন্দীশ্বর নাম, পুরী এ বিরাজমান, কুঞ্জ-আদি বৃক্ষ যত এই।
ঐরূপে করি বাস, আশ করে কানাইদাস, যদি হরি-পরসাদ পাই॥

শ্রীসরূপ কহে,— শুন মাথুর ব্রাহ্মণে।
এই মতে গোলোকে বাস করি হর্ষমনে॥

যে আনন্দ অনুভব হইল অন্তরে। উপমা দিবারে নাই জগৎ-ভিতরে॥

মুক্তজন-সুখ হৈতে বৈকুণ্ঠবাসী বড়।
তাহা হৈতে অযোধ্যাবাসী অতি সুখ দঢ়॥
তাহা হৈতে দ্বারকাবাসী কোন রসাধিকে।
তাহা হৈতে সর্বাধিক গোলোকবাসী-সুখে॥

সেই সুখ যুক্তি-তর্কের না হয় গোচর। বচনে গোচর কৈছে করিবে অপর॥
তাহার যে অনুভব গোলোকবাসী হয়। সেই প্রভু নন্দ-নন্দন প্রেম-সুধাময়॥

সেই প্রেমের বিষয় গোলোকবাসীমাত্র।
অতএব তাহারা জানেন সেই তত্ত্ব॥
বৈকুণ্ঠের নিত্য-পার্ষদ নন্দ-আদি যেই।
গোলোকবাসী নন্দাদির অবতার সেই॥

যেমন প্রপঞ্চান্তর্গত যে দেবতা। বৈকুণ্ঠবাসীর অংশ-অবতার হয় তথা॥

যৈছে পৃথিবীতে বিষ্ণুর অবতার-কালে।
তাঁর প্রীতে দেবতা জনমে নানা ছলে॥

যৈছে অবতারী স্বয়ং কৃষ্ণের সহিত। অবতার অভিন্ন হয় জানিহ নিশ্চিত॥
তৈছন জানিব নন্দাদির অবতার। গোলোকের নন্দরাজ কর্তা সভাকার॥
তার অবতার নন্দ-পার্ষদ যেই। তার অবতার দ্রোণ বসু পৃথ্বীতে সেই॥
তাহা-সহ নন্দ আসি হয় অবতারে। যবে পৃথিবীতে কৃষ্ণ অবতার করে॥
এই প্রকার গোলোকের শ্রীবলরাম।
তাঁর অবতার বৈকুণ্ঠে পার্ষদ 'শেষ' নাম॥
তিঁহো সে ধরণীধর রহেন পাতালে। পৃথিবীতে বলরামসহ আসি মিলে॥
গোলোকে শ্রীদামা বৈকুণ্ঠে পার্ষদ গরুড়। দেবতায় বিনতানন্দন মহাশূর॥
পৃথিবীতে স্বয়ং শ্রীদাম সেই জানি। গোলোকেতে বসুদেব-দৈবকী আপনি॥
বৈকুণ্ঠে সুতপা-পৃশ্নি এইত নিশ্চয়। দেব-মধ্যে কশ্যপ অদিতি নাম হয়॥
পৃথিবীতে স্বয়ং যে বসুদেব-দৈবকী। এই প্রকার পার্ষদ বিবেচনায় দেখি॥
যৈছে কৃষ্ণ তৈছে পার্ষদ, যথাকাল স্থান। যথা কার্য-অনুরূপ তৈছন বিধান॥
কভু অংশ, কভু পূর্ণ হয় অবতীর্ণ। কৃষ্ণ যৈছে সত্যযুগে পৃথ্বী-উদ্ধার-জন্য॥
শৌকর-পুরীতে বরাহরূপাদি অবতার।
এই প্রকার নানা অবতারের বিস্তার॥
পূর্ণ অবতার কোন দ্বাপরের অন্তে। নিজ প্রেমভকতি-বিশেষ বিস্তারিতে॥
ক্রীড়াবিশেষ-নিমিত্ত আসিয়া মথুরায়। পূর্ণ অবতার হয়েন—শাস্ত্রে এই গায়॥
তৈছে ভক্তসকল ঐছন পরকারে। গোবৃত্তি-নিত্যপ্রিয় নন্দাদি সভারে॥
নিজ নিজ সে রস পরম প্রেমময়। ক্রীড়াবিশেষ তাথে আকৃষ্ট হইয়া হৃদয়॥
নিজনাথ গোলোকেশ্বর পরম ভগবানে। সে কৃষ্ণসহিত সভে মথুরামণ্ডলে॥
অবতীর্ণ হইবার ইচ্ছা করণেতে। আপনার অবতার নন্দাদি-সহিতে॥
কেহো ব্রহ্মার বরাদি ছল নিমিত্ত করিয়া।
পিতা নন্দে মিলে আসি ঐক্য হইয়া॥
পার্ষদাদি নন্দ আসি পিতা নন্দে মিলে। এই মতে প্রকট হয়েন মথুরামণ্ডলে॥

ইথে মুনিগণ কহে— দ্রোণ হয় নন্দ। কৃষ্ণন্যায় স্বয়ং অবতার যে ব্রজেন্দ্র ॥
এই প্রকার সমস্ত পূর্বাপর যে সম্বন্ধ। পূর্ব উক্ত নারদের যে সব সিদ্ধান্ত ॥
এই সব জানিবে হে মাথুর ব্রাহ্মণ! কৃষ্ণ-কৃপা-প্রভাবে কিছু কহি মাহাত্ম্য ॥
মন দিয়া শুন এই গোলোকের কথা। বালক-তরুণ-বৃদ্ধ গোপ বৈসে তথা ॥
কোটি কোটি হয় সেই না হয় গণনা। কৃষ্ণেতে উৎকৃষ্ট প্রীত হয় সর্বজনা ॥
কিন্তু গোপীমত প্রিয় কৃষ্ণের কেহো নয়। সর্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া এই মত কয় ॥

সে-সমস্ত গোপীপ্রেম-বিশেষে ত যোগ্য।
কৃষ্ণসুখ-পরম-প্রায় অনুভবে আধিক্য ॥
তার মধ্যে শ্রীরাধিকা সর্ব-শিরোমণি।
কে কহিতে পারে সর্ব রূপগুণের খনি ॥
তার দাসীর দাসীর নিকৃষ্টা হয় যেই।
কিঞ্চিৎ সৌভাগ্য পাইতে ইচ্ছা করি এই ॥

এই যে বৃত্তান্ত সব পরম গম্ভীর। মহতের দুস্তর্ক্য হয় কেবা ঐছে ধীর ॥
গাঢ় প্রেমরসের আবেশ যেই তার। সেই ভাব-স্বভাব, তার মহিমা অপার ॥
সে মহিমা মহতের দুস্তর্ক্য যে হয়। যাতে অদ্ভুত অতিগম্ভীর কে করু নিশ্চয় ॥

যথা রাগ—

এক সময় গোলোকে, নন্দ-নন্দন কৌতুকে, যমুনা তীরে তীরে।
কদম্ববৃক্ষে চড়িয়া, শীঘ্রগতি লম্ফ দিয়া, কালিয়হ্রদে ঝাঁপ দিয়া পড়ে ॥
জল উচ্ছলিত ঘন, উজানভাটি সন্তরণ, জলে খেলে জল-মণ্ডুকবাদ্য।
খল কালি শরীরে, কৃষ্ণেরে বেষ্টন করে, যত বল আছে খলের সাধ্য ॥
কৌতুকী কৃষ্ণ তেন, এক লীলা দেখায়েন, ইথে কালিয় বেষ্টন সহিলা।
কৃষ্ণসঙ্গে গোপ যত, দেখে কৃষ্ণ অলখিত, শীঘ্রতর কোন বনে গেলা ॥
প্রাণকৃষ্ণ না দেখিয়া, মৃততুল্য হইয়া, অন্বেষণ করয়ে কাতরে।
কৃষ্ণ-পদচিহ্ন হেরে, আইলা কালিহ্রদ-তীরে, কালি-বেষ্টন দেখিয়া কৃষ্ণেরে ॥

বয়স্যসমূহগণ, মোহপ্রাপ্ত তৎক্ষণ, গাভী, বৎস, বৃষ, গ্রাম্য পশু।
বনপশু হরিণ্যাদি, তীরে দাঁড়াইয়া তথি, মৃত্তিকা ভিজিল আঁখি আঁশু॥
সকলে রোদন করে, আর্তনাদ উচ্চস্বরে, পক্ষ বিকল উড়ি পড়ে হ্রদে।
বৃক্ষলতা শুখাইল, মহা-উৎপাত হইল, ভূমিকম্প ব্রজমণ্ডলেতে॥
এ সব উৎপাত দেখি, ঘোষস্থিত সজল আঁখি, নন্দ-আদি কৃষ্ণ-অন্বেষণে।
কালিহ্রদ তীরে আসি, মহাদুঃখার্ণবে ভাসি, সে দশা কৃষ্ণের দরশনে॥
নন্দ যশোদা মূরছিত, ভূমিতলে পতিত, মহাক্রন্দন ব্রজজনের কত।
কাষ্ঠ-পাষাণ গলে, মহারোদনের রোলে, মহাশব্দে দশদিগ্ পূরিত॥
বিশ্ব রোদন করায়, এমতি ক্রন্দন তায়, বলদেব চেতন পাইয়া।
আপনাকে ধৈর্য মানি, যাতে ধীরশিরোমণি, ধৈর্য বাক্য কহে হাঁকারিয়া॥
মাতা পিতা সংজ্ঞা পাই, উচ্চ রোদন করি ধাই,
কালিহ্রদে প্রবেশ করিতে।
বলদেব বলবানে, দুই হাতে দুইজনে, রাখিলেন ধরিয়া ত্বরিতে॥
সকলেই মূরছিত, পড়িয়াছে মৃতবৎ, তাহাদের দুঃখে দুঃখী হৈয়া।
বলদেব গদ্‌গদ, উচ্চস্বর শবদ, কৃষ্ণকে কহেন হাঁকারিয়া॥

শ্রীবলরাম উবাচ—

শুনহ অরে ভাই, ব্রজের প্রাণ কানাই, এ বৈকুণ্ঠ-পার্ষদ নহে।
নহে অযোধ্যাবাসী নর, সুগ্রীব-আদি বানর, নহে দ্বারকাবাসিগণ যে হে॥
উদ্ধবাদি ঈশ্বর-বুদ্ধি, আছে নিরন্তরাবধি, যাদবের ঐশ্বর্য চরিত।
এ সব গোলোক-লোক, যাবজ্জীবন তুমি এক, এ সকল হয় নাশপ্রাপ্ত॥
আমি রক্ষাকরণেতে, অসাধ্য হইল যাতে, প্রাণত্যাগ যদবধি নহে।
তদবধি এই খেলা, ত্যাগ কর নাগমেলা, গোষ্ঠজনের বন্ধু কৃষ্ণ অহে॥
বিলম্ব কৈলে ও রসে, শোকপ্রাপ্ত হবে শেষে, যাতে তোমার মৃদুল স্বভাব।
আমার বচন রাখ, ব্রজজনের দশা দেখ, না জানে তুয়া ঐশ্বর্য প্রভাব॥

শ্রীসরূপ উবাচ—

গোপীসব বিলাপিয়া, মোহ হৈতে চেতন পায়্যা,
কৃষ্ণ-নিকট যাইতে মন কৈলা।
শোকাবিষ্ট চিত্ত যার, সহিতে না পারি আর, ধায়্যা গিয়া হ্রদে প্রবেশিলা॥
দেখি কৃষ্ণ শীঘ্রগতি, কৌতুক ছাড়িয়া তথি, কালিয়া-ভোগবন্ধন ত্যাগিয়া।
তুঙ্গ-বিস্তার কালিফণ, তাথে চঢ়ি তৎক্ষণ, দুই হাথ দিলা পসারিয়া॥
নিজপ্রিয় গোপীগণে, একবারে সবজনে, উঠাইলেন ফণার মণ্ডলে।
রত্নস্থলী পংক্তিতুল্য, নাট্যস্থান সুপ্রাবল্য, সর্বত্র চিত্রবিচিত্র ভ্রমণে॥
মহাদ্ভুত রঙ্গস্থলী, রমণীয় ফণার'পরি, বহু গীত বাদন করিয়া।
গোপীসহ বিচিত্র নৃত্য, রাসবিলাস সুখোদিত, কৃষ্ণ কৌতুক-সমুদ্র রসিয়া॥
আকাশে দেবতাগণ, করে পুষ্পবরিষণ, বাদ্য বায় নানা যন্ত্র মেলি।
কৃষ্ণ তৈছে নৃত্য করে, কালিয়-মস্তক'পরে, পরম আনন্দ কুতূহলী॥
যে ফণা উঠায় কালী, পদভরে বনমালী, তাল ধরে তাহার উপরে।
যৈছে রাসমণ্ডলে, তৈছে গোপী নৃত্য করে, তৈছে গান মিলিত সুস্বরে॥
বলদেব বোধ করায়, নন্দাদি চেতন পায়, কৃষ্ণ দেখি হর্ষ-বিস্ময় প্রাপ্ত।
সর্পরাজ দমন হৈলা, নাগপত্নী স্তুতি কৈলা, তাথে কৃপা প্রকাশিলা কত॥
নাগপত্নীর উত্তরীয়া, বস্ত্র লৈলা আকর্ষিয়া, তাথে মোটা ডোরী বনাইয়া।
কালিয় নাসিকা নাথে, ধরিলেন বামহাথে, দক্ষিণ হাথে মুরলী ধরিয়া॥
মুরলী হইল কোড়া. কালিয় হইল ঘোড়া, চড়িয়া চালাইলা নাগরাজে।
নাগ-উপর নাগরেন্দ্র, হাসে সব নারীবৃন্দ, অধরে মুরলী ক্ষণে বাজে॥
সর্পে কৃপা অতিশয়, করিতে করুণাময়, নিজবাহনে প্রাপ্ত করাইলা।
কালিয়-পত্নীগণ, বস্ত্র-মাল্য-আভরণ, অনুলেপন-আদি যে ধরিলা॥
যমুনা-উদ্ভব যত, পদ্ম-উৎপল ফুল কত, নাগপত্নী আনিলা তখন।
তাহাদের দ্বারায়, গোপাঙ্গনার বেশ করায়, এবং বেশ করাইলা আপন॥

সে-যে কৃষ্ণ শ্যাম অঙ্গে, মণি-আভরণ সঙ্গে, যেন কালিন্দীতে চাঁদ চলে।
সাক্ষাতে দৃষ্টান্ত দেখি, নাগপত্নী হৈলা সুখী, তাহাদের যে সৌভাগ্যবলে॥
ফণীন্দ্র সহস্রমুখে, স্তুতিমান হয়্যা সুখে, কৃষ্ণ-আজ্ঞা হেথা না থাকিতে।
গরুড়ের ভয় হৈতে, প্রসাদাবলী পাই তাতে, কালিয় হইল হৃষ্টচিত্তে॥
গোপবধূসমূহ সঙ্গে, কৃষ্ণ উত্তরিলা রঙ্গে, আইলা ব্রজবাসীর সমাজে।
নীরাজন, আলিঙ্গন, আনন্দ-অশ্রু নয়ন-, ধারায় সিক্ত শ্যাম অঙ্গে সাজে॥
কৃষ্ণকৃপা কালিয়কে, কিছু শিক্ষা দিয়া তাকে, হ্রদ হৈতে বাহির করিয়া।
গোপগোপী পরানন্দ, বাদ্য গীতের নাহি অন্ত, মহোৎসবে সন্তোষিত হৈয়া॥
কৃষ্ণ আইলা নিজ ঘরে, মহানন্দ ব্রজপুরে, তার পর শুন মন দিয়া।
কদাচিৎ কংসাদিষ্ট, অনুচর কেশী অরিষ্ট, দুই মহা অসুর আসিয়া॥
কেশী— ঘোড়ার আকার, অরিষ্ট—বৃষরূপ তার, গোপগোপী ভয়ে পলায়ন।
চরণে খোদে ব্রজপুরে, আকাশ পরশ করে, শব্দে লোক মূর্ছিত তৎক্ষণ॥
নিজগণ অতিভয়ে, কৃষ্ণকে আনিল ধেয়ে, কহে তুমি বাহির না হবে।
মহাসুর আসিয়াছে, তোমারে দেখয়ে পাছে, ঘরের ভিতর রহ ইবে॥
কৃষ্ণ কহে হাস্যমুখে, কিছু না ভাবিহ দুঃখে, মন্ত্রশক্তি-দ্বারেতে এখনি।
করিয়া বধ দু'অসুরে, আসিতেছি নিজ ঘরে, নানা প্রবোধ করিয়া ঐছনি॥
বীরদর্প দেখাইয়া, বাহে তাল আরোপিয়া, অগ্রে গেলা কৃষ্ণবীর।
বেগে কেশী আসি পদে, কৃষ্ণে প্রহার করিতে, কৃষ্ণ তারে ফেলাইলা দূর॥
পশ্চাৎ বৃষ-আকৃতি, অরিষ্টে ধরিয়া তথি, তার নাসিকা ছেদন করিয়া।
আপনি লাথিয়া তারে, গোপেশ্বর-আগে ধরে, দৃঢ়মতে রাখিলেন বান্ধিয়া॥
কেশী আইল করি দম্ভ, কৃষ্ণচন্দ্র দিয়া লম্ফ, তার উপর চড়িলা তুরিতে।
অনেক প্রকার গতি, শিখাইলা অসুর প্রতি, অতিশীঘ্র গমন তাহাতে॥
পরম কৌতুকে কৃষ্ণ, চড়িয়া কেশীর পৃষ্ঠ, আপনার হস্ত পসারিয়া।
সহস্রেক সখাগণে, করাইলা আরোহণে, পৃথিবী আকাশ ভ্রমাইয়া॥

একক্ষণে নিয়ম্য সে, করিয়া খেলন রসে, খেলা-আরোহণের নিমিত্ত।
বান্ধিয়া রাখিলা তারে, ব্রজের বাহির দ্বারে, বৃষাসুরে বাঁধি রাখে যথা॥
গাড়ীর বাহন-জন্য, এ বলদ বলবন্ত, কৌতুকে কহেন সভাকারে।
ইহা কর্ণে করে পান, সেই মহাভাগ্যবান, ভাসে সেই প্রেমার সাগরে॥
শ্রীরূপ-সনাতন, চরণ করি চিন্তন, যাতে হয় পূর্ণ অভিলাষ।
শ্রীহরি-পরসাদ, পাইবার যার সাধ, কহে দীন হীন কানাই দাস॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গোলোকমাহাত্ম্যখণ্ডে
অভীষ্টলাভ-নাম ষষ্ঠ অধ্যায়
দ্বিতীয় কলা॥

—০—

জয় জয় নিতাই নিমাই ভাই দুটি। জয় সীতানাথ জয় গৌরভক্তগোষ্ঠী॥

যথা রাগ—

এক সময় কংসরাজে, অক্রূরে পাঠাইলা ব্রজে, আইলা তিঁহো ব্রজরাজ-ঘরে।
বৃত্তান্ত শুনিল তায়, কৃষ্ণ যাবেন মথুরায়, এই কথা সবে শ্রুতিদ্বারে॥
শুনি যেন বজ্রাঘাত, এ কি কথা অকস্মাৎ, রোদন মূরছে বার বার।
ব্রজবাসীর কি কথা, অন্যদেশী শুনি বার্তা, শিলাদি ফাটিয়া হয় চুর॥
পুত্র-প্রাণ, যার জানি, এমন যশোদারাণী, দুষ্ট কংস ডরে ভীত হৈয়া।
আপন শপথ দিয়া, কৃষ্ণে রাখে লুকাইয়া, তবু দর দর করে হিয়া॥
প্রাতঃকালে অক্রূর, করি যুক্তি পরকার, কংসের দুষ্টতা জানায়।
কৃষ্ণ-প্রভাব শুনাইলা, প্রকারে প্রবোধ কৈলা, যেই মতে যেই বোধ পায়॥
কৃষ্ণে বাহির আনিতে, আর্তস্বরে অলজ্জিতে, রোদন গোপীগণ করেন।
কিছু কহিতে সাধ্য নাই, নিরীক্ষণে রহে চাই, হেন গোপীর পরাণের পরাণ॥

তবে নন্দযশোদা, মুখে নাহি সরে রা, কহে গদ্‌গদ দীন হৈয়া।
অশ্রুধারা মার্জন করি, নিজ পুত্রের হাথে ধরি, অক্রূর হাথে সমর্পণ করিয়া॥
কহিলেন— তুয়া স্থানে, স্থাপ্য কৈনু নীলমণি, তুমি শ্বফল্কপুত্র হে অক্রূর।
কহে নন্দ কাকুবাদে, 'প্রাণাধিক ! তব হাথে, কৃষ্ণ অর্পণ'— বচন না স্ফুরে॥
কাহুকে না বিশ্বাস, রাখিবে আপন-পাশ, পুনরায় দিবে আমার হাথে।
এ প্রকার পুত্রস্নেহে, আতুর হয়্যা চলে গৃহে, মোহপ্রাপ্ত হইয়া পড়িলা।
ক্ষণে উচ্চ আর্তনাদে, রোদন ব্যাকুলচিত্তে, মহাশব্দে গগন ভরিলা॥
সরূপ কহে ব্রাহ্মণে, সঙরিতে এখনে, শিলা-শুষ্ককাষ্ঠ জল স্রবে।
বজ্র বিদীর্ণ হয়, শুনিতেই মূরছয়, জগতে কে না শোকার্ণবে ডুবে॥
যশোদা সরল হিয়ে, গোপীগণে আশ্বাসয়ে, মুনিপুত্র অক্রূর নন্দহাথে।
করিয়াছি অর্পণ, সাধু-হস্তে দ্রব্য কথন, শঙ্কা নাহি হয় কোন চিতে॥
তাথে এই দুইজন, মহাসাধু বিচক্ষণ, শীঘ্র আমার হাতে সমর্পিব।
ইত্যাদি প্রবোধ করে, তথাপি শোকসাগরে, মগ্নমানস ব্রজনারী সব॥
সে সরলা যশোদাকে, কোপসহ কহে তাকে, রে নির্দয়ে রে বুদ্ধি-বিহীনে।
নিজ বৎস ব্যাঘ্র-হাথে, সমর্পণ কৈলে যাতে, প্রাণ-ধারণ করিবে কৈছনে॥
একেলা এ সব ঘর, যাইতে অতঃপর, সামর্থ্য কি হইব তোমার?
যশোদা নন্দকে নিন্দা, করিয়া সে গোপীবৃন্দ, অক্রূর-প্রতি শাপ দিলা আর॥

অধিক শোকে ঘর হৈতে, বাহির হৈলা নির্লজ্জাতে,
ফুকারিয়া করুণ রোদনে।

ধাইয়া আইলা তথা, প্রাণনাথ আছে যথা, রথারূঢ় নন্দ-অক্রূর-সনে॥
যথা আছে রামকৃষ্ণ, দেখি গোপী শোকাবিষ্ট, ব্রজবাসীর মূরছা জন্মায়।
অন্ত্যদশা মূর্ছাপ্রাপ্ত, ক্ষণেকে তাহাতে সুস্থ, কৃষ্ণ ব্যগ্র করুণা হিয়ায়॥
সম্যক্ প্রকার জিয়াইতে, অলক্ষিতে রথ হৈতে, লম্ফ দিয়া গোপীমণ্ডলেতে।
আসিয়া গোপিকা সনে, প্রবেশিলা কুঞ্জস্থানে, বুঝাইলেন সময়-উচিতে॥

কংসদূত অক্রূর, সুস্থ হয়্যা রথ-উপর, কৃষ্ণ না দেখিয়া তাপ করে।
বাক্যের পটুতাবলে, বলদেবে রস করে, তোমার পিতামাতা কারাগারে॥
তাহাদের মোচন হয়, অনুজ যশ অতিশয়, কংসবধে সুখ যদুকুলে।
শুনি বসুদেবপুত্র, পিতৃব্যের সহিত, অনুজের অন্বেষণে চলে॥
চরণচিহ্ন দেখিয়া, সেই কুঞ্জে প্রাপ্ত হৈয়া, দেখে কৃষ্ণ গোপিকামণ্ডলে।
হইলেন দূরে স্থিত, অক্রূর হইয়া ভীত, রোদন করয়ে উচ্চস্বরে॥
কহে গদ্ গদ স্বরে, কৃষ্ণে শুনাবার তরে, কিছু কিছু হয়্যা অগ্রসরে।

অক্রূর উবাচ—

বৃদ্ধ বসুদেব দীন, তৈছন দৈবকী ক্ষীণ, নিত্য কংস করয়ে ভর্ৎসন।
খড়্গ উঠাইয়া করে, মারিবার ইচ্ছা করে, যদি কহ,—আমাকে কহ কেন॥
বসুদেব-দৈবকী, তুয়া ভক্ত মধ্যে দেখি, দুষ্ট কংসভয়ে কম্পগাত্র।
তাথে আর পুত্র শোক, দোঁহে পায় মহাদুঃখ, উপেক্ষা কালবিলম্ব অযুক্ত॥
যাদব সব খেদ পায়, আর নাহি আশ্রয়, তোমার বর্ত্ম নিরখিয়া নেত্র।
শোকে তপ্ত হয়্যা হত, ব্রাহ্মণ গর্গাদি যত, গো-বৈষ্ণব কংসভয়ে ব্যস্ত॥
তোমার আশায় জিয়ে, যদি আশাহত হয়ে, তবে সভার সংশয় জীবন।
এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ, না কহে গোপীভাবাবিষ্ট, পুন অক্রূর করে নিবেদন॥
করুণ রস ছাড়াইতে, বীররস হয় যাতে, হেন কথা কহয়ে অক্রূর।
কংস দোষরাশি যত, তাহা বা কহিব কত, ইন্দ্রাদি দেবতা-মর্দন পর॥
যত অসুর রাজকুল, তার মধ্যে মহাবল, জরাসন্ধ, বাণ, ভৌম আদরে।
শ্লাঘা করে নিজ বাহু, তৃণবৎ না গণে কাহুঁ, নাহি মানে জগৎ-ভিতরে॥

শ্রীসরূপ উবাচ—

এই প্রকার কহিয়া, অক্রূর দন্তে তৃণ লৈয়া, মহা কাকুবাদ করি আর।
এক এক গোপীগণে, প্রণাম করে স্থানে স্থানে,
নাম অক্রূর, ক্রূর কর্ম যার॥

অক্রূর উবাচ—

হে দেবী! শ্রীচরণে করি নিবেদনে।
যত যদুবংশজাত, নাহি করাইহ ঘাত, এ সবে কৃপা কর সকরুণে ॥ ধ্রু ॥
কৃষ্ণের পিতামাতায়, কংস বন্দী করে দোঁহায়, সেই দুই জনে রক্ষা কর।
বিলম্ব হইলে কংস, সকলে করিবে ধ্বংস, নিবেদন চরণে সভার ॥

শ্রীগোপিকা ঊচুঃ —

হে হে মহামহা ধূর্ত, হে মিথ্যাপ্রলাপকথ্য, হে কংস-অনুবর্তি দূত!
এ নন্দযশোদা-পুত্র, দোহে বর্ত্তমান অত্র, আর ইহার মাতাপিতা কুত্র?
ছলে কৃষ্ণ লৈয়া যাহ, গোকুল বধ না করিহ, স্ত্রীহত্যা না করহ আর।
ধরিয়া অক্রূর নাম, ক্রূর কর্ম অবিধান, নাম-উচিত কর ব্যবহার ॥

শ্রীসরূপ উবাচ—

অক্রূর বচনে কৃষ্ণ, যে চেষ্টিত কংস দুষ্ট, যাদবাদির কংস কৃত দুঃখ।
মোর নিমিত্ত শুনিয়া, শোক ক্রোধ হৈল হিয়া, বলদেবানুমতি করি লক্ষ্য ॥
গোপীদিগে আশ্বাসন, নানাপ্রকার প্রবোধন, কুঞ্জ হৈতে কৃষ্ণ বাহির হৈয়ে।
অক্রূরে ইঙ্গিত কৈলা, শীঘ্র রথ আনাইলা, গোপী জানিলা গমন নিশ্চয়ে ॥
কৃষ্ণমুখপদ্ম হেরি, নেহারই বেরি বেরি, বিয়োগ-অনলে ভীত হৈয়া।
কৃষ্ণচরণকমলে, পতিত হইয়া বলে, কৃষ্ণ-প্রতি রোদন করিয়া ॥

শ্রীগোপ্য ঊচুঃ—

হে নাথ, হাম সব, অনাশ্রয় বিনু তব, লব মাত্র কদাচ না জীব।
না ছাড়হ দাসীগণ, যাতে তোমার জীবন, জানাইয়া কি বা নিবেদিব ॥
যদি তোমার যাইতে, নিশ্চয় হয়্যাছে চিতে, তবে আমাদিগে সঙ্গে লৈয়া।
চলহ নিরুদ্‌বেগে, আর নাই দুঃখ শোকে, নতুবা মরিব না দেখিয়া ॥
তুয়া জন্য গৃহ—বন, বন হৈল নিকেতন, সকল হইল বিপরীত।
সপত্নী সুহৃদ্ হৈল, পতি বন্ধু বৈরী ভেল, অমৃত—বিষ হৈল, বিষ— অমৃত ॥

এই হেতু তোমা বিনা, এই সব গোপী দীনা, এখনি জীবন তেয়াগিব।
এই যে তোমার হাস্যযুক্ত, মনোহর মুখপদ্ম, অদর্শন যখনই হইব ॥
পরিসর বক্ষঃস্থল, পাদপদ্ম-যুগল, অখিল শোভা করে বপুজিত।
গৃহে বনে না দেখিয়া, কৈছনে ধরিব হিয়া, মরিব মরিব যে নিশ্চিত ॥
গোপক্রীড়ার লোভেতে, মিত্রবৃন্দ-সহিতে, পূর্বাহ্নে গমন বৃন্দাবনে।
সন্ধ্যাকালে প্রাণনাথে, অবশ্য দেখিব নেত্রে,
সে আশায় গোঙাই সব দিনে॥
ইবে যাবে দূর দেশে, তথা সুহৃদ্বর্গ-সঙ্গে, নারী-আবৃত সেই কংসপুরে।
কংসপ্রিয় অক্রূর, তার সঙ্গে যাবে দূর, নানা প্রকার আকুল-অন্তরে ॥
আর না জানিতে পারি, কংসবধে শ্রম ভারী,
কত না হইবে কোমল অঙ্গে।
মধুপুরবাসি-জন, যাদবাদি যত জন, তাহাদের করিতে দুঃখ ভঙ্গে ॥
তাতে কত কাল যাবে, আমাদিগে ভুল্যা রবে, সেইত ঐশ্বর্য মধুপুরে।
এই সকল ভাবিতে, নিশ্চয় করিয়ে চিতে, মরণ হবে আমা সভাকারে ॥

শ্রীসরূপ উবাচ—

এই প্রকার কাকুবাদ, করে গোপী আত্মঘাত, মূরছিত পতিত ভূতলে।
সে রোদন মোহ দেখি', কান্দে তথা পশু পাখী, বৃক্ষ হৈতে পড়ে মূর্ছাভরে ॥
তবে কৃষ্ণ অনুক্ষণে, করি ধৈর্যাবলম্বনে, নেত্র মার্জন করি' আপনার।
গোপী-নেত্র মার্জন, করাইয়া চেতন, গদ্গদ কহে পুনর্বার ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

সাধু-দ্বেষী মোর দ্বেষী, দোষ পূর্ণ রাশি রাশি, অল্পশক্তি সেই দুষ্ট কংস।
হেলায় সমাধান করি, আসিতেছি ত্বরাত্বরি, গতমাত্রে অসুর হবে ধ্বংস ॥
এই আমি আগতপ্রায়, আইলাম এথায়, এমতি জানিবে সুনিশ্চয়।
আমার যাত্রার কালে, রোদনাদি অমঙ্গলে, না কর অন্য হৃদয়ে সংশয় ॥

শ্রীসরূপ উবাচ—

গোপীসহ কৃষ্ণ যথা, সকলে আইলা তথা, নন্দযশোদা-আদি ব্রজবাসী।
গো-মহিষ-পশু-পাখী, সভার সজল আঁখি, পুরোহিত-আদি দাসদাসী॥
দেখিয়া অক্রূর ব্যগ্র, তথা রথ আনে শীঘ্র, রামকৃষ্ণ কৈলা আরোহণ।
গোপদিগে সযতনে, ফিরাইলা সরোদনে, গোপী মোহপ্রাপ্ত তৎক্ষণ॥
যশোদা করুণস্বরে, উচ্চ রোদন করে, নন্দরাজ কহেন তাঁহারে।
আপন পুত্রকে লয়্যা, যাইতেছি হর্ষ হৈয়া, পুত্রসনে শীঘ্র আসিব ঘরে॥
যদ্যপি নন্দের হৃদে, দুঃখ উঠে নানামতে, তথাপি যশোদায় আশ্বাসয়ে।
অবশ্য কর্তব্য হিত, প্রিয়জনের উপস্থিত, ত্বরায় আসিব সমাধিয়ে॥
কৃষ্ণকে ছাড়িয়া আমি, আসিব না জানিবে তুমি, বিলম্ব না করিব তথায়।
মথুরায় মোর মন, রহিতে নহে কদাচন, পুত্র লয়্যা আসিয়ে এথায়।
সহ ব্রজবাসিগণ, পুত্র বিনে একক্ষণ, জীবন ধরিতে অসমর্থ।
ইহাও জানিয়ে আমি, আগতপ্রায় জান তুমি, বসুদেব-মোচন-পর্যন্ত॥
কহি নন্দ এ প্রকার, শপথ করে বার বার, যশোদারে অশ্বাসিত কৈলা।
চিত্ত শান্তিস্থায় হৈয়া, যশোদা গোপীপাশ গিয়া,
আশ্বাসবাণী কহিতে লাগিলা॥

যত্নে জলসেক আদি, নানা পরকার বিধি, করিয়া উঠায় গোপীগণে।
গাড়ীতে গোপ চড়িলা, অক্রুর রথ হাঁকাইলা, দ্রুতগতি রথাশ্বগমনে॥
কৃষ্ণ যাইতে দেখিয়া, ভগ্নস্বরে উচ্চ করিয়া, কাকুবাদ করে গোপীগণ।
ধাইল রথের পাছে, হা হেতি শবদ উচ্চে, শুকাইল গোপিকা-বদন॥
বিগলিত চরণ, তথাপিহ কোনজন, ধায়্যা গিয়া ধরিলেন রথে।
কোন গোপী রথগমন, নাহি হয় একারণ, অগ্রেতে পড়িলা গিয়া পথে॥
অথবা মরণজন্য, রথাগ্রে পড়িলা তূর্ণ, কেহো চাকার তলেতে পড়িলা।
কেহো হৈলা মোহপ্রাপ্ত, আগে যাইতে অসমর্থ, সম্ভ্রম হয়্যা তথাই রহিলা॥

তদনন্তর গোবৃষ, বৎসমৃগ-আদি পশু, অশ্রুজল মুখে উচ্চশব্দে।
অতি দ্রুত ধায়্যা গিয়া, রথ চতুর্দিগ ঘেরিয়া, রোদন করয়ে আর্তনাদে ॥
পক্ষ সব কোলাহলে, হয়্যা অতি শোকাকুলে, রথের উপর ভ্রমিতে লাগিলা।
বৃক্ষ লতা-আদি যত, সশাখাসহিত পত্র, অতি শীঘ্র সব শুখাইলা ॥
গোবর্ধন-আদি যত, বড় বড় পরবত, বৃক্ষের সহিত শিলাসনে।
পৃথিবীতে প্রবেশিতে, হৈলা উচ্চ রহিতে, বিবর্ণ হইল অতি ক্ষীণে ॥
নদীসকলে কমল, শুখাইল, অল্পজল, অসামর্থ্যে স্রোত নাহি চলে।
অথবা উল্‌টা বহে, কৃষ্ণের প্রিয় সে হয়ে, দেখি কৃষ্ণ মগ্ন শোকাকুলে ॥
উচ্চস্বরে রোদন, করে কৃষ্ণ অনুক্ষণ, নিবারিতে নহিল সমর্থ।
নয়নে অশ্রুর ধারা, যমুনাবেগ হইল পারা, ব্যগ্র হৈলা অধৈরয চিত্তে ॥
রথ হৈতে উতরিতে, অক্রূর পসারে হাথে, যেন প্রীতে না দেয় পড়িতে।
কি জানি মো হতে কৃষ্ণ, ভূমে পড়ে শোকাবিষ্ট,
দেখি অক্রূর চাহে চারিভিতে ॥
বলদেব নন্দ ইবে, সম্মত পাইয়া তবে, অক্রূর হাঁকায় শীঘ্রগতি।
কোড়া ঘাত ঘোড়া পিঠে, গোপনারী পড়ি' বাটে,
পশু সব পড়ি' ইতি উতি ॥
বক্রগতি করি রথ, চালায় বিপথ পথ, পতিত জনেরে এড়াইয়া।
কুররী পক্ষিণী যেন, কাঁদে গোপী ঐছন, যেন শ্যেনপক্ষ মাংস পায়্যা ॥
হরিয়া লইয়া যায়, অতি উচ্চবেগে ধায়, লখিতে না পারে কেহো তায়।
তেনমত কৃষ্ণ লৈয়া, চলে অতি শীঘ্র হৈয়া, কাঁহা গেল লখিতে নারয় ॥
বড় বড় বৃষ যোজিত, গাড়ী-উপর বিরাজিত, নন্দ-আদি গোপ গো সব।
বেগেতে আইলা বাটে, ব্রহ্মহ্রদ নিকটে, স্থগিত হৈলা মুখে নাহি রব ॥
অক্রূর বহু প্রকার, স্তুতি নতি বিস্তার, প্রবোধিলা কৃষ্ণ সুস্থ-ন্যায়।
ব্রজজনের দশা যত, সে সময়ে হৈল কত, তাহা শুনিবার যোগ্য নয় ॥

বজ্র বিদীর্ণ হয়, হেন কথা কে লিখয়, শুনয়ে এমন কেবা আছে।
পরীক্ষিৎ কহে মাতা, কহিতে কহিতে কথা, অপরূপ সরূপ মূরছে॥
শ্রোতা যে মাথুর বিপ্র, রোদন করিয়া শীঘ্র, মোহপ্রাপ্ত হইলা ঐছন।
ক্ষণেক পশ্চাতে তবে, চেতন পাইলা যবে, সরূপে যত্নে করাইলা চেতন॥
এসব বিরহ ভাষা, লিখিতে করিয়া আশা, পাষাণ সমান মোর হিয়া।
লিখিতে লিখিতে কেনে, অবশ না হৈনু ক্ষণে, না পড়িনু ধরণী মূর্ছিয়া॥
শ্রীরূপ-সনাতন, যদি করে দয়াকণ, তবে যে প্রেমার লব মিলে।
তাহা পাইতে এই যুক্তি, লোটায়া পড়িয়া ক্ষিতি, সর্ব বৈষ্ণবের পদধূলে॥
শ্রীহরি-পরসাদ, যদি পাই তিল আধ, তবে সে পূরয়ে অভিলাষ।
ভাগবতামৃত-কণা, কহে দীনহীন জনা, কুমনা কঠিন কানাইদাস॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গোলোক-মাহাত্ম্যখণ্ডে
অভীষ্ট-লাভ-নাম ষষ্ঠ অধ্যায়
তৃতীয় কলা॥

—::—

জয় জয় শ্রীচৈতন্য নদীয়াবিহারী। জয় জয় ন্যাসিচূড়ামণি দণ্ডধারী॥
জয় জয় অবধূত নিত্যানন্দ-চন্দ্র। জয়াদ্বৈতাচার্য জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ॥

শ্রীসরূপ উবাচ—

কৃষ্ণ মধুপুরী ভিতর প্রবেশ করিয়া।
অনেক লীলা হয় না লিখিলা বিস্তারিয়া॥

বায়ক মালাকার-আদি করি পরিতোষ। বধ কৈলা চাণুর মুষ্টিক-আদি কংস॥
মাতাপিতা বসুদেব দৈবকী মোচন। উগ্রসেনে রাজ্য-অভিষেক তৎক্ষণ॥
দেশ দেশান্তর হৈতে আনাইলা যাদব। পুরবাসীকে আশ্বাসন করিলেন সব॥

যাদবের আগ্রহে আর সুখ দিতে তায় অগ্রজ সহিত বাস কৈলা মথুরায় ॥
নন্দকে বিদায় কৈলা অনেক যতনে। করিবারে আশ্বাস গোকুলবাসী জনে ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—

হে পিতঃ! আপনে গোপবর্গের সহিত। গোকুলে গমন কর অত্যন্ত তুরিত ॥
যদবধি আমার জন্য ব্রজবাসিজন। না করে পরাণত্যাগ হয়্যা শোকমন ॥
তদবধি যায়্যা সভায় করহ আশ্বাস। ত্বরায় যাইব আমি না হও উদাস ॥
তোমার হয়েন মিত্র যাদবসকল। ইহাদের সুখবিধান করিয়া প্রবল ॥
সেই যে আমার প্রিয় শ্রীব্রজমণ্ডলে। আসিতেছি অতি শীঘ্র জানিবা সকলে ॥

শ্রীনন্দ উবাচ—

হইয়া আমার পুত্র আমাকে ত্যাগিয়া। অন্যত্র থাকিতে সাধ্য হবে তব হিয়া ॥
এমন প্রতীত কভু না হয় আমার। প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি বার বার ॥

তাথে রক্ষা কর কর, না ছাড় না ছাড়।
সর্ব বরজের স্নেহ তোমাতেই গাঢ় ॥

আপন ইচ্ছাতে ব্রজে যখন যাইবে। তখন তোমার সঙ্গে যাব মোরা তবে ॥

যদি কহ আশ্বাসিতে চলহ প্রথমে।
তাহা যাইতে না পারিয়ে শুন সে কারণে ॥
কৃষ্ণ রাখি' না আসি এ প্রতিজ্ঞা মোর।
এই আশায় বাঁচি আছে ব্রজবাসী তোর ॥
তোমার মাতাসহ প্রাণ করয়ে ধারণে।
হে তাত! কেমনে যাব মো কঠিন প্রাণে ॥
যদি যাই সে সকল শীঘ্র হবে নাশ।
তোরে না দেখিলে কেবা শুনয়ে আশ্বাস ॥

শ্রীদাম উবাচ—

হে সখে! গোষ্ঠভূমে খেলা গোচারণ। করিতে যখন আড় বৃক্ষলতাগণ ॥

এক ক্ষণে তুয়া অদর্শনে প্রাণ যায়। ইহাতে রহিতে ব্রজে অসাধ্য সভায়॥
অতএব আমরা সব নিশ্চয় মরিব। এখনি প্রাণ যাবে, যবে সঙ্গ ছাড়া হব॥

শ্রীসরূপ উবাচ—

এ প্রকার নন্দ-আদির বিকলতা শুনি'। নীরব স্তম্ভিত তবে হৈলা যদুমণি॥
কৃষ্ণ ব্রজ যাইবার আশঙ্কা জানিয়া। কহিতে লাগিলা বসুদেব অগ্র হৈয়া॥
হে ভ্রাত নন্দ! কিছু শুন নিবেদন। অগ্রজ সহিত এই তোমার নন্দন॥
ব্রজেতে রহেন, সুখ সর্ব পরকারে। অন্যত্র রহিলে দুঃখ জানিয়ে অন্তরে॥
কিন্তু দোঁহার উপনয়ন কাল এই হয়।
এখানে হইলে সভার হয় সুখোদয়॥
যদি কহ ব্রজেতেই উপনয়ন হবে। তাহাতে না হয় যুক্তি কহি শুন তবে॥
ব্রহ্মচারী হইয়া যাইবেন পঢ়িবারে। তাহাতে বিচ্ছেদ দুঃখ হবেক অন্তরে॥
অতএব এখানেতে উপনয়ন হৈয়া। স্থানান্তরে অধ্যয়ন কিঞ্চিৎ করিয়া॥
দুই ভাই ব্রজে যাবেন এই ত নিশ্চয়। এথা আমি বহু স্নেহে রাখিব তনয়॥
তুয়া অনুমতি এই সমুচিত হয়। দুই ভাইয়ের সুখ ইচ্ছা তোমারে সে ভায়॥
বসুদেব বাক্য দেখি কৃষ্ণের সম্মত। নিজ বাক্য অসম্মত জানিলেন নন্দ॥
রোদনে বিহ্বল হয়্যা প্রস্থান করিলা। যাদবকুল সহ কৃষ্ণ অনুব্রজি' আইলা॥
রোদন করে গোপ সব কৃষ্ণ-কণ্ঠে ধরি'।
অত্যন্ত ব্যাকুল উচ্চ ক্রন্দন বিস্তারি॥
কৃষ্ণ ব্রজগমন-ইচ্ছা হৃদয়ে জানিয়া বসুদেব-আদি যাদব সযুক্তি করিয়া॥
নিবৃত্ত করিলা কৃষ্ণে অনেক প্রকারে।
কৃষ্ণ-ইচ্ছায় নন্দাদিক গেলা ব্রজপুরে॥
কৃষ্ণ-ইচ্ছা বিনে আর অন্য পরকার। ব্রজ-প্রস্থান অসম্ভব, জানিহ নির্ধার॥
নন্দ আসিতেই ব্রজবাসী আনন্দিত। আগে আসি' দেখেন নন্দ বস্ত্র-মুখাবৃত॥
মুখ আচ্ছাদিয়া নন্দ করিয়া রোদন। ঘরে যাই' অতি শোকে ভূমেতে পতন॥

ব্রজবাসিগণ সব কৃষ্ণে না দেখিয়া। দুঃখেতে কাতর, নিজ কর্মে ত্যক্ত হৈয়া॥
কংস দুষ্ট-আদি কৃত আশঙ্কায় আতুর। মুখ শুখাইল সভার বচন না স্ফুর॥

'কৃষ্ণ কোথা' হেন কথা না পারে কহিতে।
বৃদ্ধ গোপমুখে বার্তা শুনিলা কষ্টেতে॥

যদুকুলের দুঃখনাশ-নিমিত্ত এখন। মধুপুরীতে থাকিলেন কৃষ্ণ প্রাণধন॥
সে সময় যশোদা-সহিত গোপী সব। হাহেতি হাহেতি উচ্চস্বরে এই রব॥

সে রোদন যে দশায় প্রাপ্ত সভে হৈলা।
তাহা বর্ণন করিবারে সামর্থ্য নহিলা॥

শ্রীপরীক্ষিৎ উবাচ—

সে গোপকুমার সরূপ কহিতে কহিতে।
গোপী-আদির দশা আসি মনে হৈল প্রাপ্তে॥

তাতে প্রকট হইল অত্যন্ত শোকানল। তাহাতে সন্তপ্ত হৈল স্ব-অঙ্গ সকল॥
মূর্ছিত হইলা পুন গোপের কুমার। নিঃশব্দ হইলা মুখে বাক্য নাহি আর॥
সে মাথুর ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ সে দশা দেখিয়া। সযুক্তিতে চেতন করায় ব্যস্ত হৈয়া॥

সুস্থ-ন্যায় হয়্যা পুন মোহ আশঙ্কাতে।
সে বার্তা-বিশেষ বর্ণন না কৈলা পশ্চাতে॥

ব্রাহ্মণের শেষ শ্রবণ ঈপ্সিত দেখিয়া। যত্নে নিজ অন্তঃকরণ স্থির করিয়া॥
পুনরায় কহে তিঁহো যাতে মহাশয়। দয়ালু স্বভাবে নিজ দুঃখ না গণয়॥

শ্রীসরূপ উবাচ—

ব্রজজনের অনির্বচনীয় শোক জানি। মনে বিচারেন কৃষ্ণ বিজ্ঞশিরোমণি॥

নিজ গমন বিনে আর অন্য পরকারে।
ব্রজবাসীর স্থির চিত্ত হইতে না পারে॥

উদ্ধবাদিদ্বারে শোক নহিল নিবারণে। দ্বারকাবাসীকে জানাইয়া যাদবগণে॥
প্রিয়জনের প্রেমবশ হইয়া আপনে। ব্রজেতে আইলা কৃষ্ণ শ্রীনন্দনন্দনে॥

অগ্রজ-সহিত গোপবেশাদি সমস্ত। বিদগ্ধমুকুটমণি আইলা ব্রজস্থ ॥
ব্রজবাসিজনে শীঘ্র প্রাণদান দিলা। ব্রজবাসী-সঙ্গে তৈছে বিহার করিলা ॥
অক্রূর-গমনাদি দুঃখ ভুলে মূলসহ। যদি কহ কভু কভু স্মরণ হয় সেহ ॥
স্মরণ না হয়, তাহার শুনহ বিচার।
দুষ্ট স্বপ্নে কেহো রোদন করে বার বার ॥
তৎকালে মনে হয়, না রহে চিরকাল। পরমপ্রেমবিশেষের হয় মহাবল ॥
গোপালের মাধুরীবিহার অতিশয়। সম্যক্ আকৃষ্ট চিত্ত বিমোহিত হয় ॥
পূর্ব প্রকার সাহজিক স্বভাব যেমন। ভূত ভবিষ্য ব্রজবাসীর না হয় স্মরণ ॥
কালান্তর হৈলে সেই অক্রূর আইসে। পুন ব্রজজীবন লয়্যা যায় পুরদেশে ॥
পূর্ব প্রকার ব্রজবাসীর দশা হয় সেই। পুনর্বার মধুপুরী কৃষ্ণচন্দ্র যাই ॥
কংস-আদি বধিয়া পুন আইসে ব্রজভূমে। পূর্বন্যায় বিহার করেন বৃন্দাবনে ॥
এই প্রকার পুনঃ পুনঃ মথুরা-গমন। পুনঃ পুনঃ ব্রজে আসি বিহার খেলন ॥
এই প্রকার কালীয়দমন-আদি লীলা। গোবর্ধন-ধারণ আর রাসাদি শৃঙ্খলা ॥
পূতনা-মোচন-আদি লীলা অদ্ভুত।
বার বার আপনা হৈতে হয়েন প্রবর্ত ॥
ভক্তমন হরণ করে ঐ বিয়োগযোগে।
প্রেমে আবেশ আবির্ভাব বিশেষানুরাগে ॥
তার যেন পরাক্রম অতি গুরুতর। পুনঃ পুনঃ বাঢ়য়ে অত্যন্ত নিরন্তর ॥
গোলোকবাসীর কথা রহু অতি দূর। নবীন আমাদের চিত্তে নাহি অন্যাঙ্কুর ॥
অন্য অনুসন্ধান না রহে কোনমতে। সর্ব বিস্মরণ হয় সে লীলা স্মরিতে ॥
মহামোহন-মাধুরী-নদীগণের প্রবাহ। সমুদ্রমধ্যেতে আসি করে অবগাহ ॥
অনির্বচনীয় প্রিয়-ভাববিশেষে। প্রেমমহাধন-সমূহ লাভ হৈলে শেষে ॥
যে উন্মত্ততা তাহা কে কহিতে পারে। এই হেতু কিনা বিস্মরণ নাহি করে ॥
তাৎপর্য— সকল বার্তাদি সেই ভুলে। অহো সেই কৃষ্ণচন্দ্রের প্রেমমহাবলে ॥

অন্যপরে কা কথা, আপনে কৃষ্ণচন্দ্র।
প্রেম-সমুদ্রে নিমগন হইয়া আনন্দ ॥

চিদ্‌ঘনবিগ্রহ সর্বজ্ঞাতা-শিখরমণি। তথাপি নিজ মহৈশ্বর্য পাসরে আপনি ॥
কি কর্তব্য কিছু অনুসন্ধান করিতে। ঐছন প্রেমের যোগে না হয় সামর্থ্যে ॥
কদাচিৎ প্রেম-অনুকূলের কারণে। কিছু স্মরণ করেন যাতে প্রেমের পোষণে ॥
প্রভুর চরণকমল সম্বন্ধি লীলা যেই। চিদানন্দময়ী যাতে নিত্য হয় সেই ॥

হে ব্রাহ্মণ! যে কহিলাম গোলোক-মাহাত্ম্য।
তাহার মাধুরীধারা সীমা যে পরম ॥

তোমাকে কহিলাম এই নিঃশেষ করিয়া। পদে পদে স্বাদু আস্বাদন কর ইহা ॥

শ্রীমাথুরব্রাহ্মণ উবাচ—

কৃষ্ণ যখন মধুপুরী করেন গমন। তুমি কোথা কি প্রকার থাকহ তখন ॥
যেই তুমি বহুকাল এই ব্রজভূমে। গোপালদেব নিরন্তর দর্শন কারণে ॥
সহ ক্রীড়া-আদি আশা যতন করিয়া। গোলোক হইলে প্রাপ্ত নির্বিঘ্ন হইয়া ॥
তাথে কৃষ্ণ-অদর্শনে থাকহ কেমনে। কহিবে তাহার কথা অনুগত জনে ॥

শ্রী সরূপ উবাচ—

সে প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীনন্দাদি-সহিত। আমরা সকলে রহি ব্রজপুরে স্থিত ॥
আপ্ত-তুল্য ব্রজবাসিগণেরে জানিয়ে। অন্যত্র মধুপুরী জন সঙ্গে দুঃখ হয়ে ॥
অসদৃশ জন সঙ্গে হয় আর ভাব। এই হেতু ব্রজে থাকি— এই মহালাভ ॥

গোলোক স্বভাব এক— কৃষ্ণসঙ্গ বিনে।
তথাপি রহিতে ইচ্ছা হয় ব্রজস্থানে ॥

কুত্রাপি গমন-ইচ্ছা কাহারো না হয়। ব্রজস্থানে কৃষ্ণ-বিরহ-দুঃখাদি সহয় ॥
সেই দুঃখ সর্ব সুখের সমস্ত উপরে। অবিরত অতিশয় হর্ষে নৃত্য করে ॥

গোলোকের শোক সমস্ত-আনন্দ-উপরে।
আনন্দে করয়ে নৃত্য কহিল তোমারে ॥

এই প্রকার গেলোকেতে কারিয়ে নিবাস।
বহুকালের বাঞ্ছিত ফল পূর্ণ হৈল আশ॥
আরো বাঞ্ছা অধিক অধিক ফল পায়্যা।
নিরন্তর চিত্তের পরিপূর্ণতা করিয়া॥

সর্ব্বভাব-অনুভব করিতে করিতে। বস্তু-স্বভাবে কভু নাহি হয় তৃপ্তে॥
ইহাতে লবলেশকাল কৃষ্ণ-পাদপদ্ম। ত্যাগ করিবারে কভু নাহি হয় সাধ্য॥
সে চরণকমল গোপীকুচগত-কুঙ্কুমলিপ্ত। নিজ ইন্দ্রিয়েতে দর্শন-স্পর্শনে অতৃপ্ত॥
কৃষ্ণের মাধুর্যনিষ্ঠা যে হইল চিত্তে। কৃষ্ণের যে মহাকৃপাপ্রসাদ-সমস্তে॥
তাহা কহিবার নাহি, যুকতি না হয়। তাহার কারণ কহি করিয়া নিশ্চয়॥
অন্য অন্য জনের বিচারে নাহি আইসে। তথাপিহ পুনর্বার উক্ত লবলেশে॥

এই প্রকার গোলোকে রহিয়া বহুকাল।
কৃষ্ণ-কৃপায় অনুভব হৈল সে সকল॥

মর্ত্যলোকস্থিত যেই মথুরামণ্ডলে। গোলোক-সদৃশ নিশ্চয় হইল অন্তরে॥
অনুভব করিলেই গোলোকের তত্ত্ব। ভূম-মথুরাতত্ত্ব অনুভব হয় সিদ্ধ॥
যেন জ্ঞানপর-জনের ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞানে। আত্মতত্ত্বজ্ঞান সিদ্ধ হয় সেইক্ষণে॥
সেই সব গোপগোপী সেই ধেনুগণ। সেই পশু-পক্ষ-বৃক্ষ-নদী-গিরিবন॥

সেই কৃষ্ণ রক্ষা করে গোলোকবিহারী।
ক্রীড়াশ্রেণীতে ভূষণ করেন সর্বোপরি॥
তাতে আমি গোলোকে কভু ভূম-মথুরায়।
'মথুরা -শব্দে মথুরা-মণ্ডল ব্রজভূম গায়॥
এ মথুরামণ্ডলে আর সেইত গোলোকে।
কিঞ্চিৎ না পাই ভেদ কহিল তোমাকে॥
শ্রীব্রাহ্মণ কহে,— তবে কেনে মথুরা ছাড়িয়া।
গোলোক গমন কৈলে কি হেতু লাগিয়া ?

আগে নাহি জানি এতাদৃশ গোলোকধাম।
এ কারণ গিয়াছিলাম সে গোলোক-স্থান ॥
গমনাগমন করি জানিনু অভেদ।
দুইস্থানে সম-আসক্তি নাহি মানি খেদ ॥
তবে যদি কহ,— তুমি হেথা আইলে কেনে ?
মাধুর্যাংশে অধিক হয় ভূবৃন্দাবনে ॥
এই দুই স্থান ব্যতিরেক অন্যস্থানে। দৃষ্টি-ইচ্ছা দূর রহু, নাহি শুনি কাণে ॥
মনেও না করে দর্শন না হয় স্বপনে।
আর এক চিত্তে আমি করি অনুমানে ॥
কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ নন্দ-আদি ভক্ত। এই দুই স্থান বিনা না রহে অন্যত্র ॥
যদি কহ,— বৈকুণ্ঠ-আদিতে রহিলে কেমনে।
কেমনে হইল সুখ সে লোক-দর্শনে ॥
শুনহ তাহার কথা হয়্যা এক মন। বৈকুণ্ঠ-নিবাসী যবে হয় দর্শন ॥
তাহাদিগে আপনমত কৃষ্ণবিরহ দেখি।
তখন আনন্দ হয় সমভাবে লখি ॥
আপ্তমত না দেখিয়া দেখি আনমত। পরমানন্দপূর্ণ এই বৈকুণ্ঠবাসী যত ॥
ব্রজজন-সদৃশ ভাব প্রেম না দেখিয়া। তাহাতে উৎপন্ন অনুতাপ হয় হিয়া ॥
তাথে প্রেম-প্রকাশ হয় আমার যে মনে।
ব্রজবাসি-সম দেখি বৈকুণ্ঠবাসিজনে ॥
সকল লোক-পূজিত হয় গোলোক-মাহাত্ম্য।
সে ব্যাখ্যা করিতে সব না হয় সামর্থ্য ॥
সে সমস্ত পরিকর-চরণের রজে। তারে নমস্কার যেই সে-চরণ ভজে ॥
মুঞি মূর্খ জড়বুদ্ধি কিছুই না জানি।
লোভে লজ্জা খায়্যা তভু করি টানাটানি ॥

শ্রীরূপ-সনাতন-চরণ-চিন্তিয়া। ভাষা লিখি আশা সদা করে মোর হিয়া॥
শ্রীহরি-পরসাদ পাই অভিলাষ। ভাগবতামৃত-কণা কহে কানাইদাস॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গোলোক-মাহাত্ম্যখণ্ডে
অভীষ্টলাভ-নাম ষষ্ঠ অধ্যায়
চতুর্থ কলা॥

শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেন তদ্রূপস্য বিনির্ণয়ম্।
বালোঽপি কুরুতে শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা ব্রজবিলাসিনঃ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতাচার্য জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
পূর্বে মাথুর ব্রাহ্মণ কাশী-আদি করি।
ভ্রমণ করি' আইলা তেঁহ এ মথুরাপুরী॥
বহুপ্রকার সাধ্যসাধন দেখিলা শুনিলা। আপনার কি কর্ত্তব্য স্থির না হইলা॥
এই প্রশ্ন সরূপের নিকটে করিতে। আপন বৃত্তান্ত কহিলা শিক্ষার নিমিত্তে॥
সেই প্রশ্নের উত্তর করিতে সম্পাদন। কহেন ব্রাহ্মণ-প্রতি মধুর বচন॥

শ্রীসরূপ উবাচ—

এই প্রকার পরম সাধ্য পরম সাধন। মোর উক্ত যে সকল করিলে শ্রবণ॥
পরিকর সহিত শ্রীগোলোক-মাহাত্ম্য। নিশ্চয় করিয়া বিচার কর নিজ চিত্ত॥
আমার ন্যায় হবে তুমি দেবীর প্রসাদে। সে-সমস্ত প্রাপ্যবস্তু পাইয়াছ হৃদে॥
যদি কহ,— তার লক্ষণ কিছু মোর নাই।
কহিব তাহার কথা শুন আরে ভাই॥
শ্রীমদনগোপালদেব-দরশন-আদি। অবশেষে হয় দেখে সেই রূপনিধি॥
তাহাও তোমার হইয়াছেই জানিবে। তোমায় কৃষ্ণের কৃপা দেখি ব্যক্ত হবে॥

গোলোকনাথ ভক্তে কৃপা যেমতে করয়। এ বৃত্তান্ত নিশ্চয় পরমগোপ্য হয় ॥
তথাপিহ সমস্ত কহিনু তব স্থানে। উদয় হইল তোমার সদ্গুণগণে ॥

নিজ ভাববিশেষ কৃষ্ণচরণ আশ্রয়।
লজ্জাতে মনেতে প্রকাশ হৈতে যোগ্য নয় ॥
বিশেষ দশা মোহন উন্মাদ উৎপন্ন হইলে।
জ্ঞানরাহিত্য হয় আপন-পর ভুলে ॥

যেই অনুভব আমি করিলাম তাতে। সে সব আশ্চর্য লীলা-মহিমা-সমস্তে ॥

সে কৃষ্ণ আমার হৃদে প্রবেশ করিয়া।
আমার মুখ হৈতে তাহা বাহির করিয়া ॥

নিজবলে আকর্ষিয়া তোমারে শুনায়। তোমার বিশ্বাসেতে সম্পূর্ণ হৈল তায় ॥

তব মুখ প্রসন্ন দেখি জানিলাম আমি।
অতএব শীঘ্র ফলপ্রাপ্ত হইবে আপনি ॥
আর শুন, তোমায় কৃপা কহিয়ে প্রকাশি'।
ইহাতে তোমারে ধন্য ধন্য পরশংসি ॥

স্বয়ং শ্রীরাধিকাদেবী অদ্য পরভাতে। আমাকে কহিলা নিজকরুণা কৃপাতে ॥

হে সরূপ ! আমার ভক্ত মাথুরব্রাহ্মণে।
আমার কুঞ্জে আসিয়াছে অনেক যতনে ॥
তুমি এখনি গিয়া তারে সুপ্রবোধ দিবা।
কৃষ্ণের প্রসাদ তারে শীঘ্র করাইবা ॥
এই শ্রীরাধিকার আজ্ঞায় শীঘ্র আইলাম।
সে আজ্ঞা পাইয়া মহাহর্ষ হইলাম ॥

পরম ইষ্ট কৃষ্ণসঙ্গ, তাহা না যাইয়া। আসিয়াছি তার আজ্ঞাপালন লাগিয়া ॥

রাধিকা-আজ্ঞাপালনে কৃষ্ণ বশীভূত হয়।
ইহাতে কৃষ্ণসঙ্গ হৈতে অধিক সুখ হয় ॥

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

সরূপ এই প্রকার কহিলা ব্রাহ্মণে।
প্রেমসম্পত্তি উদয় না দেখিয়া তৎক্ষণে॥

সরূপ নিজ হস্ত তার মস্তকে ধরিল। সেইক্ষণে মহাপ্রেম উদয় হইল॥
সরূপ কৃপায় স্বরূপস্ফূর্তি সেইক্ষণে। হে মাতঃ! মহৎসঙ্গ অদ্ভুত কথনে॥
যে সঙ্গে ব্রাহ্মণ তৎকাল হইল কৃতার্থ। সরূপের ন্যায় হৈলা পরম সমর্থ॥

সৎসঙ্গ-মাহাত্ম্য টীকায় লিখিলা বিস্তার।
হরিভক্তি-বিলাস-দশে আছয়ে অপার॥

সরূপের ন্যায় মহাপ্রেমরসার্ণবে। নিমগন হৈলা অঙ্গে সাত্ত্বিকাদি শোভে॥

যথা রাগ—

স্বেদাশ্রুপুলককম্প, বিবর্ণ-আদি স্তম্ভ, তাহার বিকার পরমপ্রায়।
পুনঃ পুনঃ হৈল ব্যাপ্ত, মাথুরব্রাহ্মণ প্রাপ্ত, হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ উচ্চরায়॥
কিশোরশেখর কৃষ্ণ, করাহ নয়ন দৃষ্ট, ধরে সরূপের দুটি পদে।
ধরিয়া দশনে তৃণ, কাকুবাদ পুনঃ পুনঃ, ক্ষণে ক্ষণে ফুকারিয়া কান্দে॥
স্থিরচর প্রাণিগণে, জিজ্ঞাসয়ে সরোদনে, দেখিয়াছ, কহ কৃষ্ণ কোথা।
কৃষ্ণের যে মনোরম, করে নাম-সংকীর্তন, কৃষ্ণাবিষ্ট হৈল মনগাঁথা॥
ব্রাহ্মণের দশা দেখি', সরূপ সজল আঁখি, প্রেমসমুদ্রে হইলা মগন।
মহাপ্রেমের মহাবেগে, বশীভূত মহাভাগে, বিবশ হইলা দুইজন॥
মহোন্মত্তন্যায় হৈয়া, বনে বনে বেড়াইয়া, পড়িলা কণ্টকযুক্ত কুঞ্জে।
করীর কুঞ্জের নাম, 'টেটী' বলিয়ে আখ্যান, শোভা অতি ফুলফলপুঞ্জে॥
মূর্ছিত হইতে ক্ষণে, শবদ প্রবেশে কাণে, গো-হাম্বারবেতে মিশ্রিত।
তৌর্যেয় বীণাদল-স্বর, বাদ্যগম্ভীর সুমধুর, বেণুশিঙ্গা-শবদ ললিত॥
দূরে হৈতে হেন ধ্বনি, গুরুশিষ্য দোঁহে শুনি, চেতন পাইয়া দোঁহে ধায়।
ধ্বনি অনুসারে গেলা, দেখি গো-রাখালমেলা, গোপাল দেখিলা তথায়॥

শ্যামল অঙ্গের জ্যোতি, প্রকাশিত শোভা অতি, সখাসঙ্গে যমুনার তীরে।
জল পিয়াইতে ধেনু, গজেন্দ্রগমনে কানু, নৃত্যগতি রঞ্জিত নূপুরে ॥
যার অনন্ত লীলাগণ, গোপী-পার-উত্তরণ, আদি কত না যায় বর্ণন।
নব কৈশোর নটবর, লাবণ্যতরঙ্গ-সাগর, জগন্নেত্র-আনন্দবর্ধন ॥
প্রতিক্ষণে নব নব, মাধুরী পরিপূর্ণ নব, বত্রিশ লক্ষণ সুবিদিত।
কদম্বফুল-ভূষাকর্ণ, মুক্তাবলী-কম্বুকণ্ঠ, ময়ূর-পাখে চূড়া নিরমিত ॥
কৌশেয় পীতাম্বর, যোগ্য তাথে শোভাকর, গুঞ্জা মহাহার দিনমণি।
শ্রীবৎসলক্ষ্মীরেখা, পীনবক্ষস্থলে দেখা, সিংহজিনি মধ্যদেশ ক্ষীণি ॥
কটিতটে ক্ষুদ্র ঘন্টি, নিতম্বদেশ অবলম্বি, স্বর্ণাঙ্গদ নাম বাজুবন্ধ।
কঙ্কণ শোভিত করে, বলয়া যাহারে বলে, দীর্ঘ গোল ভুজঙ্গ ভুজদ্বন্দ্ব ॥
সর্ব-সৌভাগ্যের সার, পূজিত পাদপদ্ম যার, কদম্ব-গুঞ্জাতুলস্যাদিমালা।
আকণ্ঠ-লম্বিত পায়, ভ্রমরা গুঞ্জয়ে তায়, নূপুর-সহিত করে খেলা ॥
বিম্বাধর বান্ধুলী জনু, তাহাতে অনঙ্গবেণু, বাদ্য উলসিত পদ্মকর।
নাচয়ে অঙ্গুলি যেই, বেণুগীত ভঙ্গী সেই, যে সুধায় মোহিত চরাচর ॥
টেরা ঈষৎ চঞ্চল, দৃষ্টিলীলা অলঙ্কার, তাথে লালিত নেত্রকমল যার।
যমুনা শ্বেত মৃত্তিকে, ঊর্ধ্বপুণ্ড্র সুতিলকে, উজ্জ্বল শ্যামল কান্তিভার ॥
পর্বত ধাতু গৈরিক, হরিতালাদি বিচিত্রিত, অঙ্গে যার নানা প্রকার।
নানা খেলা রসিকতা, তরঙ্গ-সমুদ্র সদা, ত্রিভঙ্গ-ললিত বার বার ॥
নানা নর্মমিত্র সনে, হাসি যাহা সে আপনে, চরণচিহ্নে ভূষিত অবনী।
তৈছে বয়স-বেশযুক্ত, গৌরকান্তি নীলবস্ত্র, অলঙ্কৃত রাম যদুমণি ॥
তাহা-সহ প্রিয়সখা, শ্রীকৃষ্ণ দিলেন দেখা, দেখে সরূপ মাথুরব্রাহ্মণ।
দর্শন-আনন্দভরে, পড়িলা ধরণীপরে, দণ্ডবৎপ্রণাম যৈছনে
সে যে প্রেমবশ কৃষ্ণ, ধায়্যা আইলা অতিতৃষ্ণ, হর্ষে মহাভুজ পসারিয়া।
দুঁহু জনে আলিঙ্গিতে, দুঁহু উপর অলখিতে, পড়িলেন যেন মূরছিয়া ॥

মহাপ্রেম-অশ্রুধারে, স্নান করায় কৃপাভরে, আর্দ্র অতিশয় মন যার।
ক্ষণে উঠি আপনে, উঠাইলা দুইজনে, দুই হাথে ধরি দোঁহাকার॥
স্থির করি দুইজন, নিজহস্তে মার্জন, অশ্রুধারা অঙ্গের ধূসর।
পরম দয়ালু হিয়া, বার বার আলিঙ্গিয়া, বসিলেন ভূমের উপর॥
কৃষ্ণ বচনামৃতে, কহে তারে সন্তোষিতে, হে মাথুর-অনুগৃহীত বিপ্র।
হে বিপ্রাব্ধি-চন্দ্রতুল্য, হে জনশর্মা মোর, জিজ্ঞাসি কুশল কহ শীঘ্র॥
তব মঙ্গল-পরতাপে, আমার পরিবার সবে, কৃষ্ণ কহেন সখ্য-স্বভাবে।
আমার কৃপা তোমাতে, তোমার কৃপা আমাতে, ইহা মানি মিলিলাম যবে॥
পথ-নিরীক্ষণে আছি, কবে বা মিলিবে আসি, তুমি আমায় করিলে স্মরণ।
এ বড় মঙ্গল হৈল, অপগত বহুকাল, তারপর দেখিনু এখন॥
পরম মঙ্গল এই, শুন হে ব্রাহ্মণ ! কই, তোমার অধীন হই আমি।
সব দুঃখ দূরে গেলা, আমার সনে কর খেলা, স্বচ্ছন্দ আনন্দ মনে তুমি॥
শ্রীকৃষ্ণবাক্য-শ্রবণেতে, প্রেমের উদয় তাথে, জনশর্মা হইল স্তম্ভিত।
সে বাক্য উত্তর দিতে, সেইরূপ দেখিতে, কণ্ঠ রুদ্ধ, নেত্র জলাঞ্চিত॥
কেবল কৃষ্ণ দুটি পদ, ধরিয়া মস্তকে পদ্ম, রোদন করয়ে বিপ্রবর।
তদন্তর ভগবান্, অনুগ্রহ সুকল্যাণ, করিলেন তাহার উপর॥
বিপ্র আত্মসমর্পণ, করিলেন তৎক্ষণ, কৃষ্ণ কহেন,—'আমি কি করিব ?'
আমি আপনা সমর্পিল, উভয় সমান হৈল, উদারতা সিদ্ধ না হইব॥
আমার দেহ হইতে আর, অধিক না দেখি যার, ইহা জানি সম্ভ্রান্ত হইয়া।
সর্বদাতা-চূড়ামণি, হয়েন কৃষ্ণ আপনি, নিজ অঙ্গের ভূষণ খুলিয়া॥
ব্রাহ্মণে ভূষিত কৈলা, সরূপের ন্যায় হৈলা, এমতে পরম উদার কৃষ্ণ।
নিজ প্রিয়সহচর, গোপভাব গূঢ়তর, দিলা তারে হয়্যা বড় তুষ্ট॥
পরম কৃপা অসাধারণ, বিস্তারিলা গোপীমোহন, জনশর্মা সরূপ-ন্যায় পূর্ণ।
আপনারে দেখে বিপ্র, গোপভাব হৈল শীঘ্র, পূর্বভাব বিস্মরণ তূর্ণ॥

বিপ্রানুগ্রহ অন্তরে, বেণুসঙ্কেত ধ্বনি করে, গোধনগণে জল পিয়াইয়া।
পুন বেণুশব্দ কৈল, সুখদস্থানে বসাইল, আপনে চলিলা সখা লৈয়া॥
জলবিহার-কারণে, সেই দুইজন সনে, সব সখা অগ্রজাদি সঙ্গে।
পরস্পর চারিদিগে, জল সেচে অনুরাগে, কৃষ্ণে পরাজয় করে রঙ্গে॥
কভু সখা-পরাজয়, পরস্পর ঐছে হয়, উভয় আনন্দ হারিজিতে।
বিনোদ-পণ্ডিত নিজে, সুখদ জলবাদ্য বাজে, উজানভাটি সাঁতারে লীলাতে॥
চিত্র-বিচিত্র লীলা, যমুনায় জলখেলা, নীলকমল-বনে মুখ ঝাঁপি।
লুকাইয়া কৃষ্ণ রহে, কাঁহুতে লখিত নহে, যাহাতে কৌতুকী হন আপি॥
না দেখিয়া কৃষ্ণমুখ, সখাগণ পাই দুঃখ, তল্লাস করিয়া স্থানে স্থানে।
না দেখিয়া সখাগণ, করে ফুৎকার রোদন, কৃষ্ণ যার জীবন দর্শনে॥
পদ্মবন হৈতে আসি, পদ্মমুখে মৃদুহাসি, পদ্মবিকাসিত নেত্র যার।
দেখি পদ্মলোচন, দ্রুত আসি সখাগণ, গলে গলে মিলে করে কর॥
হই পরম কুতূহলে, পদ্মের মৃণালজালে, কমলপুষ্প হারাদি রচিত।
সখাদিগে অলঙ্কৃতে, করে কৃষ্ণ নিজহাথে, সখাকর্তৃক আপনে ভূষিত॥
জলে হৈতে উঠিয়া, যমুনাপুলিনে গিয়া, মধ্যাহ্নকাল-ভোজন-মণ্ডলে।
চারিদিগে সখা সাজে, অগ্রজে বসায়্যা মাঝে, আপনে করে সুপরিবেশনে॥
প্রাতে আনিলা ভোজনে, ফলমূল বৃন্দাবনে, সব ঋতু সব ফল হয়।
পরমস্বাদু ফল সবে, যথারুচি বিভাগ যবে, করিয়া দিলেন রসময়॥
বিলু পিলু আম্র তাল, বেল আমলকী ভাল, নারিকেল পনস খর্জুর।
বদরী দ্রাক্ষা পক্ক আম, নারঙ্গ দাড়িম্ব জাম, টেঁটী কলা কমলা বীজপূর॥
ইত্যাদি পরিষ্কারযুক্ত, সখার হর্ষনিমিত্ত, যেই যেই ফল দেন যারে।
তার নিকট দাণ্ডাইয়া, আপনি আগে খাইয়া, মৃদুমন্দ-হাস্যে দেন তাঁরে॥
সব সখা পাশে পাশে, ভ্রমে আনন্দরসে, নৃত্যগতি অতি অলক্ষিত।
সখা নিজ নিজ মনে, সভে জানে মোর স্থানে, আছেন কৃষ্ণ মোর করি প্রীত॥

সখা সব নিজমুখে, যে ফল যারে মিষ্ট লাগে,
আগে পরীক্ষা করেন চাখিয়া।
তবে নিজ হাথে লৈয়া, সেই ফল কৃষ্ণে দিয়া, মহাসুখ পায়েন হাসিয়া॥
কৃষ্ণ তাহা আদর করি, শ্লাঘানর্ম সুচাতুরী, হাস্যরসে বদন পুরিয়া।
মধুরাদি যৈছে হয়, তৈছে মুখভঙ্গী করয়, চর্বণ করে সখায় হাসাইয়া॥
মিষ্ট পানা আদি আর, তেতুল্যাদি নানাপ্রকার, বহুমত দধি আদি করি।
যমুনাজল তুম্বীপাত্রে, পান করি ভোজনান্তে,
সখায় পান করান ধরি ধরি॥
নানাপ্রকার সুখবিনোদ, কুতূহলে বিশারদ, আচমন করি অবশেষে।
সকর্পূর তাম্বুল, বননাগবল্লীদল, ভক্ষণ করিলা হাস্যরসে॥
তারপর লৈয়া মাল্য, চিত্রবিচিত্র ফুলে, তুলসী মালতী যূথী জাতি।
কুন্দ, কুবজা, কেতকী, কাঞ্চন, করবী-আদি, কূটজ কদম্ব দুই ভাঁতি॥
কুমুদ কমল আর, কনক চাঁপা কর্ণিকার, অসন, অশোক সে অর্জুন॥
পলাশ, পাটল, প্রিয়ক, পুষ্প, পুন্নাগ, চম্পক, শতপত্র সহিত গ্রন্থন॥
লবঙ্গ নবমল্লিকা, দমনক, শেফালিকা, মাধবী, যূথী, ঝিন্টি, ওড় আদি।
কতেক লিখিব নামে, সব ফুল বৃন্দাবনে, গাঁথি চিত্রবিচিত্র অবধি॥
কৃষ্ণ আপনার করে, দিলা সব সখাগণে, সখা পরায় কৃষ্ণের কণ্ঠেতে।
বনের অগুরু কুঙ্কুম, কস্তুরী, কর্পূর, চন্দন, সুগন্ধি দিব্য শিলাঘর্ষণেতে॥
কৃষ্ণ-অঙ্গে বিলেপন, নিজ নিজ অঙ্গে ধারণ, পরস্পর সমব্যবহার।
সুন্দর নিকুঞ্জমাঝে, কেহো পুষ্প শয্যা সাজে, নবীনপত্র রচিত তাহার॥
নিকুঞ্জের চারিদিগে, পুষ্প বাসিত ঝাঁকে ঝাঁকে, গুঞ্জে অলি গুণগণ-গান।
কৃষ্ণ আসি শয্যাপরে, শুতিলা অলসভরে, শ্রীদাম-উরু সুখদ শিথান॥
কেহো কেশ-প্রসাধন, কেহো হস্তপাদ-সেবন, তাথে চতুর সুঘড় বয়স্য।
কেহো সুন্দর গীত গায়, চাতুরী ভঙ্গী অভিনয়, মুখপদ্মবিকার নর্মভাষ্য॥

কৃষ্ণ-প্রতিজ্ঞা— না হাসিব, সখা প্রতিজ্ঞা— হাসাইব,
তৈখনে কৃষ্ণ হয় পরাজয়।
হেন বাক্য সুচাতুরী, হাসে কৃষ্ণ উচ্চ করি', হারি মানে ধৈরয না রয় ॥
এই প্রকার বলরাম,- সহ আনন্দে বিশ্রাম, কেলিবিস্তার কৈলা দুই ভাই।
অনন্তর সঙ্কেতবেণু, শৃঙ্গনাদ দিয়া পুনঃ, ধেনুগণে সত্বরে উঠাই ॥
চালাইয়া বাটে বাটে, আইলা গোবর্ধনতটে, চারিদিগে চরে ধেনুগণ।
বন্য-ভূষণ নানামতে, চিত্রবিচিত্র তাথে, গিরিধাতু-আদি সুশোভন ॥
যে রাখালে ভায় যাহা, কৃষ্ণ-অঙ্গে দেয় তাহা,
আমি আগে দিলাম কৃষ্ণ-অঙ্গে।
এই কহে পরস্পরে, পুছে কৃষ্ণ বারে বারে, কৃষ্ণ কহে--দিলে একসঙ্গে ॥
অপূর্বপ্রাপ্ত জনশর্ম, ঐছে করে সব কর্ম, সরূপ-হাথে সমর্পিলা কৃষ্ণ।
শিশু পশু সমর্পিয়া, সুবল মঙ্গল লৈয়া, রাধাকুণ্ডে আইলা সতৃষ্ণ ॥
কুণ্ডতীরে মধ্যাহ্নলীলা, শ্রীরাধাসনে নানা খেলা, পুন আসি মিলে সখাসঙ্গে।
পূর্বন্যায় ব্রজে আসি', সুখী হৈলা ব্রজবাসী, এই মত নিত্যলীলা রঙ্গে ॥
পরীক্ষিৎ কহে মাতা, সংক্ষেপে কহিনু কথা, এই সুন্দর ইতিহাস ধন্য।
নিজ প্রশ্নের উত্তরে, বুঝ নিজ অন্তরে, এ সমস্ত পরানন্দ জন্য ॥
পরানন্দ-অন্তসীমা, গম্ভীর সমুদ্রধারা, এমন শ্রীগোলোক দুর্লভ।
তাহাতে গমন বাস, যদি কর হেন আশ, তবে সাধন কর উক্ত পূর্ব ॥
যদি কহ ভগবৎ— প্রসাদে হয় সমস্ত, সাধন-আগ্রহ কি আছয়ে।
শুন নিবেদন এই, ভগবৎপ্রসাদেই, গোলোক-বৃন্দাবন-গমন হয়ে ॥
তথাপি সাধকজন, শ্রদ্ধায় করেন সাধন,
অতি-আসক্তি অবশ্যই চাই।
সাধনে উদাসীন হৈলে, হরি-প্রসাদ নাহি মিলে,
অতএব সাধনে তারে পাই ॥

গোলোক-গমন-মাত্রে, মদনগোপাল-সহিতে, নানা খেলা তবে পূর্ণ হয়।
যদি কহো, মর্ত্যলোকে, মথুরামণ্ডল গিয়া সুখে, তাথে কোন কার্য সিদ্ধ নয় ॥
তাহা শুন, এই ভুমে, বৈসে যে মথুরাধামে, গমনমাত্রে তৎকাল হয় সিদ্ধ ॥
সকল জনে সব সময়, কৃষ্ণ-সঙ্গে ক্রীড়া না হয়, বিলম্বে খেলে নিত্য নিত্য ॥
কোন দ্বাপরযুগ-অন্তে, প্রকট অবতীর্ণ যাতে, গোলোকনাথ কৃষ্ণ আপনে।
তখন গমন-মাত্রে, সব কৃষ্ণ সহিতে, আসি ভক্ত করয়ে মিলনে ॥
জীব যত সে সময়ে, পরম ভাগ্য উদয়ে, কি কহিব তাহার মহিমা।
কৃপাবিশেষ ভক্তগণে, অবতরে একারণে, পরমানন্দের যাতে সীমা ॥
অন্য সময় যেই, অবতারকাল বিনা সেই, যেই ভক্ত অতি উৎকণ্ঠিত।
গোপীনাথ পরমপ্রিয়, তৈছন কৃপাসমূহ, যেন জনশর্মা সরূপ-সাথে ॥
এ প্রকার নিজ-সঙ্গে, রাখে কৃষ্ণ মহারঙ্গে, হেন মত ভূম মথুরাতে।
তাহা পাইতে শুন যুক্তি, প্রাণ যার কৃষ্ণভক্তি, মুক্তি-আদি না ইচ্ছে মনেতে ॥
হেন জনের পদধূলি, কর গ্রহণ সঞ্চয় করি, মূর্ধায় করহ ধারণ।
তবে মথুরা-গতিমাত্রে, সিদ্ধ হবে অভিমতে, আর কহি বিশেষ কথন ॥
গোপীগণকুচতটী, কুঙ্কুম শোভে পদদুটি, হেন কৃষ্ণের প্রীতসঙ্গে বাস।
হেন যে গোলোকস্থান, কহিলাম এ আখ্যান, সমস্ত সন্দেহ ইথে নাশ ॥
এই যে স্থানের কথা, জিজ্ঞাসু হইলে মাতা, তোমার প্রশ্ন মিষ্ট গাঢ় অতি।
বৈকুণ্ঠ-উপর গোলোকে, যেবা গমন ইচ্ছে সুখে, তার এই পরম যুগতি ॥
শ্রীমদ্গোপীরমণ, সে যুগল শ্রীচরণ, তাথে সমূহ হৈলে প্রেমভক্তি।
তাহাতেই লভ্য হয়, পূর্ণ মনোবাঞ্ছাচয়, বাঞ্ছাতীত ফল হয় প্রাপ্তি ॥
সে ফল পরমপ্রেম, যেন নির্মল দগ্ধ হেম, তার নিষ্ঠা পালন সে করে।
এই যে কহিনু মাতা, অমৃত-রসময় গাথা, ধারণা করি' রাখহ অন্তরে ॥
শ্রীরূপ-সনাতন, শ্রীচরণ-চিন্তন, লিখি ভাষা আশা বলবান।
সকল বৈষ্ণবের পদে, নতি-স্তুতি কাকুবাদে, মনোরথ করহ প্রদান ॥

শ্রীহরি-পরসাদ, পাই এই বড় সাধ, নিশিদিশি এই অভিলাষ।
ভাগবতামৃত-কণা, কহে দীনহীন জনা, কুমনা কুৎসিৎ কানাইদাস ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গোলোকমাহাত্ম্যখণ্ডে
জগদানন্দ-নাম সপ্তম অধ্যায়
প্রথম কলা ॥

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে বালোঽপি যদনুগ্রহাৎ।
তরেন্নানামতগ্রাহব্যাপ্তং সিদ্ধান্ত-সাগরম্ ॥

জয় জয় গদাধর-প্রাণ গৌরচন্দ্র। জয় জয় গৌরিদাস-প্রাণ নিত্যানন্দ।
জয় জয় শ্যামদাস-প্রভু সীতানাথ। জয় গৌরভক্ত-গোষ্ঠী কর আত্মসাথ ॥

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

শুন হে জননি, তোমার প্রশ্নের উত্তর।
গোলোক-মাহাত্ম্য-প্রতিপাদন গূঢ়তর ॥
হরিবংশ-উক্ত বৈশম্পায়ন-সংবাদে। গোবর্দ্ধন-ধারণান্তর ইন্দ্রস্তুতি তাতে ॥
পঞ্চম শ্লোকের অর্থ মূলেতে অপার।
সে সকল লিখিতে সাধ্য না হৈল আমার ॥
তাৎপর্য্য কিছু লিখি দিগ্‌দরশন। অপরাধ ক্ষম গোসাঞি মুঞি মূর্খাধম ॥
স্বর্গলোক হইতে আর ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত। পঞ্চলোক হয় পূর্ব লিখিল বৃত্তান্ত ॥
তার উপর বৈকুণ্ঠলোক নারদাদি সেবে।
তাহার উপর গোলোক ভজনীয় সবে ॥
ব্রহ্মা শিব সনকাদি নারদ মুনি আদি।
সবের অভীষ্টদাতৃ সাধনযোগ্য নিতি ॥

নিত্যপ্রিয় নন্দ-আদির হয় অধিকার। পালন করিয়া ভোগ করেন তাহার॥

গোলোকবাসী গোপ-গোপী-শ্রীরাধিকা-আদি।
নানান প্রকার বিহার করে নিরবধি॥
ইহাতে মাহাত্ম্যাধিক পালন করে এই।
সর্বব্যাপক অপরিচ্ছিন্ন গোলোক সেই॥

তাহাতে গমনরীতি ক্রমে জানাইলা। গ্রন্থমধ্যে বিস্তারিত সে সব লিখিলা॥

তাহার সারার্থ-প্রমাণ লিখন এখানে।
শ্রুতিশাস্ত্র-পুরাণাদির শ্লোকার্থ-ব্যাখানে॥

স্কন্দপুরাণ কৃষ্ণার্জুন-সংবাদে লিখন। ইত্যাদিক মূলগ্রন্থে টীকার লিখন॥
কিঞ্চিৎ বুঝিতে শক্তি আমার না হৈল। অতএব দূরে রহি দণ্ডবৎ কৈল॥

শ্রীজনমেজয় উবাচ—

হে বৈষ্ণবাগ্র্য জৈমিনি মহাশয়! যে সব কহিলে শ্লোক করিয়া নির্ণয়॥

এই সব শ্লোক বৈশম্পায়ন-মুখে পূর্বে।
আর অর্থবোধ ছিল কহি তাহা ইবে॥
প্রপঞ্চ-মধ্যে যেই হয় সত্যলোক নাম।
সেই ব্রহ্মলোক, তার পর গোলোক-ধাম॥

এই আমার হৃদয়েতে আছিল নিশ্চয়। এখন তব মুখে শুনি' ঘুচিল সংশয়॥
প্রপঞ্চাতীত বৈকুণ্ঠ, তারপর গোলোক। হৃদয়ে প্রতীত হৈল গেল সব শোক॥
কি আশ্চর্য ভাগবত-জনের মহিমা। যে অর্থ কহিলে তার কে পাইবে সীমা॥
হে মুনিবর! কথন হইব সমাপ্ত। এই আশঙ্কায় মন হৈল জড়ীভূত॥
কিঞ্চিৎ রসায়ন দেহ যাতে সাম্য হই। পরমসুখ দিতে আর নাহি তোমা বই॥

শ্রীজৈমিনিরুবাচ—

ভো বৎস জনমেজয়! গোলোক-মাহাত্ম্য।
কহিলা তোমার পিতা মাতাকে সমস্ত॥

বিচিত্র মধুর ভাব উপাখ্যানদ্বয়। যেই যেই শ্লোক তিঁহো কহিলা নিশ্চয় ॥
সেই সেই পদ্য আমি কহিল তোমাকে।
যে যে ভাবে পরীক্ষিৎ কহিলেন আগে ॥
ভাগবতামৃত আর কৃষ্ণামৃত হয়। পরম উত্তম এই দুই কথাদ্বয় ॥
তার অনুরূপ শ্রুতি-স্মৃতি অভিধেয়।
অথবা তার সার ফল পরম উপাদেয় ॥
অংশরূপ তন্ময় পরমমনোহর। যাহা গান করি' সুখ পাই নিরন্তর ॥
তোমার পিতার বিয়োগ না যায় সহনে।
সে দুঃখ নিরাস, সুখ পাই যাহা গানে ॥
সেই শ্লোক শুনিলে সুখী তুমিও হইবে।
গোলোক-মাহাত্ম্য মধুর বচন জানিবে ॥
গোলোকপতি গোবিন্দ-পরিবার পরিচ্ছদ।
তাহার মাহাত্ম্য বিশেষ যাহা কহে বেদ ॥
ব্রহ্ম-সংহিতা এই অনন্ত আখ্যান। আদি পুরুষের স্তোত্র, চতুর্থ শ্লোক শুন ॥
"আনন্দ-চিন্ময়রস" ইত্যাদিক শ্লোকে।
মূলগ্রন্থে টীকায় অর্থ আছয়ে অনেকে ॥
সে সব লিখিতে সাধ্য নাহিক আমার।
দিগ্ দরশন কিছু লিখিব তাহার ॥
গোবিন্দ-মহিমা সব আছয়ে প্রসিদ্ধ। অনির্বচনীয় কলা বৈদগ্ধী বিশুদ্ধ ॥
গুণ-রূপ-বিচিত্র শোভা-ক্রীড়া-আদি করি।
নিজাংশভূত গোপ-গোপী প্রভৃতি বিহরি ॥
গোবিন্দ-সমান রূপ আনন্দ চিন্ময়। পরম সুখ অনুভব যাহা হৈতে হয় ॥
কিংবা আনন্দজ্ঞানঘন সবিশেষ করিয়ে।
প্রতিমারূপেতে জগজনে বিস্তারয়ে ॥

অখিল জীবের অন্তর্যামী পরমাত্মা। সদা হৃদয়ে বাস করেন জগতের ভর্তা॥

গোলোকে করে বাস সর্ব-অবতারী খনি।

হেন আদিপুরুষ গোবিন্দে ভজি আমি॥

গোলোক নিজধামতলে বৈকুণ্ঠনাথ-ধাম। মহেশধাম দেবীধাম মহাকাল নাম॥

ঐ মহাকালপুর প্রভৃতি যত লোক। সেই সেই স্থানে হয় বৈভব অনেক॥

অথবা শক্তিবিশেষ সমূহ প্রকটিলা জানি।

সেই আদিপুরুষ গোবিন্দে ভজি আমি॥

গোকুল, গোলোক, শ্বেতদ্বীপ এক নাম।

তাথে কান্তা— মহালক্ষ্মীগণের প্রধান॥

পরম পুরুষ— কান্ত, কল্পবৃক্ষ— শাখী।

কথা— গান, গতি— নাট্য, বংশী— প্রিয়সখী॥

ভূমি— চিন্তামণি, আর সলিল— অমৃত।

চিদানন্দ পরম জ্যোতি যাঁহা সুবেকত॥

গোবিন্দ-প্রেমবিশেষ যাঁহা অনুভব হয়। গোবিন্দ-অধরামৃত ভোগ্য আস্বাদয়॥

প্রিয় ভগবতী গোপী ইথে প্রাধান্য গণি।

তথা আদিপুরুষ গোবিন্দ ভজি আমি॥

অনির্বচনীয় ক্ষীরসমুদ্র কামধেনু। শ্বেতদ্বীপ-নাম বিশুদ্ধ দ্বীপ-নাম জনু॥

স্থানবিশেষ তার আশ্রয় আমি করি। শ্বেতদ্বীপের এই অর্থ কহিল বিবরি॥

যদি কহ,—'প্রপঞ্চান্তর্গত ক্ষীর-সমুদ্র। তার মধ্যে শ্বেতদ্বীপ এই হয় অর্থ॥

তাহা নহে, কারণ শুনহ বিশেষিয়ে।

তাহা কাঁহা সব স্ত্রী লক্ষ্মী-অভাব দেখিয়ে॥

তথা পরম পুরুষ এক কান্তও অভাব। বংশী প্রিয়সখী-আদি অত্যন্ত অভাব॥

সুরভি-দুগ্ধে ক্ষীরসমুদ্র, এ অযোগ্য হয়। তাথে সর্ব পরকারে শুনহ নিশ্চয়॥

প্রপঞ্চাতীত বৈকুণ্ঠ-উপরি বর্তমান। শ্রীগোলোক সেই কৃষ্ণ শুদ্ধ ব্যাখ্যান॥

তাহার শ্বেততা হয় পরম শুদ্ধতে। সত্ত্ব গব্যক্ষীরময় ধবল-বর্ণ যাতে ॥
'দ্বীপ'-শব্দে আশ্রয়বাচিত্বকর জানে। পরম বিশুদ্ধ নন্দ-আদি নিবাসস্থানে ॥
মথুরামণ্ডল-সম যমুনার তীর। মণ্ডল আকার দেখ চারিদিগে ক্ষীর ॥
দুগ্ধেতে প্লাবিত ক্ষীর-সমুদ্রের ন্যায়। মধ্যবর্ত্তী হয় বিচারিয়া বুঝ তায় ॥
এমতে মথুরা ক্ষীর-সমুদ্র, গো তথা। বৃন্দাবন শ্বেতদ্বীপ এ বক্তব্য সদা ॥

দিশামাত্র দেখাইলাম, বিচারে বুঝিবে।
মূর্খ হয়্যা ভাষায় লিখি দোষ না লইবে ॥

এখন লিখিব ব্রজভূম চরাচর। মাহাত্ম্য যাহা ভাগবতের ভিতর ॥
প্রথমে এগার শ্লোক মূলেতে বিস্তার। কিঞ্চিৎ লিখিব যেই শক্তি আপনার ॥
শ্রীমথুরা মহাপুরী মহাধন্য হয়। যাতে ব্রজভূম কৃষ্ণ বিহার করয় ॥
নানা প্রকার লীলা, পর্যটন বনে বনে। মঞ্জীর-রঞ্জিত কমল-অরুণ-চরণে ॥
যেই পাদপদ্ম পূজা করে নিরবধি। অন্তর্যামী হৃন্নিবাসী পুরাণপুরুষ আদি ॥
তথা শিব লক্ষ্মী-আদির অর্চিত চরণে। হেন কৃষ্ণ মনুষ্য গূঢ় হইয়া আপনে ॥

মনুষ্যের ন্যায় আকার সর্ব মনোহরে।
কংসকে বঞ্চিতে বৈভব গোচর না করে ॥
কুঞ্জাদিতে বিশেষ ক্রীড়া অলক্ষিত হৈয়া।
বনসম্বন্ধি মালা-আদি ধারণ করিয়া ॥

বলদেব আর গোপকুমারের সহে। গোপালন-আদি করি নানা খেলা তাহে ॥

গোপীগণ সনে রাসলীলাদি বিহার।
কে কহিতে পারে সেই মাহাত্ম্য অপার ॥
মাতৃরূপা গোপী গাভীর মাহাত্ম্য লিখি।
ব্রহ্মবাক্য—"অহোহতিধন্যা" ইত্যাদিক দেখি ॥
অহো কি আশ্চর্য্য ব্রজের গোপী গাভীগণ।
স্তন্যপান দিয়া কৃষ্ণের সুখী করে মন ॥

বৎস আর পুত্ররূপ আপনে কৃষ্ণ হই। পান করিলেন স্তন্য ইথে ধন্য দুই॥

সমস্ত ব্রজের ধন্য কহে আর শ্লোকে।
"অহো ভাগ্য" ইত্যাদিকে যেই অর্থ লিখে॥

নন্দ-আদি ব্রজবাসীর ভাগ্য অতি ভারি। পূর্ণব্রহ্ম সনাতন নিত্য হিতকারী॥
কেবল ভয়ত্রাতা কৃষ্ণ এমতি না জানিহ। সদা সুখদায়ী পরম-আনন্দ মানিহ॥
হেন কৃষ্ণ— মিত্র, নতু ঈশ্বরাদি রূপ। ব্রজবাসিগণ সবার প্রেমের স্বরূপ॥
অথবা সনাতন পূর্ণব্রহ্ম যেই তুমি। নন্দগোপ ব্রজবাসী ঐছে প্রিয় গণি॥
নন্দগোপ ব্রজবাসীর ভাগ্যের মহিমা। বর্ণন করিয়া তার কেবা পায় সীমা॥

ব্রহ্মা কহে,— আমি আর রুদ্র, চন্দ্র আদি।
ব্রজবাসীর ইন্দ্রিয়ের হই অধিষ্ঠাতৃ॥

ইহাতেই আমরা সবের হয় বড় ভাগ্য। চিত্ত-অধিষ্ঠাতৃ তুমি এইত শ্লাঘ্য॥
তোমার চরণারবিন্দ-মকরন্দ পান করি। যেমন মকরন্দ তাহা শুনহ বিবরি॥
সেই যে মাধুর্যামৃত পরম মাদক। পরম জীবনস্বরূপ অমৃত নাম এক॥

ব্রজবাসী সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ সকলে।
অধিষ্ঠাতৃ হই আমরা— ব্রহ্মা কৈছে বলে॥
তাহার কারণ— ব্রহ্মা সৌভাগ্য মানিতে।
পাঞ্চভৌতিক দেহ অভিপ্রায় দৃষ্টমতে॥
কিংবা বৈকুণ্ঠে সচিদানন্দ চন্দ্র সূর্য আদি।
তার অবতার অভেদ করি' কহিলেন বিধি॥

ব্রহ্মার প্রার্থনা এই শ্রীবৃন্দাবনে। যেন তেন নিকৃষ্ট জন্ম হয় ব্রজস্থানে॥

গোকুলবাসীর চরণরজে হবে অভিষেকে।
যে রজ অন্বেষয়ে শ্রুতি, না পায়— না দেখে॥
ব্রহ্মা কহে,— কৃষ্ণ তুমি ব্রজবাসী ঋণী।
হেন ব্রজের মাহাত্ম্য কি বর্ণিব আমি॥

যদি কহ,— আপনা দিয়া অধীন হইব।
তাহাও না হয়, বিচার-বিশেষ কহিব ॥
বাল-ঘাতিনী পূতনায় করিলে আত্মসাথ।
কুল সহিত তাহারে যে করিলে কৃতার্থ ॥
এই প্রকার একাদশ শ্লোকের ব্যাখ্যান।
দেখাইলেন বৃন্দাবনের সামান্য মাহাত্ম্য ॥

বৃন্দাবনের ভিন্ন ভিন্ন মাহাত্ম্য কহেন। যেই বনে কৃষ্ণ পাদকমলে ভ্রমেন ॥
বেণুবাদন শুনি যেন মেঘের শবদ। ময়ূর করয়ে নৃত্য হইয়া উনমত্ত ॥
গোবর্ধন-মাহাত্ম্য কহে কোন সখী। হরিদাসশ্রেষ্ঠ এই গিরিবরে দেখি ॥
রামকৃষ্ণ-চরণস্পর্শে প্রকটে আনন্দ। রোমোদ্গম স্বেদ আর আনন্দাশ্রুবিন্দু ॥
জলবিন্দু সেই অশ্রু, পুলক — তৃণাঙ্কুর। কৃষ্ণরামে পূজা করে আনন্দ প্রচুর ॥
জল-তৃণ-কন্দমূল-কন্দরাদি-দ্বারে। কৃষ্ণ তুষ্ট করি মান দেন পরকারে ॥
ব্রজেতে গগনে মেঘ উদয় করিয়া। ছত্রন্যায় হই' যায় কৃষ্ণে সুখ দিয়া ॥
মেঘের ভাগ্যের কথা না যায় বর্ণন। রৌদ্রে গোমণ্ডিল্যাদির সুখবিস্তারণ ॥
ব্রজের যে নদীগণ কৃষ্ণপ্রসাদপাত্রী। বহির্দৃষ্টে অচেতন জল-প্রবাহবতী ॥
যমুনা মানসগঙ্গা শুনি বেণুগান। আবর্ত হইয়া তরঙ্গ হয় বলবান ॥
ঢেউছলে ভুজ পসারিয়া কৃষ্ণ-পায়। কমল অর্পণ করে, স্পর্শ করে তায় ॥
তরুলতা-মাহাত্ম্য শুনহ এখন। কৃষ্ণ-বেণুনাদ যবে করয়ে শ্রবণ ॥
আনন্দাশ্রুধারা যেই সেই মধুধারা। নিরন্তর বরিষয়ে মহাপ্রেমিক-পারা ॥
বাহির ভিতর ভক্তিরসে পরিপূর্ণ। কিশোররূপে স্থিতি, সর্ব ফল দেন তূর্ণ ॥
অত্যন্ত রহস্য তথাপি প্রকাশে লক্ষণ। প্রেমরসে হৃষ্টতনু দেখি সর্বক্ষণ ॥
পুষ্প-ফলযুক্ত নম্রমান সদাকাল। প্রেমভক্তিলক্ষণ ইহাতে জানি ভাল ॥

স্থাবর হৈতে জঙ্গম মধ্যে কীটের মাহাত্ম্য।
কৃষ্ণ কহেন বলদেবে সরহস্য উক্ত ॥

হে আদিপুরুষ ! দেখ এই অলিগণ । তব যশোগানে মত্ত করয়ে ভ্রমণ ॥
পাদপদ্মে গমন করে বাহুল্য করিয়া । তুয়া ভক্ত মুনিগণ হৈতে যোগ্য ইহা ॥

জলচারী পক্ষি-মাহাত্ম্য কহেন গোপিকা ।
মিষ্টজল কমলবনে হংসাদি অধিকা ॥

কৃষ্ণবেণু শুনি' চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া । প্রথমেতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া ॥
সেই সরোবরে আসি কৃষ্ণ-ভজন করে । যতন করিয়া অতি স্থিরচিত্ত ধরে ॥

কায়, মন, বাক্য— তিনে করিয়া নিবৃত্তি ।
তদেকনিষ্ঠতা— নেত্র মুদিত, মৌন উক্তি ॥

এ প্রকার ভজন করে জলচর পক্ষ । বৃক্ষ-পক্ষি-মাহাত্ম্য শুন গোপীবাক্য ॥
এই বৃন্দাবনে পক্ষী বৃক্ষ'পরে থাকে । কৃষ্ণ-রূপগুণলীলা কহে, শুনে, দেখে ॥
তাহা হৈতে শ্রেষ্ঠ দেখ হরিণী মূঢ়মতি । কৃষ্ণ-দরশন করে সঙ্গে লয়্যা পতি ॥
বেণুগীত শ্রবণ ভরিয়া শুনে সেই । বিহরে গোধন-সনে বনে বনে যেই ॥

গোপালদেবের পাল্য গোধন-মাহাত্ম্য ।
কে কহিতে পারে সব, না হয় সামর্থ্য ॥

কৃষ্ণ-মুখচন্দ্র-পীযূষ কর্ণদ্বারে পিয়ে । যৈছন সঙ্কেত তৈছে গমন করয়ে ॥

ঊর্ধ্ব কর্ণপুটে পান করি সাবধানে ।
কৃষ্ণস্নেহে ক্ষরে দুগ্ধ, সগ্রাস বদনে ॥

গোবিন্দ-মাধুরী অঙ্গেতে স্পর্শন । বৃষ গো মৃগ-আদি সবের ঐছন ॥

বেণুগীত শুনি' চর্বিত ভোজন না করে ।
ফেলিতেও সামর্থ্যহীন দন্তে মাত্র ধরে ॥
কর্ণ উঠাইয়া নিদ্রিত চিত্রিতের ন্যায় ।
তাৎপর্য— প্রেমমোহ, জ্ঞানশূন্য প্রায় ॥

তৎশ্রেষ্ঠ ব্রজপুলিন্দী-মাহাত্ম্য-লিখন । শবর-অঙ্গনা, ভিল্লী-আদি নারীগণ ॥
কৃষ্ণচরণ-কুঙ্কুম তৃণলিপ্ত থাকে যেই । তাহা কুচে লেপি কামরোগ নাশে সেই ॥

তৎশ্রেষ্ঠ গোপবালক, কৃষ্ণ-সহচর। যাহার মহিমা শুক বর্ণে নিরন্তর ॥

কৃষ্ণ আগে দূরে গেলে সখা যায় ধেয়্যা।
'আগে ছুইলাম' বলি' সভে বেঢ়ে গিয়া ॥
সখা সনে খেলা যত, নিত্য তা জানিবে।
মায়ামোহিত জন ইহা কভু না বুঝিবে ॥

কোন সময় যমুনাতীরে শীতল স্থানেতে। বাহু-যুদ্ধে শ্রম সখার পল্লব-শয্যাতে ॥

বৃক্ষমূল-আশ্রয়, কোন সখার পুষ্ট উরু।
বালিশ করিয়া সভার শ্রম দূর করু ॥
কেহো পাদ-সম্বাহন, কেহো বা বীজন।
কেহো গান করে যাতে কৃষ্ণ-মনোরম ॥

তাহা হৈতে সর্বথা উৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য। নন্দ-যশোমতী-গুণ না হয় বর্ণন ॥

পরীক্ষিৎ প্রশ্ন কৈলা শুকদেব স্থানে।
"নন্দঃ কিমকরোদ্ ব্রহ্মন্" ইত্যাদি চরণে ॥

মহাভাগা যশোদা কোন্ শ্রেয়ঃ কৈলা। পরমেশ্বর কৃষ্ণে স্তন পান করাইলা ॥

মুনি কহে,— ব্রহ্মার বরে কৃষ্ণ পুত্র পাইলা।
ইহার যে গূঢ় অর্থ, পূর্বেই লিখিলা ॥

প্রবাস হইতে নন্দ আসিয়া তৎক্ষণে। পুত্র কোলে করি নিল মস্তক-আঘ্রাণে ॥
কৃষ্ণ যবে দধিভাণ্ড ভাঙ্গিয়া পলায়। ধরিতে ধাবমান রাণী ধরা নাহি যায়।
প্রস্বেদ, কবরী মালা স্খলিত হইল। মাতার দেখিয়া শ্রম বন্ধন লইল ॥

এত কহি ভাগবতে কহে বাখানিয়া।
হেন প্রসাদ কেহ না পায়, না পায়— বলিয়া ॥

বক্ষঃস্থিতা লক্ষ্মী সদা তিঁহো না পাইল। শিব না পাইল, ব্রহ্মা দূরেতে রহিল ॥
সর্ব হৈতে অতিবিশিষ্টতম মাহাত্ম্য। গোপিকার প্রেম ভাগবতের বর্ণন ॥
মুঞ্জাটবী-দাবানল-মোচনান্ত যবে। সায়ংকালে ব্রজে কৃষ্ণ আইলেন তবে ॥

দর্শন করিয়া গোপী পরানন্দ হৈয়া। বর্ণন করেন প্রেম, আবেশ ভরিয়া ॥
কৃষ্ণ দরশন বিনে ক্ষণে যুগ শত। ইত্যাদিক চরণ আছয়ে বিস্তারিত ॥
রাসক্রীড়ায় ভগবান অন্তর্ধান হৈলে। কৃষ্ণ অন্বেষণে ঘোর বন-অন্ধকারে ॥
কৃষ্ণ না পাইয়া পুন ফিরিয়া আইলা। কালিন্দীর তীরে আসি বেদন করিলা ॥
লোক-ব্যবহারে ঘর-গমন বহুদূরে। কদাচিৎ ঘর-গমন-স্মরণ না করে ॥
কৃষ্ণেতে আবিষ্ট মন না হয় বাহির। গুণগান করিতে মিলিলা যদুবীর ॥

গোপীগুণ মথুরাবাসী বাক্য যে বর্ণিলা।
গোপিকা সৌভাগ্য কোন তপস্যা করিলা ॥

যে তপে নন্দ-নন্দনের রূপলাবণ্যসার। অভিনব ক্ষণে ক্ষণে পিয়ে নেত্রদ্বার ॥
অন্যের দুরাপ শোভা ঐশ্বর্য অপার। একান্ত আশ্রয় প্রেমভাবেতে যাহার ॥

গোপী গৃহকাজে ব্যগ্র, তথাপি কৃষ্ণেতে।
কৃষ্ণ বিনে তিলার্ধ না যায় অন্যচিত্তে ॥

গাভী-দোহনে কিংবা দুগ্ধ-আবর্তনে। তণ্ডুল ছাটিতে কিম্বা দধির মন্থনে ॥
তনু-অনুলেপনে কিংবা বালক-রোদনে। সেচন-মার্জনাদি আঙ্গন-লেপনে।
হিন্দোলা-উৎসবে কিংবা কোন গৃহকাজে। কৃষ্ণ-গুণগান করে সকল বরজে ॥
অশ্রুকণ্ঠী গদ্‌গদবাণী ব্রজাঙ্গনা। অতএব ধন্য পুণ্যবতী সর্বজনা ॥
মথুরাবাসীর উক্তি অনেক আছয়ে। কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মাত্র সূচন করিয়ে ॥
এখন শ্রীকৃষ্ণ-মুখোদিত যেই বাণী। রাসান্তে কহিলা আমি থাকিলাম ঋণী ॥
উদ্ধব-দ্বারেতে গোপী-মাহাত্ম্য-বিস্তার। গোপাঙ্গনা-মাহাত্ম্য-সমুদ্র অপার ॥

গোপী-মাহাত্ম্য দূরে রহু, তৎসঙ্গ-মাহাত্ম্য।
পুলিন্দী দুর্লভ-গতি পাইল সে নিত্য ॥
জাতি-ক্রিয়া-জ্ঞান-ভক্তি-আদি বলহীন।
স্বরূপ-আত্মতত্ত্ব-রহিত সর্বভাবে দীন ॥

কদাচিৎ তৃণাদিলগ্ন-কুঙ্কুম কুচে দিয়া। অথবা গোপী-গৃহে গমন সঙ্গাদি হইয়া ॥

আমাতেই সদা যার চিত্ত মন কায়। নন্দ-নন্দন উপপতি-রমণ-ইচ্ছায় ॥
উপপতিভাবে প্রাপ্ত হৈল জন্মান্তরে। আপনার মুখে কৃষ্ণ কহিলা বিস্তারে ॥
ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধব-বাক্য কহিলা আপনি। নন্দব্রজ-মহালক্ষ্মী গোপবধূ জানি ॥
বৃন্দাবন-বিহারিণী এ সকল কোথা। কোথা আমরা দুষ্টভাব ব্যভিচারিমতা ॥
পরম প্রেমাস্পদ কৃষ্ণ, তাথে রূঢ়ভাব। আমাদের তাদৃশ ভাব-লেশ-অলাভ ॥

যদি কহ,— গোপীভাব আছে কৃষ্ণ-প্রতি।
কৃষ্ণের নাহিক ভাব গোপীগণে রতি ॥
তাহা শুন, ঈশ্বর কৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা সে আছে।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে ॥

অমৃত না জানিয়া যদি করয়ে সেবন। শরীর আরোগ্য অবশ্য হয়ে তৎক্ষণ ॥

গোপীকে তৈছে ভজে, ইথে আশ্চর্য না হয়।
আর শুন, মূলগ্রন্থের আশয় যে হয় ॥

রাসোৎসবে কৃষ্ণ-ভুজদণ্ডেতে গৃহীত। যেন ব্রজ-সুন্দরীগণ পাইলেন প্রীত ॥

হেন প্রসাদ লক্ষ্মী-আদি কেহো না পাইলা।
বামনভার্যা কৃতি আদি কভু না জানিলা ॥

আনের কি কথা রুক্মিণী না পাইলা। স্বর্গকন্যা-আদি সবগণ মানা হৈলা ॥

উদ্ধব কহে,— গুল্মলতা-আদি কিছু হই।
গোপীর চরণধূলী যৈছে আমি পাই ॥

যে গোপী স্বজন আর্যপথ তেয়াগিয়া। মুকুন্দ-পাদপদ্ম সেবন করে হৃষ্ট হৈয়া ॥
ব্রজ-স্ত্রী-চরণধূলী বন্দি বারে বারে। যাহার উৎকৃষ্ট যশে জগৎ পবিত্র করে ॥
হেন গোপীগণমধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠতমা। শ্রীরাধিকা মাহাত্ম্য সর্বগুণধামা ॥
রাধিকার ভাব-গাম্ভীর্য, সে সব মহিমা। বর্ণন করিয়া তার কে পাইবে সীমা ॥
কৃষ্ণাধরামৃত সদা পান-ইচ্ছালোভে। কহেন মুরলীপ্রতি সপত্নীকভাবে ॥
হে ললিতা-আদি সখি, করহ শ্রবণ। নীরস কাষ্ঠ বেণু কুশল কৈল আচরণ ॥

সেই তপ আমি করি যে পুণ্য হইতে। গোপীভোগ্য দামোদরাধরামৃত পিতে॥
স্বতন্ত্র হয়্যা পান করে, নাহি রাখে শেষে। মাতৃকূল পিতৃকূল দুই পায় হর্ষে॥
জল হৈতে বাঁশ পুষ্ট সহজেই হয়। ইথে মাতৃতুল্যা নদী প্রেমেতে পূরয়॥
রোমাঞ্চ হয় দেখহ কমল বিকশিত। পিতৃবর্গ বৃক্ষ সব আনন্দাশ্রু-অন্বিত॥
মধুধারা ছলে বহে পরম উল্লাসে। যৈছে আর্যকূল বৃদ্ধ বৈষ্ণব হৈলে বংশে॥

সে যেন আনন্দে লোমাঞ্চ অশ্রুত্যাগ করে।
এইমত বেণুগুণে তার কুল ঝুরে॥

এইমত মহারাজ শ্রীপরীক্ষিতে। সামান্য বিশেষে কহি গোকুল-মাহাত্ম্যে॥
সমাপ্তি-ইচ্ছাতে গুরু শুকদেব-ন্যায়। উপসংহার করেন এক শ্লোক পঢ়ি তায়॥

'জয়তি জননিবাসো' ইত্যাদি॥

শ্রীকৃষ্ণ জয়তি সর্ব উৎকর্ষ করিয়া। সর্ব জীবনের আধার অন্তর্যামী হৈয়া॥
তথা ভক্ত-অন্তরেতে বৈসেন আপনি। বাহিরে সাক্ষাৎ ন্যায় প্রকট ঐছনি॥
নানান অবতার রূপ হইয়া বৈসেন। হেন পরব্রহ্ম পরমাত্মা যে হয়েন॥
সর্বেশ্বর, সর্ব-অবতার-বীজ কৃষ্ণ। ইহাতেই সর্ব উৎকর্ষ উৎকৃষ্ট॥
পরম ঐশ্বর্যসীমা প্রকট-নিমিত্ত। দৈবকীতে জন্ম সেই গোকুলেতে প্রাপ্ত॥

সুন্দর-স্মিত, শোভা-সুখ-প্রেম করেন বৃদ্ধি।
ব্রজবনিতা-পুরবনিতা-প্রেম নিতি নিতি॥

শ্রীজনমেজয় উবাচ—

হে ভগবন্ গুরো! তোমায় নমস্কারে। পরম গুহ্য গোকুলমাহাত্ম্য শুনাইলে॥

ইহাতে নিশ্চিত আমি হৈলাম কৃতার্থ।
কৃপা করি দিলে প্রেম-ভকতি সামর্থ্য॥

শ্রীজৈমিনিরুবাচ—

হে তাত! সত্য কহ যাতে যে আখ্যানে।
ভক্তিতে শ্রবণ কিংবা যে করে কীর্তনে॥

কিংবা আখ্যান-স্মরেণেতে কৃষ্ণপাদপ্রাপ্ত।
গোলোক প্রাপ্ত হয় যেন ধরয়ে সামর্থ্য।

শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণে এতাদৃশ ফল। তৎসাধনে প্রাপ্ত হবে, কি আশ্চর্য বল॥
ইহার শ্রবণে সত্য কৃতার্থ হইলা। আমিহ কৃতার্থ যাতে কীর্তন করিলা॥
নিরুপাধি কৃপায় আকুল নন্দের নন্দন। গুরূত্তম, তাঁহাকে নমস্কার অনুক্ষণ॥
গোপরাজতনয় কারুণ্যশক্তি-দ্বারে। সর্বেন্দ্রিয়ে প্রবর্তন করান ভক্তিসারে॥
শ্রবণকীর্তন-আদি ভক্তির লক্ষণ। আপনে সর্ব ইন্দ্রিয়ে করায়্যা প্রবর্তন॥

ভক্তিকারী-জনপ্রতি অতিতুষ্ট কৃষ্ণ।
যৈছে পরম উপকারক-প্রতি লোক তুষ্ট॥

তথা হি—

স্বয়ং প্রবর্তিতৈঃ কৃৎস্নৈর্মমৈতল্লিখনশ্রমৈঃ।
শ্রীমচ্চৈতন্যরূপোঽসৌ ভগবান্ প্রীয়তাং সদা॥ ১॥

অস্যার্থঃ—

শ্রীমান্ চৈতন্যদেব শচীর নন্দন। স্বরূপেতে ভগবান্ কৈলা প্রবর্তন॥
অথবা চৈতন্যরূপ শ্রীকৃষ্ণদেব। কিংবা চৈতন্যপ্রিয় সেবক বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ **রূপ**॥
তার সঙ্গে আপনে প্রবৃত্তি কৈলে প্রাপ্ত। লিখন-শ্রম তার সদা হউ প্রীতযুক্ত॥
ভাগবতামৃত এই সমুদ্র অগাধ। টীকাতরঙ্গ দেখি তায় পূর্ণ হৈল সাধ॥
অবগাহন দূরে রহু, না হয় স্পর্শন। তথাপি যে পাইল তার শুনহ কারণ॥
রূপ-সনাতন-চরণ-স্মরণ-বাতাসে। যে যে কলা স্পর্শ হৈল ইথে পূর্ণ আশে॥
হরি-পরসাদ পাই বাঢ়িল এ আশ। ভাগবতামৃত-কণা কহে কানাইদাস॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গোলোক-মাহাত্ম্যখণ্ডে
জগদানন্দ-নাম সপ্তম অধ্যায়
দ্বিতীয় কলা॥

গ্রন্থানুবাদ

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

জয় গদাধর-নরহরি-প্রাণনাথ। জয় বসু-জাহ্নবাপ্রাণ অবধূতচান্দ ॥
জয় সীতাপতি জয় গৌরভক্তগণ। প্রাণপতি সরবস শচীর নন্দন ॥
এত দূরে মূলগ্রন্থ হৈল সমাপন। লিখ্য গ্রন্থের অনুবাদ লিখিয়ে এখন ॥
যাহা হৈতে গ্রন্থ-অর্থ করিয়ে আস্বাদ। পূর্বাচার্যের আচার দেখি এ অনুবাদ ॥
প্রথম অধ্যায় প্রথম কলাতে পূরণ। হরে কৃষ্ণ ইত্যাদি নাম মঙ্গলাচরণ ॥

প্রয়াগে ঋষি-সমাজে নারদ মুনি সনে।
ভৌমিক বিপ্রবৈষ্ণব সহ কথোপকথনে ॥

তারপর নারদ দক্ষিণ দেশ গিয়া। চক্রবর্তী রাজার বৈষ্ণবতা নির্ধারিয়া ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়, এক কলা— নারদ স্বর্গে গেলা।
ইন্দ্রের দৈন্য, ব্রহ্মার বড়াক্তি শুনিলা ॥
ব্রহ্মলোকে গিয়া শুনি ব্রহ্মায় কৈলা স্তুতি।
'দাসোহস্মি দাসোহস্মি' ব্রহ্মা কহে মুনি-প্রতি ॥

ব্রহ্মার দৈন্য আর মহেশের গুণ। প্রপঞ্চাপ্রপঞ্চ দুই শিবলোক হন ॥

তৃতীয় অধ্যায় এক কলা— নারদ শিব-পাশ।
স্তুতিতে শিব কহে,— আমি কৃষ্ণদাসানুদাস ॥

শিব-বাণী, বৈকুণ্ঠবাসী প্রহ্লাদের গুণ। ইতোমধ্যে ভক্তিতত্ত্ব অনেক কথন ॥

চতুর্থ অধ্যায় এক কলা, তাহার প্রথমে।
নারদ-প্রহ্লাদে কথা প্রেমভক্তিসনে ॥
পঞ্চমে তিন কলা,— প্রথমে হনুমান্-মিলন।
তাঁহার শ্রীমুখে পাণ্ডবের গুণের শ্রবণ ॥

দ্বিতীয় তৃতীয়ে নারদ দ্বারকা যাইয়া। যাদব-উদ্ধবগুণ শ্রেষ্ঠতা জানিয়া॥

ষষ্ঠ অধ্যায় এক কলায় নারদ মুনিবরে।
ব্রজের মাহাত্ম্য-কথা কৃষ্ণ-মন্দির-দ্বারে॥

কৃষ্ণের মূর্ছিত দশা, বিরহ-বেদনা। সপ্তম অধ্যায় মধ্যে হৈল দুই কলা॥

প্রথমে নব বৃন্দাবনে লীলা মনোহর। নিজ-মন্দিরে আসি কৃষ্ণ রসিক-শেখর॥

সর্বশ্রেষ্ঠ গোপী-মাহাত্ম্য এই জানাইলা।
ইহার বিস্তারিত এই কলাতে লিখিলা॥
দ্বিতীয় কলায় নারদপ্রতি কৃষ্ণবাণী।
সঙ্গম হৈতে বিরহ-রস অধিক সুখ জানি॥
সকল ভক্ত হৈতে শ্রেষ্ঠ ব্রজবাসী যত।
তার মধ্যে শ্রীরাধিকার উৎকৃষ্ট মহত্ত্ব॥

ইহাতে হইল পরিপূর্ণ ভক্তামৃত। এখন লিখি **উত্তরখণ্ডে** গোলোক-মাহাত্ম্য॥

কৃষ্ণামৃতে প্রথম অধ্যায়, প্রথম কলা ইতি।
উত্তরা করিলা প্রশ্ন পরীক্ষিৎ-প্রতি॥

মাথুরীয় বিপ্র বৃন্দাবনে আগমন। গোপকুমারে জিজ্ঞাসিলা সাধ্য সাধন॥

দ্বিতীয় কলায় কৈলা নাম-উপদেশ। নিজকথা কহেন তাহারে সবিশেষ॥

গঙ্গাতীরে খণ্ডেশ্বর রাজ্য প্রাপ্তি হৈয়া। পুরুষোত্তমে চক্রবর্তি-রাজত্ব করিয়া॥

সমস্ত ভক্তি প্রতিপাদন কথন। পুনরায় আইলেন শ্রীবৃন্দাবন॥

দ্বিতীয় অধ্যায় দুই কলা তাহার প্রথমে। গোপকুমার স্বর্গে ইন্দ্র ভক্তি-প্রবর্তনে॥

মহর্লোক, তপোলোক সনকাদি সনে।
দ্বিতীয় কলায় ব্রহ্মলোক করিলা গমনে॥

ব্রহ্মা হই সভামধ্যে শুনেন বিচার। বেদশাস্ত্র, আগম পুরাণে ভক্তিসার॥

তৃতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় কলা প্রথমে তাহার।
শ্রীবৃন্দাবনে আইলা গোপের কুমার॥

গুরু সাক্ষাৎ হইয়া ধ্যান-আদি শিখাইলা।
তথা হইতে জপবলে মুক্তি-স্থান আইলা॥
শিব দুর্গা সাক্ষাৎ, আর বৈকুণ্ঠ-পার্ষদ।
দ্বিতীয় কলায় ভক্তি-মাহাত্ম্য অগাধ॥
তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ নাম-মাহাত্ম্য অপার।
স্মরণ ধ্যান হৈতে অধিক নাম সর্বসার॥
চতুর্থ অধ্যায় তিন কলা, তাহার প্রথমে।
বৃন্দাবনে গোপকুমার শ্রীগুরু-মিলনে॥

একে বৃন্দাবন, তাহে গুরুদেব সাক্ষাৎ। ইথে বাঞ্ছা পূর্ণ এই গ্রন্থেই বিখ্যাত॥
বৈকুণ্ঠ-গমন গোপকুমার করিলা। নারায়ণদেব সঙ্গে পূর্ণ কৃপা পাইলা॥
দ্বিতীয় কলায় নারদসঙ্গে গূঢ় কথা। তৃতীয় কলায় অযোধ্যাদর্শন, রামসীতা॥
পঞ্চম অধ্যায় তিন কলা প্রথমের শুন। দ্বারকায় গোপকুমার কৃষ্ণ-দরশন॥
উদ্ধব-গৃহে নারদ-মুখে ব্রজ-মাহাত্ম্য। গোলোক-মাহাত্ম্য-আদি মাধুর্য কথন॥
দ্বিতীয় কলা কৃষ্ণ-জন্ম, পূতনাবধ হৈতে। রাসলীলা পর্যন্ত মথুরাস্থচন যাতে॥
সম্ভোগ হইতে শ্রেষ্ঠ মাথুর বিরহে। তার মধ্যে গোপীগুণ অধিকান্ত হয়ে॥
তৃতীয় কলায় গোলোক-সাধন শিখাইলা। মহাপ্রভুর অবতার নারদ কহিলা॥

ষষ্ঠ অধ্যায় চারিকলা, তাহার প্রথমে।
গোপকুমার সাধন কৈলা ভূম-বৃন্দাবনে॥

গোলোক-গমন, মিলন শ্রীনন্দ-নন্দনে। ... ...॥

উত্তর-গোষ্ঠ লীলা স্নান, ভোজন শয়ন।
দ্বিতীয় কলায় উত্থান, গোষ্ঠকে গমন॥

নন্দাদির অবতার দ্রোণ বসু-আদি। কালিয়দমন, কেশী, অরিষ্টাসুরে বান্ধি॥

তৃতীয় কলা— মথুরাগমন, বিরহ বিলাপ।
চতুর্থ কলা— কংস-বধ, গেল সভার তাপ॥

বসুদেব-দৈবকী-মোচন, নন্দবিদায়। ইত্যাদিক অনেক প্রসঙ্গ আছে তায়॥

মাথুর বিপ্রের ইচ্ছা শেষ শুনিতে হৈল।
একারণ দ্বারকালীলা কিছু না কহিল॥

পুনরায় রামকৃষ্ণের ব্রজ-আগমন। সপ্তম অধ্যায়-মধ্যে হৈল তিন কল॥

প্রথম কলা— কৃপা গোপকুমার ব্রাহ্মণে।
সিদ্ধদেহ হইলেন কৃষ্ণেতে মিলনে॥

দ্বিতীয় কলায় লিখিত প্রমাণ বিস্তার। ব্রহ্ম-সংহিতা ভাগবত-আদি আর॥

ব্রজভূম-মাহাত্ম্য কিছু সংক্ষেপে লিখন।
সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীরাধিকা অধিক মাহাত্ম্য॥

এই কৃষ্ণামৃত সপ্ত অধ্যায়ে পূরণ। ইথে ঊনবিংশ কলা হৈল নিরূপণ॥
ভক্তামৃত সপ্ত অধ্যায়, তাথে দশ কলা। সর্বে চতুর্দশ অধ্যায় ঊনত্রিংশ কলা॥
শ্রদ্ধায় করয়ে যেই শ্রবণ কীর্তন। এই ভাগবতামৃত অমৃত-কথন॥
কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞান হয়, পায় প্রেমভক্তি। উপাসনা বস্তু তার সাধ্য সাধনযুক্তি॥
হরিনামে রুচি হয় সাধুসঙ্গে মেলা। সর্ব বাঞ্ছা পূর্ণ তার কৃষ্ণ-সহ খেলা॥
গ্রন্থের মহিমাসীমা কে কহিতে পারে। গ্রন্থই প্রমাণ গোপ-ব্রাহ্মণকুমারে॥

আমি অতি জড়বুদ্ধি, কিছু না জানিয়ে।
আস্বাদন-লোভে ইহা ভাষাতে লিখিয়ে॥

লোভাইল সনাতন হইয়া সদয়। কিন্তু মহামূর্খ হই সদা ভ্রমময়॥
অতএব নিবেদন সর্ব বৈষ্ণবচরণে। লিখিলাম দুই গ্রন্থ বহু পরিশ্রমে॥
হরিভক্তিবিলাস আর ভাগবতামৃত। মূল দেখি লিখিলাম যেমন সামর্থ্য॥
দেখিতে শুনিতে যথা সন্দেহ হইবে। মূল গ্রন্থ দেখিলেই ভ্রান্তি দূরে যাবে॥

যদি আমার লিখিবার যথা থাকে দোষ।
তথাই শুধিয়া দিবেন, না করিবেন রোষ॥

কিংবা লিখন-দোষ হয় নকলে নকলে। তাহাও শুধিয়া দিবেন সুবিজ্ঞ সকলে॥

অজ্ঞ-অপরাধ সদা করিবে মার্জন। কৌতুক করি শুন ভাষা ভক্তের বচন ॥
তোমরা শুনিলে শ্রম হইব সফল। অদোষদরশী বৈষ্ণবঠাকুর সকল ॥
এই খানে গ্রন্থ লিখ্য করিতে বিশ্রাম। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-পাদপদ্মে পরণাম ॥
জয় জয় পতিতপাবন অবতার। কলিজীবে হরিনামে করিলে নিস্তার ॥
কেবল নিস্তার নয়, দিলা প্রেমধন। মহাদাতা জগন্নাথ-শচীর নন্দন ॥

গোষ্ঠীসঙ্গে মহাদাতা, কি বলিব আর।
মার খেয়্যা প্রেম দেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁর ॥

গৌড়ে দাতা-ইন্দ্র জয় নিত্যানন্দ রাম। নামেই দারিদ্র্য দূর, প্রেমধন পায় ॥

সেই ত ভাণ্ডারের মহাকার্তা শ্রীঅদ্বৈতাচার্য।
যারে দেন সেই পায়, এই তার কার্য ॥
যে গৌরাঙ্গ ভজে, তারে বঞ্চিত না করে।
দীন, জড়, পঙ্গু, অন্ধ প্রেমে পেট ভরে ॥

শ্রীপণ্ডিত গদাধর-দান অনির্বচনীয়। গৌরাঙ্গ যে বলে, তার হয়েন বিক্রীয় ॥
শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ যত দাতাশক্তি। অকারণে দয়াদান এই সভার রীতি ॥
মহাপ্রভুর প্রিয়-পার্ষদ রূপ-সনাতন। কহিতে সামর্থ্য কিবা যত দাতৃগুণ ॥
মহাপ্রভুর মনোবৃত্তি হয় যেই যেই। মহিমা স্থাপন করিলা সেই সেই ॥

তথাহি— শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
সোঽয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্ ॥

তথাপিহ মহাপ্রভুর আজ্ঞা পুনঃ পুনঃ। কাঙ্গাল ভক্তের মোর করিহ পালন ॥
মহাপ্রভুর আজ্ঞা এই পরম গম্ভীরে। বিনা রূপ-সনাতন কে বুঝিতে পারে ॥
চিরকাল পালন হবে বুঝিয়া সে উক্ত। সেই প্রকার ব্রজভূমে করিলা নিযুক্ত ॥

প্রথমে চাহিয়া সভার ভক্ষ্য-আয়োজনে।
ইথে মাধুকরী-বৃত্তি করিলা আপনে ॥

পাক-আয়োজনে কাঙ্গাল পাইবেক দুঃখ। ঘৃতসিক্ত পক্ক-রোটি মাধুকরীটুক ॥

উদর ভরয়ে আর প্রেমের উদয়। ব্রজবাসীর স্নেহ পুত্র-অধিক করয় ॥
নিজভক্ষ্য আচ্ছাদনাশ্রয় বহু দূরে। সহস্র সহস্র বৈষ্ণব পাল্য ব্রজপুরে ॥

মাধুকরী-বৃত্তিতে শক্তি করিলা প্রকাশ।
নিজগণ বিনা কারো না হবে প্রকাশ ॥
ভজন-কুটী করি নিজে ব্রজে স্থানে স্থানে।
অদ্যাপিহ প্রসিদ্ধ দেখিয়ে বিদ্যমানে ॥

সে আচারে বৈষ্ণব-কুটীর করেন সকলে। ভরিল ভজন-কুটীর বরজ-মণ্ডলে ॥
শাস্ত্র-উক্ত করপাত্র কঠিন জানিয়া। নবীন ভক্ত সমাধান না হইবে ইহা ॥
নির্গুণ রজের পাত্র করোয়া ধরি। শিখাইলা নিজগণে আপনে আচরি ॥

ভোট-বদলিয়া কান্থা লইলা আপনি।
শিক্ষা দিলা সর্বভক্তে বিজ্ঞশিরোমণি ॥
শীতে অগ্নিতাপে কাষ্ঠ-আহরণে দুঃখ।
সেই দুঃখ নাই তার, যার কাঁথায় সুখ ॥
যদি কহ,— কৈলা গোসাঞি ভিক্ষাদি সুগম।
সাধন ভজন ইহার হইবে দুর্গম ॥

তাহাও সুলভ দেখ এই গ্রন্থ দৃষ্ট। শ্রীহরিনাম-সাধন সভার উৎকৃষ্ট ॥

ভোজন, শয়ন, গমন কিংবা যথা তথা।
নাম লইতে দোষ নাই এ আজ্ঞা সর্বথা ॥

আর যত ভক্তিশাস্ত্র করিলেন সবে। কেবল পরমানন্দ করিতে বৈষ্ণবে ॥

শ্রীগোপাল ভট্ট গোসাঞি, ভট্ট রঘুনাথ।
গোসাঞি দাস রঘুনাথ, জীব জীবন-দাতা ॥

শ্রীবৃন্দাবনে সভে করিলেন বাস। রাধাকৃষ্ণ-গূঢ়লীলা করিলা প্রকাশ ॥
শ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীরাধাগোপীনাথ। শ্রীরাধামদনমোহন সখীগণ-সাথ ॥
কালিন্দীর কূলে কেলি গোবর্ধন-তটে। কুসুম-সরোবর রাধাকুণ্ড-সনিকটে ॥

শ্রীকুণ্ড-মহিমা আমি কি কহিতে জানি।
বেদ, শাস্ত্র, পুরাণাদি স্তুতি করে বাণী॥

এই কুণ্ডে যেই একবার করে স্নান। তারে রাধাসম প্রেম কৃষ্ণ করে দান॥

এই কুণ্ডে নিত্য কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে।
জলে জল-কেলি করে, তীরে রাসরঙ্গে॥
কুণ্ডতীরে বাস আর কুণ্ডের সেবন।
তথাপি না হব তোমার কৃপার ভাজন॥
দাসগোসাঞির প্রার্থনা এই পরম শিক্ষণ।
রাধাকুণ্ডতীরে বাস কুণ্ডের সেবন॥

তথাহি— ত্বঞ্চেৎ কৃপাময়ি কৃপামতিদুঃখিতায়াং
নৈবাতনোরতিতরাং কিমিহ প্রলাপৈঃ।
ত্বৎকুণ্ডমধ্যমপি তদ্বহুকালমেব
সংসেব্যমানমপি কিং নু করিষ্যতীহ॥

হেন রাধাকুণ্ড সেবা কে না করে আশ।
শ্রীগুরু-কৃপায় মিলে ঐছে অভিলাষ॥
গুরু, গৌর, গোপাল— তিন এক বস্তু হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব শাস্ত্রে এইত নিশ্চয়॥

দেখিয়া শুনিয়া হেন প্রভুকে পাইয়া। গুরুরূপ দৃষ্টিগোচর হইলা আসিয়া॥
দীনে দয়া যত, কে কহিতে পারে। যাতে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রভু-পরিবারে॥

যে প্রভু জগৎদুঃখে দুঃখিত হইলা।
হুহুঙ্কারে গৌর-নিতাই অবনী আনিলা॥

শ্রীসীতানাথ-শাখা শ্যামদাসাচার্য। তার কুলোদ্ভব মোর প্রভু গুণবর্য॥

শ্রীহরি-প্রসাদ গোসাঞি প্রভু যে আমার।
মো হেন পতিতে যে করিলা অঙ্গীকার॥

দীক্ষা শিক্ষা দিয়া প্রকাশিলা নেত্রাঞ্জনে।
করুণা-বাৎসল্যগুণে করিলা পালনে॥
তাঁর এত দয়া, দেখ আমার দুষ্টতা।
তাঁর সেবা না করি, করি কপট বৈরাগ্যতা॥

কৃতঘ্ন, অপরাধী, মুঞি দুষ্টাচার। ইহাতে না বুঝি কিছু আপন নিস্তার॥
যদ্যপিহ কৃতঘ্ন অপরাধী হই। তথাপিহ প্রভু প্রাণনাথ মোর সেই॥
জন্মে জন্মে পাই যেন সেই শ্রীচরণ। সেই রূপ-গুণ-ধ্যান রহু সর্বক্ষণ॥

একে আমি অতি নীচ, তাহে মূর্খ অতি।
বিষয়ী, লম্পট, শঠ, অতি ক্রূরমতি॥

ইহাতে এ গ্রন্থ লিখ্য না হয় সম্ভব। তথাপি লিখি, লজ্জা ঘুচাইল লোভ॥
লোভাইলা করুণায় গোঁসাই সনাতন। শুদ্ধ বা অশুদ্ধ হউ হইল সমাপন॥
আর এক শুনি শ্রীভাগবতাচার। গায়ত্রীতে আরম্ভ, সাঙ্গ কৈল আরবার॥
এ গ্রন্থত ভাগবতের অবশেষ লিখনে। হরিনাম গায়ত্রী হৈলা মঙ্গলাচরণে॥
হরিনামে পূর্ণ করি,—এই ত বিচার। অতএব শ্রীহরিনামে বহু নমস্কার॥

তথাহি পদং—

'না জানি কতই সাধের, সরবস গোরাচান্দের,
বোলয়ে বোলায়ে হরিনাম।
নাহি জানে দিবানিশি, প্রেমার তরঙ্গে ভাসি, ভাসায় স্থাবর জঙ্গম॥
নাম, ধাম—চিন্তামণি, অশেষ রতন-খনি, খন না রসনা তীক্ষ্ণধারে।
ক্রমেতে মিলয়ে রত্ন, হৃদিগত বিনা যত্ন, মনোরথ শত শত সারে॥
চড়ে নাম তিরিভঙ্গে, গোপগোপীগণসঙ্গে, শ্রুতি নেত্রে রূপে গুণে পূরে।
রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, রাগ অনুরাগাখ্যান, প্রণয় মহাভাব পদ শিখারে॥
ভাবাদি লক্ষণ যত, সাত্ত্বিকাদি সুবেকত, অন্তর বাহিরে পরকাশে।
এ হেন দুর্লভ নাম, পায়্যা না ভজিনু হাম, অভিমানে এ কানাইদাসে॥

শ্রীরূপ-সনাতন-চরণ-চিন্তনে। তাহাতে হইল এই গ্রন্থ-সমাপনে॥
শ্রীহরি-পরসাদ পাই এই আশ। ভাগবতামৃতকণা কহে কানাইদাস॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গ্রন্থানুবাদ
লিখনং-নাম সপ্তম অধ্যায়
তৃতীয় কলা॥

এই পুস্তক শ্রীযুত দেওয়ান রায় কালিগতি সিংহ মহাশয়ের আজ্ঞানুসারে লিখিত,— শ্রীকাশীজয় দাস দেবস্ত।

সাকীম—সুখরিয়া. পরগণে রায়পুর, মতালকে জেলা হুগলি।
ইতি সন ১২৪০ সাল, তারিখ ২০শে চৈত্র মঙ্গলবার অষ্টমী সমাপ্ত হইল॥
মোকাম— আকবরপুর আফিমের কুঠী।

শ্রীশ্রীহরিদাসদাসাষ্টকম্

আবির্ভূয় নয়ে দ্বিজেন্দ্রভবনে পূর্বীয়বঙ্গে বরে
নানাশাস্ত্রসুবিজ্ঞনির্মলধিয়া বাল্যে পপাঠাধিকম্ ।
বিদ্বত্তাবলতঃ হিরণ্যপদকাপ্তো বিশ্ববিদ্যালয়াৎ
স শ্রীশ্রীহরিদাসদাসচরণো নো পাতু ভক্তপ্রিয়ঃ ।।১

ভূদেবাদ্ধরিমোহনাদ্গুরুবরাদ্দীক্ষামনুং প্রাপ বৈ
রাধাকুণ্ডতটে ন্যুবাস কলয়ন্ ভিক্ষাং সদীনঃ সুধীঃ ।
গত্বাগারমরং মুমোচ গুরুভারার্ণাদ্গুরুং মন্ত্রদং
স শ্রীশ্রীহরিদাসদাসচরণো নো পাতু ভক্তপ্রিয়ঃ ।।২

তস্মাচ্ছ্রীগিরিধারিদাস-কৃপয়া নীলাচলাদাগতে
বৃন্দাখ্যে বিপিনে মনোহরবরস্যাশ্রিত্য বাক্যং মুদা ।
গ্রন্থোদ্ধারয়িতুং মনো বিনিযুজোজানন্দকন্দঃ সদা
স শ্রীশ্রীহরিদাসদাসচরণো নো পাতু ভক্তপ্রিয়ঃ ।।৩

ভ্রামং ভ্রামমহর্নিশং লিপিসমূহান্ সন্দধান দ্রুতং
সংশোধ্য স্খলিতান্ বিভিন্নলিপিতঃ শুদ্ধিং চকার স্বয়ম্ ।
বঙ্গীয়ানুকথাং বিলিখ্য প্রচকাশ গ্রন্থবৃন্দান্ ধ্রুবং
স শ্রীশ্রীহরিদাসদাসচরণো নো পাতু ভক্তপ্রিয়ঃ ।।৪

কালে শ্রীহরিবোলমন্দিরনিবাসে প্রাতরেবান্বহং
গায়ং গায়মনুস্মরন্ হরিগুণং বভ্রাম পথ্যুচ্চকৈঃ ।
গৌরাঙ্গং সগদাধরং গণসহং সস্মার চক্রন্দ চ
স শ্রীশ্রীহরিদাসদাসচরণো নো পাতু ভক্তপ্রিয়ঃ ।।৫

গোপালং বিরুদং তথা চ বিরুদাঙ্কং গ্রন্থযুগং স্ফুটং
প্লাবন্তং যমুনাজলে নিধিমিব প্রাপ্যেব মোহং গতঃ ।
ভাবাবেশযুতো ননর্ত্ত ভগবদ্ভক্তান্ ননামোন্মদঃ
স শ্রীশ্রীহরিদাসদাসচরণো নো পাতু ভক্তপ্রিয়ঃ ।।৬

গৌড়ীয়াখ্যককোষ উজ্জ্বলমণির্ভক্তে রসস্যার্ণবঃ
শ্রীবৃন্দাবিপিনামৃতং চ মথুরামাহাত্ম্যমার্য্যাশতম্ ।
ইত্যাদীনমলান্ রসাব্ধিবলয়ানুদ্ধারয়ামাস যঃ
স শ্রীশ্রীহরিদাসদাসচরণো নো পাতু ভক্তপ্রিয়ঃ ।।৭

জ্ঞানাব্ধিঃ করুণোদধির্নিরভিমাণী সূক্ষ্মধীর্ভক্তিমান্
রোমাঞ্চাশ্রুতরঙ্গভাবরুচিরো মুগ্ধঃ প্রশান্তো নিধিঃ ।
আচার্য্যো রসিকঃ ক্ষমাগুণযুতো গৌড়ীয়রত্নাকরঃ
স শ্রীশ্রীহরিদাসদাসচরণো নো পাতু ভক্তপ্রিয়ঃ ।।৮

শ্রীহরিদাসদাসস্যাষ্টকং পঠন্তু বৈষ্ণবাঃ ।
যেন পাঠেন সর্বেষাং গ্রন্থপাঠে রুচির্ভবেৎ ।।৯
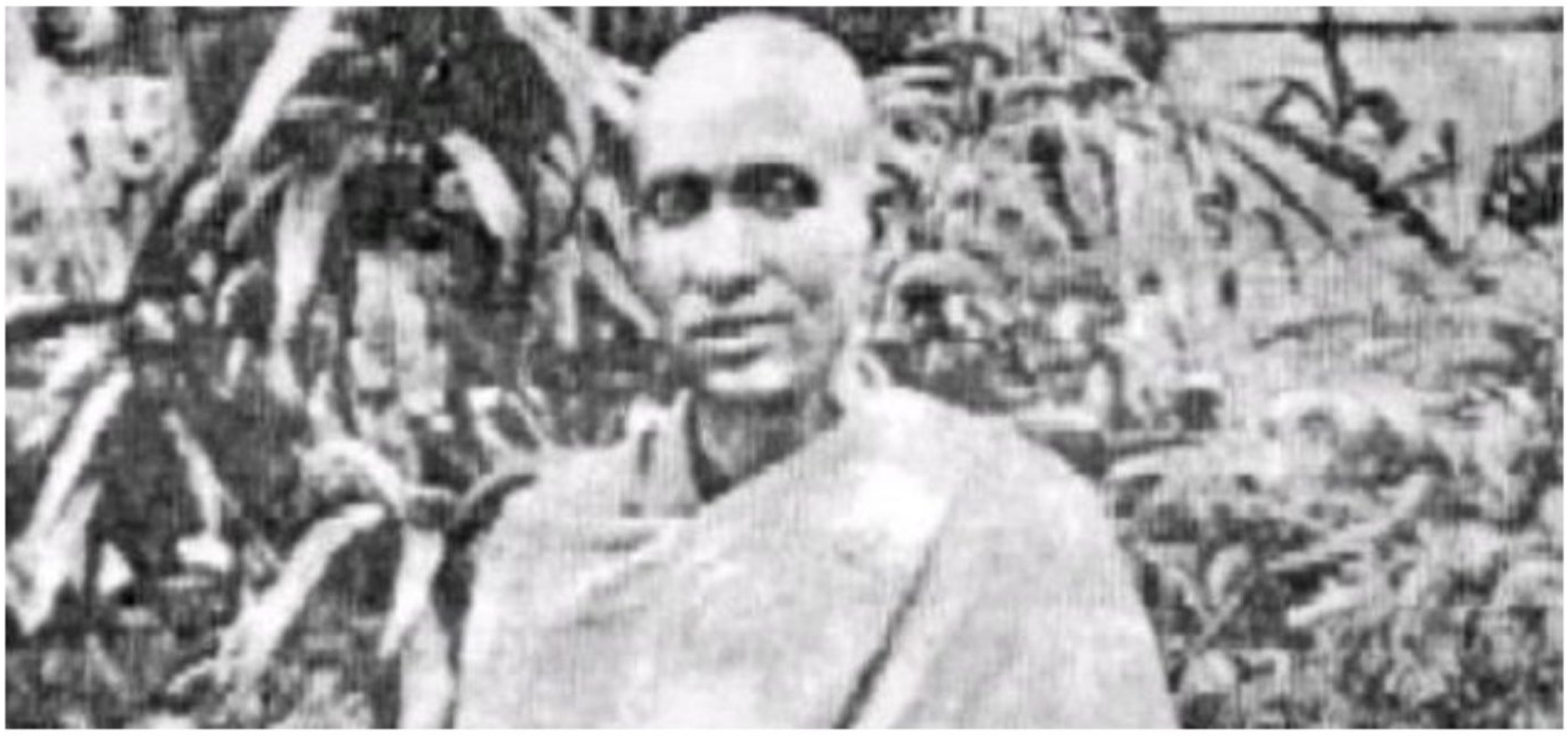
ইতি শ্রীবৃন্দাবননিবাসিনা শ্রীবৃন্দাবনদাসেন
বিরচিতং শ্রীশ্রীহরিদাসদাসাষ্টকং
সমাপ্তম্ ।।